SERIES—XXI.

INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 21st June, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 21st June, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Deputy Minister and 24 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Question No. 337.

Shri S. L. Singh :—Question No. 337 Sir.

QUESTION.	ANSWER.
1. Total number of evacuees from East Bengal who have entered Tripura during 1971 &	7,84,848 evacuees have entered Tripura from East Bengal during 1971 (upto 14.6.71) and registered their names with this Department. Besides, approximately 1,96,200 un-registered evacuees are residing in this State.
2. Total number of evacuees who have been provided with ration	Upto 14.6.71, 5,44 397 evacuees have been provided with ration.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সাত লক্ষের মধ্যে; পাঁচ লক্ষকে রেশন দেওয়া হচ্ছে, আর যে ২ লক্ষ এণ্ড অড নাম্বার, এটা কেন রেশন পাচ্ছে না, তার কারণ কি ?

Shri S. L. Singh :—Those who are residing with their relatives or with their friends, they are not getting the rations.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাঁদের নাম রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—Those who have registered their names, but reside with their relatives or friends, are not getting rations.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে আন-সেটেলড একটা বিরাট সংখ্যা স্থাট ইজ মোর দ্যান টু লাখস্, এদের কোন রকম রেশন না দেওয়ার দরুণ, ত্রিপুরার যে অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ, তার উপর আঘাত হানছে, কিনা, সেকেণ্ড পয়েণ্ট হচ্ছে এই, তাদের সাহায্য না দেওয়ার দরুণ, যে সমস্ত মধ্যবর্ত্তী পরিবার যাঁদের কাছে এইসব লোক আছে, তাদের পারিবারিক বুনিয়াদের উপর আঘাত হানছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বিরাট আঘাত হানছে, অস্বীকার করার উপায় নেই, তা সত্বেও আমাদের করতে হচ্ছে। আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে রেফার করেছি যাতে যারা তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে থাকছে তাঁদের যাতে রেশন দেওয়া হয়, but we have got no response.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বন্ধু বান্ধবের বাড়ী বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে থাকার প্রশ্ন আসেনা, যেহেতু তাঁরা ক্যাম্পে জায়গা পাচ্ছে না, সেইহেতু তাঁরা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে থাকছে, কেন তাঁরা রেশন পাবেন না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে those who are not residing in the camp, but with their relatives, friends and outside the camp, they are not getting rations.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার কি সমস্ত শরণার্থীদের ক্যাম্পে জায়গা দিতে পারবেন, সেইরকম বন্দোবস্ত আছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পূর্ব্ব থেকে জায়গার বন্দোবস্ত করা নাই, আসার সাথে সাথে সেটা করা হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, টোটাল ইভাকিউজের সংখ্যা কত, কয়টি ক্যাম্প করা হয়েছে এবং কত সংখ্যক শরণার্থীর এ্যাকমডেশনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেটা আমি জানতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Let me clarify the position. তিনি বলেছেন যারা ক্যাম্পে আছেন, তাদের রেশন দেওয়া হচ্ছে, আর যারা ক্যাম্প-এর বাইরে আছেন তাদের কোন রেশন দেওয়া হচ্ছে না। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে রেফার করেছেন, সেটা

আলাদা জিনিষ। আমি বলছি যে, ক্যাম্প যা করা হয়েছে, যে পরিমাণ রিফিউজি পূর্ব্ব বাংলা থেকে ত্রিপুরায় আসছে, তাদের মধ্যে কত সংখ্যক রিফিউজী এ্যাকমডেশান দেওয়া প্রভৃতি ঐ ক্যাম্প নিয়েছে, the number of persons could be admitted in those camps, সেটা আমরা জানতে চাইছি, it is very relevant question Sir.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ৫,৪৪,৩৯৭ শরণার্থীকে রেশন দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কতজন রিফিউজীকে রেশন দেওয়া হচ্ছে সেটা বলছেন, কিন্তু কয়টি ক্যাম্প করেছেন এবং সেখানে কত লোককে এ্যাকমেডেশন দেওয়া যায়, তার নাম্বারটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাম্পের মধ্যে যাঁরা আছেন—৫,৪৪,৩৯৭, তাঁদেরই রেশন দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ষ্টেটমেন্ট হাউসে দিয়েছেন, আপনার মারফত আবেদন করব, তিনি আবার যেন এটা ভেরীফাই করে দেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে ১০ লক্ষের উপর শরণার্থী এসেছে, তারমধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক ক্যাম্পে জায়গা পেয়েছেন, আর বাকী পাঁচ লক্ষ যে আছে, তাঁরা ক্যাম্পে জায়গা না হওয়া পর্যন্ত কি না খেয়ে থাকবেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ক্যাম্পের বাইরে যারা থাকবেন, তাঁদেরকে রেশন আমরা দিতে পারছিনা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কত লোককে ক্যাম্পে থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা তো আমি আগেই বলেছি যে এই পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার লোককে ক্যাম্পে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর বাইরে আরও যারা ক্যাম্পে স্থান পান নাই, তাদের কি অবস্থা হবে জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ক্যাম্পে স্থান পান নাই, এ কথা বলা যায় না। যারা আসবে তাদেরকে আমরা ক্যাম্পে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে আমরা কি বুঝব যে তাদেরকে কোন একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্যাম্পে রাখার প্রভিশান করার ব্যবস্থা করা হবে?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—যেমন ক্যাম্পে যারা আছেন, তাদেরকে এখন প্রতিদিনই কিছু কিছু করে আসাম বা গৌহাটিতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এবং আরও অন্যান্য জায়গায়ও স্থানান্তরিত করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেসব রিফিউজি তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আছেন, তাদের যে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেক জায়গাতে কারচুপি করে সেইসব আত্মীয়স্বজনদের নাম ঢুকানো হয়েছে এবং তারা সেইসব কার্ড মারফতে অতিরিক্ত রেশান তুলছে, এটার একটা ইনকোয়ারী করে দেখা হবে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—স্যার, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এতসব ইনকোয়ারী করে দেখা বর্তমান অবস্থায় মোটেই সম্ভব নয়। তবে মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন একটা কেসের কথা বলেন, তাহলে সেটা ইনকোয়ারী করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, যারা পাকিস্থান থেকে আসছে, তাদের রুজিরোজগারের আদায় কোন মীন্‌স নেই, তাছাড়া যারা কিছু টাকা পয়সা নিয়ে আসছে, সেগুলি পাকিস্থানে অচল ঘোষণা করার পর তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কাজেই যদিও অনেকে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে উঠেছে। এখানকার এই অবস্থার দরুণ তাদের ক্যাম্পে না গিয়ে উপায় নেই, সেহেতু তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—বর্তমানে যেটা হচ্ছে, সেটা হল এখন যারা আসছে, তাদের আমরা আইডেনটিটি কার্ড দেই এবং তাদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে থাকতে চায়, তাদের জন্যই আমরা ক্যাম্প বা ঘর তৈরী করি, আর যারা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে থাকতে চায়, তাদের জন্য আমাদের পক্ষে ঘর তৈরী করা সম্ভব নয়। কাজেই এই যে একটা বিরাট সমস্যা, এর মধ্যে যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি নেই সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না তাছাড়া যারা আসতে চাইছে, তাদের পরিমান এত বেশী যে তাদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের ঘর তৈরী করে দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। তা সত্বেও আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে যেসব রিফিউজি আছে, তাদের কিছু একটা সাহায্য করার জন্য আমরা গভঃ অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রস্তাব করেছি, কিন্তু গভঃ অব ইণ্ডিয়া তাতে রাজি হন নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাদের নাকি ক্যাম্পে স্থান দিতে পারেন নি, তাদের ট্রেনজিট ক্যাম্পে রাখা হয় বলেছেন, কিন্তু সেই ট্রেনজিট ক্যাম্পেও তাদের ৫।৬ দিন থাকতে হয়, তখন কি তাদের কোন রেশান দেওয়া হয়ে থাকে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ট্রেনজিট ক্যাম্পে ড্রাই রেশন দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি ইনকোয়ারী করে দেখতে রাজি আছেন যে ট্রেনজিট ক্যাম্পে কোন রেশনই দেওয়া হয় না—এবং আমার জানা মতে সোনামুড়াতে এইরকম করা হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি তো বললাম যে ড্রাই রেশান দেওয়া হয়ে থাকে এর বেশী কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেসব শরণার্থীরা আসছে, তাদের প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য কত হাত পাশ এবং কত হাত দিক ঘর তৈরী করা হয়েছে জানেন কি ?

Mr. Speaker :—Shri Tarit Mohan Das Gupta.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Starred Question No. 347.

Shri S. L. Singh :—Sir, Starred Question No. 347.

QUESTION	ANSWER
1) How many refugees from Bangladesh are now residing in Educational Institutions and how many of them are in newly constructed camps ?	Information are under collection.
2) What is the capacity of each camps that has been constructed and where they are located ?	

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল—(1) How many refugees from Bangladesh are now residing in educational institutions and how many of them are in newly constructed camps ; (2) What is the capacity of each camps that has been constructed and where they are located ? আজকে এইসব রিফিউজিরা আসছে অনেক দিন আগে থেকে এবং আমি এই প্রশ্নটার বিষয়বস্তু জানার জন্য ১২ দিন আগেই নোটিশ দিয়েছি, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও এটার প্রয়োজনীয় ইনফরমেশান কালেক্ট না করে এখানে যে উত্তর দেওয়া হচ্ছে—মেটেরিয়ালস্ আর আণ্ডার কালেকশান, তাতে কি আমরা বুঝব যে মিনিষ্টার্স আর নট ওয়েল কন্ভাসেন্ট···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউ ক্যান নট ফোর্স দি মিনিষ্টার টু গিব রিপ্লাই টু এ কোয়েশ্চান।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—ছাট আই নো স্যার, Government should be well conversant with the refugees' problem as the refugees are supplied ration from the Government.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা বাংলা দেশ সম্পর্কে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চান, অথচ এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে···

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি বক্তৃতা করছেন ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—না স্যার আমি বক্তৃতা করছি না···

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা তো কোয়েশ্চন আওয়ার। এখন এই সময়ে যদি এভাবে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের যে অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চান আছে, আমরা সেগুলির উত্তর পাব না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 367.

Shri S. L. Singh :—Sir, Starred Question No. 367.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং চিকিৎসা ও ঔষধ ইত্যাদির অভাবের কারণে লোক মারা যাচ্ছে ?	প্রতিনিয়ত লোক মারা যাচ্ছে না।
২) যদি সত্য হয়, তবে গত কয়েক মাসে ৭ই জুন পর্য্যন্ত কতজন মারা গিয়েছে ?	ইট ইজ আণ্ডার কালেকশান, স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan, and Shri Aghore Deb Barma bracketed.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 362.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 362.

প্রশ্ন

১। গত মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে পাক গুপ্তচর সন্দেহে ত্রিপুরায় মোট কতজনকে আটক করা হয়েছে ;

২। যদি আটক করা হয়ে থাকে তাদের নাম এবং কতজনকে জামিনে মুক্ত করা হয়েছে ;

৩। আটক বন্দীদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক আছেন কিনা ; থাকিলে তাদের নাম ?

উত্তর

১। ২। ৩। } একশতের উপর ব্যক্তিকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের যোগসাজস আছে বলিয়া পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়াছে। জনস্বার্থের খাতিরে সমস্ত বিস্তারিত বিবরন দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ যখন তদন্ত চলিতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 375.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 375.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিগত ২৫শে মার্চ্চের পর ত্রিপুরার অভ্যন্তর হইতে কোন ভারতীয় নাগরিককে পাক সৈন্য ধৃত করিয়া নিয়াছে কি ?	ক) হ্যাঁ, বিগত ২রা এপ্রিল, ১৯৭১ ইং তারিখে ত্রিপুরার সোনামুড়া সীমান্ত হইতে ২জন ভারতীয় সাংবাদিককে পাক সৈন্যরা ধরিয়া নিয়া যায়।
খ) যদি নিয়া থাকে কি প্রতিকার করা হইয়াছে।	খ) পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় সীমা লঙ্ঘন বন্ধ কর র জন্য ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সজাগ থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিরোধের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার ইহা কি প্রতিকার করিয়াছেন, এই যে দুইজন সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেল তার কি প্রতিকার করিয়াছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আগেই বলা হয়েছে যে পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় সীমা লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সজাগ থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিরোধের নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাক মিলিটারী যে নিল সেখানে কোন প্রতিকার করা হইয়াছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—উই হ্যাভ সেন্ট প্রটেষ্ট নোট। তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. এই প্রটেষ্টা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—উই আর সেন্ডিং সো ম্যানীপ্রটেষ্ট। সো পার্টিকুলার ডেট ইজ নট নোন টু মী।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তাদের কাছ থেকে কোন রেসপনস পাওয়া গেছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারপর তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহত গতিতে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন এই যে দুইজনকে ধরা হয়েছে তাদের নাম কি এবং কোন্ কোন্ পত্রিকার সম্পাদক ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নাম আমি এখন বলতে পারব না।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 320.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 320.

প্রশ্ন

ক) তেলিয়ামুড়া, অমরপুর ও ডুম্বুরনগর টি. ডি. ব্লকে ১৯৬৮ ইং হইতে আজ পর্য্যন্ত কতটি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে ?

খ) উক্ত অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলির মধ্যে কতটি ১৯৭০-৭১ ইং সনে মেরামত করা হইয়াছে এবং মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ? এবং

গ) মেরামতের বাকী টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

ক) অমরপুর + ডুম্বুরনগর ∘	অকেজো আর. সি. সি. ওয়েলের সংখ্যা	অকেজো টিউবওয়েলের সংখ্যা
তেলিয়ামুড়া *		
	+ ১৮	+ ৮০
	∘ ২৩	∘ ৯
	* ৪০	* ৫৬

খ) মেরামত আর. সি. সি. ওয়েলের সংখ্যা	মেরামতের খরচ	মেরামত টিউবওয়েলের সংখ্যা ও খরচ	
অমরপুর—৮	৩,০০০ টাকা	১৮	৯,৮৯৩ টাকা
ডুম্বুরনগর—৯	৪,৯৪৯ টাকা	৭	৪,০৬০ ,,
তেলিয়ামুড়া—১৬	১০,০০০ টাকা	৫৬	১৫,০০০ ,,

গ) হ্যাঁ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে এই রিংওয়েল টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় যে প্রত্যেক সাব ডিভিসনে আছে সগুলি মেরামতের জন্য পরিকল্পনা আছে কিনা এবং না থাকলে গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পরিকল্পনা আছে এবং সেই অনুসারে কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 298.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 298.

প্রশ্ন

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে Small & Marginal farmers' schemeএর অধীনে কোন্ কোন্ শ্রেণীর কত পরিবার পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন ? তাহাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

স্কীমটী কার্য্যকরী করার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই ।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 283.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 283.

প্রশ্ন

১। এ রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে কতজন কর্ম্মচারী আছেন ;

২। তন্মধ্যে তফশিলী উপজাতি ও তফশিলী জাতির সংখ্যা এবং শতাংশ হিসাবে তাহাদের পৃথক পৃথক হিসাব ?

উত্তর

১। ১ম শ্রেণী ১০৪

২য় শ্রেণী ৫৫৪

২। সঙ্গীয় পরিশিষ্ট 'ক'এ দেওয়া হইল।

ANNEXURE—"A"

Total	Class I Sch. Tribes	Sch. Castes	Total	Sch. Tribes	Sch. Castes	Percentage Class I Sch. Tribes	Sch. Castes	Class II Sch. Tribes	Sch. Castes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	12	2	554	38	10	11.5%	1.9%	6.8%	1.8%

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 258.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 258.

Question

১) Ex-Political Suffererদের চাকুরী ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা সিথিল করার যে প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে তাহা কতটুক্ কার্য্যকরী করা হইয়াছে ;

২) এই পর্য্যন্ত কতজনকে এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ;

৩) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কতজন Ex-Political Sufferer চাকুরী করিতেছেন ?

Answer

১) Ex-Political Suffererদের (Freedom Fighter) সাধারণ বয়ঃসীমা সিথিল করতঃ চাকুরীতে অবসর গ্রহণ অথবা পুনঃ নিয়োগ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; তবে এই নির্দ্দেশে কিছু শর্ত আরোপ করা হইয়াছে।

২) এই পর্য্যন্ত ৪ (চার) জনকে এই সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

৩) মোট ৪৬ জন Ex-Political Sufferer ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা কত বৎসর পর্য্যন্ত শিথিল করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—A proposal was sent to the Government of India for extension of service of Ex-Political sufferers (freedom fighters) beyond the normal age of superannuation (i. e. 58/60 years of age) until they attain the age of 65 years or complete 30 years of service, whichever is earlier ; as has been done by the Government of West Bengal. The Government of India did not agree to this proposal. The local Government is empowered to grant extension in individual cases upto 60 years. It has, therefore, been decided by this Government that the case of Freedom Fighters for grant of extension/re-employment after attaining the age of superannuation may be considered sympathetically upto 60 years, provided they fulfil the following condition :-

(i) The officer concerned had suffered imprisonment on political grounds (including terms spent in detention or conviction or as under trial prisoner or as internee) for a period of not less than 2 (two) years.

(ii) He entered the Government service after the age of 30 years.

(iii) He should be physically fit and should not be otherwise unsuitable for retension in Government employment.

In case of technical employees who are ex-political sufferers, the maximum age for consideration is 62 years. Necessary instructions have, accordingly, been issued to all concerned.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে এক্সপলিটিক্যাল সাফারারদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৬০ বৎসর করা হয়েছে, কিন্তু এই ৬০ বৎসর জেনারেলী সকলের জন্যই। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এক্স-পলিটিক্যাল সাফারারদের জন্য ৬৫ বৎসর রিকম্যাণ্ড করা হয়েছে এবং তাঁদের ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত চাকুরীর সুযোগ যদি দেওয়া হয়, তাহলে ত্রিপুরার এক্স পলিটিক্যাল সাফারারদের ক্ষেত্রে ৬৫ বৎসর করার জন্য ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ত্রিপুরা সরকার সেই সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সেটা এ্যাগ্রী করেননি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮ স্যার।

প্রশ্ন

(১) ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব্বপাক ত্রিপুরা সীমান্তে মোট কয়টি (ক) গরুচুরি (খ) ডাকাতি হয়েছে ;

(২) ঐ সকল ঘটনা সম্পর্কে কতজনকে এই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

(১) ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব্বপাক ত্রিপুরা সীমান্তে (ক) গরুচুরি এবং (খ) ডাকাতির মোট সংখ্যা নিম্ন দেওয়া হইল।

(ক) ৩৮টি গরুচুরি (খ) ৯টি ডাকাতি।

(২) কোন পাক দুষ্কৃতকারীকেই এই সময়ের মধ্যে গরুচুরি অথবা ডাকাতির দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত গরুচুরি, ডাকাতি ইত্যাদি ঘটনাগুলি হয়েছে, সেগুলি কোন্ কোন্ জায়গায় হয়েছে, সেই জায়গাগুলির নাম বলতে পারেন কি ?

Shri S L. Singh :—I am giving the names.

Name of place & P. S.	Date of incident	Loss of propeıty. (estimated amount)
1. Shrinagar, P. S. Sabroom.	3. 4. 70	Rs. 200/-
2. Bijoynagar, P. S. Sabroom.	4. 4. 70	Rs. 100/-

1	2	3	4
3.	South Krishnanagar, P. S. Belonia.	6, 4. 70	Rs. 200/-
4.	Shibpur, P. S. Belonia	8. 4. 70	Rs. 500/-
5.	Haripur, P. S. Belonia.	12. 4. 70	Rs. 100/-
6.	Brajendranagar, P. S Sabroom.	12. 4. 70	Rs. 100/-
7.	Jaipur, P. S. Belonia.	1. 5. 70	Rs. 500/-
8.	Maheshpur, P. S. Jatrapur.	3. 5. 70	Rs. 700/-
9.	Murticherra, P. S. Kailashahar.	1. 6. 70	Rs. 200/-
10.	Debipur, P. S. Kailasha-har.	3/4. 6. 70	Rs. 225/-
11.	Ganganagar, P. S. Kamalpur.	4/5. 6. 1970	Rs. 600/-
12.	Ganganagar, P. S. Kamalpur.	15. 6. 70	Rs. 300/-
13.	Mohanpur, P. S. Kamalpur,	24. 6. 70	Rs. 1200/-
14.	Jorkhamba, P. S. Sabroom.	9. 7. 70	Rs. 200/-
15.	Gopalnagar (Harnakhola) P. S. Sidhai.	1. 8. 70	Rs. 600/-
16.	West Belechare, P. S. Khowai.	29. 7. 70	Rs. 150/-
17.	Jatrapur, P. S. Jatrapur.	9. 8. 70	Rs. 100/-
18.	Sidhai, P. S. of Sadar Sub-division.	8. 8. 70	—
19.	Baruakandi, P. S. Dharmanagar.	29/30. 8. 70	Rs. 200/-
20.	Taranagar, P. S. Sidhai.	28. 7. 70	Rs. 200/-
21.	Purba Ram-Chandra-ghat, P. S. Kalyanpur.	8. 9. 70	—

1	2	3	4
22.	Ishanchandranagar, P. S. Belonia.	22/23. 9. 70	Rs. 500/-
23.	Paharmura, P. S. Khowai.	1. 10. 70	Rs. 300/-
24.	Chitaldahar, P. S. Dharmanagar.	6. 10. 70	Rs. 250/-
25.	Mahespur, P. S. Jatrapur.	12. 10. 70	Rs. 1000/-
26.	Ishanpur, P. S. Sidhai.	26. 11. 70	Rs. 990/-
27.	Cherma, P. S. Khowai.	7. 11. 70	Rs. 300/-
28.	Ishanpur, P. S. Sidhai.	26. 11. 70	Rs. 990/-
29.	Kalikapur, P. S. Kotwali.	22. 12. 70	Rs. 300/-
30.	Bijoynagar, P. S. Sidhai.	17. 7. 70	Rs. 1,300/-
31.	Kubjar, P. S. Kailasahar.	6. 10. 70	Rs. 700/-
32.	Fatikcherra, P. S. Sidhai.	7. 11. 70	Rs. 500/-
33.	Dulupur, P. S. Sonamura.	5. 1. 71	Rs. 300/-
34.	Nowgang, P. S. Sidhai.	31. 1. 71	—
35.	South Haripur, P. S. Belonia.	1. 2. 71	—
36.	Badarpur, P. S. Jatrapur.	21. 1. 71	Rs. 200/-
37.	Kachuban, P. S. Khowai.	20. 2. 71	Rs. 1800/-
38.	Berimura, P. S. Sidhai.	3. 3. 71	—
		Total :—	Rs. 15,315/-

Mr. Speaker :—Shri Nishikanta Sarkar.

Shri Nishikanta Sarkar :—Question No. 139 Sir.

Shri S. L. Singh :—Question No. 139 Sir.

প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যের কোন্ মহকুমার মহকুমা শাসকের অধীনে কর্ম্মচারীদের (১৯৬৯-৭০ ইং) O. T. বাবত কত খরচ হইয়াছে ;

উত্তর

মহকুমার নাম	মহকুমা শাসকের অধীনে খরচের পরিমাণ
১। উদয়পুর	টা. ২১,১৫৬·০০
২। অমরপুর	,, ১৪,৯৯১·৬০
৩। বিলোনীয়া	,, ১৩,৯৫৬·৯৫
৪। সাবরুম	,, ১৪,১৫২·৭০
৫। সদর	,, ২০,৭৮১·১৫
৬। সোনামুড়া	,, ১১,৮৯০·৭৫
৭। খোয়াই	,, ৩২,০৬২·২৫
৮। ধর্ম্মনগর	,, ১০,৬৫৩·০০
৯। কৈলাসহর	,, ৯,১৮৬·০০
১০। কমলপুর	,, ৭,৪৯৬·০০

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ও. টি. এত টাকা দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ও. টি. ওয়ার্কের জন্য দেওয়া হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ও. টি. না দিয়ে যারা বেকার অবস্থায় আছে, তাদের কেন চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অতিরিক্ত কাজ করাতে হলে ও. টি. দিতে হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ও. টি. কথাটার অর্থ কি আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই ও. টি 'র প্রতিশব্দ কি হবে বাংলায় আমি বলতে পারছি না। যে সময় পর্য্যন্ত কাজ করতে হবে, তার অতিরিক্ত সময় যদি কাজ করানো হয়, তাহলে ও. টি. এ্যালাউয়েন্স দিতে হয়। তার প্রতিশব্দ কি হবে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই অতিরিক্ত কাজের কোন লিমিটেশন আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা এক ঘণ্টাও হতে পারে দুই ঘণ্টাও হতে পারে আবার পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ১০ হাজার থেকে ৩২ হাজার টাকা এক একটি সাব ডিভিশান্যাল অফিসে অভার টাইম বাবতে খরচ করা হচ্ছে। কাজেই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য অতিরিক্ত খরচ করছেন ওভার টাইম বাবতে, এখন আমাদের যে বকার সমস্যা রয়েছে, সেটাকে চেক দেওয়ার জন্য সরকার ওভার টাইম ন দিয়ে যদি কিছু বেকারকে নিয়মিত-ভাবে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেন, তাহলে এই বেকারের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেত পারে। এদিক দিয়ে সরকার কোন পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখতে রাজি আছেন কিনা, সেটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকারের এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ কর্ম্মচারীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করাতে হলে তাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু ব্যয় বরাদ্দ করতেই হবে এবং সেই অনুসারে কর্ম্মচারীদের দিয়ে সরকারের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে তাদের ওভার টাইম দেওয়া হয়।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে কি আমরা বুঝব যে সরকারের এটাই পলিসি হবে যে লোককে নিয়োগ করা হবে, তাদের দিয়ে ঐ অতিরিক্ত কাজ করানো হবে এবং তাদের ওভার টাইম বাবদে মাসে মাসে কিছু দেওয়া হবে, আর ক্রমশঃ বেকার সৃষ্টি করবেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অতিরিক্ত যে খরচ হবে না, সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারবে না আর বেকারত্ব বন্ধ করার জন্য ওভার টাইম উঠিয়ে দেওয়ারও কোন প্রশ্ন উঠে না। বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী পোষ্ট ক্রিয়েশান করা হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে সেগুলিতে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কাজেই বেকার দূর করা আর ওভার টাইম দিয়ে অতিরিক্ত খরচ করাটা এক কথা নয়। এটার দুইটি দিক আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন সময় থেকে কোন সময় পর্য্যন্ত ওভার টাইম দিয়ে কাজ করানো হবে, এটা দেখা শুনা বা সুপারভাইজ করা কিভাবে হয়ে থাকে, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যাদের দিয়ে ওভার টাইমের কাজ করানো হয়ে থাকে, সেখানে তাদের মধ্যে একজন করে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী থাকেন এবং তিনিই যারা ওভার টাইম করছেন, তাদের কাজকর্ম্ম সুপারভাইজ করে থাকেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে কর্মচারীরা তাদের যখন কাজকর্ম্ম করার কথা, তখন কোন কাজই করেন না, তারা ওভার টাইম পাওয়ার জন্য সেই সময়টা বসে থাকেন এবং ৫টা বাজার পর ওভার টাইম নিয়ে সেই সব কাজ কর্ম্ম করে থাকেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই রকম কোন কিছু সরকারের জানা নেই

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন ধরণের কর্ম-চারীদের জন্য সরকারের ওভার টাইম বাবতে বেশী টাকা খরচ করতে হয় ?

মিঃ স্পীকার :—দীস ইজ নট রিলিভেণ্ট।

শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকার কর্মচারীদের বছরে কত ঘণ্টা পর্য্যন্ত ওভার টাইম দিতে পারেন বা এই ওভার টাইমের ব্যাপারে কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করা আছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কর্মচারীদের ওভার টাইম দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের যে সব নিয়ম কানুন আছে, সেই সব অনুসারে তাদের ওভার টাইম ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ওভার টাইম সীষ্টেম কোন বছর থেকে চালু করা হয়েছে, বলতে পারেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—দীস ইজ ইরিভেলেণ্ট।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকার কি অবগত আছেন যে সরকারী কর্মচারীরা রীতিমত অফিসে হাজিরা দেন না এবং ঠিক মত কাজ কর্ম করেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা ঠিক নয়, তবে আমরা জানি যে সরকারী কর্ম্মচারীরা রীতিমত অফিসে আসেন, এবং রীতিমত তাদের কাজকর্ম করেন। কাজেই সরকারের যদি অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের দিয়ে করাতে হয়, তাহলে নিয়ম অনুসারে তাদের ওভার টাইম ভাতা দিতে হবে এবং তারা সেটা পাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীরা সমান হারে ওভার টাইম পান কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ওভার টাইম যার যে রকম বেতন আছে, সেই বেতন অনুসারে একটা নির্দিষ্ট হার ঠিক করা আছে এবং সেই অনুসারেই তারা ওভার টাইম পেয়ে থাকেন।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Starred Question No. 350.

Shri S. L. Singh :—Sir, Starred Question No. 350.

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে যে সকল সরকারী চাকুরী হইতেছে ইহাতে কি Policy গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইতেছে ;

২) বর্ত্তমান সনের মে ও জুন মাসে রিলিফ বিভাগের চাকুরীর জন্য যে সকল interview হইয়াছে তাহা হইতে এই পর্য্যন্ত মোট কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ; এবং

৩) কোন মহকুমা হইতে কতজন চাকুরী পাইয়াছে ?

উত্তর

১—৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Sperker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 363.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 363.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের মধ্যে যারা গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা পরিচয় পত্র ও যথোপযুক্ত রিলিফ সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেই ব্যবস্থাপনাগুলি কি কি ?

৩। না হয়ে থাকলে কারণ ?

১। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহনকারী শরনার্থীদের যথাযোগ্য তদন্তের পর পরিচয় পত্র দেওয়ার জন্য বিভিন্ন থানাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তদনুযায়ী প্রাথমিক কাজও আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অত্র বিভাগ হইতে Investigators ও Asstt. Investigators ইতিমধ্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং যথা সম্ভব তাহাদের কাজে লাগানো হইবে। তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রকৃত শরণার্থীকে সরকারী শিবিরে স্থান পাওয়া ও অন্যান্য শিবিরবাসী শরণার্থীর মত রিলিফ সাহায্য পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৩। খাটেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্ত্তমানে যে সব শরণার্থী ট্রেন্‌জিট ক্যাম্প বা তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে ছাড়িয়ে আছে, তাদের মোট সংখ্যা কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে এই পর্য্যন্ত কতজন শরণার্থীকে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—৫ লক্ষের উপর শরণার্থী আছে, যারা শিবিরগুলির মধ্যে আছে এবং তাদের আইডেন্টিটি কার্ড আছে। আর বাকী যারা আছে, তাদের জন্য আমরা উপযুক্ত ইন্‌ভেষ্টিগেশানের ব্যবস্থা করেছি এবং সেই অনুসারে কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে আছেন, তাদের কেন আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে না বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যখন বর্ডার পাস করে আসে তখনও তো তাদের একটা করে এন্ট্রি কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে, কাজেই আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয় না, এটা ঠিক নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যদি আইডেন্টিটি কার্ড বর্ডার ক্রস করার সময় দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সরকারের কাছে তথ্য নিশ্চয়ই থাকা দরকার যে কত পরিমাণ লোককে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যারা গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজন বান্ধুবান্ধবের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে যারা আছে তাদের দেওয়া হয়েছে। অতএব উইদাউট ইনভেসটিগেশন উই ক্যান্ নট গিভ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ডারে যে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে এমনও আছে যে অনেক দূরে বর্ডার স্লিপ দেওয়ার সিসটেম থাকায় তারা সেই কার্ড করার কোন সুবিধা পাচ্ছে না। এইরকম শরণার্থীকে স্লিপ দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ত্রিপুরা রাজ্যে হুর হুর করে সমস্ত লোক বাংলা দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসছে এবং তাদের আমরা ক্যাম্পে স্থান দিয়েছি এবং যারা পায় নাই তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আজ তিন দিন ধরে যে অবস্থায় শরনার্থী আসছে তার তথ্য সংগ্রহ কে করছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক যথাযথভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এক া দুরুহ ব্যাপার বই আর কিছু নয়। তবু তার মধ্যে থেকে আমরা যতটুকু সম্ভব সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে সেই কাজে নিয়োজিত করেছি এবং সেইভাবে কাজ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যারা নূতন শরণার্থী পাকিস্তান থেকে এখানে প্রবেশ করে তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়। থানাগুলি দূরে দূরে থাকায় এমন কি ৫।৬ মাইল দূরে থাকায় শরণার্থীরা সেটা সংগ্রহ করতে পারে না, ওদের সুবিধার জন্য কি ইন্টারমিডিয়েট পুলিশ স্টেশন করা যায় না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা স্বীকার করি যে তারা ট্র্যানজিট ক্যাম্পে থাকেন এবং তারপর তারা সেখান থেকে অন্য জায়গায় যান। সেই ব্যবস্থা করার জন্য দুই তিন দিন সময় লেগে যায়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি বলছি মাঝে মাঝে ইণ্টারমিডিয়েট স্টেশন করা যাবে কি না রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটাই আমরা চেষ্টা করছি। অনেক জায়গায় ট্র্যানজিট ক্যাম্প করেছি এবং তার সাথে থানা অফিসার থাকে, তারা করে। কিন্তু সব জায়গাতে সেটা করা সম্ভব নয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা দেখতে পাই অনেক সময় কলেরার ইনজেক্শন না নিলে তাকে আইডেণ্টিটিফিকেশন কার্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ভেকসিনেটবের এত শর্টেজ যে তারা এদের টিকা বা ইনজেকশন দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেনা। সুতরাং ভেকসিনেটার বেশী করার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ভেকসিনেটর আমরা অনেক নিয়োগ করেছি। আরও হচ্ছে। কিন্তু এত বড় একটা জিনিষ, আমাদের হোল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন পরিচালনা করে আমরা তাকে সামলিয়ে উঠতে পারছি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা দেখেছি যারা শরণার্থী হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক ডাক্তার কম্পাউণ্ডার আছেন। তাদের কাজে লাগিয়ে তো এগুলি করা যায়। তাদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা কিছু আছে কিনা।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে প্যারা মেডিক্যাল ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তার কোন এফেক্ট দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কোন জায়গার কথা বলছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি সব জায়গার কথা বলছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমরা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেই না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমার কথা নয়, উনি নিজে দেখেন কিনা সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। উনার বাড়ীতে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে রাখলে হবে না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি দেওয়া না হত তা হলে এ ক্ষেত্রে আরও দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হত।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কতজন ভ্যাক্সিনেটরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—গ্রামাঞ্চলে যারা আশ্রয় প্রার্থী আছেন তাদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাদের সম্পর্কে প্রপার ইনভেষ্টিগেশন করা হবে। এই প্রপার ইনভেষ্টিগেশন কাদের দিয়ে করা হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইনভেষ্টিগেটর, অ্যাসিষ্টেন্ট ইনভেষ্টিগেটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Ch. Roy.

Shri Naresh Ch. Roy :—Question No. 370.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 370.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় যে সমস্ত শরণার্থী শিবিরে লঙ্গরখানার (পাক করিয়া খাওয়ানোর) ব্যবস্থা আছে এই রকম শিবিরের সংখ্যা কত ?

২। এই সকল শিবির হইতে কোন রকম দুর্নীতির অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন কি ?

৩। পাইয়া থাকিলে সরকার তৎসম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ছয়টি।

২। হাঁ।

৩। দুইটি অভিযোগ তদন্তাধীনে আছে এবং দুইটি অভিযোগের তদন্তের রিপোর্ট সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে এবং সবগুলি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অভিযোগগুলি কি কি ধরণের ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অভিযোগগুলি হল দুর্নীতির এবং শরণার্থী শিবিরের দুর্নীতি দমনের জন্য ভিজিলেন্স অ্যাণ্ড অ্যান্টি করাপশন ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দুর্নীতি অভিযোগ কোন্ ক্যাম্প থেকে করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :– আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—ছয়টা লঙরখানা কোথায় কোথায় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—সরকার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে লঙরখানা খোলবার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হয়ত কোন জায়গায় পাক করে খাওয়ার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য সেখানে অন্য রকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বর্ত্তমানে সমস্ত ত্রিপুরায় একই ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সমগ্র ত্রিপুরায় একই ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—সরকার লঙরখানা তুলে দেবার পরিকল্পনা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যখন তাদের কোন কিছু থাকে না সেখানে ড্রাই রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না সেখানে এইরকম ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শ্রীনরেশ রায় :—লঙরখানা তুলে দিয়ে ড্রাই রেশন দেওয়া হয়, এই রকম কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হঁ্যা, এইরকম অভিযোগ পেয়েছি এবং সেই অনুসারে লঙরখানা তুলে দেওয়া হবে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আমবাসাতে কোন লঙরখানা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—There are 14 Unstarred Question to-day. The Minister may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions

(Replies were laid on the Table of the House).

INTIMATION REGARDING PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILLS :

Mr. Speaker :—The following Bills, received the President's Assent on dates as mentioned against each—

i) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971 (Bill No. 2 of 1971) — on 30th March, 1971.

ii) The Appropriation (No. 2) Bill, 1971 (Bill No. 2 of 1971). on 30th March, 1971.

iii) The Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971). on 22nd May, 1971.

iv) The West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 4 of 1971). on 3rd May, 1971.

These are for information of all Members.

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Shri Abhiram Deb Barma on the subject of—

'গত ২৪শে মে রাত্রিতে কৈলাশহর মনুঘাটে সি, আর, পি, কর্তৃক নারী ধর্ষণ।'

I have given consent to the Motion of Shri Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—I shall make a statement on 24th June, 1971.

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister will make a statement on 24th June, 1971.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল···

মিঃ স্পীকার :—আই হ্যাভ ডিসএ্যালাউড দি এডজোর্ণমেন্ট মোশান, আপনাকে সেই সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমার এডজোর্ণমেন্ট মোশানটা ছিল

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I would request you to take your seat.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল।

Mr. Speaker :—I have disallowed it.

(Interruption)

Shri Aghore Deb Barma :—কিন্তু আমার এডজোর্ণমেন্ট মোশান ডিসএ্যালাউড করা হল, সেই সম্পর্কে কিছুই জানিনা স্যার।

Mr. Speaker :—You will get a reply before the House is adjourned.

(Interruption)

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I would request you to take your seat.

Shri P. R. Das Gupta :—Point of order Sir. এই যে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় যে এডজোর্ণমেন্ট মোশান এনেছেন, বলে দাবী করেছেন, সেটা কি বিষয়ের উপর, সেটা আমরা জানালাম না...

মিঃ স্পীকার :—এটা হাউসে জানানোর প্রয়োজন নেই। যেহেতু আউট সাইড হাউস এটা ডিসএ্যালাউড করা হয়েছে, তার জন্য সেটা জানানো হয় নাই। এই বিষয়ে আমার রুলিং আমি দিয়েছি, আপনারা সেটা জানেন আশা করি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত :—আমার কথা হচ্ছে স্যার, আপনি বলে যাচ্ছেন, আমরা শুনছিনা, অন্য একজন সদস' সেখাসে ডিষ্টার্ব করছেন তিনি দাবী করছেন এবং তিনি হাউসে উনার বিষয়ের উপর বলে যাচ্ছেন, এইরকমভাবে হাউস চলতে পারে না স্যার। অতএব কিসের উপর এটা হচ্ছে—বাজারে গণ্ডগোল কিন্তু তার কারণ কি আমরা জানিনা...

(interruptlon)

মিঃ স্পীকার :—কারণ আপনাদের জানার বিষয় নয়—I am not bound to say on what subject he has brought adjournment motion.

(interruption)

Shri P. R. Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে দাবী করছেন, এই যে পারস্যু করছেন, সেটা জাষ্টিফাই করে কি না, আমরা কিভাবে বুঝব ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার — (গণ্ডগোল)

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাউসে ডেকরাম ঠিক থাকুক, হাউস ঠিকমত চলুক, আমরা শুনি এটাই হচ্ছে আমার বলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই যে ডিষ্টার্বেন্স—উনি বলছেন, দাবী করছেন উনার কথা শুনতে হবে, (গণ্ডগোল) অনেক সময় আমরা দেখি হাউসে স্পীকার কনভেনশান সৃষ্টি করেন —

Shri Sunil Ch. Dutta :—I would draw the attentlon of the Chair, it is not point of order, it is a lecture. (interruption)

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir. it is not a point of order, it is a discussion.

(interruption)

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, please take your seat.

(interruption)

Shri P. R. Das Gupta :—...............

(interruption)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Members to maintain the decorum of the House.

(interruption)

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, এই অবস্থা যাতে না চলে, আমরা যদি এর বিষয় বস্তুটা জানতে পারি, তাহলে আমরা অনুরোধ করতে পারি, মশায় বসে পড়ুন...

(Interruption)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, I have given my ruling on this issue.

(interruption)

Mr. Speaker :—Hon'ble member, I have already given my ruling on this issue.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—স্পীকার স্যার, আমি যে এ্যাডজার্ণ মোশানটা মুভ করতে চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে—কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রিপুরাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সম্ভাবনা সম্পর্কে...

Mr. Speaker :—Hon'ble member, I have disallowed your adjurnement motion and think, you have been informed accordingly.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—তা আমি জানি স্যার, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হবে যেটা নাকি পত্র পত্রিকাতে বেরিয়েছে, সেই সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অভিমত কি, সেটা এই হাউসে পরিস্কারভাবে উপস্থিত করার দরকার আছে : কাজেই আমি সেজন্য আপনার মাধ্যমে মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য এই হাউসে রাখেন। এমন কি অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সৃষ্টি হল, যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে চাইছেন...

Shri S. L. Singh—Point of order, Sir...

Mr. Speaker :—Hon'ble member, I would request you to take your seat, as the Chief Minister has raised a point of order.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, he is defying the ruling of the Chair again and again by which he committed a breach of privilege of the House.

Mr. Speaker .—Hon'ble member, a privilege motion has been raised by the Hon'ble Chief Minister against you as you are defying the ruling of the Chair.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—স্যার, এটা আমাদের ত্রিপুরার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কেন না, কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে চাইছেন। এই হাউসের প্রত্যেকটি সদস্যের উচিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে চাইছেন…

(নয়েজ ফ্রম অল সাইড)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes.

(after adjournment of the House)

Mr. Speaker :—Now, I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto 25th June, 1971. I call on Shri Umesh Lal Singh designated by me to move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Umesh Lal Singh—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Commitee.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Umesh Lal Singh that this house agrees with the allocation of time proposed by the Committee, was then put and carried by voice vote.

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is presentation of the Finance Accounts, Appropriation Accounts for 1969-70 and Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1969-70. Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to proceed to present before the House the Finance Accounts and appropriation accounts for 1969-70 and Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1969-70. These stand referred to the Public Accounts Committee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House, the Finance Accounts and Appropriation Accounts for 1969-70 and Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1969-70.

Mr. Speakar :—Members are requested to collect their copies from the Notice office.

Mr. Speaker :—Now, I would like to inform the House that the House should not proceed with the privilege motion raised by the Hon'ble Chief Minister against the member Shri Abhiram Deb Barma.

Then I would request the Hon'ble Chief Minister to make a statement regarding influx of refugees in Tripura.

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER REGARDING INFLUX OF REFUGEES IN TRIPURA.

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Chief Minister to **make a statement regarding influx of refugees in Tripura.**

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি এই সভার গত অধিবেশনে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি। সেই থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর যে বর্ব্বর ও নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে তা আজ সারা বিশ্বের কাছে দিনের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছেন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের দীপ্তি কখনো পাশবিক শক্তির কাছে পরাস্ত হতে পারে না। বাংলাদেশে যারা আছেন তাঁদের দুঃখ দুর্দ্দশা ছাড়াও পাক বাহিনীর সন্ত্রাসের রাজত্বে গত ১০ সপ্তাহ ধরে নারী ও শিশু সহ যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে আমরা তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করেছি।

২। শরণার্থী স্রোত এখনও অব্যাহত আছে। এমন কি গত সপ্তাহে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সিধাই, মোহনপুর এলাকাতেই ২০,০০০ হাজার শরণার্থী প্রবেশ করেছেন। এদের অধিকাংশই মুসলমান। ত্রিপুরার মোট শরণার্থী সংখ্যা এখন আনুমানিক দশ লক্ষ। তাদের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শরণার্থী সংখ্যা হল ৮·০৩ লক্ষ। যারা রেজিষ্ট্রিকৃত নয় তাদের সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ। ত্রিপুরার আশ্রয় শিবিরগুলিতে শরণার্থী সংখ্যা ৫·৮৮ লক্ষ। বর্ত্তমানে প্রতিদিন ১৫,০০০ হাজার থেকে ২০,০০০ হাজার শরণার্থী এখানে আসছেন।

৩। এখন বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও পানীয় জলের সংস্থান করা স্বভাবতই এক বিরাট সমস্যা তদুপরি সীমিত সম্পদ ও যোগাযোগ অসুবিধার হে অনগ্রসরত্ব

রাজ্য ত্রিপুরার পক্ষে এই সমস্যা আরও জটিল। ১৫ লক্ষ মানুষের ভারে বিব্রত একটি রাজ্যের পক্ষে প্রায় ১০ লক্ষ শরণার্থীর অতিরিক্ত চাপ যে কি নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে তা সহজেই অনুমেয়। অন্য কোন রাজ্যকেই তার জনসংখ্যার অনুপাতে এত অধিক পরিমাণ শরণার্থীর ভার বহন করতে হয় নি। উপরন্তু এইভাবে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমন অব্যাহত থাকলে কি পরিমাণ শরণার্থীর চাপ এ রাজ্যকে বহন করতে হতে পারে তা কল্পনাতীত।

৪। সীমিত সম্পদ নিয়ে এই বিপুল ও জটিল সমস্যার মোকাবেলার সম্মুখীন হতে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষের ও প্রশাসনের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে উৎসাহ-ব্যঞ্জক। এমন একটি দুঃসাধ্য সমস্যার মোকাবেলায় এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির কাজ দেখে দেশ বিদেশ থেকে আগত পরিদর্শকগণ বিমুগ্ধ হয়েছেন। এ কথাও স্বীকার্য্য আমরা সকল শরণার্থীর জন্য, বিশেষতঃ রাজ্যের দক্ষিণ প্রত্যন্তবর্ত্তী সাবরুম ও বিলোনীয়া মহকুমায় পরিমিত আশ্রয়ের সংস্থান করতে সক্ষম হই নি। এতদ্ব্যতীত শরণার্থীদেরকে আরও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উদ্বাস্তু আগমন অভাবনীয়, আকস্মিক ও অস্বাভাবিক হারে হওয়ায় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটী বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, তবুও এগুলি অপসারণ করে ত্রাণ সংস্থার কাজকর্ম্মের সর্ব্ববিধ প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

৫। সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য সেগুলির কয়েকটি আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ও জন-সাধারণের সহায়তায় এ পর্য্যন্ত ২·২৫ লক্ষ শরণার্থীর জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরবাসীদের পানীয় জলের সংস্থানের জন্য ২৫০টি নলকূপ ও ৫০০ কাঁচা কূপ খনন করা হয়েছে। আশ্রয় শিবির নির্ম্মাণের কাজ চলছে। ছাউনীর-সরঞ্জামের অভাব থাকাতে কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। ছন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ছাউনীর কিছু সরঞ্জাম সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে। আমরা ৩০ হাজার তাঁবু ও বহু সংখ্যক ত্রিপল চেয়ে পাঠিয়েছি। এ পর্য্যন্ত মাত্র হাজারখানেক তাঁবু পাওয়া গিয়েছে এবং বাকিগুলি শীঘ্রই পাওয়া যাবে আশা করা যায়। প্রায় ছ হাজার তাঁবুর রেলওয়ে রসিদ এসে পৌঁছেছে এবং আরো তাঁবুর জন্য সরবরাহকারীদেরকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পরিবহন সড়ক দীর্ঘ ও ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় আমরা সাজসরঞ্জাম আশানুরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমদানী করতে পারছি না। ছাউনীর কাজে পলিথিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬। প্রশাসন যন্ত্রের উপর থেকে চাপ যথাসম্ভব কমাবার উদ্দেশ্যে ও সুষ্ঠুভাবে সমগ্র ত্রাণ কার্য্য পরিচালনার জন্য সম্প্রতি একটি নুতন উদ্বাস্তু ত্রাণ অধিকার খোলা হয়েছে। এই বিভাগটি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে। একজন ডিরেক্টার তিন জন এ, ডি, এম, ২৬ জন ক্যাম্প সুপারভাইজার ও অন্যান্য সাহায্যকারী পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, চারজন এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, ২৬জন ওভারশিয়ার ও কয়েকজন ক্লার্ক নিয়ে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিসন অনুমোদন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মচারীগণকে শীঘ্রই কর্ম্মস্থলে প্রেরণ করা হবে।

আমাদের চিকিৎসকদের অভাব থাকায় আমরা শরণার্থীদের মধ্য থেকে চিকিৎসকদের সাহায্য চেয়েছি। দৈনিক ১৭ টাকা বেতনে আমরা ১০৭ জন যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে শরণার্থীদের মধ্য থেকে চিকিৎসায় সাহায্যকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। চিকিৎসার সুবিধা যথাসম্ভব সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জি, বি, ও ভি, এম হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা চাহিদার তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ। হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে এবং রোগীর শয্যা সংকুলানের জন্য বাইরে থেকে তাঁবু আনা হচ্ছে। এরূপ কিছু পরিমাণ তাঁবু সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে। ২০,০০০ হাজার শরণার্থী বিশিষ্ট একটি বা একাধিক শিবিরের জন্য একটি করে ডিসপেন্সারি খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শরণার্থীদের মোটামুটি সবাইকে টিকা ও ইন্‌জেকশান দেওয়া হয়েছে।

৭। ত্রাণ কার্য্যের জন্য ভারত সরকার এখন পর্যন্ত ৩·২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে আরো টাকা পাওয়া যাবে বলে ভারত সরকার আমাদেরকে আশা দিয়েছেন।

৮। যে ২৪টা শিবির আমরা গড়ে তুলছি সেগুলি ছাড়াও প্রতিটি শিবিরে ৬০ হাজার ব্যক্তি বসবাস করতে পারে এমন বড় ৪টি শিবির গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হচ্ছে। ভারত সরকারের ত্রাণ বিভাগ এই শিবিরগুলি পরিচালনা করবেন। এর জন্য কতগুলো জায়গা নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করেই রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে দুটো শিবির গড়ে তোলা হবে। ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়া মাত্র যাতে শরণার্থীগণকে রেল যোগে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব হয় সেই জন্য ধর্মনগরে একটা বড় অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হচ্ছে। অপর তিনটি কেন্দ্রীয় শিবিরের সাথে এই অস্থায়ী শিবিরটিরও রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেন্দ্রীয় সংস্থার উপরেই অর্পণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। যে সমস্ত তাবু ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে সেইগুলি অস্থায়ী শিবিরে খাটানো হবে। শিক্ষা নিকেতনগুলোতে যাতে স্বাভাবিক কাজকর্ম সুরু হতে পারে তার জন্য আমরা অনেক আগে থেকেই স্কুল বাড়ীগুলোকে খালি করার চেষ্টা করছি। বহু শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে তাঁদের বন্ধু বান্ধব অথবা আত্মীয় স্বজন যেভাবে বিরাট দায়িত্ব বহন করছেন,—সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আরো শিবির তৈরী হলে আমরা যতশীঘ্র সম্ভব তাঁদের সেই দায়িত্ব ভার হ্রাস করার চেষ্টা করব। শরণার্থীদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে এ ব্যাপারে যদি কিছু সাহায্য করা যায় সেইজন্য আমরা ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করছি।

৯। বর্ত্তমানে নিতান্ত সীমিত হারে আকাশ পথে শরণার্থীদের স্থানান্তরে পাঠানো হচ্ছে। প্রতি দিন এই জন্য ৪টি আমেরিকান উড়ো জাহাজ গৌহাটি এবং আগরতলার মধ্যে যাতায়াত করছে। আসার পথে তারা প্রায় একশত মেট্রিক টন খাদ্য শস্য গৌহাটি থেকে নিয়ে আসে এবং ফেরার পথে শরণার্থীকে গৌহাটি নিয়ে যায়। আসাম সরকার কামরূপ জেলায় এই সমস্ত শরণার্থীদের জন্য কতগুলি অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেছেন। প্রতিদিন এক হাজার থেকে

১,৫০০ জন শরণার্থীকে আকাশ পথে বাহিরে পাঠানো হবে। ধর্মনগর থেকে রেল যোগে শরণার্থীদের স্থানান্তরে পাঠানোর ব্যাপারেও আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

১০। আমাদের খাদ্য শস্যের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রায় ৫০০ শিবিরে গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে। যেহেতু ত্রিপুরা একটা ঘাটতি অঞ্চল সেইহেতু বাহির থেকেই আমাদের খাদ্যশস্যের যোগান দিতে হবে। রেলওয়ে আউট এজেন্সি ধর্মনগর থেকে ট্রাকে করে গুদামে খাদ্যশস্য বহন করার কাজ যথাযথ ভাবে করতে পারে নি, ফলে ধর্মনগরে খাদ্যশস্য অতিরিক্ত পরিমাণে জমা হয়ে পরে। আউট এজেন্সির কাজ কর্মের মান যাতে আরো উন্নত হতে পারে তার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করা যায় নি। পরিবহন সংস্থার অধীনে ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ভারত সরকারকে অনুরোধ করে সেনা বাহিনীর গাড়ী এনে যত বেশী ট্রাক যোগার করা সম্ভব ত্রিপুরা সরকার সেই বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। রাস্তা পরিবহন সংস্থা ৩৪টা ট্রাক ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে এবং আরো ২৮টি শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেনা বাহিনীও এ কাজে অনেকগুলি ট্রাক নিয়োগ করেছে। এরফলে খাদ্যশস্য যথাযথ ভাবে চালান করা সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে ধর্মনগর রেল পথে মজুত খাদ্যশস্যের চাপ নেই। পূর্বে ধর্মনগরে অনেকগুলি ওয়াগন জমে যাওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন সপ্তাহ বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন কিন্তু পরে আমাদের চাপে পরে সেই বিধি নিষেধ তারা তুলে নিয়েছেন এবং বর্তমানে খাদ্যশস্যের চালান আসা শুরু হয়েছে। খাদ্য-বস্থার উপর আমাদের সদা সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে এবং রেল যোগে রাস্তা দিয়ে অথবা আকাশ পথে খাদ্যশস্য আমদানি করার ব্যাপারেও আমরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। জনসাধারণের সহযোগিতা ও তাদের সাহচর্যে সংকটময় আগামী দু অথবা তিন মাসকাল ভালভাবে অতি-বাহিত করা সম্ভব হবে। এরমধ্যে যদি কিছু ঘাটতি দেখা দেয় সেটা সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী হবে বলেই আশা করি।

১১। যে সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ত্রাণ কার্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরণার্থীদের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের সেই কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করার এই সুযোগ আমি গ্রহণ করছি। প্রথম দিকে এই সাহায্যের পরিমাণ ও গতি ছিল অপ্রতুল ও শ্লথ। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বাংলা দেশের অতি ভয়ংকর ঘটনায় অবশেষে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়েছে। সুতরাং প্রায় প্রতি দিনের এখন ঔষধ পত্র, তাবু ঘরের ছাউনী, গুড়া দুধ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণ আকাশ পথে চালান আসছে।

১২। এই সভা স্বীকার করবেন যে, অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা স্ফীত হওয়ায় জনসাধারণ এবং প্রশাসনের উপর আকস্মিক ভাবে একটা চাপ পড়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ সব সময়ই সমস্ত অসুবিধাজনক অবস্থাই সহ্য করে এসেছেন। আমি এই সভাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমাদের জনবল ও উপকরণ সীমিত হওয়া সত্বেও শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যে আমরা সর্বশক্তি

নিয়োগ করব। সদস্যদের দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরা বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করবেন এবং সরকারের কাছে তাঁদের অভিমত পেশ করে সরকারকে উপকৃত করবেন। ঐ কমিটিদ্বয়ের ও সভার যে সদস্যের হিতকর অভিমত পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার যে ষ্টেটমেন্ট করলেন এটার কপি আমাদের পাওয়া দরকার এবং এই সম্পর্কে একটা টাইম ফিক্স করা দরকার যাতে আলোচনা হয়।

মিঃ স্পীকার :—ষ্টেটমেন্টের উপর কোন ডিসকাশন হবে না। তবে আই মে অ্যালাও ইউ ফর ক্ল্যারিফিকেশন ইন রেসপেক্ট অব দি ষ্টেটমেন্ট।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : –স্যার ইট ইজ ভেরী ইমপোর্টেন্ট। কারণ অতীতে দেখা যায় এই রকম জিনিষের উপর ডিসকাশন হয়েছে। সুতরাং আমাদের এই ব্যাপারে ডিসকাশন করার স্কোপ দেওয়া হউক। আজকেও দিতে পারেন। অবশ্য সেই সংগে আমাদের কপিটাও পাওয়া দরকার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ইতিপূর্ব্বে আমরা মিনিষ্টারের স্টেটমেন্টের উপর ডিসকাশন করেছি বাংলা দেশের অবস্থার উপর। আর একটা হল ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থীদের অবস্থা সম্বন্ধে। হাউসে তিনি এই ষ্টেটমেন্ট করেছেন অন বিহাফ অব দি কমিটি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অনারেবল ফ্রেণ্ড ঠিকই বলেছেন স্যার। কারণ আমি সভার যে কোন সদস্য বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সংগে আলোচনা করে এই বিষয়ে জানাব কোন সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে স্যার আলোচনা হবে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।

মিঃ স্পীকার :— ইফ হী এগ্রিজ। ইট ডিপেনডস অন দি চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—সাধারণত আমরা দেখি যে ষ্টেটমেন্ট গিভেন বাই দি চীফ মিনিস্টার ইজ নট ডিসকাসড। অনলী পয়েন্টস অব ক্ল্যারিফিকেশন ইজ মেড। এই সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উই হ্যাভ গট সো ম্যানি রিজলিউশনস অলসো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি বলেছি যে এই বিষয়ে আমি মুখ্য মন্ত্রীর সংগে আলোচনা করে জানাব। যদি তিনি রাজী হন তা হলে আমার কোন আপত্তি নাই। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আপনি কি এর কপি দিবেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি পরে সাপ্লাই করব কপি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কপি কালকেই দিয়ে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—কপি আপনাদের আজকেই দিয়ে দেওযা হবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে। যদি আপনাদের রিসেসের ভিতরেই কপিগুলি দিয়ে দেওযা হয় তা হলে কি রিসেসের পরে আপনারা ডিসকাশন করবেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আজকে সম্ভব হবে না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আগামী কাল দিন।

মিঃ স্পীকার :—উনার ষ্টেটমেন্ট আছে যে আপনাদের অপিনিয়ন একসপ্রেসড করবেন। You will discuss the statement of the Chief Minister giving your opinion in the matter. I want to have a considered advice on this.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A.M. Tuesday, the 22nd June, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 191

By **Shri Aghore Deb Barma.**

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭০ সনের ১৭ই মার্চ্চ অমরপুর শহর ও শহর সংলগ্ন জনসাধারণের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত অমরপুর বাজার উন্নয়নের জন্য তৎকালীন জেলা শাসক মহোদয়ের কাছে দেওয়া হয়েছিল কি ?

২। যদি দরখাস্ত দেওয়া হয়ে থাকে ঐ দরখাস্তের মূলে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। যদি কিছু করা হয়ে থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, না হয়ে থাকলে কারণ ?

উত্তর

তথ্যাদি এখনও সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 299

By—**Shri Ershad Ali Choudhury.**

প্রশ্ন

১৯৭০-৭১ ইং সনে সরকার কোন্ কোন্ বিভাগের কতজন চাষীকে কত টাকা স্বল্পম্যাদী ঋণ প্রদান করিয়াছেন ; ঐ সনে কোন বিভাগে কতজন চাষীকে কি পরিমাণ টাকা কৃষি ঋণ বাবত প্রদান করিয়াছেন।

উত্তর

তথ্যাদি এখনও সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 237.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গুদারা ঘাটিগুলির ইজারা হতে ১৯৭০-৭১ সালে সরকারের মোট কতটাকা আয় হয়েছে তার ঘাট ভিত্তিক হিসাব; এবং

২। গুদারাঘাটের ইজারাদাররা কি হারে তোলা আদায় করেন তার বিবরণ ?

উত্তর

৩১,০৫২·০০ টাকা

ঘাটের নাম	টাকার পরিমাণ
খয়েরপুর	১,০০৭·০০
টাকারজলা তোকানিয়া মাড়া	৩০·০০
চেবরী	৩,৪১৪·০০
পহরমুড়া	২,১২৭·০০
ঘিলাতলী	১,৫৮৫·০০
ঘিলাতলী বাজার (ফেরী)	৭৯৭·০০
শান্তিনগর	১৩১·০০
শেওরাতলা	৭৫·০০
সাবারমুড়া	১,৫৫৮·০০
ধালয়াই	২২·০০
ঘ্রাণতলী	৬৬·০০
বটতলী	১৬·০০
কামারাঙ্গাতলী	৪৪·০০
পেঁচারমার ঘাট	৪৬৬·০০
কাকরী ফেরী	১২·০০
বৃক্ষথাল	৬৫·০০
তুইসা	২৬·০০
দেও রিভার	১,২৫০·০০
ভাটিমাছমারা	২৮·০০
সাতনালা	৫০·০০
বুড়িঘাট	২৫·০০
পানিচৌকি	১,৪১৬·০০
ছনতৈল	৫০০·০০
ঘটিছরায়	৬১২·০০

ঘাটের নাম	টাকার পরিমাণ
নিদেবী	৬২৬·০০
কাঞ্চনবাড়ী	১৭৬·০০
ধুমাছড়া	৩৬·০০
চৈলেংটা	১৫০·০০
সোনামুখী	১৩·০০
রাতাছড়া	৪০·০০
রতিয়ারবাড়ী	৩৪·০০
বেতাছড়া	১৩·০০
ছৈইদারপার	৫০·০০
গিরীঘাট	১,০০৫·০০
মানিকভাণ্ডার	১২৯·০০
হালাহালি	২,৫০০·০০
সালেমা	৬৫০·০০
রাধাকিশোরপুর	২৫৮·০০
বদর মোকাম	৩,৪০৬·০০
মহারাণী	৬১·০০
শালগড়া	৯০৬·০০
ইন্দ্রা	১৫১·০০
কাকড়াবন	১,৭৬০·০০
আমতলী	৮৮·০০
জি ৪৯ ফেরী	৯০·০০
ধলেজারী	৫১.০০
ছেলভাঙ্গা	৩৬৪·০০
বোলাংবাসা	৫১·০০
খেদারনল	৮১·০০
রাঙ্গামাটি	৪১৬·০০
ডুম্বুরনগর	২৬১.০০
কাওয়ামারা	৫১৩·০০
জি ৪৮ ফেরী	৩৬৫·০০
মৈনাক	৩৪২·০০
মফিজমাষ্টার	৫০১·০০
লাওগাং	১২৫·০০

ঘাটের নাম	টাকার পরিমাণ
বিলোনীয়া বনকর	১,০০৯·০০
মাইছড়া	১১·০০
মনুঘাট	২১৩·০০
ঝরঝরি	৮৫·০০

	বাবত (item)	মাশুলের হার	
১।	প্রাপ্ত বয়স্ক (২০ কেজি পর্যন্ত মাল কিনা মাশুলে)	০·০৩ পয়সা	
২।	প্রা· বয়স্কদের মাসিক টিকেট	·৫০ ,,	
৩।	পাল্কী	·২৫ ,,	
৪।	গরুর গাড়ী প্রতিটি	১·০০ ,,	
৫।	বোঝাই সহ গরুর গাড়ী	১·৫০ ,,	
৬।	সাইকেল	০·০৫ ,,	
৭।	মোটর সাইকেল	০·৫০ ,,	
৮।	জীপ/মোটর গাড়ী	২·০০	শুষ্ক ঋতুতে
		২·৫০	বর্ষা ঋতুতে
৯।	টেলার সহ জীপ	২·০০	শুষ্ক ঋতুতে
		২·৫০	বর্ষা ঋতুতে
১০।	বাস	২.৫০	শুষ্ক ঋতুতে
		৩·০০	বর্ষা ঋতুতে
১১।	ট্রাক (বোঝাই)	৫·০০	শুষ্ক ঋতুতে
		৬·০০	বর্ষা ঋতুতে
১২।	ট্রাক (খালি)	২·৫০	শুষ্ক ঋতুতে
		৩·০০	বর্ষা ঋতুতে
১৩।	গরু, ঘোড়া, মহিষ (প্রত্যেকটি)	০·০৬	
১৪।	ভেড়া, ছাগল, কুকুর (প্রতিটি)	০·০৬	
১৫।	খাচাসহ একজোড়া পাখী	০·০৫	
১৬।	একটি খাচায় একজোড়ার অধিক পাখী	০·০৬	
১৭।	ছাতী	১·৫০	
১৮।	মাল প্রতি এবং তদূর্দ্ধ পরিমাণ	০·১২	

STARRED QUESTION NO. 151

প্রশ্ন

১) সাংক্রাক সন্দেহে ত্রিপুরায় ১৯৭০-৭১ সনে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ;

২) ধৃত ব্যাক্তিদের নাম ;

উত্তর

১) একজনও না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 149

By—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরায় কয়টি স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য হামলা হইয়াছে ;

২) স্কুল ও কলেজের নাম ;

৩) ঐ হামলার ব্যাপারে যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাদের নাম ?

উত্তর

১) ৩টি কলেজে এবং ৩০টি স্কুলে।

২) কলেজ ও স্কুলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

১। এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা
২। মহিলা কলেজ
৩। বিলোনীয়া কলেজ
৪। বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়
৫। প্রগতি বিদ্যা ভবন
৫। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন
৭। অভয়নগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
৮। রামঠাকুর বিদ্যালয় (বালক বিভাগ)
৯। উমাকান্ত একাডেমী
১০। স্বামী দয়ালানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল স্কুল
১২। ঈশানচন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩। অরুন্ধুতীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪। পল্লীমঙ্গল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫। বড়দোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৬। বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৭। নবগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৮। নূতননগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১৯। বোধজং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২০। অভয়নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২১। বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২২। চড়িলাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২৩। কমলপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

২৪। পূর্ব্ব আর, কে, পুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২৫। কে, বি, ইনষ্টিটিউট, উদয়পুর

২৬। বড়ভূইয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২৭। শালগড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২৮। গকুলপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২৯। কালীকিশোর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

৩০। উদয়পুর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৩১। রগাফা আশ্রম স্কুল

৩২। জোলাইবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৩৩। বি, কে, ইনষ্টিটিউশন, বিলোনীয়া

৩। ধৃত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। বিজনকান্তি ভট্টাচার্য্য

২। বিপ্রজীত পুরকায়স্থ

৩। সমীর ঘোষ

৪। বিদ্যুৎ চৌধুরী

৫। ত্রিদীপ ভৌমিক

৬। বিকাশ সরকার

৭। চন্দন রায়

৮। রণতোষ রাহা

৯। কুশল দেববর্ম্মা

১০। তপন ভট্টাচার্য্য

১১। নারায়ণ দেবনাথ

১২। বাচ্চু দত্ত

১৩। ননী চন্দ

১৪। রবীন্দ্র গুপ্ত

১৫। কান্তি চক্রবর্ত্তী

১৬। লিতন দত্ত

১৭। মাখন দেবনাথ

১৮। সুনীল দেবনাথ

১৯। নারায়ণ গোস্বামী

২০। পঙ্কজ হোম চৌধুরী

২১। বিষ্ণুপদ রায়

২২। নারায়ণ দেবনাথ

২৩। চয়ন দত্ত

২৪। বিজন নাগ

২৫। পরিমল সাহা

UNSTARRED QUESTION NO. 238.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বাজারগুলি হতে ১৯৭০-৭১ সালে ইজারাদাররা মোট কত টাকা সরকারকে দিয়েছেন তার বাজার ভিত্তিক হিসেব।

২) ইজারাদাররা কি হারে তোলা আদায় করেন তার বিবরণ ;

৩) ইজারাদাররা বাজার পরিষ্কার রাখার জন্য কোন মালী রাখেন কিনা এবং তার জন্য জনসাধারণকে অতিরিক্ত তোলা দিতে হয় কিনা ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২) সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দ্রষ্টব্য।

৩) ইজারাদারগণ কর্ত্তৃক কোন প্রকার অতিরিক্ত তোলা আদায় করার প্রশ্ন ওঠে না, যদি তাহারা বাজার পরিস্কার রাখার জন্য কোন মালী নিযুক্ত করে।

(ক) তালিকা

বাজারের নাম	ইজারাদারদের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
(১) কাশীমঙ্গল বাজার—	৪৫·০০
(২) ফুলবাড়ী বামুনিয়া—	৩৫·০০
(৩) দামছড়া—	৪২০·০০
(৪) রামনগর—	৭৫·০০
(৫) উপ্তাখালী—	৩৯০·০০
(৬) করাছড়া--	৯৫·০০
(৭) আনন্দবাজার—	১০১·০০
(৮) তিলথৈ—	১৯১·০০
(৯) বিলথৈ—	৩১·০০
(১০) ফটিকুলী—	৬,৩২৫·০০
(১১) শনিছড়া—	২৫২·০০
(১২) দাসদা—	৩২৩·০০
(১৩) কাঞ্চনপুর—	২৭৮·০০
(১৪) ভাটিমাছমারা—	৫২·০০
(১৫) লালজুরী—	৬৯·০০
(১৬) ফটিকুলী গুর মহাল—	১৪৪·০০
(১৭) পানিচৌকি বাজার—	৬,৮০১·০০
(১৮) হাওরের বাজার—	৩৩·০০
(১৯) ফটিকরায়—	২,৫৫৫·০০
(২০) রাতাছড়া—	৫০·০০
(২১) ধুমাছড়া—	৩৫৩·০০
(২২) ছামনু—	৩৬২·০০
(২৩) গৌরনগর—	১১৮·০০
(২৪) মাছলী—	১,৭৬৭·০০
(২৫) ডুলু গাও—	২৬২·০০
(২৬) জলই—	৯২·০০
(২৭) পাবিয়াছড়া—	১,০৫০·০০
(২৮) কাঞ্চনবাড়ী—	৬০৪·০০
(২৯) চৈলেংটা—	৩৩২·০০
(৩০) মাণিকপুর—	২৫০·০০

বাজারের নাম	ইজারাদারদের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
(৩১) বাবুর বাজার—	৩৬০·০০
(৩২) ফটিকরায় ছন মহাল-	২২·০০
(৩৩) কমলপুর—	১,০০০·০৫
(৩৪) হালাহালী—	৬,৩৫০·০০
(৩৫) মরাছড়া—	১২৫·০০
(৩৬) মাণিকভাণ্ডার—	১,৯৮০·০০
(৩৭) সালেমা—	১,৩৫০·০০
(৩৮) মুহুরীপুর—	৪০·০০
(৩৯) ঋষ্যমূখ —	২৯২·০০
(৪০) অভয়নগর—	২০০·০০
(৪১) গজারিয়া —	৪৯·০০
(৪২) বড়পাথারি—	১,০৬৬·০০
(৪৩) বাইকোরা—	২৮৫·০০
(৪৪) শান্তির বাজার—	৫৬৫·০০
(৪৫) বিল্লোনীয়া—	২০০·০০
(৪৬) জামজুরী—	৬,৫৫২·০০
(৪৭) রাধাকিশোরপুর—	২,০০০·০০
(৪৮) মহারাণী—	৩০২·০০
(৪৯) শালগড়া—	৩৭৬·০০
(৫০) বাগমা—	৫০৪·০০
(৫১) কাকড়াবন—	৪০১·০০
(৫২) তুলামুড়া—	৩৭৭·০০
(৫৩) ডুম্বুরনগর—	১৭৬·০০
(৫৪) কারবুক—	১১১·০০
(৫৫) অম্পিনগর—	২২৫·০০
(৫৬) অমরপুর—	৫৩৩·০০
(৫৭) জলাইয়া —	৭৫·০০
(৫৮) শিলাছড়ি—	২৬০·০০
(৫৯) নুতন বাজার—	২০·০০
(৬০) সাতচান—	১২৮·০০
(৬১) আইলামারা—	৩৬·০০

বাজারের নাম	ইজারাদারদের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
(৬২) সমরেন্দ্রগঞ্জ—	৭২·০০
(৬৩) বুরাতলী—	৬৩·০০
(৬৪) মোহনপুর—	৩,৮১৫·০০
(৬৫) কামালঘাট—	১,২৬১·০০
(৬৬) লেম্বুছড়া সেনাপতি পাড়া—	২৮·০০
(৬৭) জিরানিয়া বাজার—	৩,০৫৩·৭৫
(৬৮) চম্পকনগর—	৬৬৮·৫০
(৬৯) মান্দাইনগর—	৬৮৬·০০
(৭০) মধুপুর—	১,২৯১·৪৭
(৭১) বিশ্রামগঞ্জ—	৪,৮৬৬·০০
(৭২) লালসিংমুড়া—	৯৪৩·০০
(৭৩) কালিকাস্ত—	১,০৩৮·৫০
(৭৪) মোহনপুর—	১,১৩১·০০
(৭৫) চড়িলাম—	৬,৩৪৯·০০
(৭৬) কাঞ্চনমালা—	১,৯২৪·০০
(৭৭) বামুটিয়া—	৯৭·৮০
(৭৮) বিশালগড়—	৩২২·০৫
(৭৯) খোয়াই—	১,১৭৫·০০
(৮০) কল্যাণপুর—	২৭৬·০০
(৮১) ঘিলাতলী—	২,৫২৫·০০
(৮২) তেলিয়ামুড়া—	১,৯৫৩·০০
(৮৩) খোয়াই গরু বাজার—	৯৯০·০০
(৮৪) সুনামুড়া—	২৩৫·০০
(৮৫) মেলাঘর—	১,৩৭৭·০০
(৮৬) কামরাঙ্গাতলী—	৪০.০০
(৮৭) নিদয়া—	১৬৫·০০
(৮৮) বক্সনগর—	২৯২·০০
(৮৯) ভেলুয়ারচর—	৩০৫·০০
(৯০) বাগমারা—	২৬·০০
(৯১) তকসা পাড়া—	২৪৫·০০

STARRED QUESTION NO. 238.

(খ) তালিকা

জিনিষের নাম	মাশুল (তোলা)
১। ধান প্রতিমন—	·০৬
২। চাউল ,,	·০৬
৩। সরিষা ,,	·১০
৪। তিল ,,	·১২
৫। তুলা ,,	·১২
৬। প্রতিছড়ি কলা—	·০৩
৭। পানের দোকান—	·১২
৮। সুপারী দোকান—	·১২
৯। গুড়ের দোকান—	·১২
১০। মরিচের দোকান—	·১২
১১। মাছের দোকান—	·১২
১২। পশারী দোকান—	·১২
১৩। পিয়াজের দোকান—	·১২
১৪। শুক্না মাছের দোকান—	·১২
১৫। ষ্টেশনারী দোকান—	·১২
১৬। তামাকের দোকান—	·১২
১৭। বেতের দোকান—	·১২
১৮। দরজীর দোকান—	·১২
১৯। হাঁস মুরগী (প্রতিটি বড়)	·১২
২০। পাঠা, ছাগল, ভেড়া ও খাসী (প্রতিটি বড়)	·১২
২১। হাঁস, মুরগী (প্রতিটি ছোট)	·১২
২২। কাপড়ের দোকান—	·১২
২৩। চাটাই দোকান—	·০৬
২৪। মনোহারী দোকান—	·০৬
২৫। নলবেতের দোকান—	·০৬
২৬। বাছুর (প্রতিটি)	·৩৭
২৭। ষাড় (প্রতিটি)	১·০০
২৮। গাভী ,,	·৬২
২৯। তরকারীর দোকান—	·০৬
৩০। কাঠের দোকান—	·১২
৩১। হাড়িপাতিলের দোকান—	·১২
৩২। হুকার দোকান—	·১২

জিনিষের নাম	মাশুল (তোলা)
৩৩। চিড়া (প্রতি মণ)	·০৬
৩৪। সরিষা তৈলের দোকান—	·১২
৩৫। কেরোসিন তৈলের দোকান—	·০৬
৩৬। তামাকাঁসার দোকান—	·১২
৩৭। বাঁশ (১০০টি)	·০৬
৩৮। জ্বালানি কাঠ (প্রতি ভাড়)	·০৩
৩৯। ছন (প্রতি ভাড়)	·০৬
৪০। বরাক অথবা বারি বাঁশ (৫ তিটি)	·০৬
৪১। চুনের দোকান	·০৬
৪২। আমের দোকান—	·০৬
৪৩। নাপিতের দোকান	·১২
৪৪। ফলের দোকান—	·০৬
৪৫। রুটির দোকান—	·০৬
৪৬। চায়ের দোকান—	·০৬
৪৭। পাট (প্রতিমণ)	০৬
৪৮। জুতার দোকান—	·০৬
৪৯। টিয়া ময়না (প্রতিটি)	·০৬
৫০। মাংসের দোকান—	·১২
৫১। মাথা তামাকের দোকান—	০·৬
৫২। খৈলের দোকান—	·০৬
৫৩। বাছারি—	৪·০৬
৫৪। চুড়ির দোকান—	·০৬
৫৫। ছাতার দোকান—	·১২
৫৬। মুচির দোকান—	·০৬
৫৭। ভাজা বুট বাদামের দোকান—	·০৬
৫৮। মুদির দোকান—	·০৬
৫৯। ঢোল মৃদঙ্গ (প্রতিটি)	·১২
৬০। কাসারী দোকান—	·১২
৬১। টুকরীর দোকান—	·৯৬
৬২। পাটি (প্রতিটি)	·০৬
৬৩। কাটা কাপড়ের দোকান—	·১২

বিঃ দ্রঃ—ধান্য, চাউল, চিড়ার মাশুল বিশ সেরের নীচে এবং তরকারীর মাশুল পাঁচ সেরের নীচে লাগিবে না।

STARRED QUESTION NO. 222

By ;— Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১) ১৯৭০—৭১ সালে Test Relif এর কাজে কোন মহকুমায় মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) Test Relif এর কাজে বর্ত্তমানে মজুরীর হার কত।

৩) এই হার বৃদ্ধি করা হবে কি ?

উত্তর

১)

মহকুমার নাম—	টাড়ার পরিমান,
সদর	৩৫,০০০
সোনামুড়া	১৫,৫০০
খোয়াই	৯৪,৭৮২.৮৬ পঃ
উদয়পুর	৪৩,০০০
অমরপুর	১৫,৯৯৪.৭৫ পঃ
বিলোনীয়া	১৯,০০০
সাবরুম	৭,৩৫০.২৫ পঃ
ধর্ম্মনগর	৫৪,০০০
কৈলাসহর	৪০,০০০
কমলপুর	২৩,০০০

২)

	দৈনিক মজুরী
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ	২ টাকা (৪০ ঘনফুট মাটির কাজ করিলে)
,, ,, স্ত্রী	২ টাকা (৪০ ঘনফুট মাটির কাজ অথবা ১.৭৫ পঃ যদি ৪০ ঘন ফুটের কম মাটির কাজ করে
অপ্রাপ্ত বয়স্ক	২ টাকা (০ ঘনফুট মাটির কাজ করিলে কম করিলে ১.৫০ পঃ

৬) বর্ত্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

Starred Question No. 236

By :—Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার খোয়ার (পাউণ্ড) গুলির মাধ্যমে ১৯৭০-৭১ সালে মোট কত টাকা আদায় হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব, এবং

২। খোয়ারগুলির ইজারাদাররা কি হারে টাকা আদায় করে তার বিবরণ ?

উত্তর

মহকুমার নাম	আদায়কৃত টাকার পরিমান
১। সোনামুড়া	১৪৭৬·০০
২। সদর	৪৬২৮·১৬
৩। খোয়াই	৬৯৫·০০
৪। ধর্ম্মনগর	১৬২৯·০০
৫। কৈলাসহর	৩১০০·০০
৬। কমলপুর	২১০৭·০০
৭। উদয়পুর	১০৯·০০
৮। বিলোনীয়া	১৫৫৩·০০
৯। অমরপুর	১৭১৫·৫০
১০। সাবরুম	৬৮৩·০০

২। হারের তালিকা এতদ,সঙ্গে প্রযুক্ত হইল।

	জরিমানা	দৈনিক রাখালী
১। বড় হাতী	৩ টাকা ৯০	·৫০ প:
২। ছোট হাতী	২·৫০	·৫০
৩। ঘোড়া	·৩৭	·১০
৪। গাভী বা বৃষ	·৩৭	·১০
৫। বাছুর ,,	·১২.	·০৩
৬। উট বা মহিষ	১·০০	·১২
৭। পাঠা বা পাঠি	·১২	·০৩

UNSTARRED QUESTION NO. 200

By:—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ক) কৃষিঋণ খ) দাদন গ) বকেয়া খাজনা বাবত সরকারের ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত কত টাকা পাওয়া আছে তার দফাওয়ারী মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এবং

২) এই পাওনা টাকা মকুব করার কথা সরকার চিন্তা করেছেন নকি ?

উত্তর

১।

মহকুমার নাম	বকেয়া কৃষি ঋণের পরিমাণ	বকেয়া দাদনের পরিমাণ	বকেয়া খাজনার পরিমাণ
সদর	১০,০৮,৯২১·০০	২,৫০, ৮৫·০০	৪০,৩৮,৮২০·২৯
খোয়াই	৬,৯৩,৮১৬·৪৫	৫,৯৩,২২১·০৬	১৯,১৩,৩৫৮·৪০
সোনামুড়া	২,০৩,৫৩১·০০	৬১,৪৬৮·০০	২,৮৩,০৭২·০৯
উদয়পুর	২,৬৭,৯০০·০০	১,২৪,৬০০·০০	৯,৩২,৪৩৪·০০
সাবরুম	২,৬৬,৩১৮·০০	৯০,১০৯·০০	৩৫,৬৯৩·০০
অমরপুর	১,৮০,৬৬৮·০০	২,৭৬,৭০৪·০০	২,৮৪,৯০১·০০
বিলোনীয়া	৩,৮১,৮৮৬·০০	২,৬৬,১১৩·০০	৫,০৭,৭৯১·০০
ধর্ম্মনগর	৪,১৫,৭৮৬·২১	২,২১,৪৬১·০০	৪,১১,৭৫৯·৫৩
কৈলাসহর	৪,৮৭,২৭৬,৭৫	৩,০২,৫৯৯·২৫	১১,৭৫,০৬১·৬১
কমলাপুর	২,[illegible]১,৮২২·৭৮	১,৭২,৬৩০·৫৮	৭১,৪০৪·৭৪

২) ১৩৭২, ১৩৭৩ ও ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের অনাদায়ী খাজনা মকুব করা হইয়াছে। উক্ত সনের আদায়ীকৃত খাজনা মকুব করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কৃষি ও দাদন ঋণ মকুবের কোন প্রস্তাব নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 198.

By—**Abhiram Deb Barma.**

প্রশ্ন

১। অমরপুর R. W. S. Overseer এবং Mechanic এর জন্য যে Twin quarter তৈরী হয়েছে তাতে কি অমরপুর M. P. Block এবং P. E. O. থাকেন ;

২। যদি তা সত্য হয় তবে ঐ Quarter এ থাকার জন্য ১৯৭০-৭১ এ তিনি সরকারকে কত টাকা ঘরভাড়া দিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭০-৭১ ইং সনে কোন ঘরভাড়া পি. ই. ও দেন নাই

UNSTARRED QUESTION NO. 131.

By—Shri Nishi Kanta Sarkar,

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের ব্লকের মাধ্যমে যে সব টিউবওয়েল করা হয় উহার পরিবর্তনের সময় পুরাতন পার্টসগুলি কোথায় রাখা হয় এবং কি করা হয় ?

খ) ক ব্যাপারে store verification হয় কিনা ?

উত্তর

ক) নলকূপের পুরাতন এবং অকেজো অংশগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় ব্লক অফিসসমূহে জমা করা হয় এবং পরে ঐগুলি নীলামে বিক্রয় করা হয়।

খ) হঁ্যা।

STARRED QUESTION NO. 334.

By—Shri P. R. Das Gupta.

1) Total number of gazetted officers who have been granted extension or re-appointment after superannuation (with names and offices) uptil now ?

ANSWER

Name of Officers with Designation.	Name of Deparments/ Offices.	Extension or Re-employment.	Remarks
1. Shri A. K. Sen, Principal Engineer.	Public Works Department.	Extension.	
2. Shri G. N. Chatterjee, Director of Education.	Education Department.	-do-	
3. Shri S. K. Choudhury, Principal, M. B. B. College.	Education Department.	-do-	
4. Shri M. C Deb, Head Master, Vidyanagar. H. S. School, Kailashahar.	Education Department.	Re-employment.	
Shri N. C. Dhole, Head Master, Sukhomoy H. S. School, Sadar.	Education Department.	-do-	

1	2	3
6. N. G. Kar Bhowmik, Superintendent, Central Jail, Agartala.	Jail Department	Extension.
7. Shri S. C. Chakraborty, Munsiff, Udaipur.	Law Department	Re-employment.
8. Shri S. H. Deb Barma, Ex-Registrar, Coop. Societies (Now Director, Food & Civil Supplies).	Food & Civil Supply Deptt.	Extension.
9. Dr. K. N. Ghosh, Medical Officer.	Medical & Public Health Department.	Re-employment.
10. Shri Sukumar Bhowmik, Area Organiser, SSB. Agartala.	S. S. B. Directorate.	Extension.
11. Shri D. P. Sen Gupta, Block Development Officer, Jirania.	Distric Administration.	Extension.
12. Shri A. C. Dhar, Accounts Officer.	Civil Secretariat.	Extension.

UNSTARRED QUESTION NO. 144.

By—**Shri Aghore Deb Barma.**

প্রশ্ন

১। গত আর্থিক বৎসর বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গজারিয়ার পশ্চিমে বুড়ীগাং-এর মুখ কেটে বড় করে দেওয়ার ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তাহা খরচ করা হয়েছে কি ;

২। খরচ হয়ে থাক্‌লে টাকার পরিমাণ কত ;

৩। না হয়ে থাক্‌লে কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ায় কাজ হাতে নওয়া সম্ভব হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 265.

By—Shri Baju Ban Riyan.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে যতনবাড়ী তীর্থমুখ রাস্তা তৈয়ার করিতে যাহাদের জমি পড়িয়াছে তাহারা আজ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ পায় নাই।

২) ক্ষতিপূরণ পায় নাই এমন জমির মালিকের সংখ্যা কত? তাহাদের নাম কি কি?

উত্তর

তথ্যাদি এখনও সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO 354

By Shri S. C. Chaudhury, (2) Shri E. A. Choudhury (3) Shri Bidya Deb Barma.

Q. No. 1 :—ত্রিপুরায় বাংলা দেশ হইতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা কোন জিলায় কত এবং কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত?

Ans :—ত্রিপুরায় বাংলা দেশ হইতে আগত ১৪।৬।৭১ইং তারিখ পর্য্যন্ত রেজিষ্টারীকৃত জিলা ভিত্তিক এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক শরণার্থীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম—	হিন্দু—	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
(ক) পশ্চিম ত্রিপুরা	২,৫৩,৫৮৪	৮৯,৬৫৮	২,৭৭৩	৩,৪৬,০১৫
(খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা	২,৭৮,০১৮	২৭,৪৭৫	৫,২১৬	৩,১০,৭০৯
(গ) উত্তর ত্রিপুরা	১,২৩,৪১১	৪,০৪৯	৬৬৪	১,২৮,১২৪
মোট—	৬,৫৫,০১৩	১,২১,১৮২	৮,৬৫৩	৭,৮৪,৮৪৮

এতদতিরিক্ত আনুমানিক ১,৯৬,২০০ জন রেজিষ্টারী বহির্ভূত শরণার্থী ত্রিপুরায় আছেন।

Q. No. 2 :—সরকারী ঘরে কোন সম্প্রদায়ের কত শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শরণার্থীর সম্প্রদায় ও জিলাওয়ারী হিসাব কত?

Ans :— ১৪।৬।৭১ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ৪,৮৭,৬১১ জন হিন্দু, ৫১,৮০১ জন মুসলমান ও ৪,৯৮১ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের শরণার্থীকে সরকারী ঘরে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সম্প্রদায় ও জিলাওয়ারী হিসাব নিে প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম—	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
(ক) পশ্চিম ত্রিপুরা	২,১১,২৫৫	৩৫,৯৪৭	২,৬৮৫	২,৪৯,৮৮৭
(খ) দক্ষিণ ,,	১,৮১,০৯৫	১৩,৪১১	১,৬৩২	১,৯৬,১৩৮
(গ) উত্তর ,,	৯৫,২৬১	২,৪৪৩	৬৬৪	৯৮,৩৬৮
মোট—	৪,৮৭,৬১১	৫১,৮০১	৪,৯৮১	৫,৪৪,৩৯৩

Q. No. 3 :— যাহারা সরকারী সাহাযা পায় তাহারা কি প্রকার সাহায্য পাইতেছে, সর্বত্র একই প্রকার সাহায্য দেওয়া হয় কিনা ?

Ans. :—যেখানে সরকারী লঙ্গরখানার ব্যবস্থা আছে সেখানে মাথাপিছু দৈনিক টা. ১·১০ পয়সার ভিতর দিনে দুইবেলা তৈরী খাবার দেওয়া হয় এবং যেখানে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা নাই সেখানে মাথাপিছু ৩। ১·১০ পয়সার ভিতর চাউল, ডাইল ও সব্জী দেওয়া হয়। সর্বত্রই মাথাপিছু টা. ১·১০ পয়সার ভিতর সাহায্য দেওয়া হয়। অধিকন্তু শিশু ও পীড়িত গণকে গুড়া দুধ, বেবী ফুড প্রভৃতি দেওয়া হয় পীড়িতগণ বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধাও পাইয়া থাকেন।

STARRED QUESTION No. 346.

BY **Shri T. M. Das Gupta.**

Will the Minister-in-charge of the Judicial Department be pleased to state—

Questions.

1. What steps have so far been taken by the Government of Tripura for separtion of Judiciary from the Executive Department.
2. When the process will be completed ?

Answers.

1. Government of India have been moved for sanction of about 5 lakhs of rupees for implementing the scheme of separation of Judiciary from the Executive Department. Sanction is still awaited.
2. The scheme cannot be implemented unless the requisite amount (i. e. about 5 lakhs of rupees) is sanctioned by the Government of India.

SARRED QUESTION No. 333.

BY Shri **P. R Das Gupta.**

Questions.	Answers.
1. Total number of Gazetted Officers suspended in 1970-71 (showing the name and date of suspension)	5. (1) Shri C. R. Das, Assistant Director of Industries—dated 26. 6. 1970. (2) Shri Bidhu Bhusan Deb, Block Development Officer—dated 28. 8. 1970.

Questions	Answers
	(3) Shri J. B. Sinha, Assistant Settlement Officer— dated 20. 6. 1970.
	(4) Shri C. R. Choudhury, Assistant Engineer— dated 11. 9. 1970.
	(5) Shri T. R. Chatterjee, Executive Engineer— dated 9. 11. 1970.
(2) Whether there is any direction from the President of India to review each suspended case on the expiry of six months.	Yes.
(3) If so, whether their cases reviewed accordingly.	Cases being reviewed.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

June 22, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 22nd June, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, Deputy Speaker and 24 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shrimati Renu Chakraborty.

Shrimati Renu Chakraborty :—Starred Question No. 475.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Speaker, Sir, Starred Question No. 475.

প্রশ্ন

১। ক) মহকুমা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বাৎসরিক পরিদর্শন করা হয় কি? পরিদর্শন কে করেন?

খ) পরিদর্শন রিপোর্ট নির্দ্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করা হয় কি এবং ঐ রিপোর্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট দেওয়া হয় কি?

গ) দেওয়া হইয়া থাকিলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় জানুয়ারী ১৯৭০ হইতে ১৯৭১ ইং মে পর্য্যন্ত কতটি রিপোর্ট পাইয়াছেন?

উত্তর

১। ক) বাৎসরিক পরিদর্শন করা হয়। স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা ও উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা মাঝে মাঝে পরিদর্শন করেন।

খ) না।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কতগুলি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে, সেগুলির রিপোর্ট কি জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হাসপাতালগুলি সাধারণতঃ স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা এবং উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা পরিদর্শন করে থাকেন। সেগুলির মধ্যে যদি কোন অভিযোগ বা অসুবিধা থাকে তাহলে সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি দূর করা যায়, সেজন্য তারা সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১ বছরের মধ্যে যে কতগুলি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সেগুলির সম্পর্কে যে সব অভিযোগ পাওয়া গেছে সেগুলির তদন্তক্রমে সেইসব অভিযোগের সুরাহা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১ বছরের মধ্যে যে সব মহকুমা হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে, সেগুলির পরিচালনা এবং রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া গেছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করে যদি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেইসব রিপোর্ট না দেওয়া হয়, তাহলে তিনি কি করে সেইসব হাসপাতালগুলির খোজ খবর রাখবেন, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—পরিদর্শন করে কোন রিপোর্ট দেওয়ার মত কোন নিয়ম নেই। যেমন স্কুল পরিদর্শকেরা স্কুলগুলি পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দেন সেগুলি অথরিটির কাছে যায় এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে তারা এ্যাক্শান নেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। মন্ত্রীদের কাছে পরিদর্শন রিপোর্ট আসতে হবে এমন কথা নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয়, সেগুলি মন্ত্রীদের কাছে পাঠানো হয়, আর অন্য ক্ষেত্রে সেগুলি আসার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রকম কোন রিপোর্ট আসার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, আপনি মনে করেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—যেখানে বিশেষ কোন অভিযোগ আসে মন্ত্রীর কাছে এবং সেইক্ষেত্রে মন্ত্রী যদি সেটা তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলে, তাহলে সেটা আসে এবং সেটা আসার প্রয়োজনও আছে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি এমন কোন বিশেষ অভিযোগ পেয়েছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—এটা এ্যাবরাফ্‌টলী বলা মুস্কিল; কারণ মন্ত্রীদের কাছে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ আসে এবং সেগুলির তদন্ত হওয়ার পর এ্যাকশান নেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত এক বছরের মধ্যে এই রকম এর বিশেষ অভিযোগ কয়টা আপনার কাছে এসেছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা এবং উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা পরিদর্শন করেন, এটা ঠিক ঠিক জানেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি, হাসপাতালগুলি এবং ডিসপেন্সারীগুলি উনারা সময়ে সময়ে পরিদর্শন করে থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তারা যদি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তাদের রিপোর্ট না দেন, তাহলে তিনি কি করে জানেন যে তারা ঠিক ঠিক সেগুলি পরিদর্শন করেছেন, বা মন্ত্রী মহোদয় যে এগুলি জানতে পারেন, তা কার মাধ্যমে বা কিসের মাধ্যমে জানতে পারেন বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তাদের উপর সেই রকম ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সেগুলি সময়ে সময়ে পরিদর্শন করেন।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭০—৭১ সনে কয়টা হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সেগুলির পরিদর্শন রিপোর্ট যথাযথ এসেছে কিনা, এবং যেখানে জনপ্রতিনিধিরা নানা রকমের অভিযোগ করে, সেগুলির তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিনা, এই সব দেখেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোন অভিযোগ আসলে, তা আমরা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন বলছেন, তারা ঠিক ঠিক সেগুলি পরিদর্শন করেন কিনা, আপনি তদন্ত করে দেখেছেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তারা যে তদন্ত করেন, সেই সম্পর্কে আমি সেটিসফাইড এবং তারা বিশেষ কোন অভিযোগ পেলেই তদন্ত করে সেইভাবে এ্যাকশান নিয়ে থাকেন।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত এক বছরের মধ্যে তারা কয়টি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ডিসপেন্সারী পরিদর্শন করেছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অনেকগুলি পরিদর্শন করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—শী লাইকস্ টু নো দি নাম্বার অব হসপিটাল ভিজিটেড।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এখানে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে জানুয়ারী ১৯৭০ইং হইতে ১৯৭১ইং মে পর্য্যন্ত কতটি রিপোর্ট পাইয়াছেন। আপনি 'ইয়েস' অথবা 'নো' একটা বলবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমার কাছে কোন রিপোর্ট আসে না।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করার জন্য কোন অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অ্যাসুরেন্স দিতে পারেন যে ঠিক ঠিক মত স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা বা উপস্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা দুই মাস তিন মাস বা ছয় মাস পর পর সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করবেনই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যথাসম্ভব করবেন।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 473.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 473.

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ইহা কি সত্য যে জি, বি, হাসপাতালে প্রায়ই সাধারণ ঔষধপত্র এমন কি গজ বেণ্ডেজ পর্য্যন্ত থাকে না, যাহার ফলে অনেক সময় অপারেশান পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হয় এবং রীতিমত ঔষধ সরবরাহ করা হয় না ;	(ক) না।
(খ) অপারেশানের জন্য যে যন্ত্রপাতি এখন আছে তাহা পর্য্যাপ্ত কিনা ?	(খ) হ্যাঁ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমানে জি, বি, হাসপাতালে কি কি ধরণের সাধারণ ঔষধপত্র আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যে সমস্ত ঔষধপত্রের প্রয়োজন সেই সমস্ত ঔষধ নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীনরেশ রায় :—প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই তিনটা আইটেমের নাম জানাবেন কি যে সাধারণ রোগে লাগে ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইজ নট্ এ ফিজিসিয়ান।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই থিংক দি মিনিষ্টার হ্যাজ বান পুট টু এন ইণ্টারভিউ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব করে দেখেছেন কি বৎসরে কতটুকু গজ ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন পড়ে জি, বি, হাসপাতালে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যে পরিমাণ প্রয়োজন পড়ে সেই পরিমাণ রাখা হয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি কিছুদিন আগেও জি, বি, হাসপাতালে গজ ব্যাণ্ডেজের সাংঘাতিক অভাব ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এমন কোন ইনফরমেশন আমার কাছে নাই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি এইগুলি ঠিক কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ইনফরমেশন পেলে আমি গিয়ে দেখি।

শ্রীনরেশ রায় :—অপারেশনের জন্য হাসপাতালে কি কি যন্ত্রপাতি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি আছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি অপারেশনের যন্ত্রপাতি পর্য্যাপ্ত আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অনেক যন্ত্রপাতি আছে।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী ঃ— রোগীদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে জানা যায় যে হাসপাতালে অপারেশনের জন্য যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম দরকার তার প্রায়ই অভাব অনুভূত হয় এবং তার জন্য অপারেশন স্থগিত রাখা হয়। মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—ওই রকম কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আমার কাছে নাই।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী ঃ—মেম্বাররা যখন বলছেন সেই সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ এ ভ্যাগ কোয়েশ্চান।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা। আমি নিজে হাসপাতালে একমাস আগে গিয়ে দেখেছি যে গজ ব্যাণ্ডেজের সাংঘাতিক অভাব। এই সম্পর্কে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—দুঃখের বিষয় মাননীয় সদস্যের উচিত ছিল আমার কাছে তখন অভিযোগ করা।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি স্পেসিফিকভাবে অন দি ফ্লোর অব দি হাউস বলছেন যে তিনি একমাস আগে গিয়ে দেখেছেন গজ ব্যাণ্ডেজের সাংঘাতিক অভাব আছে। সেই জায়গায় তার এই ষ্টেটমেন্টকে ভেরিফাই করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আমি প্রথমেই বলেছি যে যদি স্পেসিফিক কম্‌প্ল্যান পাওয়া যায় তাহলে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—তিনি বলছেন একমাস আগে গিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—হ্যাঁ তিনি যদি এইভাবে জানান তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—এই হাউসেই তিনি বলেছেন সেই বিষয়ে তিনি দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—হী হ্যাজ অ্যাগ্রিড টু এনকোয়ার ইনটু দি ম্যাটার হোয়েদার দেয়ার ইজ এনি শর্টেজ অব গজ ব্যাণ্ডেজ এটসেটরা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি গজ ব্যাণ্ডেজ প্রচুর আছে। যদি স্পেসিফিক বলা হয় যে কোন্ দিন ছিল না তাহলে আমি—

মিঃ স্পীকার ঃ—এক মাস আগে ছিল না বলছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—যদি তিনি বলেন যে একমাস আগে ছিল না, তাহলে আমি তদন্ত করতে রাজী আছি।

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Hon'ble Speaker, Sir, I would request him to please enquire into the matter.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister has agreed to enquire into the matter.

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালগুলিতে সাধারণ কাটা চেড়া সেলাইর জন্য যে সূতার দরকার নাইলন কি এই জাতীয় যে সূতার দরকার সেই সূতা নাই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এই জাতীয় অভিযোগ আমার কাছে আসে নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—আমি বলছি বিলনীয়া হাসপাতালে প্রতিনিয়ত বাংলা দেশ থেকে উণ্ডেড লোক আসছেন, ওদের সেলাইর জন্য সূতা জাতীয় জিনিষ নাই। ইণ্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে তবুও পাওয়া যায় নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা। আমি পরশু দিনও হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং পরের দিনও আমি দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—এলভার্ট ডায়ার্ড নামে একটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীর ঔষধ এই হাসপাতালে আছে কিনা বলতে পারেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখন হসপিটালে প্রচুর ঔষধপত্র আছে। আমি ঔষধগুলি কোন্ কোন্ কোম্পানীর জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :--বিভিন্ন কোম্পানীর।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চৌধুরী বলেছেন যে তিনি পরশুদিন দেখে এসেছেন যে সেখানে অপারেশনের স্ট্রীং নাই। যাতে সেখানে এইগুলি যায় তার ব্যবস্থা করবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ? তদন্ত করলে তো এক মাস লেগে যাবে। কাজেই তদন্ত না করে মাননীয় সদস্যের কথার উপর বিশ্বাস করে এটা করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :--যদি না থাকে তা হলে নিশ্চয়ই করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—আই থিংক ইউ উইল বিলিভ অন দি ওয়ার্ড অব দি অনারেবল মেম্বার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যদি না থাকে তা হলে করা হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—অনারেবল মিনিষ্টার বলেছেন যদি না থাকে। উনি বলেছেন নাই। অনারেবল মিনিষ্টার বলেছেন যদি না থাকে। আই ওয়ান্ট ইট টু বি ক্ল্যারিফাইড।

Mr. Speaker :—Hon'ble Medical Minister assured the House that he will make necessary arrangement to supply the strin .

Shri Jatindra Kr. Majumder :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে বাজারে সুনাম নেই, এইরকম মেডিসিন সেই সমস্ত জায়গায় দেওয়া হচ্ছে ?

Mr. Speaker :—No, it is not relevant.

Shri Naresh Roy :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং ডিসপেন্সারীর ডাক্তাররা বলেছেন যে ঔষধপত্রের অভাব, তার জন্য ঠিকমত চিকিৎসার কাজ চালাতে পারছেন না, সেটা ঠিক কি না ?

Mr. Speaker :—This shouid be a seperate question. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath .—Question No. 453.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 453 Sir.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে গত আর্থিক বৎসরে year endingর অব্যবহিত পরে Medical Deptt.এ Albart David হইতে প্রচুর পরিমাণ ঔষধ ক্রয় করিয়াছেন, ক্রয় করা হইয়া থাকিলে কত টাকার এবং কি কি ঔষধ ;

খ) যদি ক্রয় করা হইয়া থাকে যথারীতি Quotation করিয়া ক্রয় করা হইয়াছে কি ? Quotation করা হইয়া থাকিলে অন্য আর কোন কোন্ কোম্পানী Quotation দিয়াছিল ;

গ) Lowest Quotation অনুযায়ী ঔষধ ক্রয় করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

ক) হাঁ, ১৫,৪৩৬ টাকা ১৬ পয়সা। a) Tab. Enteroguanidin, b) Tab. Siovet, c) Inj. Siotrat fort, d) Sioples (Bi. Complex) e) Tab. Siobutazone f) Inj. Siolone with iodine g) Inj. Siocobin h) Inj. Calcium Gluconate 10% 10 ml. i) Inj. Vit. B1 j) Inj. Liver Crude.

খ) হাঁ, 1) Memen's Corporation (1) Calcutta 2) M/S. Indian Health Insit. 3) M/S East India Ph. Works 4) Dey's Medical Stores 5) M/S. Pfizer Ltd 6) M/S. Standard Ph. 7) M/S. Glaxo Lab 8) M/S. Abbott Lab. 9) M/S. E. Mark 10) B. I. & Co. 11) M/S. Voltas Ltd. 12) M/S. Crookes Interfran Ltd. 13) M/S. U. S. Vitamin 14) M/S. Smith Stani Street 15) M/S. Albert David.

গ) ঔষধের মানানুযায়ী এবং নিম্ন মূল্যানুযায়ী খরিদ করা হইয়াছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, প্রত্যেক কোম্পানীর সবগুলি ঔষধ বাজারে চালু নয়, যে সমস্ত ঔষধ চালু নয় এবং ভাল নয় সেই সমস্ত ঔষধ এখানে আনা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—ঔষধের মান অনুযায়ী কেনা হয়. চালু নয় বা ঠিক নয়, এইরকম ঔষধ আনা হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঔষধের নামগুলি বলবেন কি ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Inj. Liver Crude, Inj. Calcium Glucunate, Tab. Siobutazone, Inj Siolon with Iodine, Inj. Siotrate fort etc

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন অনেক ঔষধের কোম্পানী আছে, যেমন আলবার্ট ডেভিড নাম করা হয়েছে, এই কোম্পানীর ঔষধ ডাক্তারের ডিমাণ্ড নেই, অথচ আলবার্ট ডেভিড কোম্পানীর সেই সমস্ত ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে সেটা সত্য কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—সেইরকম কিছু অভিযোগ পাই নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ডিসপেন্সারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টারগুলিতে এইসব মেডিসিনের ডিম্যাণ্ড ছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—ডিমাণ্ড না থাকলে কেনা হয় না। ডিমাণ্ড ছিল বলেই কেনা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের ডাক্তার, সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসাররা যে সমস্ত মেডিসিনের ইনডেন্ট দেন, সেই সমস্ত মেডিসিন তাদেরকে সাপ্লাই দেওয়া হয় না এবং পারচেজ করা হয় না, অন্য কোম্পানীর মেডিসিন সাপ্লাই করা হয়ে থাকে, সেই জন্য চিকিৎসা সাফার করে, এটা সত্য কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—কোন্ কোন্ কোম্পানীর ঔষধ কিনতে হবে, সেটা মেডিক্যাল এ্যাডভাইসরী বোর্ড ঠিক করে দেয়, ডাক্তারদের ডিকটেশন অনুযায়ী ঔষধ কেনা হয় না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডাক্তার যাঁদের প্র্যাকটিক্যাল নোলেজ আছে, তাঁরা কোন্ কোম্পানীর ঔষধে কুইক এ্যাকশান হবে, রেডি এ্যাকশান হবে, কোন রিএ্যাকশান হয় না, সেটা এ্যাডভাইসরী বোর্ড এর থেকে তাঁরাই বেশী জানেন, এটা ঠিক কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—যারা এ্যাডভাইসরী বোর্ডে ঔষধের নাম এবং কোম্পানীর নাম সিলেক্ট করেন, তারাও ডাক্তারই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—এই বোর্ডে কারা কারা আছেন, তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নম্বর ১২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৬৯-৭০ সালে আগরতলা জি, বি, হসপিটালের সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কতজন রোগী অপারেশনের পর মারা গিয়াছেন, তার সংখ্যা কত।	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। এ সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ এর সংখ্যা হইতে বেশী হইয়া থাকিলে তাহার কারণ।	
৩। ইহা কি সত্য যে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না থাকায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে ?	
৪। যদি সত্য হয়, ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংগ্রহের কি ব্যবস্থা হইতেছে ?	

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার পস্টপণ্ড কোয়েশ্চান এখানে তথ্য সংগ্রহাধীন বললে কি করে হবে ?

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—This is a postponed question Sir, so the matter is very serious You should look into the matter

Mr. Speaker :—Materials are under collection, মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—তাহলে এই সেশনে দিতে হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জনদাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নম্বর ৯২ (পস্টপণ্ড)।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২ স্যার।

STARRED QUESTION NO. 92

By—**Shri Promode Ranjan Das Gupta.**

QUESTION

1) Total number of petitions received by the Department in 1969, 1970 and upto February, 1971 from Jumias, Landless Scheduled Tribes under Mohanpur Block and

2) Total number of proposals initiated by the Government for settlement against these petitions.

ANSWER

1) In 1969. 197 petitions. in 1970—449 petitions and in 1971 upto February, 636 petitions were received from Jhumias and Landless Scheduled Tribes of Mohanpur Block for Settlement.

2) Proposal for settlement of 501 families have been forwarded by fhe S. D. O. Sadar. These proposals are now under scrutiny. Settlement of 501 families may be taken up during 1971-72, if after scrutiny the persons proposed for settlement are found to be eligible.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ৫০১টা ইনিসিয়েটিভ করা হয়েছে গভর্ণমেন্ট থেকে, সেটা ১৯৭, ৪৪৯ এবং ৬৩৬টা পিটিশানের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

Shri S. L. Singh :—Speaker Sir, settlement of 501 families may be taken up during 1971-72, if after scrutiny the persons proposed for settlement are found to be eligible.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা এই দরখাস্ত করেছিল, তাদের থেকে এই ৫০১টি পরিবার, না দরখাস্ত ছাড়াও ইনিসিয়েটিভ করা হয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দি প্রপোজ্যাল নাউ আণ্ডার স্ক্রুটিনি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি এই যে ৫০১টার কথা বললেন, সেটা কি যারা দরখাস্ত করেছিল, তার মধ্যে ইনক্লুড কিনা জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—The proposal is under scrutiny, so before that scrutiny I cannot say anything about this.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার। আমি জানতে চাইছি যে ১৯৭, ৪৪৯ এবং ৬৩৬টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে, এর মধ্যে ৫০১টির কথা যেটা তিনি বললেন, সেটা ইনক্লুডেড কিনা, না দরখাস্ত ছাড়াও আছে ?

Shri S. L. Singh :—The proposal for settlement of 501 families have been forwarded by the S. D. O., Sadar and this proposal is under scrutiny.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—This proposal has been forwarded by S. D. O., Sadar, Now I want to know whether the petitions submitted to the Government is included in this 501 or not !

Shri S. L. Singh :—I have already told that before scrutiny I cannot say anything about this.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, এই যে ১৯৭, ৪৪৯ এবং ৬৩৬টি পিটিশান্দ তিনি পেয়েছেন বলছেন এবং এস, ডি, ও, ৫০১টি কেস ফরওয়ার্ড করেছেন বলে বলেছেন, তার মধ্যে ঐ পিটিশানগুলি ইনক্লুডেড কিনা, এটাই আমি জানতে চাইছি ?

মিঃ স্পীকার :—উনি তো বলেছেন যে বিফোর স্ক্রুটিনি তিনি সেটা বলতে পারবেন না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, স্ক্রুটিনিটাতো এনাদার থিঙ্ক। আমার কথা হচ্ছে ফরওয়ার্ড যেটা করেছেন, তার মধ্যে এগুলি ইনক্লুডেড কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি তো বলেছি—proposal for settlement of 501 families have been forwaded by the S. D. O., Sadar and these are under scrutiny. So before that scrutiny I can not say anything about this.

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 308.

Shri S. L. Singh :—Speaker Sir, Starred Question No. 308.

QUESTION

১) Directorate of Settlement and Land Records এর set-up কি সরকার অনুমোদন করেছেন ?

২) যদি অনুমোদন করে থাকেন, set-upএ কোন categoryতে কত লোক আছে ;

৩) Settlement and Land Records এর অধীন, কানুনগো, সার্ভেয়ারের কাজ করার জন্য post create করা হয়েছে কি ;

৪) যদি না করা হয়ে থাকে, ঐ কাজ কিভাবে করানো হবে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) প্রথম শ্রেণী—১টি পদ
২য় ,, —৬টি ,,
৩য় ,, —১০৮ ,,
৪র্থ ,, —৩৬টি ,,
——————
১৫১টি পদ

৩) না।
প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হইবে।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Starred Question No. 313.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Speaker Sir, Starred Question No. 313.

QUESTION

১। গণ্ডাছড়া, জগবন্ধুপাড়া ডিসপেনসারীটি নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে কি ?

২। যদি হইয়া থাকে তবে উক্ত ডিসপেনসারীটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে কার্য্য করে নাগাদ শুরু করিবে।

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিসপেনসারীর কাজ কতদিন আগে আরম্ভ হয়েছিল ?

Shri KrishnaDas Bhattacharjee :—The construction is expected to be completed by March, 1973. Due to want of building materials like bricks and out of way place, work of general & isolation Words although taken up by the PWD could not be completed. Staff quarters are yet to be taken up. It is expected that balance work may be started in 1971-72

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গণ্ডাছড়া জগবন্ধুপাড়ার ডিস্‌পেনসারীটি নির্মান কার্য্য কোন সাল থেকে আরম্ভ করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই ডিস্‌পেনসারীটার নির্মান কার্য্য শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ডিস্‌পেনসারীটির নির্মান কাজের জন্য কোন ঠিকাদাকে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে গণ্ডাছড়া এলাকায় জন-সাধারনের পক্ষ থেকে এই ডিস্‌পেনসারীটির কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সেজন্য কোন অভিযোগ এসেছে কিনা, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কিশের অভিযোগ আমি এটা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—অর্থাৎ এই প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সেজনা সেই এলাকায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ বা আবেদন এসেছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটাতো আমাকে চেক আপ করে দেখতে হবে, এখন আমার জানা নেই। তবে আসলেও ১৯৭৩ সালের আগে শেষ করা যাবে না।

Mr. Speaker:—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 358.

Shri S. L. Singh :—Spepker Sir. Starred Question No. 358

প্রশ্ন

১। আগরতলা মসজিদ পট্টির দক্ষিনে বড় ডোবার জল নিস্কাশন করার পরিকল্পনা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের আছে কি না,

২। যদি থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকারী করা হবে, এবং

৩। না থাকলে তার কারণ—

উত্তর

১। হ্যাঁ—আছে।

২। ডোবার জল নিস্কাশন করার জন্য একটি ৮০০ ফুট দীর্ঘ কাঁচা নালা ডোবার দক্ষিণ হইতে নেতাজী সুভাষ রোডের উত্তর পার্শ্বের নালার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ডোবার দক্ষিণদিকস্ত নালাটি পরিস্কার করা হইয়াছে। জল নিস্কাশনের সুবিধার জন্য নালাটি পাকা করার পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে ৫৫০ ফুট পাকা হইয়াছে এবং বাকী ২৫০ ফুট বর্ষার শেষে পাকা করা হইবে।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মহারাজগঞ্জ বাজারের পূর্ব দিকে শিববাড়ী সংলগ্ন পূর্ব দিকে নালার জল বাহির হবার জন্য সেখানে যে একটা খাল ছিল, সেই খালটি মিউনিসিপালিটির পার্মিশান ছাড়াই ঘর বা দোকান ইত্যাদি করার জন্য জল নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্যার, আমার যেটা বলার, সেটা আমি বলেছি। এরপরে তিনি এখন যেটা চেয়েছেন, তার জন্য আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মানীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখতে রাজী আছেন যে জল যে দিকে উচু সেই দিকে যায় না নীচের দিকে জল সাধারণত যায়, কাজেই যে রাস্তার কথা বলছেন সেই দিকে মাটি উচু। কাজেই খাল কেটে দেওয়া হলেও জল সরাবার ব্যবস্থা নাই। অতএব অন্য দিকে জল সরাবার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—জল নীচের দিকে যায় সেটা জানা কথা। তবে আজকালকার দিনে উচু দিকেও নিতে পারে। অতএব সায়েনটিফিক নলেজ যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে উচু দিকে নিতে পারে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—শীঘ্রই করবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সবে শীঘ্রই করা হবে কিনা ফর দ্যাট আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Ershed Ali Choudhury.

Shri Ershed Ali Choudhury :—Question No. 392.

Shri Krishna Das Bhattacherrjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 392.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় যে সমস্ত শরণার্থী বিগত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কত জনকে কলেরা ও বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে।

২। বাহির হইতে এ পর্য্যন্ত কি পরিমান ও কি প্রকারের ঔষধ পত্র পাওয়া গিয়াছে ?

উত্তর

১। কলেরা ইনজেকশন ২,১৮,৩৩৭। বসন্তের টীকা ১,৮৩,৮২৪ ইহাতে দক্ষিণ ত্রিপুরার সংখ্যা ধরা যায় না। রিপোর্ট না পাওয়ার জন্য। ৩১শে মে পর্যন্ত অনুমান প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে ঐ টিকাদ্বয় দেওয়া হইয়াছে।

২। সংগীয় লিষ্টে দ্রষ্টব্য।

NAME OF MEDICINE RECEIVED FROM OUT-SIDE.

Sl. No.	Name of Medicine	Quantity	Sl. No.	Name of Medicine	Quantity
1.	Spt. Rectified (Alcohol)	5000 Lt.	6.	Tab. Multivitamin	7,99,000 Tab.
2.	Anti snake Vaccine	232 Tube	7.	Anti Cholera Vaccine	10,10,000 doses
3.	Tripal vaccine	19,000 Doses	8	A. T. S. 10,000 unit	1,000 Amp.
4.	Anti Doptheria serum	500 nb.			
5	Cap. Chloramphenical 250 mg.	2,45,000 Cap.			

1	2	3
9.	Tab. Vit. B. Complex	5,00,000 Tab.
10.	Enteroguanidine	5,00,000 Tab.
11.	Inj. Pro. peniciline 4 lacs	1,00,000 vials.
12.	Inj. Sodi chloride 540 ml.	5,500 bott.
13.	Inj. Glucose saline 540 ml. Bott.	5,000 bott.
14.	Tab. Sulphaphenozol	1,00,000 Tab.
15.	All glass hyposyringe	700 Nos.
16.	Tab. Sulphaguanidine	13,00,000 Tab.
17.	Lysol	2,500 Lts.
18.	Needle hypodermic 26 G.	2,400 Nos.
19.	A. T. S. 1500 Unit	5,000 Amp.
20.	Cap. Tetracycline	1,04,300 Cap.
21.	Bleaching Powder	17,000 K. G.
22.	Dried small pox vaccine	5,00,000 doses.
23.	Tab. Orisol (Sulphaguanidine)	9,00,000 doses.
24.	Hand Spray	30 Nos.
25.	Tab. Navalgin	39,000 Tab.
26.	Tab. Mexaform	2,500 Tab.
27.	Tab. Benadryl Ex-pectorant	252 Bott.
28.	Tab. Pented sulpha	3,744 Tab.
29.	Tab Avil	26,000 Tab.
30.	Tab. Ferras sulphate	37,000 Tab.
31.	Tab. Drugs & Diet Supliment	100 sheet.
32.	Terramycine Susp. for child.	100 Nos.
33.	Tab. Phenergon	27,000 Tabs.
34.	Tab. Chlorphazime	2,500 Tabs.
35.	Plaster Adhersire	248 Spool.
36.	Bandage cloth	900 metre.
37.	Tab. Sodamint	2,50,000 Tabs.
38.	Mulai Lactate 80%. 540 ml.	240 Bott.
39.	Inj. Cryst. Penicellin, 5 lacs	1,05,500 vials
40.	Inj. Strepto. penicellin, 1 gm	5,000 vials.
41.	Tab. Thalazol	1,50,000 Tabs.
42.	Dettol	250 Lts.
43.	Inj. Largactil	1,000 Amp.
44.	Paraffin Molle Flava	500 K. G.
45.	Zinc. Oxide	250 K. G.
46.	Tr. Iodin	250 Lts.
47.	Tab. Sulphadidine	2,50,000 Tabs.
48.	Tab. Chloroquin Phosphate	50,000 Tabs.
49.	Tab. Halozen	2,10,000 Tabs.
50.	T. A. B. Vaccine	18,000 Doses.
51.	Tab. Iodochlor Hydroxyquinoline	11,000 Tabs.
52.	Tab. Dilodo Hydroxyquinoline	1,89,000 Tabs.
53.	Cap. Chlorostrep	3,000 Cap.
54.	Inj Streptopen	50,000 Vials
55.	Tab. Phthlyl sulphathiozol	1,00,000 Tab.
56.	Tr. Benzoin co.	50 x $\frac{1}{2}$ Lt. Bott.

শ্রীনরেশ রায়ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যাদের কলেরা ও বসন্তের টিকা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে পরে কোন লোক মারা গিয়েছে কিনা ?

Mr. Speaker :—This should be a separate question.

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 394.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 394.

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের ছামনু বাজার হইতে ক্ষেত্রীছড়া দ্রোণ তালুকদার পাড়া এবং ছামনু বাজার হইতে ক্ষেত্রীছড়া কলোনী রাস্তাগুলির উন্নয়নের কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Srimati Renu Chakraborty.

Shrimati Renu Chakraborty :—Question No. 476.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 476.

প্রশ্ন

১। ক) Medical Deptt. এ Class III এবং Class IV কর্মচারীর কতগুলি Pension case কতদিন যাবৎ Pending আছে ? যদি থাকে তবে উহার কারণ কি ?

খ) যাহাদের case pending আছে তাহাদিগকে anticipatory Pension দেওয়ার জন্য pension proposal দেওয়া হইয়াছে কি ? না দেওয়া হইয়া থাকিলে ইহার জন্য দায়ী কে ?

উত্তর

১। ক) ২৬ জন। তন্মধ্যে ৩ মাসের উর্দ্ধে ৬, দুই বৎসরের উর্দ্ধে—১০, এক বৎসরের উর্দ্ধে ৬ এবং ছয় মাসের উর্দ্ধে ৪ জন।

১) অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা Pension সংক্রান্ত তথ্যাদি জমা দেওয়ার বিলম্ব।

২) A. G. অফিসে হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষাতে বিলম্ব।

খ) না। এ ন্য কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি দুই বৎসরের উপর পেনডিং আছে, তারা বর্ত্তমান আর্থিক সংকটের দিনে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তার জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে পেনসনের ব্যবস্থাগুলি রিলেকজেশনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এইরকম কোন প্রপোজাল নাই।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—ডিপার্টমেণ্টাল হেড যারা তারা এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা এবং তার জন্য অ্যানটিসিপেটরী পেনশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—Government of India have instructed to give Provisional pension & Provisional gratuity to the Pensioners immediately after their retirement for six months and in the mean tlme the pension & Gratuity proposal will be finalised. Provisional Pension for six months and provisional gratuity in lump have been sanctioned to the 5 eligible pensioners and their cases have been sent to A. G. for finalisation. As such the question of granting Anticipatory pension does not arise.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এন্টিসিপেটরী পেনসান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা সেটা জানতে চাই। যেমন এক বৎসরের উর্দ্ধে ছয় জন আছে। তাদের ক্ষেত্রে অ্যানটিসি-পেটরী পেনসান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য:—প্রভিশন্যাল অ্যানটিসিপেটরী পেনসান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Mr. Speaker—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy—Question No. 474.

Shri Krishnadas Bhattachariee—Mr. Speaker, Sir, question No. 474.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য Medical Deptt. কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেক কর্ম্মচারী আছেন যাহারা পনর হইতে বিশ বৎসর চাকুরী করার পরও স্থায়ী হইতে পারেন নাই।

খ) যদি সত্য হইয়া থাকে ; ইহার কারণ কি ? ইহার জন্য কাহাকেও দায়ী করা হইয়াছে কিনা ?

গ) কোন categoryতে এরকম কর্ম্মচারী কতজন এখনও স্থায়ী হইতে পারে নাই।

উত্তর

ক) হ্যাঁ। এইরূপ কিছু সংখ্যক কর্ম্মচারী আছেন।

খ) ডিপার্টমেণ্টে স্থায়ী পদ না থাকাই ইহার কারণ। এবিষয়ে কাহাকেও দায়ী করা হয় নাই।

গ) তৃতীয় শ্রেণী—৩৭ জন

চতুর্থ শ্রেণী—৭৫ জন

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে সাধারণত কত বৎসর চাকুরী করলে স্থায়ী হওয়া যায় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা সব ডিপার্টমেণ্টেই একই নিয়ম।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :– মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের সেই নিয়ম পালন করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পালন করা হচ্ছে। এইটি পারসেন্ট অব দি পোষ্ট পার্মানেন্টে কনভার্ট করে তারপরে পার্মানেন্ট করা যায়। সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেকগুলি পোষ্ট পার্মামেন্ট করা হয়েছে। আর বাকীগুলি ফরম্যালিটিজ ফুলফিল করলেই পার্মানেন্ট করা হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—তারা চাকুরীতে থাকা কালীন স্থায়ী হবে না আফটার রিটায়ারমেন্ট স্থায়ী হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তাদের স্থায়ী করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি অমূল্য কুমার সান্যাল, কম্পাউণ্ডার, বাগমা ডিস্পেনসারী, তিনি ১৪ বৎসর চাকুরী করেও স্থায়ী না হওয়ার কারণ কি ? এইরকম রবীন্দ্র চৌধুরী নামে একজন কর্ম্মী ৭ বৎসর চাকুরী করে পার্মানেন্ট হয়, আর ১৪ বৎসর চাকুরী করেও একজন পার্মানেন্ট হতে পারে না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ইট ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার দিস ইজ রিলেভেন্ট।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker : –Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 101.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 101.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কে, কে, রোড (সারদা বাড়ী) হইতে হালাম বস্তী (সুনাইমুড়ী) রাস্তা করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ আবেদন করা সত্বেও এবং কুমার ঘাটের বি, ডি, ও উক্ত রাস্তার এষ্টিমেট পাঠানোর পরও দীর্ঘদিন যাবত তাহা মঞ্জুর না হওয়ার কারণ কি এবং ২) অবিলম্বে উক্ত রাস্তা হবে কি ?	প্রথম কথা হল পি, ডবলিউ, ডি, এর যে রাস্তা সেটা পি, ডবলিড ডি, এর এষ্টিমেটের উপরে নির্ভর করে করতে হবে। সেই রাস্তার কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। আর যে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি আমরা বলতে পারব না। কে, কে, রোডের বি, ডি, ও, হইতে এষ্টিমেট পি, ডবলিউ ডিতে, আসে নি। সেটা ব্লক ডেভেলাপমেন্ট থেকে হবে। অতএব আমরা নিজেরাই পি, ডবলিউ, ডি, থেকে জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে সোনাইমুড়ি হইতে হালাম বস্তী পর্য্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ নিয়েছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার কোয়েশ্চানটা পি, ডবলিউ, ডি, কে নয়। কোয়েশ্চনটা হল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে সুনাইমুড়ী হইতে হালাম বস্তী পর্য্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার এই কোয়েশ্চানটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই শ্যাল এনকোয়ার ইনটু দিস্।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এষ্টিমেট পাঠিয়েছেন কি না, অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই স্যুড এনকোয়ার এ্যাবাউট ইট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩ (পষ্টপণ্ড)।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) Tripura Government Employees Association এবং Tripura Govt. Teachers Association এর কোন কর্ম্মকর্তার বিরুদ্ধে ১৯৭০ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৭১ ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকার কি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেছেন ?	হ্যাঁ
২) যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে তাদের নাম ও শাস্তির বিবরণ—	১) শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতি, T. G. E. A. Conduct Rule ভঙ্গ করায় শ্রীচক্রবর্ত্তীকে Proceeding সাপেক্ষে Suspend করা হইয়াছিল এবং Proceeding এর ফলে তাহাকে Censure দেওয়া হইয়াছে। ২) শ্রীতারাপদ ব্যানার্জী সম্পাদক, T. G T. A. শ্রীব্যানার্জীকে Conduct Rule ভঙ্গ করায় Proceeding সাপেক্ষে Suspend করা হইয়াছিল এবং Proceeding এর ফলে Suspension হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে কথাটা বলেছেন যে কণ্ডাক্ট রুল ভঙ্গ করার জন্য তাদেরকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, স্পেসিফিক কি কি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, সেই বিষয়ে বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্পেসিফিক রুল ভঙ্গ করেছেন, এটাই স্পেসিফিক চার্জ, অন হ্যাট চার্জ হি ওয়জ সাসপেণ্ডেড।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলের কোন ধারা মতে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল'এর যে যে ধারা আছে, সেই ধারা অনুসারেই করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নম্বর ৩৪৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৩ স্যার।

QUESTIONS

1. Total number of seats in each of V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
2. Total number of in-door patients in each of the both of the Hospitals on 31. 5. 1971.
3. Whether provision for diet and medicines for these two hospitals till short due to heavy increase of the number of the patient ;
4. if so, the step taken to meet the shortage ?

ANSWERS

1. (a) V. M. Hospital—127 Beds.

   (b) G. B. Hospital—240 Beds (excluding 10 Cabins + 50 bedded T. B. wards).
2. (a) G. B. Hospital—581 Nos. (excluding T. B. Ward + Cabins)

   (b) V. M. Hospital—295 Nos.
3. No Shortage.
4. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সিড্যাল নাম্বার এই দুইটি হাসপাতালে আছে, তার উপর বাজেট প্রভিশন ফর ডায়েট এণ্ড মেডিসীন করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বাজেট প্রভিশন যা থাকে, তাতে যদি না কুলায়, তাহলে সেভিংস থেকে সেটা করিয়ে নেওয়া হয়, পরে সেটা এডজাস্টমেণ্ট করা হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বাজেট ডায়েট এবং মেডিসিনের জন্য যে প্রভিশন আছে, সেটা একসীড করেছে কি না, সেটা শর্টেজ হয়েছে কি না, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ডিউ টু হেভি রাশ যে শর্টেজ, মেডিসিন এর ব্যাপারে আমরা সেটা কভার করেছি বাইরে থেকে যে মেডিসিন পাচ্ছি তা দিয়ে, তার ডায়েটের ব্যাপারেও আমরা প্রায় কভার করেছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— কিভাবে কভার করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ডায়েট কেনার জন্য এ্যাডিশন্যাল ফাণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪ (পষ্টপণ্ড)

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গান্ধীগ্রাম সমবায় শিবন শিল্প নিকেতন লিঃকে সরকার কত টাকা ঋণ দিয়াছেন,	১২,৫০০'০০ টাকা।
২। ইহা কি সত্য যে ঐ সমবায় সমিতির সেলাইকারী কর্মীগণ বর্ত্তমানে কাজের অভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন,	না।
৩। যদি সত্য হয় ইহার কারণ,	প্রশ্ন উঠে না।
৪। সমিতির কাজ চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৭।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদের চিকিৎসার জন্য এবং মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরার হাসপাতাল সমূহের বেড সংখ্যা বাড়ানোর কোন প্রস্তাব আছে কিনা,	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।
খ) শরণার্থীদের জন্য পানীয় জলের জন্য অতিরিক্ত কত টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বসানো হবে।	

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are seven Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., on the subject of—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ আগরতলা এম, বি, বি, কলেজে বি, এ, পার্ট ওয়ান, বি, কম ইত্যাদি পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে।

I have given consent to the motion of Shri Deb Barma to-day. Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement on this subject. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, I shall give a statement on this subject to-morrow e. g. on 23. 6. 71.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister is agreed to make a statement on this subject on 23. 6. 71.

Next item in the List of Business is the Laying on the Table of the House the Shops and Establishment Rules, 1970.

Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of Labour Department to lay on the Table of the House, the Shops and Establishment Rules, 1970.

Shri Prafulla Kr. Das :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House the Shops and Establishment Rules, 1970.

Mr. Speaker :—Hon'ble members may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat.

Next, item in the List of Business, the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment BILL, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Chief Minister to move his Motion for leave to introduce the BILL.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) be granted, the motion was then put to vote and the leave to introduce the BILL is granted.

Mr. Secretary :—A BILL to amend the Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Amendment Act, 1971.

Mr. Speaker :—Now, I shall call on Hon'ble Chief Minister to move his motion to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971).

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971).

Mr. Speaker .—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 1971) be introduced, was then put to vote and the BILL is introduced.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

Mr. Speaker :—Next, Hon'ble Chief Minister has agreed to have a discussion on the statement made by him yesterday. Next item of the House is the discussion on the Statement made by the Chief Minister on the floor of the House on 21. 6. 71 regarding influx of refugees in Tripura.

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—স্যার, আজকে আমাদের এখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলীর স্পীকার অপূর্ব্ব বাবু এসেছেন এবং তিনি বেলা একটার সময়ে আমাদের এই এ্যাসেম্বলীতে আসবেন। তার সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করার আছে। তাই আমি বলছিলাম যে হাউসের কাজ এখন বন্ধ রেখে আবার বেলা ২টার সময় আরম্ভ করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আমি ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাসেম্বলীর স্পীকারকে অনুরোধ করেছি তিনি যেন আমাদের এই হাউসে উপস্থিত থেকে আমাদের প্রসিডিংস্টা লক্ষ্য করেন এবং তিনি তাতে রাজিও হয়েছেন। আমি আশা করব এখন হাউস এ্যাডজোর্ণ করে দিয়ে আবার ২টা বা ২॥টার সময়ে আরম্ভ করলে তিনি আমাদের এই হাউসের প্রসিডিংস্টা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন, তাতে আপনাদের দিক থেকে কোন অসুবিধা হবে কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—না স্যার, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2-30 P. M. of to-day.

Mr. Speaker :—Now there will be discussion on the statement made by the Chief Minist r. I would call on Shri Tarit Mohan Dasgupta. Hon'ble Members, I would like to have the names of the members who will take pait in the discussion.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উপর মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাদের আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পীকারকে আমি পূর্বাহ্নেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে এই যে উদ্বাস্তুদের সমস্যা, যারা বাংলা দেশ থেকে এসেছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি হিসাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তথা ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে তাদের যে শুধু সাময়িক থাকা খাওয়ার সমস্যাটাই আমাদের কাছে বড় তা না, সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। আমরা এই হাউস থেকে প্রস্তাব পাশ করেছি যে বাংলা সরকার যেটা গঠন করা হয়েছে স্বাধীন বাংলার দাবী নিয়ে, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হউক এবং আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও সেই দাবী উঠেছে; কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সেই দাবী আজও স্বীকৃত হয়নি। তাদের যে গণ অভ্যুত্থান ইয়াহিয়ার অত্যাচারে হয়েছে, আজকে বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী জনতার ইচ্ছাকে পদদলিত করা হয়েছে, যেভাবে বাংলা দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকের ইচ্ছাকে পদদলিত করা হয়েছে তাদের সেই ইচ্ছাকে রূপদান করার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের দায়িত্ব অপরিসীম এবং সেই দায়িত্ব আছে বলে একবার যখন পার্লামেন্টে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তখন তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিলম্ব করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। কাজেই এই বিবৃতির সুযোগে আমি আবার দাবী করব যে অতি সত্বর বাংলা দেশের জাতীয় সরকারকে স্বীকৃতি দান যেন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের এই আলোচনার বিশেষভাবে সীমিত হচ্ছে যে সমস্ত শরণার্থীরা আজকে ত্রিপুরায় এসেছে তাদের বিধি ব্যবস্থা তাদের থাকা খাওয়ার এবং স্বাস্থ্যের বিধি ব্যবস্থা করা এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাদের বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যাতে তারা সম্ভবপর সাহায্য নিয়ে চলতে পারে। সেই দায়িত্ব সরকারের উপর বর্ত্তেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তার বিবৃতি থেকে এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটা চিত্র আমরা এর ভিতর থেকে পাচ্ছি না। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে পরিপূর্ণভাবে এর চিত্র ফুটে উঠেনি। এরা এখানে আসার পরে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমরা এই বিবৃতির মধ্যে থেকে এটা পেলাম না যে এদের জন্য কতগুলি শিবির গড়ে তুলেছেন। আমরা স্বীকার করি সরকারের অর্থের অপ্রতুলতা আছে। কিন্তু কতটুকু করেছেন সেটা দেখতে পাইনি। এই বিষয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমি প্রশ্নের মধ্যে বলেছিলাম যে এই সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ উদ্বাস্তু বিদ্যালয়গুলিতে আছে এবং কি পরিমাণ ক্যাম্পগুলিতে আছে। আর দ্বিতীয়টা ছিল যে ক্যাম্পগুলি করা হয়েছে সেগুলিতে কি পরিমাণ উদ্বাস্তু রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে মুখ্যমন্ত্রী এমন একটা জিনিষকে কি চোখে দেখেছেন। এখানে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে। তার মধ্যে যদি বলতে পারেন যে মন্ত্রী দুই একটা ক্যাম্প করতে পেরেছেন এবং এই

কেপাসিটি হয়েছে তাহলেও একটা কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু এই প্রশ্নের জন্য ১৫ দিন আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে এই হাউসকে তারা কোন সংবাদ দিতেই ইচ্ছা করেন না। একটা দায়সারা গোছের কাজ তারা করতে চান। এটাই তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন দুইটা কমিটি করা হয়েছে। কিন্তু এই কমিটি দুইটার নাম কি সেটা এর মধ্যে নাই। ... ...

Mr. Speaker :—Hon'ble member, you will get 15 minutes time. 10 minutes you have already taken.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—দুটো কমিটি করা হয়েছে। কি তাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে এই বিবৃতিতে তা নাই। তার মধ্যে বলেন নি সেই সভ্য কারা। কোন্ কোন সভ্য নিয়ে কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে। অথচ আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হল। তার দ্বারা বুঝা যায় এই হাউসকে তারা কি দৃষ্টিতে দেখছেন। পার্লামেন্টে যে কমিটি করা হয় তার মধ্যে অপোজিশনকে সম পরিমাণ রিপ্রেজেনটেশান দেওয়া হয় অপোজিশনের ষ্ট্রেন্থ অনুযায়ী। এই উদ্বাস্তু সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আমরা সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করছি সরকারের সাথে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা যে এই যে দুইটি কমিটি করা হল তার মধ্যে কি সম পরিমাণ সীট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার মনে হয় তা করা হয়নি। এই হাউসের মধ্যে যেখানে এটা স্বীকৃত নিয়ম আছে যে অপোজিশনকে সীট দেওয়া হবে তাদের ষ্ট্রেন্থ অনুযায়ী, যেখানে অন্যান্য কমিটিতে দেওয়া হয় নি, আমার মনে হয় এখানেও তারা দেন নি। কাজেই যেখানে সহযোগিতার কথা বলা হয়, সেখানে আজকে সাধারণ ক্ষেত্রে হাউসের ভিতর দিয়ে যে শুধু হাউস জানবে তা নয়, ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছেও আমাদের এই সমস্ত সংবাদ পৌছে দিতে হবে কি করে আমাদের সরকার কাজ করছেন, কিন্তু তার কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত এখানে নেই, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে কিন্তু যদি আমাদের অপজিশন থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয়, তাহলে এই সমস্ত কমিটিগুলি করার আগে তাদের নেতাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাঁদের অভিমত চাওয়া উচিত তাঁরা কাদের নাম দেবেন এবং সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্র সম্মত কথা এবং পথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দুই দুইট কমিটি করা হয়েছে, তার মধ্যে তাদের কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। লোকজন কিছু কিছু নির্ব্বাচিত হচ্ছেন, উল্লেখ করেছেন, আনন্দের কথা যে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে দেখিয়েছেন। আজকে আড়াই মাস যাওয়ার পর যারা বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত ডাক্তার এসেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে একশত জন ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছেন এটা এই রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কতজনকে নিযুক্ত করেছেন, এবং তাঁরা কিভাবে কাজ করছেন, বা কোন কম্পাউণ্ডারে কাজ করছেন কি না, তার কোন উল্লেখ নেই, এই দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি? এর থেকে আমাদের মনে হচ্ছে এক হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এদের কোন খবর রাখেন না, বা রাখার প্রয়োজন মনে করেন

না, আর যদি প্রয়োজন মনে করে থাকেন, তাহলে হাউসের যে একটা ইমপর্টেন্স আছে এবং হাউসের কাছে যে তার একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা উচিত, সেটা মনে করেন না। সেটা যদি মনে করতেন এবং হাউসের সামনে তার একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরতেন, তাহলে আমার আজকে এই হাউসের এই মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হতনা। আর কাজের কথা যদি বলা হয় তাহলে আমরা দেখব যে এখানে একটা পরিপূর্ণ চিত্র এ থেকে ফোটে উঠেনি, এবং ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। এ কাজগুলি কোথায় কিভাবে হচ্ছে, কোথায় ড্রাই রেশন দেওয়া হচ্ছে, কোথায় রান্না করে দেওয়া হচ্ছে, এবং কি পরিস্থিতিতে দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে সরকার এই কাজগুলিকে করছেন তার কোন কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। এখানে ২৬টি ক্যাম্প করবেন, সেই ক্যাম্পগুলির পরিচালনার মধ্যে কি কি ব্যবস্থা থাকবে এবং কোন্ কোন্ জায়গায় এই ক্যাম্পগুলি করবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কোন পরিপূর্ণ চিত্র এখানে তুলে ধরতে পারেননি, যদি তা করতেন, তাহলে আমাদের যদি তার মধ্যে কোন সাজেশন থাকত, তাহলে সেগুলি আমরা বলতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়নি, কাজেই আমাদের কথার ভিতর দিয়ে সেটা বের করে দিতে হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলি আমার এই বক্তব্য রাখার পর আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, হাউসের মধ্যে আলোকপাত করবেন এবং অপজিশনের ন্যায্য অধিকার সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেটা দেখবেন।

এখানে আমরা যদি কম্পলেসেন্ট ভিউ নেই, হঠাৎ বহুলোক ত্রিপুরাতে এসেছে, এদিক থেকে বলতে পারি যে আমরা এত লোকের ব্যবস্থা করছি, খুব ভাল, কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে সরকার এবং তার অনেক কর্ম্মচারী যথেষ্ট মরনশীলতার সঙ্গে কাজ করছেন, একথা অস্বীকার করবনা, কিন্তু এই অবস্থায় যতখানি ভাল করা যেত, ততখানি ভালভাবে কাজ হচ্ছে না, ততখানি কো-অর্ডিনেশন, কো-অপারেশন সমস্ত কাজের মধ্যে নেই এবং তার জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানা ধরণের দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এইগুলি অনুসন্ধান তাঁরা করছেন আমি এটার প্রশংসা করি। আজকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু তাদের ডোল দেওয়া নিয়ে, তাদের জিনিষপত্র দেওয়া নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ উঠছে, আমি বিস্তারিত এর মধ্যে যেতে চাই না ; সময় আমার কম, আমার পরে যারা বলবেন, তাঁরা এ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। কারণ এই অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা উচিত, এবং এটাকে ওয়ারফুটিং এর মত দেখতে হবে। যেখানে এই ধরণের অভিযোগ এসেছে, সেখানে রেশনে সব কিছু দেওয়ার কথা, তারা কেন সেটা পাচ্ছে না। যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন, তাদের টাকা পয়সা নেই, তার উপর তারা যে ড্রাই রেশন পাচ্ছেন, তাদের এর ভিতর দিয়ে যা পাওয়ার কথা' তার অনেকগুলি জিনিষ থেকেই তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি খুব সংক্ষেপে বলব। আর পাঁচ মিনিট সময় আমাকে দিতে হবে।

আমি এখানে কয়েকটি সাজেশন দিচ্ছি, আমার মনে হয়, এর পর থেকে ডোল সিষ্টেম ইনট্রোডিউস করা উচিত এবং রিফিউজীদের পরিবারের জন্য যাতে অর্থ দেওয়া হয়, সরকারী কেন্দ্র থেকে তারা চাউল, ডাল, কিনে নেবে এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিষ যদি তারা না পায় সেখানে তাহলে পয়সা তাদের দিয়ে দেওয়া উচিত, এইভাবে ড্রাই রেশনের দিকে না যাওয়াই ভাল, কারণ এর ভিতর করাপ্‌শান আছে। সরকার যদি দোকান নির্ব্বাচন করে দেন ক্যাম্পগুলিতে, চাউল, ডাল, নুন তারা সেখান থেকে কিনে নিয়ে যাবে, তাহলে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সরকার বাঁচতে পারবেন এবং রিফিউজীরাও যেভাবে খেতে চান, সেভাবেই জিনিষগুলি পাবেন এবং ডোল যে পরিমাণ দেওয়া হয়, সে পরিমাণ টাকা পয়সা নাও লাগতে পারে। কাজেই ক্যাশ ডোল তাদের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

এছাড়া আর একটা বড়জিনিষ হচ্ছে যে আজকে যারা আসছে, তাদের পুলিশ রেজি, ষ্ট্রেশান করতে একটা বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আমার বাড়ীর সামনে, থানার সামনে আমি দেখেছি যে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে, আজও সেটা কমটি হয়নি। সেখানে একটা ত্রিপল পর্য্যন্ত নেই যে সেখানে দাঁড়াতে পারেন। কেউ ছয় সাত মাইল ঘুরে এসেছে, তাদেরকে অনেক সময় সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়, কাজেই আমার অনুরোধ হচ্ছে নিকটবর্তী যে সমস্ত রিসিপিয়েন্ট ক্যাম্প আছে, সেই সমস্ত ক্যাম্পে যাতে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে বর্ষা বাদলে সকাল ৭টা থেকে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা, এই অসুবিধা থেকে যাতে তারা মুক্তি পেতে পারে, ট্রানজিট ক্যাম্পের মাধ্যমে সেখানে কার্ড দেওয়া যায় কিনা, তার ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! আর এছাড়া, স্বাস্থ্যের দিকে যেকথা বলেছেন, আমরা এটা চাই যে এই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেমন নাকি বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ডাক্তার বা কমপাউণ্ডার এসেছেন, তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে, সেইরকম এই সমস্ত ক্যাম্পের পরিচালনার মধ্যে বাংলা দেশ থেকে যে সমস্ত শিক্ষক বা আরও অন্যান্য কর্ম্মচারী যারা এসেছেন, তাদেরকে এই সমস্ত ক্যাম্পের কাজের মধ্যে সংযোগ করা উচিত। এটা দুটি কারণে উচিত। এই ক্যাম্পের জীবনের মধ্যে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ যারা, তারা সুপারভাইজারের ক্যাপাসিটিতেই হউক, অনারারী ক্যাপাসিটিতেই হউক, এদের যেভাবে দৈনিক হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, সেইরকম দৈনিক ভিত্তিতে বা বলান্টিয়ার হিসাবেই হউক সেই ক্যাম্পগুলিতে যদি এ্যাসসিয়েট করা হয়, তার দ্বারা নৈতিক দিকটা উন্নত হবে এবং তাদের এত দুঃখের মধ্যেও তাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, সেই ধরণের মনোভাব সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে পাবে। তারজন্য বাংলা দেশ থেকে অধ্যাপক, শিক্ষক, এই ধরণের কর্মীরা যারা

এসেছেন, তাদের দৈনিক ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে ক্যাম্পের সঙ্গে এ্যাসসিয়েট রাখার জন্য অনুরোধ রাখব। এবং তার দ্বারা ক্যাম্পের যে স্বাস্থ্য, বাইরে এবং ভিতরে মর‍্যাল এবং ফিজিক্যাল, দুইদিক থেকেই উন্নত হবে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আমাকে অতিরিক্ত সময় নেওয়ার জন্য স্পীকার মহোদয়কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি পনের মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ত্রিপুরাতে শরণার্থী আগমনের ফলে যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে একটা বিবৃতি দিয়েছেন, সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আর একটা বলতে চাই, অর্থাৎ যে সমস্ত সমস্যার কথা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন, তার সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর ঐ বিবৃতির মাধ্যমে কিছুই এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। তার পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠি আজকে বাংলাদেশের উপর যে একটা পাশবিক অত্যাচার এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা খুব বেশীদিন স্থায়ী হবে, তা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আজ হউক আর কাল হউক এই বাংলাদেশের মাটি থেকে এই অত্যাচারী সামরিক শাসকদের চলে যেতে হবে। কাজেই বাংলাদেশ থেকে যে সব শরণার্থী আমাদের এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, মেঘালয়ে এসেছে, তাদের প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা তাদের বাঁচার তাগিদে, কেন না তারা এখানে সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছে শুধুমাত্র বাঁচার জন্য, পরিবর্ত্তন করতে হবে এবং আমাদের চিন্তা ধারার মধ্যেও একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন আনতে হবে। আর তা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আজকে আমাদের তাদের জন্য অনেক কিছু করণীয় আছে এবং সেগুলি আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা সমস্যা সংকুল রাজ্য, এখানে অনেক রকমের সমস্যা আছে যেমন আমাদের এই রাজ্যে যেসব ভূমিহীন আছে, তাদের ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে আমরা এখন পর্য্যন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি, এই ভূমিহীন বলতে এখানে আমি বুঝাতে চেয়েছি যারা নাকি উপজাতি আছে তারা এবং যারা অ-উপজাতি আছে তারা। কাজেই ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার যে একটা সমস্যা সেটা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে দিনের পর দিন আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। তারা বছরের দুইটি সময়ে অনাহারে এবং অর্ধাহারে মারা যান। তাছাড়াও এখানে সরকারী মতে প্রায় ২৭ হাজার বেকার যুবক আছে, যাদের কর্ম্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা আমাদের সরকার এখন পর্য্যন্ত করে উঠতে পারেনি। এবং কোন রকমের ইণ্ডাষ্ট্রি না থাকার দরুণ তাদের কর্ম্ম সংস্থান করা তো দূরের কথা আরও যে বছর বছর শিক্ষিত হয়ে ছেলেরা আসছে, তাদের যে কি হবে, সেই সম্পর্কেও সরকার উদাসীন রয়েছেন। কাজেই যারা আসছে বা যারা এখানে আছেন, তাদের কোন কাজ দেওয়ার মত ক্ষমতা এই

ত্রিপুরা রাজ্যের নেই। এই অবস্থায় আজকে ত্রিপুরাতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসছে, তাদের যদিও ক্যাম্পে স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরও এমন অনেক আছেন, যাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়, তারাও আজকে রাস্তার ধারে বা এদিক সেদিক আনাচে কানাচে আশ্রয় নিয়েছে। আজকে এইসব শরণার্থীরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ তারা প্রাণের মায়ায় এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, বাঁচার জন্য আশ্রয় নিচ্ছে, এই অবস্থায় যদিও আমরা কিছু কিছু শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি সত্য, কিন্তু তাদের বিরাট একটা অংশকে এখন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে নি, সেদিক দিয়ে আমি বলছি যে সরকার এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই সত্বর যাতে এর একটা প্রতিকার হয় সেজন্য সরকারের আরও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এবং সৎ সাহসে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার, আর তা না হলে পরে এর প্রতিক্রিয়া যে কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে, সেদিক দিয়ে চিন্তা করার জন্য আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এই সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আজকে যদি সরকার এই বিবৃতির মাধ্যমে একটা আত্ম-সন্তোষ্টির ভাব অবলম্বন করেন, তাহলে আমরা মনে করতে বাধ্য হব যে সরকার এই যে এতবড় একটা সমস্যা, এর মোকাবিলা করতে ততটা সচেষ্ট নন, যতটা না তারা প্রচার করে চলছেন। আজকে আমি কেন এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে আজকে বাংলাদেশে যা ঘটছে, এটা সব সময়ের জন্য ঘটবে না এবং এই অবস্থার একটা প্রতিবিধান শীঘ্রই হয়ে যাবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে এবং বাংলাদেশ এর সাড়েসাত কোটি মানুষ যে মুক্তির জন্য এত প্রাণ দিচ্ছে এত রক্ত দিচ্ছে, এবং এত সংগ্রাম করছে, তাদের সেই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে যে মজুত চাউল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রডাক্টস আছে, সেগুলি অতি অল্প দিনের মধ্যে ফুড়িয়ে যাবে, তাছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে এখন কোন প্রডাক্‌শানই হচ্ছে না ফলে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের উপরই সেই আঘাতটা আসবে। তারপরে আমাদের ত্রিপুরা তো যোগাযোগের দিক দিয়ে অনেক অনুন্নত, এখানে আমাদের লিংক রোডও যথেষ্ট নেই এবং আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইনটার যে এ্যাক্সটেন্‌শান করার কথা, সেটাও এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কাজেই ত্রিপুরার বাহির থেকে আমাদের প্রয়োজনে বা শরণার্থীদের প্রয়োজনে যে সমস্ত মালামাল আসবে, সেগুলি হয়তো যথা সময়ে আমাদের এখানে এসে পৌঁছবে না। তারপরে শরণার্থী-দের যে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যেও সরকারীগত ভাবে কতটা আশ্রয় ত্রিপুরার পক্ষে দেওয়া সম্ভব সেটা আমাদের জানা আছে। কেন না এই ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব একটা সীমা আছে। আগে যে সব শরণার্থী এসেছে, তাদের জায়গা দেওয়ার পর এখানে আর বড় একটা জায়গা নেই যাতে করে বর্ত্তমানে যারা আসছে, তাদেরও আমরা জায়গা দিতে পারি। কাজেই সব মানুষকে আমাদের ক্যাম্পের মধ্যেও জায়গা দেওয় সম্ভব হয়ে উঠছে না। আর এই হচ্ছে আমাদের কাছে বাস্তব একটা অবস্থা। শুধু তাই নয়, আজকে শরণার্থীদের জন্য ঘর তৈরী করবার জন্য যে ছনের দরকার, সেটাও এখন পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই যে গুলি কাঁচা ছন

আছে, সেগুলি বন থেকে কেটে নিয়ে এসে তাদের জন্য ঘর তৈরী করা হচ্ছে, অথচ সেই ঘর তৈরী করবার কয়েক দিনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সেই সব কাঁচা ছনগুলি শুকিয়ে গিয়ে ঘরের চাল ফাঁকা হয়ে গেছে এবং সেই ফাঁকা দিয়ে বৃষ্টির জল ঘরে এসে পড়ছে। কাজেই ত্রিপুরা সরকার কেন, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও এতবড় একটা সমস্যার সমাধান রীতিমত করে ফেলা একেবারে সহজ কথা নয়। কিন্তু যদি কেউ বলে যে টিন দিয়ে দেওয়া হউক, সেটাও বাস্তবে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেটা হল কিছুদিন আগে আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিগুণা সেন মহাশয় এখানে এসেছিলেন এবং কোন কারণে হঠাৎ করে আমার সঙ্গে উনার দেখা হয়েছিল। তিনি তখন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, অঘোরবাবু ইউর ত্রিপুরা উইল বি ফিনিষ্‌ড। উনার সঙ্গে আমার আরও অনেক দেখা হয়েছে এবং উনাকে প্রায়ই এই কথাটা বলতে আমি শুনেছি। তিনি বললেন যখন আমি মন্ত্রী ছিলাম তখন ত্রিপুরার জন্য অনেক কিছু করার কথা আমি সেখানে বলেছিলাম কিন্তু বলা মাত্রই তারা উত্তর দেয়—হোয়াট ইজ ত্রিপুরা, দীস ইজ দি পজিশান। কাজেই এই যে শরনার্থীরা আসছে, তারা যে শুধু ত্রিপুরাতে থাকবে এমন হতে পারে না। এখানে বর্ত্তমানে ১৬ লক্ষের উপর লোক আছে, তারপরে যদি আরও ১০ লক্ষ বা তারও বেশী এসে পড়ে তাহলে কি করে এই সমস্যা জর্জরিত ত্রিপুরা সামলিয়ে উঠবে, সেটা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়। কাজেই এই যে এতবড় শরনার্থী সমস্যা এটা একা ত্রিপুরার দায়িত্ব নয়, এটা সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা উচিত এবং যে সব মানুষ আজকে সর্ব্বস্ব হারিয়ে এক কাপড়ে এখানে শুধুমাত্র বাঁচার জন্য এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ত্রিপুরার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো উচিত, যাতে তারা বাঁচার মত বাঁচতে পারে। কাজেই সরকার এবং আমরা সকলে মিলেই তার চেষ্টা করতে হবে। আর রিলিফ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন রিলিফ যে ডিপার্টমেন্ট করেছে অনেকটা মনে হয় এটা যেন হাতীর খোরাক। অর্থাৎ খাজনার থেকে বাজনা বেশী। রিলিফের অর্দ্ধেক টাকা বাড়ী গাড়ীর জন্য। সেখানে যেভাবে দুর্নীতিগুলি চলছে এইভাবে যদি চলে তাহলে এই সুযোগে কিছুদিনের মধ্যেই তারা লাখপতি হয়ে যাবে। কাজেই যাতে তাদের আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সাহায্য করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু তাদের পালন করতে হবে এই কথা বললেই চলবে না। আর সীমান্ত এলাকা রক্ষার প্রশ্নে ভারত সরকারের যে দীর্ঘ সূত্রতা এবং দোদুল্যমান নীতি এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা বাইরে কিছু করব না। কিন্তু আমাদের এলাকার ভিতর পাকিস্তান গুলি করে নাগরিকদের হত্যা করবে এটা সহ্য করা যায় না। এইভাবে তাদের এনকারেজ করছে। কাজেই এই সম্পর্কে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে হবে। আর স্বীকৃতি সম্পর্কে দোদুল্যমানতা এবং দীর্ঘসূত্রতা যে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গেছে এটা দেখাই যায়। আর কমিটি গঠনের ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সহযোগিতা চান এই সমস্ত কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রিজুডিস না রেখে সকলে মিলে যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণমনা দৃষ্টি ত্যাগ করে যাতে করা যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে বলব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। আপনি ১৫ মিনিট বলুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ শরনার্থী আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এই লক্ষ লক্ষ শরনার্থীর একটি বিরাট অংশ আজকে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছে। তাদের আশ্রয়, বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব যেমন ত্রিপুরার সরকারের রয়েছে সেই রকম তার দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারেরও। যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতি পূর্ব্ব বাংলার ভিতর গত কয়েক মাস আগে সংগঠিত হয়েছিল সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আজ পূর্ব বাংলাকে স্পর্শ করেছে। আমরা দেখেছি সেখানকার যে জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রিয় নাগরিকদের উপর স্বৈরাচারী শাসন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষ গণ অভ্যুত্থান দেখিয়েছেন। কারণ তারা চেয়েছিল তারা তাদের দেশকে শাসন করবেন, নিজের মাতৃভূমিকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবেন। কিন্তু তার ফলে উদ্ভব হল একটা বেদনাদায়ক পরিস্থিতির যার ফলে ত্রিপুরাতে আজকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসে পড়েছে। তারি পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটা আলোচনা করছি এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে গতকাল ৬ পৃষ্ঠার এক বিবৃতি পড়ে শুনিয়েছেন এটা শুনে আমরা দুঃখিত। ত্রিপুরার প্রশাসন যন্ত্র কতটুকু সফলতা লাভ করেছে, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, তাদের সাহায্য কতটুকু করতে পেরেছে, আমি যতটুকু জানি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শিবিরগুলো ঘুরে ফিরে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি এই কথা বলতে পারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন এটা আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই পরিস্থিতির উপর যারা পরিচিত নয় তারা এটা শুনলে মনে হবে যে, যে দশ লক্ষ রিফিউজী ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন তাদের খাওয়া দাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা সরকার করে দিয়েছেন। আমরা যখন দেখলাম যে রিফিউজীরা স্রোতের মত ত্রিপুরায় প্রবেশ করছিল তখন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন এবং তিনি শিবির পরিদর্শন করেছেন এবং বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন যাতে ৬ মাসের মধ্যে তারা ফিরে যেতে পারেন তার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখছি তিন মাস হয়ে গেল। আর বাকী তিন মাসের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে শান্তি এসে যাবে তাতে এই আশা করতে পারি না। মন্ত্রীরা যারা বিদেশে ঘুরেছেন তারা সাহায্যের কথা ছাড়া বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান সেই বাংলা গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। তারা এটা চেপে যাচ্ছেন। যেমন আমাদের ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যরা এই সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাশ করে পাঠিয়েছিলাম তেমনি অন্যান্য বিধান সভাতেও এটা পাশ করা হয়েছে। এমন কি পার্লামেন্টেও এটা পাশ হয়ে গিয়েছে। এই জংগীশাহী মানুষকে যেভাবে শেয়াল কুকুরের মত হত্যা করছে তাদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু বিশ্বের দরবারে সাহায্যের ঝুলি নিয়ে গেলে হবে না, তার প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা, তার প্রধান সমাধানের পথ হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, সেই দিকে যদি অগ্রসর না হওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের

গণহত্যা, ইয়াহিয়া খাঁ যে হত্যালীলা চালাচ্ছে, তাকে রোধ করা যাবে না, বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে স্বাধীনতার দাবী, সেই দাবীকে আমরা সফল করতে পারব না। স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ হিসাবে, গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ হিসাবে, স্বৈরাচারী মানুষের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষ আমরা যারা আছি তাদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে আজকে এই সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া, তাদের অস্ত্র সস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়ে তাদের স্বাধীনতার লড়াইকে জোরদার যাতে করা যায়, তার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ১০ লক্ষ লোক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছে, এই শরণার্থীদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, এই নীতিতে তাদের সম্যক বাঁচার ব্যবস্থা হতে পারে না। কারণ আমরা দেখছি সরকার থেকে নির্দিষ্ট করা আছে ১·১০ পয়সায় প্রত্যেক শরণার্থী মাথাপিছু পাবে দৈনিক খরচ বাবদ, কিন্তু তারা সেটা ঠিক ঠিক মত পাচ্ছে কিনা, ঠিক ঠিক মত জিনিষপত্র এই ১·১০ পয়সার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে কি না এবং সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তার মাধ্যমে সেইগুলি সুষ্ঠু বিলি-বণ্টনের ভিতর দিয়ে শরণার্থীদের কাছে পৌঁচাচ্ছে কিনা, এই ছয় পৃষ্ঠা বিবৃতি যেটা গত-কাল এই বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। আমরা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখেছি যে কোন শরণার্থীই সেই ১·১০ পয়সা পাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে নিজেদের পেটোয়া লোকদের ভলান্টিয়ার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে একটা লুটের রাজত্ব তারা চালিয়েছেন। যেখানে চাউল, ডাল ব্যতীত তাদের ৪৫ পয়সা তাদের প্রাপ্য, যেখানে লবন, মরীচ, তেল কত গ্রাম করে পাবে সরকার সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, সেখানে আমরা দেখছি যে শিবিরগুলিতে হাতের ওজনে তাদের সেই সমস্ত দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমরা হিসাব করে দেখেছি এবং এখানে একজন সদস্য বলেছেন যে, যেখানে শরণার্থীদের ১·১০ পয়সা করে পাওয়ার কথা, সেখানে তারা ৮০ থেকে ৮৫ পয়সার বেশী জিনিষপত্র পায় না, বাকী পয়সাগুলি যারা পরিচালক কমিটিতে আছেন, তারাই সেগুলি ভোগ করছেন, তাদের মধ্যে সেগুলি বণ্টন করা হচ্ছে এবং তাদের জীবনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ছে। আজকে শরণার্থীদের যে সামান্যতম সাহায্য সরকারী তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে, সেটা যাতে তারা ঠিক ঠিক মত পেতে পারে, তার জন্য সুব্যবস্থা করতে হবে। আর আজকে এখানে ১০ লক্ষ লোক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরার বাইরে আসাম একটা বিরাট রাজ্য, আসাম ত্রিপুরা থেকে আ কে অনেক কম শরণার্থীর দায়িত্ব নিতে চাইছে এবং এই জায়গাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কর্ত্তব্য হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের চাঁপকে লাঘব করার জন্য আসাম রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং সেখানে চাপ সৃষ্টি করা যাতে করে এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্বাস্তুর ভার এবং যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব কমাতে পারে সেই ব্যবস্থাগুলি করা দরকার। এইগুলি যদি না করা হয়, চারটি বিমানের মাধ্যমে ত্রিপুরার শরণার্থীদের অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা নিয়েই যদি সরকার সন্তোষ্ট থাকেন, তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক—এমনিতেই ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্য থেকে

আলাদা ধরণের, কাজেই অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে'র দিকে টেনে নিতে বাধ্য। আজকে আমরা কি দেখছি—ত্রিপুরায় শরণার্থী আগমনের ফলে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? এই শরণার্থীদের নাম করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্যাগুলি রয়েছে—বেকার সমস্যা রয়েছে, কৃষকদের সমস্যা রয়েছে, যোগাযোগ সমস্যা রয়েছে এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কিছুই করছেন না। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহারে অনেকের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। অথচ আজকে এই বছরে আমরা কি দেখি, এখনও পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও এই যে অনাহার, অভাবগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আজ পর্যন্ত টেস্ট রিলিফ চালু করা হয় নাই, গরীব, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে দাদন বিলি করা হয় নাই, কৃষি ঋণ দেওয়া হয় নাই, বীজ ধান বিলি করার কাজগুলি আজ পর্যন্তও করা হল না। আজকে ব্লক অফিসগুলিতে গেলে পরে তাদের এ কথা বলে বিদায় করে দেওয়া হয় যে তোমরা জান না পূর্ব্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসছে, তাদের সামলাব না টেস্ট রিলিফ মঞ্জুর করব না দাদন বিলি বন্টন করব, এই হচ্ছে অবস্থা। এক দিকে আমরা দেখি ......

মিঃ স্পীকার:—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ্ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হউক।

শরণার্থী সমস্যা, অন্য দিকে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার যে আভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে, গত ২৫ বছর এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনের গদীতে বসে থাকার পরও, এখানকার স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই শরণার্থীদের নাম করে কৃষককে বীজ ধান থেকে বঞ্চিত, অনাহার ক্লিষ্ট কৃষক আজ টেস্ট রিলিফ-এর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষক এক কণা বীজ ধানের জন্য তার জমি খিল থাকতে বাধ্য, বীজ ধান পাচ্ছে না, কৃষক আজকে অতি বৃষ্টির ফলে বাঁধের অভাবে তার জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে সে ফসল ধ্বংশ লীলা দেখছে, তাদের সাহায্য করার জন্য আজকে ত্রিপুরা সরকার অগ্রসর হয়ে আসছে না। আরেকটা ঘটনা সম্পর্কে বলে আমি আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড, যোগাযোগ বিহীন, সবচেয়ে যেখানে মানুষ অসুবিধা ভোগ করে, এমন একটি জায়গা হচ্ছে রাইমা সরমা এলাকা। তার মধ্যে ১২৬টি পরিবার উদ্বাস্তু শরণার্থী হিসাবে সেখানে গিয়েছে। এই ১২৬টি পরিবার আজ পর্যন্ত চার শত গ্রাম চাউল বাদে, তাদেরকে অন্য কোন কিছু সরকার সাহায্য করছে না। তাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং তাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার আমরা করছি, কাজেই আমি এ দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই হতভাগ্য ১২৬টি পরিবার আজকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই চারশত গ্রাম চাউলের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে

কি না ? আরও দেখছি যে কিছু দিন আগে একটা সরকারী সাকুলার জারী করা হয়েছে যে আর চারশত গ্রাম নয়, তিনশত চাউল দেওয়া হবে, একশত চাউলের মূল্য তাতে বেঁচে যাবে, এবং যাতে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে না পারে, তার জন্য সরকার কি করছেন, তাদের মধ্যে ফল বিতরণ—কাঁঠাল, আনারস কিনে বিলি করার ব্যবস্থা করবেন, শরণার্থী-দের কেবল মাত্র ভাত খেলে হবে না, তার সঙ্গে ফলও খেতে হবে, কারণ তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে, কিন্তু এতে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমরা কি দেখছি আজকে সমাজতান্ত্রিক বাজেটের ফলে, আজকে যে হারে জিনিষ পত্রের দাম দেশের মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করেছে.........

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি।

আজকে এই সমাজতান্ত্রিক বাজেটের ফলে সারা ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। প্রত্যেকটা জিনিষ আগুণ ছোঁয়া, আজকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কপালে হাত দিয়ে বসে আছে, আজকে এই সমাজবাদের ধাকা তারা সামলাতে পারছেনা, কারণ তাদের মাথায় আজকে মূল্য বৃদ্ধির খড়্গা ঝুলছে, যেকোন মুহূর্ত্তে তাদের মাথায় যেকোন দিক থেকে পড়তে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসে পরুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— একদিকে মুনাফাখোর একচেটিয়া লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে, অপর দিকে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গতকাল যে পূর্ব্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন, সেই বিবৃতিটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং খুবই বাস্তব ধর্মী। এই বিবৃতিতে তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত উদার মন নিয়ে যে বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে আমাদের সাধ্য যতই সীমিত হউক না কেন, আমাদের সম্পত্তি যতই স্বল্প হউক না কেন, যে অমানুষিক অত্যাচার নির্পীড়িত হয়ে শিশু. বৃদ্ধ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে আজ ইজ্জত বাঁচানোর জন্য, যান বাঁচানোর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন আজকে আমরা মানবিক দিক থেকে চিন্তা করে তাদের এই ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারি না। কিন্তু আমাদেরও সম্পদ সীমিত এবং সেজন্য আমরা প্রথম দিকে তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিনি, তাই তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর

খোলা মন নিয়ে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তিনি এই হাউসেই স্বীকার করেছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ মানুষ আছে এবং আমরা এমনিতেই ইতিপূর্বে অনেক রিফিউজিদের স্থান দিয়েছি, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেরাই অত্যন্ত বিব্রত রয়েছি। এরপর আমাদের এখানে আরও ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে গেছে এবং আর দিনের পর দিন ২০ থেকে ৩০ হাজার করে উদ্বাস্তু আসছে, উদ্বাস্তু আসা যেন বন্ধ নেই। তাই এই যে এতবড় একটা উদ্বাস্তু সমস্যা এর সমাধান করাটা যে কত দুরূহ তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি আমরা আমাদের সাধ্যমত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু তাঁর একটা প্রশ্ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে উদ্বাস্তুরা কতটি স্কুলে আছে এবং তাদের জন্য কতটি ক্যাম্প করা হয়েছে, সেটা তিনি জানতে পারেন নি। তবে আমার মনে হয় উনার এই না দেখাটা বা না জানাটা যেন একটা রাজনৈতিক কারণ হতে পারে। অর্থাৎ সরকারের দোষ খুঁজে বের করা এবং সরকারের উপর কোন না কোন রকমের দোষারূপ করাটাই যেন তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বিবৃতিতে পরিস্কার করে বলে গেছেন যে আমরা এই পর্য্যন্ত মোট ২॥ লক্ষ উদ্বাস্তুকে শিবিরে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এবং স্কুল সমেত অন্যান্য ভাবে আমরা মোট ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার উদ্বাস্তুকে শিবিরে আশ্রয় দিতে পেরেছি বিভিন্ন স্কুল এবং নিউলী কনট্রাক্টেড হাউসের মধ্যে। কাজেই স্কুল কত আছে আর নূতন শিবিরগুলিতে কত আছে সেগুলি উনারা দেখে দেখতে চান না, এটা বড়ই দুঃখের বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। আর যদি তা না হত তাহলে তিনি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বলতে তাদের সম্পর্কে এই ধরণের ক্যালাস উক্তি করতেন না। এই ব্যাপারে যে সরকারের দায়িত্ব আছে এবং কর্ত্তব্য আছে এবং তার জন্য যে প্রিপারেশানের দরকার আছে, সেটা তিনি যে জানেন না, এমন নয়। কাজেই আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, তারা এই এত বড় একটা উদ্বাস্তু সমস্যাকে নিয়ে রাজনীতি না করেন এবং এটাকে নিয়ে রাজনীতি করাও উচিত নয়। কারণ এটা হল একটা জাতীয় সমস্যা এবং এটা হল একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাই এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করতে গেলে আমাদের সুচিন্তিত মনোভাব এবং সুচিন্তিত সাজেশান দিয়েই তার মোকাবিলা করতে হবে। এই দায়িত্ব যে শুধুমাত্র সরকারের, তা নয় বা কোন একটি পার্টিকুলার রাজ্যের তাও নয়। যেখানে আমরা বলছি যে এটা হল একটা জাতীয় সমস্যা, সেখানে কোন রাজ্যের বা কয়েকটি রাজ্যের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য তা নয়, এটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং সারা বিশ্বের দায়িত্ব। সেজন্য আমি আশা করব সরকার কোথায় কি করেছেন বা কি করতে পারেন নি, সেদিক দিয়ে দোষ ত্রুটি না খুঁজে, কি ভাবে করলে পরে ভাল হয় সেই সাজেশান রাখলেই ভাল হত। কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্যরা আমাদের সরকার যা করতে পারেনি তার একটা লিষ্ট দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য থেকে খালাস পেতে চেয়েছেন, কিন্তু সরকার যা কিছু করেছে, সেদিকে তাদের কোন দৃষ্টি বা লক্ষ্য নেই। তাই আমি মনে করব তারা যদি কোন রিফিউজি-

দের কোন দুঃখ এবং দুর্দ্দশা দেখতে চান, তাহলে যদি কোন ক্যাম্পেও গিয়ে থাকেন. সেটা হল তাদের একটা লোক দেখানো ব্যাপার। কাজেই সেখানে যা কিছু হয়েছে, সেটা তারা দেখেও দেখতে চান না। তারা এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্লেনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বা প্লেন এনে সরকার অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন তারা এই রকম আরও অনেক কথা বলেছেন, যেগুলির সাথে উদ্বাস্তুদের অভাব অভিযোগের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু উদ্বাস্তুদের যে প্রকৃত অভাব কি, সেই সম্পর্কে তারা তাদের বক্তৃতায় খুব কম কথাই বলেছেন। আজকে তিন মাস হয়ে গেল, তারা এখন বলছেন কত উদ্বাস্তু কোথায় আছে, কি ভাবে আছে সেটা জানার জন্য যেন কমিটি করা হয় এবং কমিটি করলে পরে তারা সেই কমিটির সদস্য হয়ে ঐ সব জায়গা ঘুড়ে বেড়াবেন, তারপরে আবার বলছেন যে আমাদের অপজিশানের মেম্বারদের ঐ সব কমিটিতে নেওয়া হয়নি, যা নেওয়া হয়েছে, তার চাইতে আরও বেশী সংখ্যায় নওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি বলব যে দুইটি কমিটি করা হয়েছে, সেগুলি এ্যাসেম্বলীর থেকে করা হয়নি, সেগুলি করা হয়েছে, সরকারের তরফ থেকে। এবং এই সব কমিটিতেও অপজিশান মেম্বারদের নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তারা যে বলছেন অপজিশান মেম্বারদের বাদ দিয়ে এই কমিটিগুলি করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু সরকারের কিছু না কিছু একটা দোষারূপ করতে হবে, তাই তারা তাদের অভ্যাস বশতঃ এটা এই হাউসেও করে চলেছেন। আবার এমনও হতে পারে আজকে বাহিরের দুনিয়াতে বাংলা দেশের মধ্যে ইয়াহিয়ার এই বর্বরতার বিরুদ্ধে যে ধিক্কার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তার মধ্যেও কোন কোন দেশ আজ পর্য্যন্ত তাদের মুখ খোলে নাই, বরং তারা ঐ ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছে। এই সব দেশের অনেক বান্ধব যে আমাদের এখানে নেই, তা নয়, তাই আমরা আমাদের সরকার থেকে যা কিছু করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য যা কিছু করছে, সেজন্য তাদের গাত্রদাহ হতে পারে। তাই তো তারা এই সব রিফিউজিদের যা কিছু প্রয়োজন বা যা কিছু তাদের অভাব সেগুলি পূরণ করার জন্য কিছু না বলে অন্যবিধ অপ্রয়োজনীয় সব কথা বলে যাচ্ছেন। কেন না তাদেরও এখানে কিছু বলতে হবে, তাই তারা ঐ উদ্বাস্তুদের টেনে এনে, যদিও তাদের এই সম্পর্কে বলার কোন ইচ্ছা নেই, তবু বলছেন, আর তা না হলে মানুষ তাদের সম্বন্ধে কি ভাববে? কিন্তু আজকে এই যে মুক্তিকামী মানুষেরা তাদের দেশের স্বাধীনতা এবং তাদের দেশকে শত্রু মুক্ত করবার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তারা তাকে সাহায্য না করে ঐ যে বর্বর শক্তি সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে, অর্থ দিয়ে এবং অস্ত্র সাহায্য করছে, যাতে করে এই স্বাধীনতা কামী মানুষগুলিকে ধ্বংশ করে দেওয়া যায়। আর সেজন্য তারা ঐ উদ্বাস্তুদের অভাবের কথা কিছু না বলে তাদের প্রতি তাদের দরদ দেখবার জন্য কতগুলি * * * কথা বলে যাচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, * * * * এটা একটা আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড, কাজেই আপনি উনাকে অনুরোধ করুন যাতে তিনি এই ওয়ার্ড উইথ ড্র করে নেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— বন্ধুগণ,

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার ইউ সুড অলওয়েজ এড্রেস দি চেয়ার।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :··· পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন, সেটা তিনি উইথ ড্র করেছেন কিনা ?

* * * Expunged as ordered by the chair on 22.6.71

মিঃ স্পীকার :— আই এ্যাম নট আস্কিং হিম টু উইথ ড্র দি ওয়ার্ড। বাট আই অর্ডার্ড টু এ্যাক্সপাঞ্জ দি এ্যাক্সপ্রেশাম হোইচ হি ইউজড।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্যার, যদি কেউ একটা আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ব্যবহার করে, তাহলে তাকে সেটা উইথ ড্র করতে বলা উচিত। তিনি যদি সেটা উইথ ড্র না করেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেটাকে এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়ার অর্ডার দিতে পারেন।

Shri S. L. Singh :— I draw the attention of the Speaker. whether a member can speak anything on the ruling of the Speaker ?

Mr, Speaker :— No, I have already ordered to expunge that expression which he used. So, the question of withdrawal does not arise.

Shri Promode Rn. Das Gupta :— Sir, that is my submission to you.

Shri S. L. Singh—I draw the attention of the Hon'ble Speaker. Whenever Speaker expunges an word whether anybody has got any right to ask any other member for withdrawal of the word ?

Mr. Speaker—I have expunged it. I think the Hon'ble Minister wili take note of this experession.

Shri Prafulla Kumar Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে যে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্ট পরিষ্কার হয়নি, কিন্তু কোথায় পরিষ্কার অপরিষ্কার, কি বললে পরে এটা পরিস্ফুট হত তাও বলা হয়নি। কাজেই এটা ভ্যাগ একটা কথা। কাজেই আমরা খুশী হতাম যে কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহার করলে এটা পরিস্ফুট হত এবং উনাদের সাজেসানের মধ্যেও আমরা প্রাণ কিছু পাচ্ছিনা। প্রসঙ্গত কোন কোন সদস্য বলেছেন—

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—আমি শেষ করে দিচ্ছি পাঁচ মিনিনিটের মধ্যে। তিনি বলেছেন যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপর মানুষকে রেশন দেওয়া হচ্ছে সেখানে বহু কর্ম্মচারী এর মধ্যে নিযুক্ত আছে, বহু ভলানটিয়ার নিযুক্ত আছে পেড বা আনপেড। কাজেই কোথায় কোন্ ক্যাম্পে দুর্নীতি আছে সেটা স্পেসিফিক

বলেননি। সব মানুষেই ত্রুটিহীনভাবে কাজ করবে সেটা আমরা আশা করতে পারিনা। এতবড় একটা বিরাট সিটুয়্যাশন প্যলেশন, তার মধ্যে কাজ করছে যারা তাদের ত্রুটি থাকতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উদার মন নিয়ে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের সদস্যরা এবং কমিটির মেম্বার যারা আছে তারা যেন তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য, এই ব্যাপারে যেন তারা আমাদের সাহায্য করেন। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির মধ্যে কোথায় সংকীর্ণতা বা অস্পষ্টতা আছে আমরা সেটা বুঝতে পারছিনা। কাজেই আমরা যে আশা করেছিলাম সেই সাজেশান তাদের মধ্যে থেকে আসেনি। তারা বলেছেন ভলান্টিয়াররা দুর্নীতি করছে। রাশিয়া আমেরিকা থেকে মাল আসছে। সেই মাল বিতরণের জন্য আমরা কি সেই তাদের দেশ থেকে ভলান্টিয়ার আনবার জন্য তাদের কাছে রিকোয়েষ্ট করতে পারি। যে খান বংশের লোকেরা বাংলা দেশের লোকদের গুলি করে মারছে সেই খান বংশের ভলান টিয়ার এদের মধ্য দিয়ে এসে আর কিছু হত্যা করুক সেটাই কি তারা চান? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন সেটা অত্যন্ত উদারপন্থী। আমরা যে আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে করে যাচ্ছি তার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এবং যেখানে আমরা অপারগ সেখানে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। আমরা আশা করব আমাদের দেশবাসী আমাদের এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাবে এবং সেই প্রয়াসকে সফল করবার জন্য আমাদের সাহায্য করবেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার **শ্রী**প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে একটা বিবৃতি দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে ইদানীং এই দশ সপ্তাহ যাবত পূর্ব্ব বাংলার অর্থাত জয় বাংলার বুকে পাকিস্তানী হানাদাররা যে অত্যাচার চালিয়েছে সেই অত্যাচারের ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ত্রিপুরায়, পশ্চিম বাংলায়, মেঘালয়ে এবং আসামে প্রবেশ করেছেন। সংখ্যায় তারা ৬০ লক্ষের মত হয়েছে, হয়ত ৮০ লক্ষও হয়ে যেতে পারে। অতএব আমাদের যে ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরার আজ পর্যন্ত ১০ লক্ষের মত শরণার্থী প্রবেশ করেছে। এটা একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা এবং পশ্চিম পাকিস্তান কতৃক বাংলার উপর যে জেনোসাইড, এই যে নরহত্যা চালিয়েছে আজকে যদি বলা যায় যে সারা বিশ্বের ইতিহাসে এটা বিরল এবং এটা বিরল এই জন্য যে একটা দেশকে তার স্বাধীনতার, তার আকাঙ্খা, শুধু তাই নয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে মুজিবর রহমান সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শাসনে যাওয়ার কথা, তাকে বঞ্চিত করবার জন্য এই ভাবে একটা নরহত্যা আজকে পূর্ব্ব বাংলার উপর চালিয়েছে ইয়াহিয়া খান। তার প্রভাব আমি স্বীকার করি আমাদের ভারতের উপর পড়েছে এবং ভারতের এটা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেসব শরণার্থী এসেছে তাদের দায়িত্ব ভারত নিয়েছে কিন্তু সারা বিশ্ব এখনও চুপ। সারা বিশ্বের কিছু কিছু জাতি, যেমন রাশিয়া, জার্ম্মাণ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, সুইডেন ইত্যাদি কোন কোন দেশ এটা রিয়েলাইজ করেছেন। কিন্তু এটা দুঃখের কথা ইউ, এ, আর হোক গ্রেট ব্রিটেন হোক, তারা কিন্তু অস্ত্র সাহায্যের

ব্যাপারে তাদের মতামত এখনও ব্যক্ত করেনি। তাই আজকে আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে সহানুভূতির দিক দিয়ে আমাদের এই যে শরণার্থীদের মোকাবিলা করছেন, সেটা সোজা কথা নয়, একটা বিরাট টাকার প্রশ্ন, চার শত কোটি টাকায়ও হবেনা, তার এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। তাই এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশকে এই শরণার্থীদের চাঁপ থেকে মুক্ত করা। আরেকদিকে এই স্বীকৃতি দিয়ে ঢালাওভাবে তাদের হাতে মুক্তিযুদ্ধাদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র তুলে দেওয়া যাতে তারা নিজেরা নিজেয় শক্তি দিয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে। যে জাতীর শতকরা ৯৯ জন এই স্বাধীনতার পেছনে, সেই জাতীকে পরাভূত করার মত কোন শক্তি নেই। আমরা যে কিছুটা সংবাদ পেয়েছি, এবং তাদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছি, তাতে দেখছি যে তারা আর কিছুই চাচ্ছেনা, চাচ্ছে শুধু অস্ত্র তাই আমি বলব আমাদের ভারতবর্ষ এবং প্রধান মন্ত্রীর উচিৎ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের হাতে ঢালাওভাবে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে অত্যাচারী পশ্চিমী হানাদারকে স্তব্ধ করা। আজকে এই যে অত্যাচারের ভূমিকা, সেই ভূমিকা সম্বন্ধে চিন্তা করার দিন এসেছে, আর দেরী করা উচিৎ নয়। আমাদের বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে আমার বক্তব্য তার ভিতর দিয়ে আমি একটা কথাই বলব, সত্যি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক এবং তাদের যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন, তাঁরা সবাই একযোগে আজকে ঝাপিয়ে পড়া উচিত এই শরণার্থীদের সেবা কার্যে। আমি সেখানে গিয়েছি, তাদের সংগে আলাপ করেছি, তারা যেভাবে গাছের তলায় বাস করছে, ঘরবাড়ী তাদের নেই, কিভাবে তারা আছে, আমি যখন তাদের প্রশ্ন করেছি তাদের একমাত্র ভরসা তাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, তারা আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবে, তাদের শিশু মরছে. তাদের ছেলেমেয়ে মরছে, কিন্তু তাদের এই আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বেঁচে আছে, মা যেমন তার শিশু না মরা পর্যন্ত আশা করে তার শিশু বাঁচবে, তেমনি এরাও বিশ্বাস করছে তাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং তারা সেখানে আবার ফিরে যেতে পারবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি যদি সীমান্তে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে তারা কি অসহনীয় অবস্থায় আছে, তারা এপারে সীমান্তে পার হয়ে চলে এসেছে, আর ওপারে তাদের ঘরবাড়ী, তাদের গ্রাম পুড়ছে. শুধু তাই নয়, আমি দুই তিন শত পাক হানাদারকে দেখেছি কিভাবে তারা পুড়াচ্ছে, তার এই যে চিত্র তা তাঁরা দেখেছে এবং যাঁরা এই চিত্র দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন কিভাবে পাক হানাদারদের অত্যাচার চলছে, কিভাবে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা চলছে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথযত একথাই বলতে চাই কেন সবাই চায় ডেমক্রেসী। আমরা একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাননীয় সদস্য প্রফুল্লবাবু এখানে বলেছেন আমরা রাজনীতি করছি, রাজনীতির ডেফিনেশন কি আমি জানিনা, কিন্তু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেণ্ট পড়েছি, তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন- তিনি বলেছেন দুইটি কমিটি গঠন করেছেন, সত্যি সেটা ভাল

কথা কে না চায় কমিটি হউক, কিন্তু ডেমক্রেটিক প্রসিডিউর স্যুড বি ফলোড। গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্টাল কমিটি—যে কমিটির কথা তিনি হাউসের সামনে এনেছেন এবং কমিটির যে সহযোগিতা চেয়েছেন, সেই কমিটিগুলি কিভাবে করেছেন ? অমরা এ্যাসেম্বলীর মেম্বারা আমরা পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসী সবাই জানি, আমরা সবাই পার্লামেন্টারা প্রসিডিউর ফলো করব, ডিপার্টমেন্টাল কমিটি হচ্ছে একটা আলাদা জিনিষ। আমরা যদি কাউল দেখি, মুখার্জী দেখি বা মুর যদি দেখি, সেখানে পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর হচ্ছে, আমরা একটা কমিটি যদি করি, তাহলে শুধু এ্যাসেম্বলীর মেম্বার নিয়ে সেটা করা হয়। গভর্ণমেন্ট মেম্বার সেখানে নেই, আদারস মেম্বার সেখানে নেই। এ্যাসেম্বলীর মেম্বার নিয়ে যদি কমিটি করা হয়, তাহলে অপজিশন মেম্বারসদের সংঙ্গে কনসালট করে, তাদের নেতাদের সংগে কনসালট করে এবং তাঁদের কনসেন্ট নিয়ে সেটা করা হয় এবং প্রপরসানেট রিপ্রেজেনটেটিভ সেখানে রাখা হয়। কিন্তু এখানে যে কমিটি করেছেন, আমরাও চাই সেখানে পার্টিসিপেট করতে, তাই বলব যে এই কমিটিগুলি ডেমক্রেটিক ওয়েতে করা হউক। কারণ চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম অর্থাৎ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডেমক্রেটিক প্রসিডিউর, ডেমক্রেটিক প্রিন্সিপল অবজার্ভ করে এখানে একটা দৃষ্টান্ত রাখুন, সেইজন্য আমি কমিটির কথা বলেছিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটা কথা আমি রেজিষ্ট্রেশান সম্পর্কে বলব। আমি উনার কথা পড়েছি। চারটি বড় ক্যাম্প করা হচ্ছে সেট সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে থাকবে আর ২৬টি ক্যাম্প করা হচ্ছে, সেগুলি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে থাকবে। সেখানে আমি বলব যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাদিলকার বলেছেন যে সব দায় দায়িত্ব কেন্দ্র গ্রহণ করবে, সেখানে আমরা বলব ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ লোকের যে দায় দায়িত্ব, তার যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ছোটখাট একটা ইউনিয়ন টেরীটোরী, আমরা দেখছি আমাদের পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী উনি বলেছেন, এবং উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার বলেছেন যে আমরা এই চাঁপ নিতে পারবনা, তোমরা কেন্দ্র এটা গ্রহণ কর। আমরাও একথাই বলছি এই ছোট ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে রক্ষা করার জন্য, এই ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে আমরা আশা করেছিলাম যে আমরা দেখতে পাব কন্দ্র সমস্ত দায় দায়িত্ব গ্রহণ করবে, শুধু চারটি বড় ক্যাম্পের দায়িত্বই নয়, ২৬টি ক্যাম্পের দায় দায়িত্বও কেন্দ্রকে গ্রহণ করতে হবে, নতুবা এই যে চাপ আমাদের এই চাপে আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ যে সেট আপ, ইট ক্যান নট বেয়ার ইট, তিনি উনার বক্তব্যে আশংকা প্রকাশ করেছেন, উনার লেখার মধ্যে তা আমি পেয়েছি। তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের স্কুলগুলিতে আমর দেখছি যে ডাইরেকটার অব এডুকেশন ঘোষণা করেছেন যে ২রা জুন স্কুলগুলি খুলবে। তারপর আবার ঘোষণা করা হল যে শহরের স্কুলগুলি ১৫ই জুন খুলবে। শহরের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, গ্রামের অবস্থা আজকে কি। মোহনপুর, ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল, সেইসব স্কুলে ইভাকিউজ ভরে আছে তাহলে আজকে শিক্ষার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে, একই সিলেবাস সর্ব্বত্র পড়ানো হচ্ছে, কিন্তু শহরের ছেলে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের স্কুলগুলি বসতে পারছেনা, এই যে একটা অবস্থা সেটা হচ্ছে ট্রেকি, এই যে একটা চাপ, সেই চাপে

প্রশাসনিক অবস্থা কিছুটা ভেংগে গেছে, যার জন্য এক জায়গায় স্কুল বসছে, আর এক জায়গায় বসছেনা, এইদিকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এটা দূর করা যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার তারপর হচ্ছে রেজিস্ট্রেশান, রেজিস্ট্রেশান সম্বন্ধে আমরা সাজেশন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন সাজেশন দেওয়ার জন্য, আমি কতগুলি সাজেশন এখানে রাখছি সেটা আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিচার করে দেখবেন। সিধাই থানার ১৪ মাইল দূরে বামুটিয়া, আরেকটা হচ্ছে ১১ মাইল দূরে সীমনা, তাদের বলা হয়েছে ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে থানায় আসতে হবে ফর রেজিস্ট্রেশান। কিন্তু এতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে সেখানে আসা—আপনারা সবাই জানেন যে গাড়ীঘোড়ার ব্যবস্থা খুব কম, সারা দিনে চার পাঁচটি বাস চলে এবং সেখানে এমন ভর্তি থাকে। আবার সিধাইর যে রাস্তা, সেটা বর্ডার দিয়ে, থানাটিও বভাবে অবস্থিত, অতএব এই সমস্ত লোক থানায় আসা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে আমাদের যে ১১ তহশিল হয়েছে, এর পর থেকে সেইসব তহশিলে যাতে রেজিস্ট্রেশানের দায় দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের পক্ষে সুবিধা হবে এব এই দুর্ভোগ থেকে তারা মুক্তি পাবে। সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি দাবী করব যে তহশিলে তহশিলে যাতে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ আজকে তহশিলদারদের বিশেষ কিছু কাজ নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমি আরেকটা জিনিষ সম্পর্কে বলব, সেটা হচ্ছে যে ডায়েট সম্বন্ধে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন .....

Mr Speaker—Hon'ble Member, your time is over.

সেটা হচ্ছে ডায়েট। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে শরণার্থী যারা আছে, তাদেরকে ডায়েট দেওয়া হচ্ছে, ১ টাকা ১০ পয়সা করে, তাদের চাউল দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু ৪০০ গ্রাম, এখন অবশ্য সেটাকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৩০০ গ্রাম করে। সেখানে দেওয়া হচ্ছে চাউল, আলু এবং তেল। কিন্তু কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, সেটা বড় চমৎকার। কাতলামারার ক্যাম্পে বলুন, মোহনপুর ক্যাম্পই বলুন আর অন্য যেখানেই দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যারা এসব দিচ্ছে, তারা চাউল ডাল হয়তো ঠিকমতো দিচ্ছে কিন্তু তারাই তাদের বলেছে যে আজকে আলু নেই, কাজেই যা কিছু আছে, আপনারা একটা নিয়ে যেতে পারেন। এভাবে সেখানে আলু যে পরিমাণ দেওয়ার কথা, সেখানে তাদের কম করে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথায়ও বা বলা হচ্ছে যে আজকে তরকারী নেই, কাজেই তরকারী আজকে বাদ রইল। কিন্তু আমি বলি এই যে টাকাটা, সেটা কোথায় যাচ্ছে। এটার একটা তদন্ত করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। স্যার, আমি এখানে শুধু কতগুলি ইনষ্টেনস দিচ্ছি। আজকে এই যে ১·১০ পয়সা করে যাদের রেজিস্ট্রেশান আছে, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জন্য যে এ্যাকাউন্টস আছে, তাতে এই রকম করার জন্য কত টাকা জমা হয়েছে, যেগুলি নাকি তাদের সাপ্লাই দেওয়া হল না। আমরা কিন্তু সেই হিসাব পাব না। কেন না আমরা দেখছি যে পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণে পার্চেজ করা হচ্ছে না, অথচ বিলটা পুরা

করে পেমেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা চলুন, আমি দেখিয়ে দেব যে শরণার্থীরা আগের মত আর আলু পাচ্ছে না। আমি এখানে স্বীকার করছি যে চাউল ডাল ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি বলব এই চাল ডাল দেওয়ার পর তাদের যে পয়সাটা বাঁচলো, সেটা আপনারা তাদের ইন কেস দিয়ে দিন। এটা আমার কথা নয়, এটা হচ্ছে যারা ঐসব ক্যাম্পগুলিতে থাকে তাদের কথা। আমি শুধু তাদের মুখের কথাটাই এখানে তুলে ধরছি। তাদের কথা হল চাউল ডাল দিয়ে যে পয়সাটা বাকী রইল সেটা ইন কেস তাদের দিয়ে দিন, তারা তাদের পছন্দমত সেগুলি বাজার থেকে কিনে নেবে এবং যদি প্রয়োজন হয় সেজন্য বাফার ষ্টক থেকে বা কোন সিলেকটেড দোকান থেকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তারা কিনে নিবে। এই ব্যবস্থা যদি তাদের করে দেওয়া যায়, তাহলে যে দুর্নীতি চলছে, সেটা বন্ধ হতে পারে, আর তা না হলে এই দুর্নীতি চলছে এবং আরও ভাল করে চলবে। তারপরে আছে তাদের জন্য ঘর। আজকে সেই ঘরের অবস্থা কি? আগে এই ঘরের জন্য কন্টাক্ট ছিল ৪০ হাত লম্বা আর ৮ হাত পাশ হলে ২॥ হাজার টাকা এখন অবশ্য সেটাকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৫০০ টাকা। সেখানেও কন্টাক্টারেরা ছন দিয়ে, বাঁশ দিয়ে সেখানকার রিফিউজিদের বলছে যে তোমরা নিজেরা ঘর করে নাও, তোমাদের কিছু টাকা দেব। সেখানে তাদের কত টাকা দেওয়া হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে, মাত্র ১০০ টাকা। কিন্তু কন্টাকটার যখন তার বিল তৈরী করে তখন সে উপর নীচের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করে পুরা বিল করে সেই টাকাটা নিয়ে নিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিও জানেন এবং আমরাও জানি যে যারা রিফিউজি আসছে, তারা হচ্ছে সাধারণ কৃষক, তারা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষ। আজকে তারা যে অত্যাচার এবং অবিচারের ভয়ে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরও আজকে এখানে রেহাই নেই। তাদের জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে বলে বলছেন ঠিকই কিন্তু তাদের ঠকিয়ে কিভাবে টাকা লুঠ করা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরলাম মাত্র। আবার যে ঘর উঠলো, তার ভিতরেও অনেক কারচুপি আছে, যেমন আমি বলতে পারি, যে স্পেসিফিকেশানের করার কথা, সেটা হচ্ছে না, সেখানে কারচুপি করতে গিয়ে দেখা যায়, যে ঘরের সামনের দিকটা ৬ ইঞ্চি পুরো, কিন্তু তারপর ২ থেকে ৩ ইঞ্চির বেশী পুরো হবে না, এবং সেগুলি আবার করা হয়েছে কতগুলি কাঁচা ছন দিয়ে, ফলে রৌদ্র উঠলে সেগুলি শুকিয়ে গিয়ে বেশ ফাঁকা হয়ে যায় এবং সেই ঘরের ভিতরে বৃষ্টি হলেই রীতিমত জল পড়ে। এই হচ্ছে শরণার্থীদের জন্য ঘর করার নমুনা, স্যার। আপনারা যদি কেউ আমার সাথে মোহনপুরে যান. তাহলে আমি সেটা আপনাদের ভাল করে দেখাতে পারব। স্যার, এইসব শরণার্থীদের জন্য যতগুলি ঘর করা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই এই অবস্থা, অবশ্য দুই একটা যে ভাল হয় নি সেকথা আমি বলছি না। তারপরে আর একটা কথা হচ্ছে, এইসব শরণার্থীরা সবাই গরীব, তারা সবাই গ্রাম থেকে এসেছে এবং তাদের মধ্যে আমাদের মা-বোন সবই আছে। তাই আমি এই হাউসে একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা হল আমার ঐ মোহনপুরে সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের মহীউদ্দিনের মধুচক্র গড়ে উঠেছে। কারা কারা

এই মধুচক্রের সৃষ্টি করেছে, সেটা আমার জানা আছে, কিন্তু আমি এখানে তাদের সেইসব নামগুলি বলব না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব, এই ব্যাপারে যেন একটা তদন্ত করা হয় এবং এরজন্য যেন প্রত্যেকটি শরণার্থী শিবিরের সঙ্গে একটা করে পুলিশের ভিজিলেন্স ইউনিট এটাচ থাকে। কেন না, তারা শরণার্থী হলেও আমাদের মত তাদেরও মা-বোন আছে, তাদেরও ইজ্জত আছে কাজেই তাদের ইজ্জত এবং ধর্ম্ম যাতে রক্ষা হয়

ন্য সরকার থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আমি মনে করি। তারপরে আছে টাকার কারচুপি। যেমন ধরুন পাকিস্তান সরকার এখন ১০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার নোট অচল বলে ঘোষণা করেছে। অথচ এই ১০০ টাকার নোট মাত্র ৩০ টাকাতে তাদের কাছ থেকে এক শ্রেণীর মানুষ নিচ্ছে। কেন না, সরকার যে সাহায্য দিচ্ছে, তাতে অনেক সময়ে তারা কুলিয়ে উঠতে পারে না বা এমন শরণার্থীও আছে, যারা নাকি এখন পর্যন্ত তাদের রেজিষ্ট্রেশান কার্ড করতে পারে নি, তাদের বাধ্য হয়ে ১০০ টাকার স্থলে ৩০ টাকা নিয়ে তাদের ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পেতে হচ্ছে। তারপরে সোনা, এই সোনা তাদের থেকে ১০০ টাকা তোলা হিসাবে কিনে নেওয়া হচ্ছে। তারপর আছে তাদের থালা বাসন জাতীয় অনেক রকমের জিনিষ। এগুলি মাত্র ৪ টাকা কে, জি, হিসাবে বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি কিন্তু সবার নাম জানি, কিন্তু এখানে এসব বলব না। স্যার, আমাদের কাছে সাজেশান চাওয়া হয়েছে, তাই আমরা শুধু এখানে সাজেশান রাখছি। সেজন্য আমি আপনার সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব যে তারা প্রত্যেকটি শরণার্থী শিবিরের সঙ্গে একটা করে পুলিশ ক্যাম্প রাখে এবং তাতে করে সেখানে যে সব দুর্নীতি চলছে সেগুলি প্রশ্রয় না পায়। স্যার. আমার কথা বলার ছিল, কিন্তু আমার সময় খুব কম, এই সময়ের মধ্যে সব কথা ভাল করে বলা সম্ভব নয়। তবে সবশেষে একটা কথা বলতে চাইছি, সেটা হল এই যে শরণার্থীরা অত্যাচার, অবিচার এবং লাঞ্ছিত হয়ে আমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তার কারণ হল তাদের দেশ স্বাধীন হবে, তারা আবার তাদের ফেলে আসা বাড়ীঘরে ফিরে যাবে। এই আশা নিয়ে তারা অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে এখানে আছে। আমাদের কর্ত্তব্য হল তাদের যাতে ইজ্জত বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। আজকে আমরা যেমন ভারতবর্ষের মত একটা দেশের স্বাধীন নাগরিক, তেমনি তারাও আর একটা দেশের স্বাধীন নাগরিক, যার নাম হল জয় বাংলা। আজকে যদি এইসব সমাজদ্রোহীরা, সমাজ বিরোধীরা তাদের প্রতি এই ধরণের অবিচার এবং অত্যাচার চালায় তাহলে তারা আবার সেই দেশে ফিরে গিয়ে বলবে যে আমাদের সবকিছু তারা রেখে দিয়েছে, এই অভিশাপ যাতে আমাদের নিতে না হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে বিবৃতি রেখেছেন, সেটা হাউসের মধ্যে সামগ্রিকভাবে আলাপ আলোচনা হয়েছে। তিনি এই বিবৃতি উপস্থিত করে আমাদের কার কি অভিমত, সেটাও জানতে চেয়েছেন। সেজন্য আমি এখানে আমার কিছু সাজেশান রাখবার চেষ্টা করব।

গত ২৫শে মার্চ্চ রাত্রি বেলা থেকে পূর্ব্ব বাংলায় ইয়াহিয়া খানের যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, যে অত্যাচার চালাচ্ছে তারই ফলস্বরূপ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১০॥ লক্ষের মত উদ্বাস্তু এসেছে। এখনও দিনের পর দিন অবিরাম ধারায় আরও উদ্বাস্তু আসছে। দুই এক দিন আগেও আমাদের মোহনপুর সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে একদিনেই প্রায় ১০ হাজারের মত উদ্বাস্তু এসেছে। আরও কত যে আসবে, সেই সংখ্যা এখন থেকেই কেউ হিসাব করে বলতে পারবে না। আর এক দিকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজকে শুধু যে মোহনপুর দিয়ে উদ্বাস্তুরা আসছে, এমন নয়, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত যেমন সাবরুম, কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া এবং অমরপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও আসছে। আজকে আমরা যারা ভারতবর্ষের নাগরিক, ত্রিপুরা রাজ্যে আছি, তাদের নিজেদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করছি। কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে এখানে কতগুলি অভিযোগের কথা উঠেছে। আমরা বলতে চাই এই যে লাখ লাখ উদ্বাস্তু হঠাৎ করে আসতে শুরু করছে, তাতে তাদের প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে আমাদের বা সরকারের অনেকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এই সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবে আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে সব উদ্বাস্তু আমাদের স্কুলগুলিতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, যে শরণার্থীরা যারা স্কুলে আছেন সেই যে হলটিং ক্যাম্পগুলি সহসাই শিফটিং হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে একটা সেমি পারমানেন্ট ক্যাম্প বা এই জাতীয় কিছুতে। কিন্তু যারা এখনও স্কুল গৃহে আছে তাদিগকে সরিয়ে নেওয়ার সময় দেখা যায় যে সমস্ত সেমি পারমানেন্ট ক্যাম্প হচ্ছে সেগুলিতে নেওয়ার সময় কোন কোন জায়গায় তিনদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় গাড়ীর অপেক্ষায়। গাড়ী আসে আসে করে গাড়ী এল না। কাজেই ক্যাম্পে যাওয়ার সময়টুকুতে যে তাদের কস্ট করতে হচ্ছে এইটুকু দেখা যায়। আরও ছোট ছোট ঘর যেগুলি হচ্ছে নুতন কনষ্ট্রাকশন, সেগুলিতে পানীয় জলের অসুবিধা দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে আড়াই শ' এর মত টিউবওয়েল এবং পাঁচ শ' এর মত পাতকূয়া স্থাপন করেছেন। কিন্তু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কারণ এখন দেখা যায় ২৬টা বড় বড় শিবির হচ্ছে, এছাড়া খাস জায়গায় ছোট ছোট যে সমস্ত ক্যাম্পগুলি হয়েছে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে এইরকম ক্যাম্পের সংখ্যা দশ হাজার থেকে পনের হাজারের মত হবে। কাজেই এই যে ক্যাম্পগুলি হয়েছে খাস জায়গায় যেখানে শরণার্থীরা থাকছে সেখানে টিউবওয়েল আজ পর্যন্ত বসানো হয়নি যার ফলে ড্রিংকিং ওয়াটার না পেয়ে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই অন্তত: পানীয় জলটা যাতে তারা তাড়াতাড়ি পেতে পারে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আর যখন তাদের স্কুল ঘর থেকে অন্য ক্যাম্পে নেওয়া হয় তখন আমরা দেখেছি, যেমন আমাদের এখানে বিভিন্ন স্কুলে তিন শত থেকে সাড়ে তিন শ' এর মত শরণার্থী আছে, তারা বলে আমরা যাব, কিন্তু যেখানে আমাদের জিনিষপত্র বহন করার খরচ লাগবে না সেইখানেই আমরা যাব।

কিন্তু সেখানে সরকার নিবে না। তারা বলে সরকার যেখানে বলে সেখানেই যেতে হবে। কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর এই জাতীয় উক্তিতে একটা ডিসকনটেন্ট সৃষ্টি হতে পারে। এটার মধ্য দিয়ে সুযোগ সন্ধানীরা বিরাট একটা সুযোগ নিতে পারে। সে জন্য আমি বলছি কাছাকাছি ক্যাম্পে তাদের জায়গা দেওয়া দরকার। তা না হলে ট্রাক লাগবে, ট্রাকের কত ভাড়া, কে যোগাযোগ করবে, কত কর্মচারীর প্রয়োজন সেই দিক দিয়ে একটা ঝামেলা আছে। সেই ঝামেলা এড়াতে গেলে এটা করা উচিত বলে আমি মনে করি। তারপর কোন কোন সদস্য বলেছেন তাদিগকে চাল ডাল দিয়ে বাকী জিনিষের জন্য ক্যাশ টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। অন্ততঃ যুক্তি সঙ্গত কথা। কারণ আমরা তাদেরে চাল ডাল দিচ্চি। কিন্তু এইগুলি বাজারে পরিমাণ মত পাওয়া যায় কিনা সেটাও দেখতে হবে। কাজেই এই যে সোজা উপায় যেখানে কর্মচারীর সংখ্যাও কম লাগবে, যেখানে সন্দেহ থাকবে না সেখানে বাকীটা ক্যাশ দিতে কি আপত্তি আছে বুঝি না। কাজেই নুন এবং তেল দিয়ে বাকীটা ক্যাশ দিলেই ভাল হবে বলে মনে হয়। কারণ অনেক শরণার্থী সেটাই চাইছে। আর একটা কথা হচ্ছে শরণার্থী শিবিরে যারা বাচ্চা আছে তারা ভাত খেতে পারে না। তাদের গুড়া দুধ দেওয়া দরকার এবং দিচ্ছেও কোন কোন জায়গায়। শোনা যায় যে তাদের যে রেশন দেওয়া হয় ১ টাকা ১০ পয়সা করে তা থেকে অংশ নিয়ে দুধ দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চার সংখ্যা কম নয়। তাদিগকে কত গ্রাম করে চোল দেওয়া যেতে পারে সেটা একটা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। একটা নির্দিষ্ট কিছু ক্যাম্প কমাণ্ডার বা ক্যাম্প সুপারভাইজারের তাদের দেওয়া উচিত। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এতে নিউট্রিশন হচ্ছে না এবং আনারস নাকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাও তারা খাবে না। এই জন্য একটা নির্দিষ্ট টাকা তাদের দেওয়া দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১০ লক্ষ শরণার্থী আছে, সরকার সাহায্য তো আছেই কিছু কিছু তা ছাড়াও আমরা জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাহায্য করছি এবং আরও অ্যাকটিভ সাহায্য করা দরকার বলে মিনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১০ লক্ষ, সাড়ে দশ লক্ষ শরণার্থী এসেছে, তাদের কিছু কিছু সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, তাছাড়া আমরা জনসাধারণ'এর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করছি, কিন্তু আরও তাদের আর্থিক সাহায্য করা দরকার বলে আমি মনে করি। কোন কোন সদস্য সাহায্যের কথা এখানে বলেছেন বটে, কিন্তু আমরা যারা রয়েছি, আমরা কতটুকু করতে পারি সেটা বলিনি। আজকে যে সংগ্রাম সহায়ক কমিটি করা হয়েছে, ফাণ্ড গঠন করা তার দরকার, শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য, ঔষধপত্র ইত্যাদি বিলি বন্টন করার জন্য ফাণ্ড দরকার, সেই ফাণ্ড গঠন করার জন্য সকল সদস্য এগিয়ে এসেছেন কিনা আমি জানি না। ফাণ্ডে আমাদের সরকারী সাহায্য ছাড়াও দান করা উচিত, সেইদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিৎ বলে আমি মনে করি। কমিটির সদস্য সম্পর্কে বলেছেন যে অপজিশন মেম্বার রাখা হয়েছে কিনা জানেন না। আমি যতদূর জানি তাদের শ্রী ইউ, কে, রায় মহাশয়, অপজিশন লীডার অব দি টিম, তাঁকে আমি দেখেছি চেয়ারম্যান হিসাবে একটা কমিটিতে

আছেন। গেজেট নোটিফিকেশন হলে পরে তাঁরা তা দেখতে পারবেন। তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি যে শ্রী ইউ, কে, রায় মহাশয় তড়িৎবাবু সীমার মধ্যেই আছেন, এক ইঞ্চির মধ্যেই আছেন, তিনি তাঁর থেকে জেনে নিতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য আছে কিনা জানিনা, তা থাকতে পারে, বরাবরই সেটা হয়ে থাকে। তা না হলে না জানার কোন কারণ নেই। শ্রী ইউ, কে, রায় মহাশয় আছেন, শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় আছেন, শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় আছেন, শ্রীমনমোহন দেববর্মা মহাশয় আছেন, এই সমস্ত অপজিশন মেম্বার ঐ কমিটিগুলিতে আছেন বলে আমি জানি। কমিটি করলেই আমাদের নেওয়া হল না, নেওয়া হলনা বলে চীৎকার, কিন্তু কমিটি যারা গঠন করেছেন, বা যাদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা কি করতে পারেন, তাদের কি করা কর্ত্তব্য, সদস্যদের কাছ থেকে তাদের সেই সাজেশন আসা উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি এখানে রেখেছেন, তার মধ্য থেকে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থীদের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে মোটামুটি তিনি আলোকপাত করেছেন, ৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে তিনি এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা আমরা যাতে করতে পারি, তার জন্য তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই আমরা যারা আছি, তারা যাতে বলিষ্ঠ সাজেশন দিয়ে, এবং সহযোগিতা দিয়ে সর্বপ্রকারে সকলের সাহায্য করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং আমি নিজেও তা করছি এবং করব এই আশ্বাস এই হাউসকে আমি দিচ্ছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। অনুগ্রহ করে আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলাদেশের মর্ম্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু কথা হচ্ছে একটু আগে যতীনবাবু বলেছেন যে এই অপজিশন বেঞ্চের নেতা, তাঁকে কমিটিতে রাখা হয়েছে সেটা আমাদের জানা উচিত। আমরা জানি নেতাকে রাখা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখানে বাংলাদেশের ইয়াহিয়া খাঁ'র যে নীতি সেই নীতি এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে, অপজিশনের নেতা হিসাবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তাঁকে বারুজীবি সম্প্রদায়ের সভাপতি হিসাবে তা করা হয়েছে সেটা যেন যতীনবাবু ভুলে না যান। তারপর আরেকটা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে আমরা পাচ্ছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বলেছেন যে মোহনপুর ২০ হাজার শরণার্থী প্রবেশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই মুসলমান তাহলে দেখা যায়, উদ্বাস্তু শুধু হিন্দুকেই আসতে হবে, এই যদি দৃষ্টিভঙ্গী হয়, তাহলে আজকে ইয়াহিয়া খাঁ'র যে নীতি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া, এর সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ইয়াহিয়া খাঁ'র প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থীদের ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নেই। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছিলেন যে রাজনৈতিক প্ররোচনা

নয়, উনাদের সঙ্গে আমিও একমত যে আজকে এখানে রাজনীতির প্রশ্ন আসতে পারে না। যে সাজেশন আমাদের প্রমোদবাবু, যতিনবাবু, অঘোরবাবু এবং অভিরামবাবু রেখেছেন, তাদের সঙ্গে আমি একমত, তার মধ্য থেকে আমি বলছি যে রেজিষ্ট্রেশন ক্যাম্প বাড়িয়ে দেওয়া হউক। তহশিলে তহশিলে রেজিশষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হউক। সাবডিভিশন্যাল অফিসারকে আমি বলেছিলাম যে তহশিলে তহশিলে সেটা করা হউক, কিন্তু ওনারা বলেছেন যে থানার ও, সি, পারসন্যাল ভেরিফাই না করলে পরে আইডেনটিফিকেশন কার্ড দেওয়া যেতে পারে না কিন্তু যেখানে হাজার হাজার রেজিষ্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে, সেখানে পারসন্যাল ভেরিফিকেশন কতটুকু হচ্ছে আমি জানি না। এঃ আইডেন্‌টিফিকেশন কার্ড দেওয়ার পরও যদি কোন লোক এনটিসোশ্যাল এলিমেন্ট হিসাবে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এবং শাস্তি দিতে পারি। কাজেই এখানেও যদি কোন দুষ্ট লোক ঢুকে যায়, তাহলে তাকে ছাটাই করা যেতে পারে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক স্থানীয় অধিবাসীও আইডেন্‌টিফিকেশন কার্ড না নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকে রেশন খাচ্ছে, তাদের যখন ছাটাই করা সরকারের সম্ভব নয়, সেখানে কিছু দুর্নীতি ঢুকে যায় এবং দুষ্ট লোকও ঢুকে যায়। কাজেই সবদিক ভাল করে বিবেচনা করে, যাতে তাদের সেণ্টারগুলিতে আইডেন্‌টিফিকেশনের সেণ্টার করা হয়, তাহলে তারা অনেকটা এই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচবে। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কতগুলি জলের কোয়া এবং নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলি কন্‌ট্রাক্টরের মাধ্যমে করা হচ্ছে, এইগুলি মানুষের জল খাওয়ার উপযুক্ত একটিও হয়নি, কমিটির মেম্বার যাঁরা আছেন, অনুগ্রহ করে যদি যান, তাহলে দেখতে পারবেন যে গরুও বোধ হয় সেই জল খায় না। আমরা কলেরার ইনজেকশান এবং টিকা ইত্যাদি দিচ্ছি, কিন্তু আমি পরশু পর্য্যন্ত দেখেছি যে সেখানে দশজন লোক মারা গেছে। তারা জল খেতে পাচ্ছে না, তারা ক্ষেতের জল এবং ধান ক্ষেতের জল তারা খাচ্ছে।.........

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কাজেই তাদের যদি বলা হয়, যে তোমরা নিজেরা কূয়ো তৈরী করে নাও, তাহলে তারা সুন্দরভাবে সেটা করবে এবং কন্‌ট্রাক্টার যে লাভ খাচ্ছে, সেটা তাদের কাছে আসবে। আমার অনেক সাজেশন ছিল, আমার সময় অল্প, কাজেই অন্যান্য সদস্যরাও সাজেশন দেবেন। আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে যেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, অন্যান্য সদস্যরা সেই সম্পর্কে বলবেন এবং তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করবেন, এই আশা রেখেই আমি বিদায় নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যাণার্জী। আপনি অনুগ্রহ করে দশ মিনিট বলুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যাণার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের অগণিত, অত্যাচারিত যেসব শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে, এই শরণার্থীদের আগমণের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা তাদের জন্য কি ব্যবস্থা হচ্ছে, আমাদের

অবগতির জন্য তিনি তাঁর বক্তব্য তার মধ্যে রেখেছেন। সেই বক্তব্যের মধ্যে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাই একটা জিনিষ, এই যে ক্ষুদ্র ত্রিপুরা, যার তিনদিকে পাকিস্তান, যার অধিবাসী হচ্ছে মাত্র ১৫ লক্ষ, সেখানে নির্যাতিত শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ লক্ষের মত। আরেকদিকে দেখতে পাই এই দশ লক্ষ লোকের মধ্যে, আট লক্ষ লোক রেজিষ্ট্রিভুক্ত এবং দুই লক্ষ ২৫ হাজার এর মত আনরেজিষ্টার্ড অবস্থায় বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে এবং ক্যাম্পে আছে ৫.৮৮ লক্ষ। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আমাদের ত্রিপুরায় শরণার্থীদের সংখ্যা, কোথায় কি অবস্থায় তারা আছে, তাদের আনুপূর্ব্বিক হিসাব এখানে দিয়েছেন। একথা সত্য যে শরণার্থীরা জীবনের মায়ায় এখানে জলের স্রোতের মত ছুটে এসেছেন, সেই থেকে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত শান্তিময় পরিবেশ গড়ে তোলা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরার স্বল্প এবং সীমিত আয় দ্বারা, কর্ম্মচারীবৃন্দ, তাদের মানবতাবোধ নিয়ে যে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়েছেন, তার প্রশংসা তিনি এখানে করেছেন, এবং এই যে প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা ন্যায় সঙ্গত হয়েছে, প্রকৃত সত্য তিনি এখানে উদ্‌ঘাটন করেছেন। কাজেই এদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা স্বল্প সম্পদ, সীমিত আয় এবং তাদের যে কর্ম্মচারীবৃন্দ আছে এবং জনসাধারণ আছে, তারা মানবতাবোধ নিয়ে ঐ সব উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য যেভাবে অগ্রসর হয়ে আসছেন, তাতে তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আমিও মনে করি যে তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা আমাদের উচিত। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতই এই জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের দরজা খোলা রেখেছে এবং সেইভাবে আমাদের ত্রিপুরার মন্ত্রী পরিষদ এই শরণার্থীদের তাদের সীমিত সম্বলের মধ্যে এবং সাধ্য অনুযায়ী যা কিছু করার দরকার তা করেছেন, এজন্য আমরা নিজেরাও গর্ব বোধ করি। এই মন্ত্রী পরিষদ যা করেছেন এই শরণার্থীদের জন্য, তাতে তাদের যে শুভ প্রচেষ্টা আছে, সেটা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। এতবড় একটা শরণার্থী সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে দুইটি কমিটি করেছেন, সেটা তাদের সমস্যা সমাধানের দরকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেছেন এবং তিনি সেজন্য আমাদের কাছে কিছু সাজেশান চাইছেন। আর এই কমিটির মধ্যে রয়েছে শ্রদ্ধেয় উপেনবাবু এবং মনোমোহন দেববর্ম্মা মহাশয়। কাজেই তারা যে বলছেন অপজিশান পার্টি'র কোন সদস্য এইসব কমিটিতে নেই, সেটা অত্যন্ত অসত্য কথা। আজকে উপেনবাবুকে কেন এই কমিটিতে নেওয়া হয়েছে? নেওয়া হয়েছে এইজন্য তিনি একজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং আমাদের একজন প্রাক্তন স্পীকার, সেই হিসাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁকে একটা কমিটির চেয়ারম্যানও করা হয়েছে। অথচ এখানে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সদস্য বলেছেন তাকে নেওয়া হয়েছে এজন্য যে তিনি বারুইজীবির একজন সদস্য বলে। কিন্তু এই যে উক্তি তিনি তাঁর সম্বন্ধে করলেন, সেটা ঠিক হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি না। কেন না বারুইজীবি বলে এখানে কোন কথা নেই, এখানে হচ্ছে এম, এল, এ হিসাবে তাঁকে নেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য এই হাউসের একজন

সম্মানিত সদস্য এর সম্বন্ধে যে উক্তি করলেন, সেটা কেন করেছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। তারপরে এখানে বিরোধী পক্ষের এক বন্ধু অভিরাম বাবু বলেছেন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে। অথচ যে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবর, তার অনুগামীরা যে একটা স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করলেন, তার সম্পর্কে তারা বলেছেন যে শেখ মুজিবর নাকি বুর্জ্জুয়া। কাজেই যার সম্পর্কে এই ধরণের একটা উক্তি তারা করলেন, তাদের দেশের সেই স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তারা কেমন করে বলতে পারেন, এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা. সেটার কিছুই বুঝা যাচ্ছেনা। তাই আমাদের সন্দেহ হয়, এই যে উদ্বাস্তুরা আসছে, তাদের প্রতি তাদের কতটুকু দরদ আছে না কি তাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সরকার এবং জনসাধারণ যেভাবে কাজ করে চলছে, তার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে তারা এসব কথা বলছেন। তাই আমরা এখানে সকল দলের সদস্যরাও আছি, তাদের অনুরোধ করব এই যে উদ্বাস্তু সমস্যা, এটা হচ্ছে একটা মানবিক সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা যেন সেই রাজনীতি না করেন। আজকে যারা সর্ব্বস্ব হারিয়ে এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, তারা এক সময়ে আমাদেরই একটা অংশ ছিল। কাজেই আমাদের এটা বিচার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে যারা এখানে আসছে, তারা ঠিক যে অন্য একটি রাষ্ট্র থেকে আসছে, তা নয়, যারা আসছে তারা আমাদেরই মা বোন এবং ভাই। কাজেই তাদের আমরা নিজেদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে হবে। কেননা আমরা জানি আমাদের এই ভারতবর্ষ হচ্ছে সবসময়ের জন্য মানবতার পূজারী। আজকে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র থেকে এমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি, যদিও আমরা সারা পৃথিবীকে এই ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছি, যাতে এই মানবতার সংকটে তারা আমাদের সাহায্য করে। আমরা আশা রাখব আমাদের এই ত্রিপুরাতে যারা মানবতার দরদী বলে মনে করেন তারাও পূর্ব্ব বাংলার জনতার উপর এই যে সামরিক বাহিনীর একটা অত্যাচার এবং শোষণ চলছে, তার বিরুদ্ধে সেখানকার আপামর জনতা সংগ্রাম চালাচ্ছে, সেটাকে নিরুৎসাহিত না করি। মাননীয় স্পীকর স্যার আমি দেখছি শরণার্থীদের ১·১০ পয়সা করে দেওয়া হচ্ছে। এই টাকার মধ্যে তাদের দেওয়া হচ্ছে চাউল, ডাল, তেল মশল্লা ইত্যাদি। কিন্তু যারা নাকি শিশু, আজকে তারা সবচাইতে অসহায়। তাদের এই অবস্থার জন্য আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিশু মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। কাজেই এই শিশুদের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রথমেই গ্রহণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর আজকে যে ১·১০ পয়সা করে দেওয়া হচ্ছে তাতে চাউল, ডাল, তেল আবার অনেক সময়ে বুটের ডাল দেওয়া হচ্ছে, আলুও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকে আর প্রত্যেক জিনিষ খেতে পারেনা। তাই আমার সাজেশান হল তাদের যদি চাউল, তেল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে বাকী যে পয়সাটা রইল, সেটা যদি নগদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের শারীরিক অবস্থা অনুসারে রুচিমত যার যেটা প্রয়োজন, সেটা কিনে নিয়ে গিয়ে খেতে পারে,

তাতে করে তাদের মধ্যে যে নানাবিধ অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা, সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। কাজেই এই ব্যবস্থার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তবে এক । কথা সত্য, সেটা হল এত বড় একটা সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা যে সব কিছুর সুবিধা করে দিতে পারব, তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা কেন কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এটা করা সম্ভব নয় : তথাপি তাদের যাতে তাড়াতাড়ি এই সুবিধাটা করে দেওয়া যায়, সেজন্য আমি আমার অনুরোধ রাখছি। তারপরে আছে, ক্যাম্পের বাহিরেও অনেক উদ্বাস্তু আছে, যাদের আমরা ক্যাম্প করে জায়গা দিতে পারিনি, এবং সবাইকে যে ক্যাম্পের মধ্যে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে, সেটাও আমি মনে করিনা। আজকে আমাদের ধর্মনগর, ধর্মনগর কেন, ত্রিপুরার সব জায়গাতে এই ধরনের বহু উদ্বাস্তু আছে, যারা নাকি তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে উঠেছে। তারা যাদের কাছে গিয়ে উঠেছে, তাদের আর্থিক অবস্থাও আজকে এমন একটা বিপর্য্যয়ের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যে তারা আর এই বোঝা বেশী দিন চালাতে পারবেনা। আবার যেহেতু তাদের আত্মীয়, সেজন্য তাদের দূরেও ঠেলে দেওয়া যাচ্ছেনা। এই অবস্থায় সরকারের উচিত যেসব উদ্বাস্তু তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে তাদের যেন আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করা হয়। তারা আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকলেও তারা উদ্বাস্তু। কাজেই যারা নাকি আজকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তারা ক্যাম্পেই থাকুক আর আত্মীয় বাড়ীতে থাকুক, তাদের একই রকমভাবে সরকার থেকে সাহায্য করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্ব্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ইয়াহিয়ার অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারই জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে একটা বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেই বিবৃতিতে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই সব শরণার্থীদের জন্য কি করেছেন, আর কি করতে পারেন নি, তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন এবং সেই সঙ্গে আমরা যারা এই হাউসের সদস্য আছি, তাদের কাছ থেকে এই সমস্যার সমাধানের জন্য মূল্যবান সাজেশান চেয়েছেন। এই কারণে আমি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কিন্তু এই বিবৃতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বা তাদের সাজেশান রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আবর্ত্তিত হয়ে যা কিছু বলেছেন, আমি তাদের সেই সব কিছুর প্রতিবাদ করছি। প্রতিবাদ করছি এই কারণে যে তারা এটাকে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন এবং তাদের সেইসব বক্তব্যের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত সুন্দরভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকে ৩ মাস হয়ে গেল এই উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরাতে আসছে, এখন প্রায় ১০ লক্ষের মত উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে এসে গেছে। তারা এতদিন যাবত চুপ করে বসে ছিল, তাদের জন্য একটি বারের জন্যও তারা মুখ খোলেনি। অথচ এখন এই হাউসে তারা অনেক কিছু বলে চলছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞাস করতে চাই, তারা কেন ১০ দিন আগে এইসব উদ্বাস্তুদের জন্য কি করতে হবে বা কি করা দরকার, সেগুলির সম্পর্কে কিছু বলেন না।

এটা যেন একটা ব্লক, কেননা ত্রিপুরার মধ্যে রাতারাতি হুড়হুড় করে উদ্বাস্তুরা আসছে, এবং এসে যে যেখানে জায়গা পাচ্ছে, সেখানেই আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু তারা তাদের জন্য কি করছে? তারাতো কিছুই করতে পারছেনা? কাজেই তারা যে এখানে যুক্তি দেখাচ্ছেন, সেগুলির মধ্যে কি যুক্তি আছে, আমি অন্ততঃ বুঝে উঠতে পারছিনা। আমি বলি যদি এই উদ্বাস্তুদের জন্য কেউ কিছু করে থাকে বা করে চলছে, তাহলে সেটা করছে একমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার। সরকার এইসব উদ্বাস্তুদের জায়গা দেওয়ার জন্য স্কুল কলেজ বোর্ডিং সবগুলি ছেড়ে দিয়েছে এবং নূতন করে অসংখ্য ক্যাম্প তৈরী করে চলছে। সেজন্যই তো এতদিন ধরে স্কুল কলেজগুলি বন্ধ ছিল এবং সেইগুলিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে পারেনি। তখন তো তারা কথা বল্লোনা। অনেক শরণার্থী আছে যারা জায়গার অভাবে কোথাও মাথা গু-তে পারেনি, তারা বৃষ্টিতে ভিজছে। এই যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ত্রিপুরাতে এসে ঢুকছে, তাদের জন্য যে আগে থেকে ঘর করতে হবে, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সেটাতো আর আগে থেকে কেউ জানতো না। তাই তাদের যে কিছু অসুবিধা হবেনা, এটা কেউ চলক করে বলতে পারেনা। কিন্তু আমরা এবং আমাদের সরকারের তাদের থাকার জন্য তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যুদ্ধ এর ভিত্তিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কেন না এত বড় একটা সমস্যার সমাধান একমাত্র যুদ্ধের ভিত্তিতে কাজ করলে পরে তার মোকাবিলা করা যেতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়। কাজেই আমি বলব আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই শরণার্থীদের জন্য যা কিছু করছে, সেটা অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির তুলনায় অনেক ভাল করছে। বিরোধী পক্ষের সদস্যারা শরণার্থীদের ঘরের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সেখানে সেগুলি তৈরী করবার বেলায় অনেক কিছু কারচুপি হয়েছে, ঘর করা ভাল হয়নি, ইত্যাদি অনেক কথা। কিন্তু আমি বলব, তা হতে পারে, কেন না, অনেক জায়গাতে তাড়াহুড়া করে এইসব কাজ করা হচ্ছে, কাজেই এতে যে কিছু ভুল ত্রুটি থাকবেনা, এমন হতে পারেনা। তাই আমি সেইসব শরণার্থী ভাইদের অনুরোধ করব এবং সেই সংগে কনট্রাক্টরদেরও অনুরোধ করব তারা যেন যেগুলি ভাল হয়নি, সেগুলি আবার ভাল করে মেরামত করেন। আমি বলব আজকে শরণার্থীর রেশন সম্পর্কে এবং ঘর সম্পর্কে যে আলোচনা হচ্ছে, স্থানীয় লোক যদি আইনগতভাবে কনট্রাকটরী নিয়ে থাকে তা হলে অন্যায় কিছু হয় নি। একজন কনট্রাকটর যদি দশ টাকা লাভ করে শ্রমিকের মজুরী দিয়ে তাহলে অন্যায় কিছু হয় নাই। তারপর রেশন সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে আমি বলব এই যে হাজার হাজার লোক আসছে সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি চেক করেছি যে তাদের লিষ্টে তেলের ঘর আছে, নুনের ঘর আছে। কোন কোন জিনিষের জন্য হয়ত লিষ্টে ঘর নাই। সেখানে হয়ত কিছু এদিক সেদিক হতে পারে। তার জন্য সরকার দোষী এই কথা বলতে পারি না। তা ছাড়া পানীয় জলের ব্যবস্থা সেটা বলেছি। সেখানে যে ক্যাম্প হবে এই কথা তো সরকারের আগে থেকে জানা ছিল না। সেখানে যে ঘর হবে সেটাও সরকারের জানা ছিল না। আমি তাদের যুক্তি দিয়েছি। সেখানে সেইভাবে কাজ হচ্ছে। হচ্ছে

না তাতো নয়। এই যে দশ লক্ষ লোক এসেছে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, আমি বলব আরোও বেশী। যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা ক্যাম্পে যেতে চায়না লজ্জায় সরমে। তারা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ছিল, এখন সেই ক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়েছে। সেখানে দশ লক্ষের বেশী লোক আছে বলে আমি মনে করি। কাজেই সরকার কিছু করেন নাই এটা বলা ঠিক নয়। স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হয় নি। আমি জানি একদিনে যখন এত লোক ঢুকেছে। সেখানে কত ডাক্তার আমাদের ছিল। চীফ মিনিষ্টার বলেছেন ডাক্তার দেওয়া হয়েছে। আমি জানি গ্রামে যে ডাক্তার কম্পাউণ্ড তার ছিল, হাতুরে ডাক্তার, তারা পর্যন্ত কাজে লেগে গেছে। তারাও টাকা পাচ্ছে। তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় দেওয়ার জন্য। আমি জানি সেই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। হচ্ছে না, এটা রাজনৈতিক কথা। আমি যখন গেলাম তখন বলল, কে এল ? এম, এল, এ, সাহেব তখন ভীড় লেগে গেল। সরকার বলেছেন প্রতিছিন ২০ হাজার করে লোক আসছে। কিন্তু সরকার হয়ত জানেন না, হুর হুর করে প্রতি দিন লোক আসছে। কাজেই শরনার্থীদের কারণে যদি কেউ টাকা রোজগায় করে তাহলে গাএদাহ হওয়ার কোন যুক্তি তো দেখি না। আমি বলব সামনে বর্ষা আসছে আরও ঘরের দরকার হবে। প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে বিভিন্ন বর্ডারে গিয়ে শরনার্থীরা চাপ সৃষ্টি করছে, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘর হচ্ছে। রিফিউজীরা গিয়ে ঢুকছে বিভিন্ন স্কুলে। কাজেই আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে সামনে বর্ষা আসছে, বিভিন্ন জায়গায় স্কুল খোলা হয় নাই, ঘর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত খোলা হতে পারে না। আমার এখানে কয়েকটা স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু ঘর করলেও তারা রেশন পাচ্ছে না। আর এক হাজার করে যেভাবে গাড়ীতে টানছে এতে হবে না। সেজন্য বলছি যাতে তারা বর্ষার আগে ঘরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। আর ট্র্যানজিট ক্যাম্পেও যাতে রেশন দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা উচিত। আর এক টাকা দশ পয়সা যে দেওয়া হয়েছে সেটা হিসাব করে দিলে হবে না। কেন না একটা পরিবারের ১০ জনের মত থাকলে ৩০ দিনে প্রায় ৩০০ টাকা হয়ে যায়। তাতে হয়ত পরিবারটার হয়ে যায়। কিন্তু আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের কিছু শ্রমিক বাঁশ ছন বিক্রি করে কিছু রোজগার হচ্ছে আর পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রত্যেক ক্যাম্পে বাড়িয়ে দিতে হবে। রেশন সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাতে বোধ হয় সরকারী ফাইলে বোধ হয় আছে যে একটা কমিটি করে প্রত্যেক ক্যাম্পের সুপারভাইজার নিয়ে কমিটি করা এবং দশ দিনের টাকাটা এক দিনে কমিটির হাতে দিয়ে দাও। কমিটি জিনিষ কিনে শিশুদের মধ্যে বিলি করবে। যেমন সুপারভাইজার বা কমিটি যারা থাকবে তারা ৩০ দিন বাজার করে ঔষধ কেনা বালি কেনা, এটা তাদের দ্বারা হবে না। এটা বার মাস কি করে করবে ? অতএব আমরাও অনুরোধ করব এটা কি করে সুন্দরভাবে হয় সেটা দেখা উচিত। আর আমার আত্মীয় বাড়ীতে থাকলেও যাতে ক্যাম্পের সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। কাজেই প্রত্যেকটা ক্যাম্পে যাতে রাস্তা হয়ে যায় মেন রোড থেকে সেটা করা উচিত। আর পানীয় জলের ব্যবস্থাটা টিউবওয়েল রিংওয়েল সেটা

দুই চার দিন পরে খারাপ হয়ে যায়। সেখানে যদি পুকুরের মত খনন করে দেওয়া হয়, একটা রিংওয়েলের টাকাতেই একটা পুকুর হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটা করা উচিত। আমি আর সময় পাচ্ছি না। তাই বিরোধী দল থেকে যে অভিযোগ এসেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। বাস্তব দিক দিয়ে তারা কোন তথ্য দিতে পারেন নি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দল থেকে যে অভিযোগ এসেছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি, কারণ তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তা করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে কি করতে হবে, কবে থেকে সেটা শুরু হল, সেই তথ্য ওনারা দিতে পারেননি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা। আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারলে আপনি বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অবশ্য আপনার কাছে লিষ্ট দিয়েছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পর আপনার কাছে আমার জন্য সময় চেয়ে নিতে হল। আমাকে যে আপনি সময় দিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পর বহু সদস্য এর উপর অনেক রকম আলোচনা করে-ছেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হল যে যারা শরণার্থী হয়ে এসেছেন, তারা ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারে, বর্ব্বর শাসনের ফলে এখানে নিঃস্ব হয়ে এসেছেন তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।. কাজেই বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা আগেই বিধানসভার মাধ্যমে একটা প্রস্তাব পাশ করেছিলাম এবং এমনি ভাবে অন্যান্য যে প্রভিন্সগুলি আছে, সেখান থেকেও এ প্রস্তাব পাশ করে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেও-য়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখলাম যে ভার-তের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলায় এসেছিলেন, সফর করতে, তখন তিনি এই স্বীকৃতির কথা না বলে, কেবল কিছু ফটো তুলে মানুষকে সান্তনা দিয়ে গেলেন এবং বললেন যে ছয় মাসের মধ্যে……

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি ষ্টেটমেন্টের উপর আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমি ষ্টেটমেন্টের উপর আমার বক্তব্য রাখছি। শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু কিভাবে তারা ফিরে যেতে পারবে, সেটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেননি। কাজেই আমাদের এই স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীকে যে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেইজন্য আমাদের এখান আবার সেই দাবীকে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। তারপর এখানে আজকে জানতে পারলাম যে শরণার্থীদের রক্ষার জন্য এখানে কমিটি

ফরম করা হয়েছে, কিন্তু জনতা সেই সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমার জানা নেই। যে সাহায্য দেওয়ার কথা তিনি এখানে বলেছেন— রেশন দিয়েছেন, পয়সা দিয়েছেন, বিভিন্ন রকম কথা এখানে বলেছেন, কিন্তু এখানেদশ লক্ষের উপরে লোক এসেছেন, তার মধ্যে কতজন রেশন পেয়েছেন? যেদিন তারা এখানে এসেছেন সেই দিন থেকে তাদের রেশন পাওয়ার কথা, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না। আর নোঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে ঠিক ঠিকমত খাওয়া দেওয়া হচ্ছে কিনা, সেটা আমার অন্ততঃ জানা নেই, বিশেষ করে সেখানে থাকার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নেই। বি, ডি ও সেখানে অর্ডার দিলেন যে ক্যাম্প তৈরী করে নিও, টাকা দেব, তাদের হাতে যে শেষ সম্বল ছিল, তা দিয়ে ক্যাম্প করে নিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের টাকা আর দেওয়া হল না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে। তাছাড়া আমরা এই বিধান সভায় সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। একদিনে যদি না হয়, তাহলে দুইদিনে সেটা করে হলেও সমস্ত সদস্যদের বলার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— বিজনেস এড্‌ভাইসরী কমিটি সময় স্থির করে দিয়েছেন, কাজেই আমার করার কিছু নেই। আপনি আর এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুণ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাছাড়া আমাদের কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা রয়েছে, এই স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের কতকগুলি প্রগ্রাম ছিল, কিন্তু সেগুলি ত্রিপুরা সরকার কার্য্যকরী করা দূরের কথা, তার দিকে চেয়ে, ফিরেও দেখেন বলে আমার মনে হয় না। তার উপর আজকে শরণার্থী সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। আজকে ধর্ম্মনগর, হাপলংছড়া আমরা দেখছি অনাহারে রোজ মানুষ মরছে, সেখানে মাথাপিছু ৩৭ পয়সা করে দেওয়া হয়, আসারামবাড়ী—সেখানে রেশন দেওয়া হয়না, এই যে সেখানে ১৫ হাজারের মত লোক আছে, সেখানে ১৫০ টাকার কম বিলি করা হয়। আমাদের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে এস, ডি, ও'র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা কার্য্যকরী করা হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই দুর্নীতিগুলি দূর করা দূরের কথা, নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিযুক্ত করায় ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে যাতে দুর্নীতি না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। তাছাড়া সেখানে জলের ব্যবস্থা নেই, তিন চার মাইলের মধ্যে জলের কোন ব্যবস্থা নেই, ডাক্তার নেই, শিশু-মৃত্যু রোগে রোজ রোজ শিশু মরছে, কাজেই এদিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে স্থানীয় লোক এবং শরণার্থী যারা এসেছেন, তাদেরকে শ্মশানে ঠেলে দেওয়া ছাড়া সরকারের এদিকে আর কোন দৃষ্টি আছে বলে আমরা

জানি না। যদি তা থাকত, তাহলে শরণার্থীদের সমস্যা—যারা ক্যাম্পে আছেন এবং ক্যাম্পের বাইরে আছেন, যারা রেশন পাচ্ছেনা, তাদের রেশন পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু আজ পর্যান্ত তদন্ত করেও দেখেননি এই ব্যাপারে। শ্রীমঙ্গলও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যা রেশন দেওয়ার কথা, তা থেকে কম দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে তদন্ত যে করা, সরকার পক্ষ সেই সম্পর্কে নীরব। বর্ডারগুলিতেও সেইরকম ব্যবস্থা ঘটছে। আজকে তারা বর্ডার দিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের থাকার অবস্থা নেই, তাদের এক মুঠো চিড়া পাওয়ার ব্যবস্থা নাই, তারা ক্যাম্পে ভর্ত্তী হতে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে আছে, তাদের রেশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। কাজেই আমার বক্তব্যে আমি এই জিনিষটাই রাখছি যাতে এই সমস্ত জিনিষগুলি তদন্ত করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের রিলিফ দেওয়া হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই আবেদন রেখে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে এই যে কমিটি দুইটি করা হয়েছে, তাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে মে-রিটি পার্টির যে সরকার, সেই সরকার আর বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে এই কমিটিগুলি করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও এখানে বলা হয়েছে যে এটা গণতান্ত্রিক বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তবে যিনি বলেছেন, তাকে হয়তো এগুলিতে নেওয়া হয়নি, সেজন্য তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে এটা অগণতান্ত্রিক কাজ হয়েছে। আমি কিন্তু বলব, যে এই হাউসের মধ্যে অনেক সদস্য আছেন, তাদের সবাইকে যে একটা কমিটিতে নেওয়া হবে, এমন কোন কথা কোথাও লেখা নেই। তবে যিনি নাকি বয়সে বৃদ্ধ, সিনিয়র সদস্য, জ্ঞানী এবং গুণী তাকেই সাধারণতঃ এই সব কমিটিতে নেওয়া হয়, এছাড়া এর বাহিরে যারা আছেন, তাদেরকেও প্রয়োজনবোধে নেওয়া হয়ে থাকে, একেবারে কাউকে নেওয়া হয় না, সে কথা আমি বলছি না। আর মাননীয় সদস্যদের একজন এখানে এমন একটা ঘৃণ্য উক্তি করেছেন, অন্য একজন সদস্য সম্পর্কে যেমন আমাদের উপেনবাবু সম্পর্কে, তিনি বলেছেন উপেনবাবুকে নেওয়া হয়েছে, এম, এল, এ, হিসাবে নয়, নেওয়া হয়েছে বারুইজীবি হিসাবে। কিন্তু আমি বলব কেন উপেনবাবুকে আমরা এই কমিটিতে নিলাম, তার কারণ হচ্ছে, তিনি সদস্যদের মধ্যে প্রবীন, উনি জ্ঞানীগুণি এবং আমাদের এই হাউসের পূর্ব্বতন স্পীকার, এবং বর্ত্তমানে বিরোধী দলের নেতা, তাঁর পরিচালনার যে কমিটি হবে, তারা যে রিপোর্ট বা সাজেশান সরকারের কাছে দিবেন, তাতে অনেক মূল্যবান জিনিষ থাকবে, আর সেজন্য আমরা আমাদের দুইটি কমিটির মধ্যে একটির চেয়ারম্যান উনাকে করেছি. কাজেই এই যে ঘৃন্য উক্তি এখানে করা হয়েছে তাতে আমি মনে করি এই উক্তির দ্বারা সভার সৌষ্ঠব নষ্ট করা হয়েছে। তারপরে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে দুইজন দুই রকম বক্তৃতা দিয়েছেন; তাদের একজন বলেছেন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করা হচ্ছে। আর এর সাথে সাথে আর একজন বলেছেন ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এখানকার জনজীবনে শোচনীয় বিপর্য্যয় অবস্থা দেখা দিয়েছে, কাজেই তাদের এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া

হউক। তার মানে হচ্ছে আজকে বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের সেই সংগ্রামকে অংকুরে নষ্ট করে দিয়ে ঐ দেশের ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক বাহিনী যে অত্যাচার অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে পশু শক্তির আগমন হয়েছে, তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই তারা এক প্রকারের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। কেন আমি এই কথা বলছি? বলছি এই কারণে যে তাদের প্রভু চীন দেশ সেই ইয়াহিয়ার গুণ্ডামীকে, শোষণকে এবং অত্যাচারকে সমর্থন করছে তারা সেই সংগে অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তাকে সাহায্যও করছে। অথচ সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের এই অত্যাচার অবিচারের জন্য নিন্দা করছে। আমরা অতীতেও দেখেছি যে এরা পৃথিবীর যেখানে গণতন্ত্র আছে এবং গণতন্ত্রে যাদের বিশ্বাস আছে, তাকে ধ্বংস করার জন্য কিনা ছল ছুতার আশ্রয় নিয়েছিল। তাই তারাও এখানে সেই সব পুরাতন ছল ছুতাকে আশ্রয় করে আজকে এই সব কথা বলে চলেছেন।

আর এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন, যে আমরা সব সময়ের জন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনতার পাশে এসে দাঁড়াবো, তাদের যত রকমের সাহায্যের দরকার, আমরা সেটা তাদের দিয়ে যাব, যাতে করে তারা তাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করে, তাদের দেশের আপামর জনতার সুখ সাচ্ছন্দ এবং তাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আজকে আমরা দেশের মধ্যে থেকে এইসব করছি না, আমরা ভারতের বাহিরে বহির বিশ্বের যে সব গণতান্ত্রিক দেশ আছে, তাদের কাছেও আমরা পূব বাংলার এই অবস্থার কথা তুলে ধরেছি এবং সেই সব দেশ আজকে পূর্ব বাংলার এই সব ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য যে যা পারছে সাধ্য অনুসারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। আর আমরা তাদের সেই সব জিনিষ পত্র দিয়ে এবং নিজেদের যা কিছু আছে তা দিয়ে তাদের দুঃখ মোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি দল আমাদের এই ত্রিপুরাতে আসছে, তারা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে, এই সব ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভাইরা কিভাবে তাদের চৌদ্দপুরুষের ভিটা মাটি ছেড়ে, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এখানে এসেছে, তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা ঐ সব বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে বলছে, এবং তারাও স্বদেশে গিয়ে তাদের জণগণকে এই সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল করছে, আর আমরা বা তাদের জন্য কি করছি, সেটাও তারা দেখে যাচ্ছে। কাজেই এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, তাদের যে বিরাট সমস্যা তার সমাধানের জন্য সরকার থেকে যা কিছু করা হচ্ছে, তাতে কোন কারচুপি থাকবে না, সেটা আমরা বলছি না, আমরা বলছি এত বড় একটা সমস্যার সমাধানের কিছু কিছু কারচুপি থাকতে পারে এবং সেটা যাতে অবিলম্বে বন্ধ করা যায়, সেজন্য আমরা আমাদের সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে সরকারকে নজর রাখলেই চলবে না, সেই সংগে আমাদের যে জনসাধারণ তাদেরও নজর দিতে হবে এবং তাদের সহযোগীতা পেলে পরে সরকারের পক্ষে সেইসব কারচুপি বন্ধ করা সম্ভব হবে, বলে আমি মনে করি। আর বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার যেকথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমরাও এই হাউসে এক বাক্যে একটা প্রস্তাব পাশ করেছি এবং সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

পাঠানো হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করবেন, কি ভাবে, কোন সময়ে তাদের স্বীকৃতি দিলে ভাল হয়, এবং সেই ভাবে তারা তাদের কাজ করবেন। কাজেই এই সব কথা যে উনাদের জানা নেই, এমন নয়, অথচ তাদের কিছু এখানে বলা দরকার, তাই বলছেন। তারপরে উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য আমরা কি করেছি না করেছি, সেটাও আমি আমার বিবৃতিতে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি। আমরা আজ পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার উদ্বাস্তু ভাই ও বোনকে নূতন ক্যাম্প এবং সরকারী যে সব ইন্‌ষ্টিটিউশান আছে, সেগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করেছি। এর পরে আর যারা বাকী রয়েছে, তাদের অনেকে তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাছাড়া এই সব উদ্বাস্তু ভাইদের এখানে আসার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্পর্কেও আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি। কোন সদস্য অভিযোগ করেছেন যে সরকারী এ্যাড-মিনিষ্ট্রেশান ভেঙ্গে যাওয়ার মত উপক্রম হয়েছে। কিন্তু আমি বলব আমরা এই বিরাট উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব যে ডেভেলাপমেন্টাল ওয়ার্ক আছে, সেগুলিও আমারা চালিয়ে যাচ্ছি, যেমন কৃষি ব্যবস্থা উন্নতির জন্য কৃষককে ঋণ দেওয়া, তাদের জমিতে সার দেওয়া, তাদের উচ্চ ফলনের বীজ ধান দেওয়া প্রভৃতি। তার-পরে বলা হয়েছে আমরা নাকি টেষ্ট রিলিফের কাজ দিতে পারছি না। কিন্তু তারাই এখানে বলছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব উদ্বাস্তুরা এসেছে, তাদের নিয়ে তাদের ঘর তোলা হউক। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যদি হয়, তাহলে আমাদের যারা দিন মজুর আছে তাদের কি হবে, এটা কি তারা একবার চিন্তা করে দেখেছেন? তারা যে কাজ করে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্ব্বাহ করবে, সেই কাজ কোথায় পাবে? কাজেই তাদের যে যুক্তি সেটা হচ্ছে যারা কাজ করে খেতে পাচ্ছে, তাদের সেই রোজিরোজগার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই তারা যেন এ সব জিনিষগুলি একটু ভেবে চিন্তে দেখেন, সেজন্য আমি অনুরোধ জানাব। যাতে তাদের যে সাজেশান সেটা যেন কনট্রাডিক্টরী না হয়। তারপরে তারা বলেছেন ত্রিপুরাতে যে ভাবে উদ্বাস্তু আসছে, তাতে করে এখানকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে সেজন্য তাদের যেন অন্য রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এত সব উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের সবাইকে কি করে আমরা এক সঙ্গে অন্য রাজ্যে পাঠাব, সেটা আমাদের ভাল করে চিন্তা করে দেখতে হবে। কেন না দৈনিক যদি ১ হাজার করেও উদ্বাস্তুকে পাঠানো যায় তাহলে ৫০ দিনে মোট ৫০ হাজার উদ্বাস্তুকে পাঠানো যেতে পারে। আর আমাদের যে কমিউনিকেশান আছে, সেটা সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল আছেন। এখন যদি ট্রেনে করেও পাঠানো হয়, তাহলে তাদের পথে ৪ দিন সময় লেগে যাবে। অতএব আমরা এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেই নি যে আমরা তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট লাঘব করে দেব। তবে এই ব্যাপারে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধা-রণ এবং সরকারী কর্ম্মচারী এক সঙ্গে তাদের সম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, তাদের সেই দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন। এবং এই যে জন শক্তি এটা হচ্ছে

আমাদের একমাত্র সম্বল এছাড়া অন্য দিক দিয়ে আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছি, কাজেই এই শক্তির মাধ্যমেই আমরা বিরাট একটা সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছি। তাছাড়া আমরা জানি যে ১·১০ পয়সা দিয়ে আজকের দিনে কারো অভাব মোচন হতে পারে না এবং অন্য কারো পক্ষেই সেটা মোচন করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা আশা রাখি যে যারা তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে চলছে, তাদের সংগ্রাম আজ হউক আর কাল হউক তারা তাতে জয় লাভ করবে এবং তখনই তারা আবার তাদের নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে যাবে, আর এতটুকু বিশ্বাস আছে বলেই আমরাও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে এক সঙ্গে বলছি, সেই জয় বাংলা, বাংলার জয় হউক। এই বলে আমি আমার ত্রিপুরার সংগ্রামী জনতাকে বলব, তারা যেন ঐ জয় বাংলার বাঙ্গালী ভাইদের জন্য এখানে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, ঠিক সেই ভাবে জয় বাংলার মুক্তির জন্য যারা যুদ্ধ করে মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করে যাচ্ছেন, তাদের সেই আন্দোলনকে তারা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং তাদের মুক্তি যুদ্ধে আরও বেশী করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে নিজেদের ধন্যবাদার্হ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. the 23rd June, 1971.

UNSTARRFD QUESTION NO. 423.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

ক) ১৯৭০ হইতে এ পর্যান্ত কোন্ কোন্ চা বাগানে কতজন ছাটাই শ্রমিক চা মালীক পক্ষের ছাটাই-এর বিরুদ্ধে শ্রম দপ্তরে নালিশ করেছেন ;

খ) বাগানের নাম, শ্রমিকের নাম এবং নালিশ জানাইবার তারিখ জানাবেন কি এবং

গ) এই সকল ছাটাই-এর ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

ক)	১) হাফলং ছড়া চা বাগান	—	২
	২) বিনোদীনি চা বাগান	—	১
	৩) তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান	—	১
	৪) রাণীবাড়ী চা বাগান	—	১
	৫) গোলকপুর চা বাগান	—	১
	৬) প্যারীছড়া চা বাগান	—	১

খ) হাফলং ছড়া চা বাগান—রামপ্রসাদ তাঁতী
রবিয়া লোহার —১৩-১০-৭০ ইং
বিনোদীনি চা বাগান—বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী —২৩-৩-৭১ ইং
ভুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান—নরসিং তাঁতী —২২-৩-৭০ ইং
রাণীবাড়ী চা বাগান—গোপেশ গোফলা —২০-১১-৭০ ইং
গোলকপুর চা বাগান—মলয় চক্রবর্ত্তী —৮-১২-৭০ ইং
প্যারীছড়া চা বাগান—নরেশ চন্দ্র দেব —৭-১২-৭০ ইং

গ) শ্রম দপ্তর ইতি মধ্যেই শ্রমিক আইনানুসারে বিষয়গুলি মীমাংসা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 422

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

ক) ১৯৭০এ কোন্ কোন্ চা বাগান কতদিন বন্ধ ছিল ; এবং

খ) বন্ধ বাগান খোলার জন্য সরকার কোন চেষ্টা করে থাকলে তার বিবরণ ও ফলাফল

উত্তর

ক) কালাছড়া চা বাগান—৯ দিন—৬-৩-৭০ ইং হইতে ১৪-৩-৭০ ইং
সিমনাছড়া ও ব্রহ্মকুণ্ড—বন্ধ—১-১-৭০ ইং হইতে।
খোয়াই চা বাগান—১ মাস ১৮ দিন—১৮-৭-৭০ ইং হইতে ৪-৯-৭০ ইং।

খ) শ্রম দপ্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ফলে কালাছড়া এবং খোয়াই বাগান পুনরায় খুলিয়াছে। সিমনাছড়া ও ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানের বিষয় বর্ত্তমানে অনুসন্ধানে রহিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 245.

By—Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১) গত ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ১৯৭১ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কতজন উপজাতি ও তপশীলি সম্প্রদায় প্রার্থীদের অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে ?

২) প্রার্থীদের নাম, পদ এবং বাৎসরিক হিসাব সহ।

উত্তর

১) সঙ্গীয় পরিশিষ্ট 'ক' এ দেওয়া হইল।

২) সঙ্গীয় পরিশিষ্ট 'খ' এ দেওয়া হইল।

পরিশিষ্ট—'ক'

১৯৬৯ ইং		১৯৭০ ইং		১৯৭১ ইং (২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)	
তফশীলি উপজাতি	তফশীলি জাতি	তফশীলি উপজাতি	তফশীলি জাতি	তফশীলি উপজাতি	তফশীলি জাতি
১৩৩	৩৫	১৩৩	৬৯	১৪	১১

ANNEXURE—"B"

Statement showing the name, post and yearly accounts of the Sch.-Tribes & Sch. Castes Candidates.

Year 1969. Sl. No.	Name of the Candidate.	Designation/Post	Category of Post
1	2	3	4
1.	Smt. Karabi Deb Barma	Lecturer, M. B. B. College	Class II Gazetted
2.	Shri Jash Kr. Tripura	Asst. Teacher (Pry)	Class III (Non-Gazetted)
3.	,, Chingchamong Mog	—do—	--do—
4.	,, Ramesh Ch. Reang Meska	,,	,,
5.	,, Gurujoy Reang	,,	,,
6.	,, Chandi Kr. Reang	,,	,,
7.	,, Jogendra Kumar Reang	,,	,,
8.	,, Jitdas Tripura	,,	,,
9.	,, Madhab Ch. Reang	,,	,,
10.	,, Aswini Kr. Deb Barma	,,	,,
11.	,, Haradhan Ch. Sarkar	,,	,,
12.	,, Tapesh Lnskar	,,	,,
13.	,, Bir Kumar Deb Barma	,,	,,
14.	,, Surendra Kr. Reang	,,	,,
15.	,, Bindu Kr. Reang	,,	,,
16.	Smt. Malati Deb	,,	,,
17.	Shri Mulya Ram Reang	,,	,,
18.	,, Chitta Rn. Deb Barma	,,	,,
19.	,, Partha Sarathi Deb Barma	,,	,,
20.	,, Sunil Deb Barma	,,	,,
21.	,, Renu Kr. Deb Barma	,,	,
22.	,, Mihir Roy	,,	,,
23.	,, Malin Ch. Das	,,	,,

1	2	3	4
24.	„ Joyti Priya Chakma	”	”
25.	„ Sachi Deb Barma	”	”
26.	„ Tarun Laskar	”	”
27.	„ Santi Deb Barma	”	”
28.	„ Manindra Ch. Deb Barma	”	”
29.	„ Mangal Ch. Deb Barma	”	”
30.	„ Lalthanghura Reang	”	”
31.	„ Gouranga Deb Barma	”	”
32.	Smt. Priti Deb Barma	”	”
33.	„ Maniva Deb Barma	”	”
34.	„ Rita Deb Barma	”	”
35.	„ Jharna Deb Barma	”	”
36.	„ Rina Deb Barma	”	”
37.	„ Chhabi Deb	”	”
38.	Shri Birupaksh Deb Barma	”	”
39.	„ Badal Ch. Laskar	”	”
40.	Smt. Pratima Choudhury	”	”
41.	„ Hindola Deb Barma	”	”
42.	„ Riva Deb Barma	”	”
43.	„ Bina Deb Barma	”	”
44.	„ Binapani Deb Barma	”	”
45.	„ Mina Deb Barma	”	”
46.	„ Kajal Choudhury	”	”
47.	Shri Paresh Kr. Choudhury	”	”
48.	„ Narayan Ch. Sen	”	”
49.	„ Ranbir Deb Barma	”	”
50.	„ Ramendra Ch. Deb Barma	”	”
51.	Shri Bibhuti Bhusau Laskar	”	”
52.	„ Budharai Deb Barma	”	”
53.	„ Chandra Deb Barma	”	”
54.	„ Surjya Kr. Deb Barma	”	”
55.	„ Rajat Deb Barma	”	”
56.	„ Ramesh Ch. Deb Barma	”	”
57.	„ Monoranjan Deb Barma	”	”
58.	„ Bichitra Choudhury	”	”
59.	„ Samarendra Deb Barma	”	”
60.	„ Sudha Ranjan Deb Barma	”	”
61.	„ Amuly Kr. Deb Barma	”	”
62.	„ Angthaipur Mog	”	”
63.	„ Samir Kr. Laskar	”	”
64.	Smt. Arati Dey Laskar	”	”
65.	„ Gita Choudhury	”	”
66.	„ Minakshi Deb Barma	”	”
67.	„ Nandita Laskar	”	”
68.	„ Rubi Deb Barma	”	”
69.	„ Santi Laskar	”	”
70.	„ Anita Deb Barma	”	”

1		2	3	4
71.	Smt.	Suprava Deb Barma	Asst. Teacher (pry.)	Class III (N. G.)
72.	,,	Dipali Majumder	,,	,,
73.	,,	Sunika Deb Barma	,,	,,
74.	,,	Minatl Laskar	,,	,,
75.	Shri	Jyoti Lal Deb Barma	,,	,,
76.	,,	Lalmohan Laskar	,,	,,
77.	,,	Sanghnuna Royta	,,	,,
78.	,,	Lalramzanha Sailo	,,	,,
79.	,,	Zasanghura	,,	,,
80.	,,	H. C. Ngardawla	,,	,,
81.	,,	Ananda Mohan Chakma	,,	,,
82.	,,	L. Hnenglana Derlong	,,	,,
83.	,,	Lakshmi Mohan Chakma	,,	,,
84.	,,	Santi Chakma	,,	,,
85.	,,	Lalmangchhuana	,,	,,
86.	,,	Bhrigumani Chakma	,,	,,
88.	,,	Aswani Kumar Chakma	,,	,,
38.	,,	Gopal Chandra Roy	,,	,,
89.	,,	Radha Charan Deb Barma	,,	,,
90.	,,	Satyajit Deb Barma	,,	,,
91.	,,	Madhab Ch. Chakma	,,	,,
92.	Smt.	Dipika Chakma	,,	,,
93.	Shri	Benoy Bhusan Deb Barma	,,	,,
94.	,,	Nandala Chakma	,,	,,
95.	,,	Exgin Sangma	,,	,,
96.	,,	Bichitra Ranjan Deb Barma	,,	,,
97.	Smt.	Namita Deb Barma	,,	,,
98.	Shri	Apurba Deb Barma	Asst. Teacher (Secondary)	,,
99.	Smt.	Nibha Deb Barma (Ghosh)	,,	,,
100.	Shri	Sailiana Sailo	,,	,,
101.	,,	R. Chhuaha Khama	,,	,,
102.	,,	Darchhuana	,,	,,
103.	,,	Ngurtinchhuana Zawhgta	,,	,,
104.	,,	Narayan Ch. Majumder	,,	,,
105.	,,	Dhananjoy Deb Barma	Class IV (Staff)	,,
106.	,,	Purna Ch. Deb Barma	,,	,,
107.	,,	Santi Kr. Chakma	,,	,,
108.	Smt.	Sujata Chakma	,,	,,
109.	Shri	Binode Behari Deb Barma	,,	,,
110.	,,	Nirob Kr. Deb Barma	,,	,,
111.	Smt.	Pratima Das	Headmistress H. S. School	(Class II Gazetted.
112	Shri	J. N. Mandal	Lecturer, M. B. B. College	,,
113.	,,	G. C. Halder	-do-	,,
114.	,,	M.K. Saha	-do-	,,
115.	,,	Santi Ranjan Das	Asst. Teacher (Pry)	Class III (N-G)
116.	,,	Paritosh Das	,,	,,
117.	,,	Upendra Ch. Das	,,	,,
118.	,,	Barun Kr. Das	,,	,,
119.	,,	Chitta Ranjan Malakar	Asst. Teacher (Secd)	,,

1	2	3	4
120.	Shri Gokul Ch. Majumder	Asst. Teacher	Class IV (N-G)
121.	,, Anil Baran Das	,,	,,
122.	,, Prahald Kr Das	,,	,,
123.	,, Ramesh Ch. Das	,,	,,
124.	,, Niranjan Das	,,	,,
125.	,, Chitta Ranjan Das	,,	,,
126.	,, Chinta Haran Sukladas	Class IV Staff.	,,
127.	,, Kshirode Sukladas	,,	,,
128.	,, Sudhir Chandra Mali	,,	,,
129.	Sundari Harijan	,,	,,
130.	Smt. Pramila Nama	,,	,,
131.	Shri Brajendra Malaker	,,	,,
432.	Smt. Laxmi Dhanuk	,,	,,
133.	Shri Pukan Sarker (Mali)	,,	,,
134.	Smt. Putul Harijan	,,	,,
135.	Shri Dadu Dhanuk	,,	,,
136.	Shri Ram Kali Dhanuk	,,	,,
137.	,, Manik Mali	,,	,,
138.	,, Rameswar Dhanuk	,,	,,
139.	,, Chandra Kishore Das	,,	,,
140.	,, Giridharilal Dhanuk	,,	,,
141.	Shri Milon moy Deb	Wireless Operator	Class III (N.G.)
142.	,, S. B. K. Deb Barman	Director of Research	Class I (Gazetted)
143.	,, A. R. Das	Stenographer	Class III (N-G)
144.	,, Dayamoy Deb Barma	Overseer	,,
145.	,, Ranjit Kr. Das Laskar	,,	,,
146.	,, Janakinath Deb Barma	Driver	,,
147.	,, Kanu Laskar	,,	,,
148.	,, Kalinath Das	Assistant Engineer	Class II (Gazetted)
149.	Dr. P. R. Laskar	Doctor	,,
150.	Smt. Basana Laskar		Class III (Non-Gazetted)
151.	,, Jasthna Laskar	,,	,,
152.	,, Jatila Deb Barma		,,
153.	,, Sachinani Deb Barma		,,
154.	Shri Chintamani Deb Barma	Research Asst.	,,
155.	,, Kirandra Ch. Deb Barma	V. V. Worker	,,
156.	,, Kiran Deb Barma	,,	,,
157.	,, Moni Ch. Deb Barma	Kamdar	Class IV
158.	,, Pran Gopal Das	-do-	-do-
159.	,, Promode Kr. eb Barma	Peon	-do-
160.	,, Janardhan Deb Barma	Warder	-do-
161.	,, Kshirode Deb Barma	,,	-do-
162.	,, Bir Kumar Deb Barma	Store Guard	-do-
163.	,, Suresh Behari Chakma	-do-	-do-
164.	,, Jamini Kr. Tripura	-do-	-do-
165.	,, Narayan Ch. Das	-do-	-do-
166.	,, Paresh Kr. Das	Store Keeper	Class III
167.	,, Narendra Ch. Deb Barma	Technical Assistant	-do-
168.	,, Krishna Bandhu Deb Barma	Clerk	-do-

Year 1970 Sl. No.	Name of Candidate	Designation/post	Category of post
1	2	3	4
1.	Smt. Sakuntala Gurung	Asst. Teacher (Pry)	Class II (N-G)
2.	Shri Kashya Kr. Reang	—do—	—do—
3.	,, Swapan Kr. Laskar	,,	,,
4.	,, Sonachand Deb Barma	,,	,,
5.	,, Sachindra Deb Barma	,,	,,
6.	,, Samindra Marak	,,	,,
7.	Smt. Rajasree Deb Barma	,,	,,
8.	Shri Sudhir Sangna	,,	,,
9.	,, Bishnu Kr. Deb Barma	,,	,,
10.	Smt. Rakhi Roy (Deb Barma)	,,	,,
11.	,, Kakali Chakma	,,	,,
12.	Shri Satyapriya Chakma	,,	,,
13.	,, Ranachitra Chakma	,,	,,
14	,, Ramchaitra Chakma	,,	,,
15.	,, Dayananda Deb Barma	,,	,,
16.	Smt. Sutapa Choudhury	,,	,,
17.	Shri Nripendra Kr. Majumder	,,	,,
18.	,, Harendra Kr. Jamatia	,,	,,
19.	,, Dharani Jamatia	,,	,,
20	,, Surama Deb Barma	,,	,,
21.	,, Bina Paul	,,	,,
22.	,, Debika Deb Barma	,,	,,
23.	,, Gita Laskar	,,	,,
24.	Shri Dilip Kr. Laskar	,,	,,
25.	Smt. Pallabi Deb Barma	,,	,,
26.	,, Shyamali Deb Barma	,,	,,
27.	,, Hangsa Deb Barma	,,	,,
28.	,, Jayanti Deb Barma	,,	,,
29.	Shri Manomohan Deb Barma	,,	,,
30.	,, Krishna Mohan Deb Barma	,,	,,
31.	,, Bahadur Deb Barma	,,	,,
32.	,, Monoranjan Deb Barma	,,	,,
33.	,, Subodh Ch. Deb Barma	,,	,,
34.	,, Joy Kishore Kalai	,,	,,
35.	,, Kalyan Kr. Deb Barma	,,	,,
36.	,, Subendra Deb Barma	,,	,,
37.	,, Parendra Deb Barma	,,	,,
38.	Smt. Sati Dewan	,,	,,
39.	Shri Sachindra Lal Chakma	,,	,,
40.	Smt. Mira Deb	,,	,,
41.	Shri Kartik Deb Barma	,,	,,
42.	,, Premanka Laskar	,,	,,
43.	,, Premamay Chakma	,,	,,
44.	,, Timir Baran Chakma	,,	,,
45.	,, Chafra Ang Mog	,,	,,
46.	,, Jnanendra Tripura	,,	,,

1	2	3	4
47.	Shri Bipul Rn. Laskar	Asst. Teacher (Pry)	Class III (N. G)
48.	,, Pradip Rn. Laskar	,,	,,
49.	,, Monoj Deb Barma	,,	,,
50.	,, Rambhabati Das	,,	,,
51.	,, Gopal Ch. Deb Barma	,,	,,
52.	,, Manindra Deb Barma	,,	,,
53.	,, Monoranjan Deb Barma	,,	,,
54.	,, Mukta Ram Reang	,,	,,
55.	,, Saptam Dayal Jamati a	,,	,,
56.	,, Sambhu Deb Barma	,,	,,
57.	,, Birendra Kr. Reang	,,	,,
58.	,, Upendra Kr. Reang	,,	,,
59.	,, Eily Sangma	,,	,,
60.	,, Sukhamay Deb Barma	,,	,,
61.	,, Ram Dayal Deb Barma	,,	,,
62.	,, Dipangshu Rn. Majumder	,,	,,
63.	,, Manghlafru Choudhury	,,	,,
64.	,, Biralal Jamatia	,,	,,
65.	,, Asit Kumar Choudhury	,,	,,
66.	,, Gosain Ch. Reang	,,	,,
67.	,, Pabitra Kumar Reang	,,	,,
68.	,, Sambhunath Deb Barma	,,	,,
69.	,, Kanai Ch. Laskar	,,	,,
70.	,, Birendra Kumar Reang	,,	,,
71.	,, Karanjoy Reang	,,	,,
72.	,, Laxmi Charan Deb Barma	,,	,,
73.	,, Birendra Pal Laskar	,,	,,
74.	,, Biswa Mohan Deb Barma	,,	,,
75.	,, Sukharanjan Deb Barma	,,	,,
76.	,, Mahim Ch. Reang	,,	,,
77.	,, Nanda Kumar Deb Barma	,,	,,
78.	,, Hare Krishna Deb Barma	,,	,,
79.	,, Tapan Deb Barma	,,	,,
80.	,, Jibanjoy Reang	,,	,,
81.	,, Anantahari Jamatia	,,	,,
82.	Smt. Jharana Deb	,,	,,
83.	Shri Niranjan Chakma	,,	,,
84.	,, Darchuankhana	,,	,,
85.	,, Chuanthankuma	,,	,,
86.	,, R. T. Chunga Ralte	,,	,,
87.	,, H. R. Zaithankhuma	,,	,,
88.	,, C. Thuamluaia	,,	,,
89.	Smt. Vanlalhruai	,,	,,
90.	Shri Gouranga Deb Barma	,,	,,
91.	,, Bhagirath Reang	,,	,,
92.	Smt. Rumi Deb Barma	,,	,,
93.	Shri Bikash Deb Barma	,,	,,

1	2	3	4
94.	Sri Joydev Deb Barma	Asstt. Teacher (Pry.)	Class III (N.G)
95.	,, Charanbasi Noatia	,,	,,
96.	,, Nakshatra Roy Jamatia	,,	,,
97.	Smt. Chandika Deb Barma	,,	,,
98.	Shri Thansanga	,,	,,
99.	,, Pravanjan Kishore Deb Barma	,,	,,
100.	,, Sunil Kumar Majumder	,,	,,
101.	,, H. C. C. Dawla	,,	,,
102.	,, Lalthun Zama	,,	,,
103.	Smt. Sipra Biswas	Lecturer, M. B. B. College	Class II (Gazetted)
104.	Shri Monoj Kr. Mandal	,,	,,
105.	,, Priya Ranjan Sarkar	Asstt. Teacher (Pry)	Class III (N. G.)
106.	,, Apuraba Ch. Das	,,	,,
107.	,, Pijush Kanti Das	,,	,,
108.	,, Jitendra Kr. Das	,,	,,
109.	,, Biralal Ch. Das	,,	,,
110.	,, Jogesh Ch. Majumder	,,	,,
111.	,, Haredhan Das	,,	,,
112.	Shri Nikhil Ch. Das	Astt. Teacher (Pry)	Class III (N-G)
113.	,, Sunil Biswas	,,	,,
114.	,, Chhana Rn. Das	,,	,,
115.	,, Samarendra Das	,,	,,
116.	,, Binode Behari Das	,,	,,
117.	,, Makhan Lal Das	,,	,,
118.	,, Mantu Das	,,	,,
119.	,, Krishna Ch. Sarkar	,,	,,
120.	,, Surjya Kr. Sukladas	,,	,,
121.	,, Dhananjoy Das	,,	,,
122.	,, Narayan Ch. Das	,,	,,
123.	,, Nagendra Ch. Das	,,	,,
124.	,, Prabhas Kanti Malaker	,,	,,
125.	,, Makhan Ch. Nama	Store keeper	,,
126.	,, Jadav Ch. Das	Mechanic	,,
127.	,, Anil Chandra Das	Asstt. Teacher (Secondary)	,,
128.	Smt. Bani Das	,,	,,
129.	Sri Gakul Ch. Majumder	,,	,,
130.	,, Anil Baran Das	,,	,,
131.	,, Binode Behari Sarker	,,	,,
132.	,, Ramesh Ch. Das	,,	,,
133.	,, Niranjan Das	,,	,,
134.	,, Chitta Ranjan Das	,,	,,
135.	,, Amulya Sabdakar	,,	,,
136.	,, Promode Ch. Das	Class IV staff	Class IV (N.G)
137.	,, Sudhir Rn. Das	,,	,,
138.	,, Naresh Ch. Das	,,	,,
139.	,, Bharat Behara	,,	,,
140.	,, Arjun Sarker	,,	,,

1	2	3	4	5
141.	Sri	Gobinda Das	Class IV Staff	Class IV (N.G)
142.	,,	Dharani Malaker	..	,,
143.	,,	Gopal Ch. Sarkar	Sub-Inspector	Class III (N.G)
144.	,,	Nikhilesh Majumder	,,	,,
145.	,,	Joydeb Das	,,	,,
146.	,,	Jatindra Biswas	,,	,,
147.	,,	Pradip Ranjan Das	,,	..
148.	,,	Barendra Ch. Choudhury	,,	,,
149.	,,	Beni Madhad Laskar	,,	,,
150.	,,	Dilipjit Deb Barma	,,	,,
151.	,,	Kishore Roy Barman	,,	,,
152.	,,	Utpal Deb Barma	A. S. I.	,,
153.	,,	Ramesh Deb Barma	,,	,,
154.	,,	Nepal Sarkar	Night Guard	Class IV
155.	,,	Jatindra Sarker	L. D. C.	Class III (N.G)
156.	,,	Girendra Deb Barma	Overseer	,,
157.	,,	Bishnu Kishore Deb Barma	,,	,,
158.	,,	Sanjib Kr. Chakma	,,	,,
159.	,,	Anil Kr. Deb Barma	Khalasi	Class IV
160.	,,	Gopendra Malakar	Overseer	Class III (N.G)
161.	,,	Dilip Kr. Malakar	Khalasi	Class IV
162.	,,	Jaharlal Das	Overseer	Class III (N.G)
163.	,,	Madhu Sudhan Roy	A. E.	Class II
164.	,,	Gouri Mohan Malakar		Class IV
165.	,,	Nitai Ch. Sarkar	Research Asstt.	Class III (N.G)
166.	..	Gouranga Ch. Sukladas	V. L. W.	,,
167.	,,	Hari Sankar Laskar	,,	,,
168.	,,	Bijoy Das	Fishery Assistant	,,
169.	Sri	Ranjit Kr. Das	Fishery Assistant	Class III (N.G)
170.	,,	Haridas Sarkar	,,	,,
171.	,,	Sachindra Das	,,	,,
172.	,,	Abimanya Das	Peon	Class IV
173.	,,	Radhakishan Das	Fishery Watchman	,,
174.	,,	Nepal Ch, Das	,,	,,
175.	,,	Kunja Mohan Das	,,	,,
176.	,,	Makhan Ch. Debbarma	Kamdar	,,
177.	,,	Kitaram Thapa	Peon	,,
178.	,,	Khagendra Sukladas	Fishery Watcher	,,
179.	,,	Upananda Das	,,	,,
110.	,,	Chetan Ch. Das	,,	,,
181.	,,	Nepal Ch. Das	,,	,,
182.	,,	Srimanta Deb	Warder	,,
183.	,,	Mihir Rn. Barma	,,	,,
184.	,,	Monoranjan Deb Barma	,,	,,
185.	,,	Bankim Deb Barma	,,	,,
186.	,,	Sukumar Sarkar	,,	,,
187.	,,	Situ Das	,,	,,

1	2	3	4	5
188.	Sri	Paresh Kumar Choudhnry	Munsiff	Class II (Gazetted)
189.	,,	Nantu Ch. Das	Peon	Class IV
190.	,,	Sukumar Sarkar	,,	,,
191.	,,	Dal Bhadur Chhetry	,,	,,
192.	,,	Nilmohan Barman	Inspector	Class III
193.	,,	Pranesh Choudhury	Munsiff	Class II (Gazetted)
194.	,,	Lebu Charan Deb Barma	L. D. C.	Class III (N.G)
195.	,,	Jahar Lal Laskar	,,	,,
196.	,,	Tapan Kr. Sarkar	,,	,,
197.	,,	Kamal Krishna Choudhury	,,	,,
199.	,,	Haradhan Das	,,	,,
196.	,,	Narsingh Deb Barma	Sweeper	Class IV
200.	,,	Ashutosh Laskar	Peon	,,
201.	,,	Nishi Deb Barma	Orderly	,,
202.	,,	Sasanka Bhowmik	,,	,,

Year 1971	Sl. No.		Name of Candidate	Designation/post	Category of post
Upto	1.	Sm,	Kamalaprava Das	Female Warder	Class IV
28th	2.	Shri	Debesh Ranjan Deb Barma	V. L. W.	Class III
Feb-	3.	,,	Amar Chand Sarkar	,,	,,
ruary	4.	,,	Raj Mohan Das	Watcher	Class IV
	5.	,,	Monmohan Deb Barma	Vaccinator	Class III
	6.	,,	Sajal Kr. Deb Barma	,,	,,
	7.	,,	Satish Ch. Deb Barma	,,	,,
	8.	,,	Golok Mani Sing Reang	,,	,,
	9.	,,	Jothan Singh Reang	,,	,,
	10.	,,	Raibahadur Deb Barma	,,	,,
	11.	,,	Dwigendra Ch. Deb Barma	,,	,,
	12	,,	Brajabehari Deb Barma	,,	,,
	13.	,,	Gour Ch. Sarkar	,,	,,
	14.	,,	Sunil Kumar Das	,,	,,
	15.	,,	Subodh Ch. Das	,,	,,
	16.	Smt.	Rasamati Deb Barma	,,	,,
	17.	Sri	Priya Rn. Laskar	Peon	Class IV
	18.	,,	Gopal Ch. Laskar	,,	,,
	19.	,,	K. R. Das	Steno	Class III (N.G)
	20.	Smt.	Gita Deb	Asst. Teacher (Pry)	,,
	21.	,,	Mamata Deb Barma	,,	,,
	22.	,,	Ashina Deb Barma	,,	,,
	23.	Shri	Nanda Dulal Deb Barma	,,	,,
	24.	,,	Srish Ch. Sarker	Peon	Class IV
	25.	,,	Rasaraj Malaker	,,	,,

STARRED QUESTION NO. 312

by—Shri Rabinbra Chandra Deb Rankhal.

প্রশ্ন

১। National Highway to Kalajury পর্যন্ত রাস্তার কাজে ডব্লুর টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

২। বুলংবাসা হইতে নেপালী কিল্লা রাস্তার বাবত ডব্লুর টি, ডি, ব্লকের মারফত কত টাকা এ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে ?

৩। নেপালী কিল্লা হইতে কালাজারী রাস্তার জন্য ডব্লুর টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে কত টাকা এ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। ৩,২৬৫·০০ টাকা।

২। ২,০৫০·০০ টাকা।

৩। ৯৮৪০·০০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 108

by **Shri Ghanasyam Dewan**

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের কলোনী এবং কলোনীর বাহিরে এ পর্যন্ত কত পরিবার ভূমিহীন উপজাতি ও জুমিয়া উপজাতি পুনর্ব্বাসনের জমি ও আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে ;

২। তন্মধ্যে কত পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং কত পরিবার অ-উপজাতির নিকট বে-আইনী হস্তান্তর করিয়াছে তাহার মৌজাভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের কলোনীতে ৮৭২ জুমিয়া পরিবার এবং কলোনীর বাহিরে ৯৩৬ জুমিয়া ও ৩৫ ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ভূমি ও আর্থিক সাহায্য সহকারে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৩৮৮ জুমিয়া পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং ৩৩২ পরিবার অবৈধভাবে তাহাদের পুনর্ব্বাসনকৃত ভূমি হস্তান্তরীত করিয়াছে। মৌজাভিত্তিক হিসাব এখনও সংগ্রাহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 424
by Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

ক) কৈলাসহর গোলকপুর T. E. সম্প্রতি লক্-আউট ঘোষিত হয়েছিল কিনা এবং তাতে শ্রম দপ্তর বাগান মালীক ও ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স সাথে কোন আপোষ প্রচেষ্টা চালান কিনা ?

খ) যদি তাই হয় তবে আপোষ প্রচেষ্টার পর শ্রম দপ্তর সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট দাখিল করেছেন কিনা এবং

গ) যদি রিপোর্ট দাখিল করে থাকেন তবে তার সারমর্ম কি ? এবং সরকার তার উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন :

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) হ্যাঁ।

গ) উভয় পক্ষের অনমনোনীয় মনোভাবের জন্য সান্তকরণ পর্যায়ে মামাংসা না হওয়ায় অমীমাংসিত ব্যাপার সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করা হইল। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিবাদের আপোষ মীমাংসা হওয়ার রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন কাজ করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 74
by Shri Aghore Deb Barma

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক এলাকায় মোট কতটি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে (গ্রাম এবং স্থানের নাম সহ) ;

২। ঐ সমস্ত অকেজো রিংওয়েল এবং টিউবওয়েলগুলি পুনরায় সংস্কার কিংবা মেরামত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। গত আর্থিক বৎসরে তাহার মধ্যে কতটি সংস্কার কিংবা মেরামত করা হয়েছে এবং কতটাকা ব্যয় হইয়াছে (জায়গার নাম সহ) ;

উত্তর

১। ৪৫টি রিংওয়েল ও ১৬টি টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে। গ্রাম ও স্থানের নাম পরিশিষ্ট ক ও খ তে দেখান হইল।

২। হ্যাঁ। দুই তৃতীয়াংশ টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত করার মত টাকা বি, ডি, ও'র নিকট দেওয়া হইয়াছে।

৩। কোনটাই নহে।

পরিশিষ্ট—ক

গ্রামভিত্তিক ও স্থান ভিত্তিক নলকূপের তালিকা—

১। বিশালগড় বাজার
২। আমতলী-বিশ্রামগঞ্জ
৩। দুর্গানগর বাজার
৪। লালসিংমুড়া বাজার
৫। জম্পুইজলা বাজার
৬। জাঙ্গালিয়া—বি, সাহা
৭। টাক্কারজলা—টি, কে
৮। চন্দ্রনগর মুসলিম বস্তি
৯। রাঙ্গাপানিয়া—সুকুমার সিং
১০। কামারহাটি স্কুল
১১। পাথালীয়া বাজার
১২। ব্রজেন্দ্রনগর—ডাক্তার বাড়ী
১৩। পদ্মনগর—বাঙ্গালী বস্তী
১৪। নারাউড়া—সতীশ চক্রবর্তী
১৫। মধ্যলক্ষ্মীবিল—এইচ, সাহা
১৬। পূর্বলক্ষ্মীবিল বাজার
১৭। জম্পুইজলা কলোনী
১৮। কাঞ্চনমালা বাজার
১৯। ঘনিয়ামারা স্কুল
২০। চড়িলাম—এইচ, আচার্য্য
২১। দক্ষিণ গোলাঘাটি
২২। সুতারমুড়া—অঙ্গই দেববর্ম্মা
২৩। মধ্য লক্ষ্মীবিল—ইউ, সি,
২৪। বরজলা—পুষ্করবাড়ী
২৫। কড়ইয়ামুড়া স্কুল
২৬। কৃষ্ণকিশোর নগর—মধুমালা স্কুল
২৭। ছেশ্রীমেইল—স্কুল
২৮। নাগরপাড়া—অক্ষয় দাস
২৯। রতননগর—চৌধুরী বাড়ী
৩০। নোয়াপাড়া—বিনছাবন আখড়া
৩১। মধুপুর স্কুল
৩২। ব্রজপুর—মহাদেববাড়ী
৩৩। টাকারজলা—আমতলী
৩৪। পাণ্ডবপুর—চৌধুরী বাড়ী
৩৫। জারোলবাচাই—পদ্ম দেববর্ম্মা
৩৬। চড়িলাম—নাথপাড়া
৩৭। হরিয়ারদোলা—পদ্ম দেবনাথ
৩৮। কামারহাটি—পাড়া
৩৯। নিশ্চিন্তপুর—স্কুল
৪০। হাতীরলেটা—বাজার
৪১। রাঙ্গাপানীয়া—বাবুর হাট
৪২। চালিখোলা—পুরাণবাড়ী
৪৩। নারাউরা—মাদ্রাসা
৪৪। রঙ্গমালা—স্কুল
৪৫। ঘনিয়ামারা—পাড়া
৪৬। আনন্দনগর—আর/আর
৪৭। রামছেড়া—দেবেন্দ্র দেবনাথ
৪৮। দক্ষিণ কেনাভিয়া
৪৯। পূর্ব্ব আনন্দনগর
৫০। বংশীবাড়ী—স্কুল
৫১। ব্রজপুর—আর-আর
৫২। জম্পুইজলা—দারখাই কলই
৫৩। সেকেরকোট—দরগাবাড়ী
৫৪। নোয়াপাড়া—সাহা বাড়ী
৫৫। লালসিংমুড়া—দেবনাথ বাড়ী
৫৬। লালসিংমুড়া—বাজার
৫৭। পুরাথল—টা টুল
৫৮। রতননগর—বর্ম্মণবাড়ী
৫৯। গোলিরাই স্কুল
৬০। পূর্ব্ব লক্ষ্মীবিল—শঙ্করটিলা
৬১। নেহালচন্দ্রনগর—আর/সি
৬২। মতিনগর স্কুল

৬৩। ধনছড়ি—আর/সি
৬৪। মুড়াবাড়ী— ”
৬৫। বাথানবাড়ী
৬৬। হেরমা—ট্রাইবেল বস্তী
৬৭। ভাটীলারমা—মালাকার
৬৮। জম্পুই কলোনী
৬৯। সুরমণি নগর—আর/সি
৭০। কৈয়াঢেপা—ট্রাইবেল বস্তী
৭১। বিজয়কুমার পারা
৭২। পুনিরাম ঠাকুরপাড়া
৭৩। হরিপুর
৭৪। উত্তর আনন্দ নগর
৭৫। মুড়াবাড়ী
৭৬। মরমুম্বাড়ী
৭৭। তিলকঠাকুর বাড়ী
৭৮। পাথালিয়াঘাট
৭৯। খারগারাই বাড়ী
৮০। হেরমা
৮১। নোয়াখালীপাড়া
৮২। পাথালিয়া ভিউ
৮৩। জাঙ্গালীয়া—আর-সী
৮৪। জামপুই—নুতননগর
৮৫। মুড়াবাড়ী
৮৬। নেহালচন্দ্রনগর—আর/সি
৮৭। রতননগর
৮৮। ছেছরীমেইল
৮৯। গোপীনগর
৯০। ঈশানচন্দ্রনগর
৯১। ধনছড়ি
৯২। নাদীলাগ
৯৩। গকুলনগর
৯৪। ঘনিয়ামারা

পরিশিষ্ট—খ

গ্রাম ভিত্তিক ও স্থান ভিত্তিক রিংওয়েলের তালিকা—

১। নেহালচন্দ্রনগর
২। চাম্পামুড়া
৩। কৈয়াঢেপা
৪। গঙ্গারিয়া
৫। শিবনগর
৬। প্রমোদনগর—সার্চ্চাবাড়ী
৭। বাঙ্গাপানিয়া
৮। বৈষ্ণের দিঘী
৯। রিজার্ভ ফর ইমারজেন্সী
১০। মধুপুর বাজার
১১। জম্পুই কলোনী
১২। বড়ডেপা
১৩। বিক্রমনগর
১৪। মুড়াবাড়ী
১৫। কলকলিয়া
১৬। জয়নল সর্দ্দার বাড়ী
১৭। লালসিংমুড়া
১৮। রিজার্ভ ফর ইমারজেন্সী
১৯। জারুলবাচাই—আর-সী
২০। আনন্দনগর—আর-সি
২১। ঘনিয়ামারা
২২। জম্পুই—আর-সি
২৩। চণ্ডীপুর
২৪। কৈয়াঢেপা
২৫। নেহালচন্দ্রনগর
২৬। মুড়াবাড়ী
২৭। লতিছেড়া
২৮। বিশ্রামগঞ্জ—এমটিকলোনী

২৯। বাসতলী
৩০। বল্লভপুর
৩১। প্রভুরামপুর
৩২। দক্ষিণ চড়িলাম
৩৩। ব্রজপুর
৩৪। রামনগর
৩৫। হরিহর দোলা
৩৬। দেবীপুর
৩৭। কুঞ্জবন
৩৮। গকুল নগর
৩৯। মধ্য লক্ষীবিল
৪০। পূর্ব্ব লক্ষীবিল
৪১। রতননগর
৪২। হাতীরলেটা
৪৩। চড়িলাম
৪৪। জম্পুই—জয়মণি সর্দ্দার পাড়া

STARRED QUESTION NO. 334

By Shri P. R. Das Gupta

QUESTION :

1) Total number of Specialists in different branches under G.B. & V. M. Hospital (showing names and scale of pay) ;
2) Whether all sorts of facilities entitled by the Specialists have been provided to all the Specialists ;
3) If not: the reason there of ?

ANSWER :

Name of Specialist in V.M/G. B. Hospital	Scale of pay
1) Dr. R. Dutta, F. R. C. S. Medical Supdt.	Rs. 600-1300/-
2) Dr. M. S. Rawat, M. S. Specialist Surgeon	—do—
3) Dr. A. M. Majumder, M. D. Physician Specialist	—do—
4) Dr. P. Das Gupta Physician Specialist	—do—
5) Dr. C. Acherjee, D.O.M.S. Eye Specialist	—do—
6) Dr. D. N. Choudhury Senior Anaesthetist	—do—
7) Dr. M. L. Saha, M.R.C.O.G. Obstretician & Gynaecologist	—do—
8) Dr. S. K. Minocha, M.D. Paediatrician	—do—

9)	Dr. K. C. Sil, F.R.C.S. E.N.T. Specialist	Rs. 600—1300
10.	Dr. A. K. Biswas Psychiatrist	—do—
11)	Dr. S, C. Basak, M.R.C.O.G. Gynaeologist	—do—
12)	Dr. (Miss) N. Dey, D.G.O. M.O. Gynacology	—do—

2) Yes,

3) Does not arise,

UNSTARRED QUESTION NO. 85
By Shri Aghore Deb Barma

QUESTION:

১। গত আর্থিক বৎসরে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সাময়িক ভাতা ইত্যাদি বাবত যে তিন লক্ষ টাকা ব্যায় বরাদ্দ ছিল, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (১৯৭১ ইং) তন্মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং

২। যে টাকা খরচ হয়েছে তা কোন খাতে কত ?

ANSWER:

১। ১,০২,০২৮.০০ টাকা।

২। সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে দেখান হইল।

ভূমি বন্দোবস্ত বাবত ১৯৭১ ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত খরচ :—

গৃহ নির্ম্মান	ভূমি সংস্কার	RCC কূপ খনন	সহায়ক ভাতা	বলদ ক্রয়	মোট	ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি জরিপ বাবত ১৯৭১ ইং সনের মার্চ্চ মার্স পর্য্যন্ত খরচ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
৪,০০০.০০	২,০০০.০০	২৪,২৩৭.০০	—	৯,২৪০.০০	৩৯,৪৭৭.০০	৬২,৫৫১.০০

UNSTARRED QUESTION NO. 113
by Shri Ghanasyam Dewan

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে বর্ত্তমান আর্থিক সন পর্যন্ত যোগাযোগ খাতে কতটাকা ব্যয় করা হইয়াছে ; এবং

২। তাহাতে কোন কলোনীতে কতটাকা ব্যয় এবং কত মাইল রাস্তা করা হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক হিসাব ?

উত্তর

১। টাঃ ৪১,৩২৯·০০

২। সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	কলোনীর নাম	বৎসর	কত টাকা খরচ হইয়াছে	বৎসর	কত টাকা খরচ হইয়াছে	কাজের নাম	কত মাইল রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে
১।	তৈবানডল এম, টি, কলোনী	১৯৬৮-১৯৬৯	টাঃ ২৬,১৯৫.০০	—	—	৭টা রাস্তা এবং একটা কালভার্ট	১১ কি. মি.
২।	করমছড়া এম, টি, কলোনী	ঐ	৩,৩৩৪.০০	—	—	২টা S. P. T. পুল	—
৩।	লালছড়া এম, টি, কলোনী	ঐ	৩,৫০০.০০	১৯৬৯-৭০	টাঃ ৮,৩০০.০০	২টা S. P. T. পুল	—
			টাঃ ৩৩,০২৯.০০		টাঃ ৮,৩০০.০০		

UNSTARRED QUESTION NO. 435

By Sri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন—

১। ত্রিপুরার সহর ও গ্রাম্যাঞ্চলের বেকারদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর—

ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বেকারদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা "ক্রাসস্কীম" নামে পরিচিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনা ত্রিপুরায় ৩ জেলা শাসকের তত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

২ ঐ সকল পরিকল্পনায় ১৯৭১ সালে এ পর্য্যন্ত কোথায় কতজন বেকারের কর্ম সংস্থান হয়েছে ?

এখন পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয় নাই। উক্ত পরিকল্পনা রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি বৎসরে ১০ মাসের জন্য প্রতি জেলায় ১০০০ জন কর্ম্মহীন ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। বর্ত্তমানে পরিকল্পনাটি ৩ বৎসরের জন্য গৃহীত হইবে।

৩। যাদের কর্ম সংস্থান হচ্ছে না তাদের বেকার ভাতা দেওয়া হবে কি না ?

বেকার ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীনে নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 23rd June, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 23rd June, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Ministers, the Deputy Speaker, and 22 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma : --Question No. 81 postponed.

Shri Krishna Das Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 81.

Shri Aghore Deb Barma :—Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state—

১। অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত রাইমা সিনিয়র বেসিক স্কুলে দারোয়ান এবং দপ্তরী আছে কিনা ;

২। যদি না থাকে, তাহার কারণ ;

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ স্কুলে মাত্র ১টি চেয়ার এবং ১টি Black Board আছে ;

৪। যদি সত্য হয় তাহার কারণ ?

ANSWER

১। না।

২। প্রাইমারী ও মিড্‌ল্ ষ্টেজ স্কুলে দারোয়ান বা দপ্তরী দেওয়া হয় না। প্রয়োজন-বোধে ঐ সকল স্কুলে একজন বা দুইজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী দেওয়া হয়। সম্প্রতি রাইমা স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পদে একজনকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে।

৩। হঁ্যা।

৪। ঐ স্কুলের জন্য ক্রীত কিছু আসবাবপত্র নতুন বাজার হাই স্কুলে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ঐগুলি নিতে পারে নাই। শীঘ্রই ঐ স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই যে সেখানে দপ্তরী বা ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী থাকার কথা, ইদানীং যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা বলেছেন কোন্ মাসে কত তারিখে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেই তারিখ আমার কাছে নাই। আই ডিমাণ্ড নোটিশ। তবে ক্লাস ফোর ষ্টাফ নেসেসিটি অনুযায়ী দেওয়া হয়, সব স্কুলে দেওয়া হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সিনিয়ার বেসিক সব স্কুলে ক্লাস ফোর ষ্টাফ আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা নেসেসিটি অনুযায়ী দেওয়া হবে। সব স্কুলে দেওয়া হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—একটা সিনিয়ার বেসিক স্কুল, সেখানে কোন ক্লাস ফোর থাকবে না তবে কাজ কর্ম কে করবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র থাকলে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কত সংখ্যক ছাত্র থাকলে দেওয়ার নিয়ম আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা অবস্থা বিবেচনা করে করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত সংখ্যক ছাত্র থাকলে সিনিয়ার বেসিক আপগ্রেড করা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আপগ্রেড করার নানারকম ক্রাইটেরিয়া আছে। সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আপগ্রেড করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—অমরপুর বিভাগের খাইমা শর্মা সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এ্যাভারেজ এটেনডেন্স ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত ৬৩।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—টিচিং ষ্টাফ কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 349.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 349.

প্রশ্ন	উত্তর
১) শিক্ষা বিভাগে ১৯৭০-৭১ সালে কতজন অস্থায়ী বা ক্যাজুয়েল এস, ই, ডব্লিও, নিযুক্ত করা হইয়াছে :	(১) না
২) কিসের ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে ; এবং	(২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) তাহাদিগকে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা হইবে কিনা।	(৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—ক্যাজুয়েল এ্যাপয়েন্টমেন্ট না হলে রেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে কিনা ১৯৭০-৭১ সালে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :—Question No. 355.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 355.

QUESTION

1. Whether the account of the Tripura Khadi & Village Industry Board had been audited ;

2. If not, the reason thereof ?

ANSWER

1. No.

2. It took time to get consent of the Accountant General, Assam. His consent has since been received and he has been appointed as auditor.

শ্রীমনোমোহন দেববর্মা :—খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রী বোর্ড কবে সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—কোন্ পিরিয়ড থেকে কোন্ পিরিয়ড পর্য্যন্ত অডিট হয় নাই এবং অডিটার অডিট করতে আসে নাই সেটা কারণ না কর্তৃপক্ষ যারা ছিলেন তারা সেটা প্রয়োজন মনে করেন নাই ? এই সম্পর্কে আলোকপাত করবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর উত্তর (১) ও (২) নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—কিন্তু আমরা জানতে চাইছি কোন্ পিরিয়ড থেকে কোন্ পিরিয়ড পর্যন্ত অডিট হয় নাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই খাদি অ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ডের কর্মকর্তাদের নাম কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কর্মকর্তা তো অনেক আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কর্মকর্তা বলতে বুঝায় সেক্রেটারী বা সভাপতি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেক্রেটারীর নাম আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই বোর্ড-এর চেয়ারম্যান কে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা কত—

(ক) বিলথৈ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, (খ) জলেবাসা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং (গ) পানিসাগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ;

২। ইহা কি সত্য যে বিলথৈ ও জলেবাসা স্কুলে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক নিতান্ত কম থাকায় ছাত্রদের পড়াশুনায় বিঘ্ন হইতেছে।

৩। বিলথৈ নিম্ন বুনিয়াদি ও জলেবাসা উচ্চ বুনিয়াদি স্কুল গৃহগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করার কারণ কি ?

৪। ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুল গৃহগুলি মেরামত না হওয়ার দরুণ স্কুলের আসবাব পত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে ?

উত্তর

১।
২।
৩।
৪। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ছামনু টি, ডি, ব্লকের ডেপাছড়া স্কুল, মোহনলাল রিয়াং পাড়া স্কুল, (গন্ধাম ছৈলেংটা) দেবপ্রসাদ রূপিনী পাড়া স্কুল এবং অনিল ত্রিপুরা পাড়া স্কুলগুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	না।
২। যদি থাকে তবে কবে সাহায্য দেওয়া হবে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— এই প্রাইভেট স্কুলগুলি সরকার থেকে তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১২ স্যার।

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়, আগরতলা রামঠাকুর কলেজ ও বিলোনীয়া কলেজকে স্পন্সর্ড কলেজে পরিণত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। সরকার কি অবগত আছেন যে, এই সকল কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা চরম অসুবিধা ভোগ করছেন বলে বার বার আন্দোলন করছেন ?

৩। এই ব্যাপরে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা চিন্তা করবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্পন্সরড কলেজের লিষ্ট গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠান হয়েছে, সেটা এ্যাপ্রুভেড হয়ে আসলে পরে এর উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কবে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বহুদিন আগেই পাঠিয়েছি তবে ডেট্ আমার মনে নেই এরপর অনেক করেস্পণ্ডেন্স করা হয়েছে এবং রিমাইণ্ডারও অনেক দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তিনি বলেছেন যে বহুদিন আগে সেটা পাঠিয়েছেন, এরপর সেটাকে পারস্যু করেছেন কিনা যাতে এটা করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :- আমরা যথেষ্ট পারস্যু করেছি। শিক্ষা মন্ত্রীকে আমরা পারসন্যালী বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্ কোন্ তারিখে করেসপণ্ডেন্স করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। পরপর দুইবার কামান চৌমুনীস্থিত Sales Emporium-এ শিল্পজাত দ্রব্যাদি পুড়িয়া যাওয়ায় বা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এখনও পর্য্যন্ত না পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৬ ইং সনে আগরতলা সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে সম্পত্তির ক্ষতি বাবত কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বেসরকারী জিনিসগুলি "না-লাভ, না-ক্ষতি" (no-profit, & no-loss) ভিত্তির উপর সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র কর্তৃক বিক্রিত হইত।

১৯৬৯ ইং সনে আগরতলা সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে সম্পত্তির ক্ষতির বিষয় ত্রিপুরা সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—১৯৬৪ সালে যে পোড়া গেছে, সেই সম্পর্কে উত্তর হয়েছে যে না লাভ না ক্ষতিতে বিক্রয় হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐসব জিনিষগুলি গভর্ণমেন্ট সেলস এম্পরিয়ামে রক্ষিত ছিল না কোন ব্যক্তিগত সেলস এম্পোরিয়ামে রক্ষিত ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখানে দেখা যাচ্ছে যে সমবায় সমিতি, অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই যে ব্যক্তিগত তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির সম্পত্তি ডাইরেকটার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ'এর আণ্ডারে সেলস এম্পরিয়ামে রাখা হয়েছিল, না লাভ না ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে না লাভ, না ক্ষতিতে বিক্রয় হয়, অতএব সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আজকের সরকার হচ্ছেন জনসাধারণের ওয়েলফেয়ারের জন্য। আজকে দেখা যায় যে যদি কোন বাড়ী ঘর পোড়া যায়, সেই ক্ষেত্রে সরকার থেকে তাদের সাহায্য দেওয়া হয়, আবার এখানে দেখছি যে তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না, এক অংশকে সাহায্য দেওয়া হয়, আরেক অংশকে···

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বক্তৃতা করছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বক্তৃতা নয়, গভর্ণমেণ্ট যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের ঘর বাড়ী পুড়ে গেলে সাহায্য দিয়ে থাকেন, এই ক্ষেত্রে যেখানে এই কো-অপারেটিভগুলি ভেসে যাচ্ছে, গভর্ণমেণ্টের আণ্ডারে তাদের জিনিষ রেখেছিল সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ না হউক, অন্যভাবে যাতে তাদের সাহায্য করা যায়, সেইভাবে সরকার এই জিনিষটা চিন্তা করবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানতে চাইছি তাদের অন্য কোন রকম সাহায্য দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—সরকারী সংস্থায় যদি কোন জিনিষ আমানত রাখা হয়, তার জন্য সরকার দায়ী থাকেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকার সেখানে দায়ী থাকেন। সরকারী গুদামে জিনিষ রাখলে পরে, সেটা যদি ইনসিউরড করা না থাকে, এবং সেটা পোড়া যায়, তাহলে সেখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। কাজেই এইসব জিনিষগুলি ইনসিউরড করা ছিল না বলেই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে কয়টি সোসাইটির কাপড় গচ্ছিত ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, হিসাবের গণ্ডগোল দেখা গেলেই সেলস এম্পরীয়ামে আগুন লাগে এটা সত্যি কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে হিসাবের গণ্ডগোল দেখা দিলেই এই সেলস এ্যাম্পরিয়ামে আগুন লাগে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, এটা উনার মনের থেকে প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি যে এই রকম কিছু হয়নি, কাজেই উনি যে কথাটা বল্লেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শ্রীরাজকুমার [illegible] সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের জানা আছে যে কোন ব্যক্তিকে যদি সরকার থেকে লোন দেওয়া হয়, সেটা যদি আদায় না করা যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রেও ঐ সব তাঁতশিল্পীদের সরকার থেকে কোন লোন দেওয়া হয়েছে কিনা, আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সব লোক তাদের ব্যক্তিগত কাপড় চোপড এই সেল্‌স এ্যাম্পরিয়ামে জমা রেখেছিল, তাদের কোন লিষ্ট সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, উনি স্বীকার করেছেন যে সেল্‌স এ্যাম্পোরিয়ামে তাঁত শিল্পীরা তাদের ব্যক্তিগত কাপড় চোপড় এর মাধ্যমে বেচা কেনার জন্য জমা রাখে, কাজেই সেখানে কে, কি জমা রাখল না রাখল তার একটা হিসাব নিশ্চয় থাকার কথা। অথচ উনি সেই জায়গাতে বলছেন, আই ডিমাণ্ড নোটিশ, এটা কি রকম উত্তর হল আমি বুঝতে পারছি না, সেজন্য আমরা আপনার প্রটেক্‌শান চাচ্ছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble member, the minister has got every right to say—"I demand notice".

Shri S. L. Singh :—Sir, I draw the attention of the C air, whether he can speak anything about the ruling of the Chair.

Mr. Speaker :—I am sorry to say that you can't demand any explanation from the Speaker.

Shri T. M. Das Gupta :—That I know Sir, but the Speaker has every right to have a reply to the question from the minister concerned.

Mr. Speaker :—Yes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—স্যার, আপনার প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

মিঃ স্পীকার :—কিন্তু আপনারা অনেক সময়ে এইরকম মন্তব্য ব্যবহার করেন, তাতে আমার মনে হয় না যে আমার প্রতি আপনাদের তেমন কিছু শ্রদ্ধা আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—স্যার, এটা সত্য কথা যে বড় ভাই কোন কাজে ভুল করলেও তাঁর প্রতি ছোট ভাইয়ের শ্রদ্ধা কিছু কমে যায় না। কারণ ইট ইজ এ কোয়েশ্চান অব রিগার্ড।

Mr. Speaker :—No. there should not be any question of elder brother or younger brother.

Shri P. R. Das Gupta :—Sir, we have got regard for our elder brothers [illegible] we have got regard for the Chair. But in any technical lapses, we [illegible] draw your attention, and you should also admit that "To err is human".

Mr. Speaker :—No. So long as I here in the Chair, I do not admit that "To err is human",

Shri P. R. Das Gupta :—But member may make any mistake.

Mr. Speaker :—Yes, they may do and it is subject to correction or they may do something against the ruling of the Chair. But whatever the Speaker ruled out in the House that should not be challenged

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমার কথা হচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ যেটা নাকি এই প্রশ্নতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে তাদের কোন লিষ্ট আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি তো নোটিশ ডিমাণ্ড করেছিলেন।

Shri P. R. Das Gupta :—Sir, last Parliament এ Speaker Mr. Dhillan asked the minister concerned that you are to compel to give reply to the question. এই কথাটা আমি দেখাতে পারি, যদি আমাকে সময় দেন।

Shri S. L. Singh :—I draw the attention of the Speaker that I have already given my reply. Sir, "I demand notice" is not a reply ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, ডিমাণ্ড অব নোটিশ ইজ নট এ রিপ্লাই। It means that the question put to him is not within his due purview.

Shri S. L. Singh :—On point of order Sir, have I not given my reply ?

Mr. Speaker :—Yes, you have given your reply.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—Sir, it is a very disregard on the part of the Minister that on a relevant question he always said that "I demand notice", and that proves he is not fit for such a responsible job

Shri S. L. Singh :—Speaker Sir, it is upto you to decide it and not a member.

Mr. Speaker :—Hon'ble member, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে স্পীকার কোন মন্ত্রীকে তিনি যদি নোটিশ ডিমাণ্ড করেন তাহলে তাকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যায় না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আপনি বলছেন যে স্পীকার এটা করতে পারে না, কিন্তু আমার কথা হল স্পীকার হ্যাজ গট দি এভরী রাইট টু হ্যাভ দি রিপ্লাই ফ্রম দি মিনিষ্টার কনসার্নড এ্যাণ্ড প্লেস ইট বিফোর দি হাউস।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ড্র এটেনশান অব দি স্পীকার, হোয়েদার হি ক্যান ডিসাইড দ্যাট ইট ইজ রিলিভেন্ট অর ইরিলিভেন্ট, অর হোয়েদার এ মেম্বার ক্যান ডিসাইড ইট ?

মিঃ স্পীকার :—নো, এ মেম্বার ক্যান নট ডিসাইড ইট।

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Sir, you are to decide whether my question is relevant or not.

Mr. Speaker :—Yes, Speaker is to decide whether a question is relevant or not.

Shri P. R. Das Gupta :—But if the Chief Minister or any other minister concerned tried to avoid to give the reply and say that "I demand notice", then in that case you can pursue the minister concerned to give the reply on to-day or any other day. I quoted this from a ruling of Mr. Speaker, Dhillan in the last Parliament.

Mr. Speaker :—Hon'ble member, you should not forget that this is question hour.

Mr. Speaker:—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 442.

Shri Krishnadas Bhattacharjee .—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 442.

QUESTIONS

1. Whether it is a fact that the whole staff of C. T. T. I. started strike on 29.3.71 ;
2. if so, the reasons therefor ?

ANSWERS

1. No. Only the daily rated workers ceased to work from the 29th March, 1971.
2. The workers resorted to this demanding their absorption in regular service.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যারা সেখানে ষ্ট্রাইক করেছিলেন, তারা কত বছর ধরে নো ওয়ার্ক নো পে বেসিসে কাজ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যখন তারা ষ্ট্রাইক করেছিল, তখন মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে তাদের দাবী দাওয়া পূরণের কোন প্রকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নো, দে হ্যাভ নট বিন গিভেন এ্যানি সাচ আওয়ারটেকিং ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তারা সেখানে আজকে ১২।১৪ বছর ধরে এভাবে কাজ করে আসছে, অথচ তাদেরকে কেন রেগুলার করা হচ্ছে না, তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই জাতীয় কাজের জন্য কোন রেগুলার পোষ্ট নেই বলে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চাইছেন যে তারা আবহমান-কাল এভাবে কাজ করে গেলেও তাদের রেগুলার করা হবে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তাদের কাজগুলি হল নো ওয়ার্ক নো পে বেসিসে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—যে যে পোষ্টে কাজ করছে ঐ কাজের জন্য পোষ্ট ক্রিয়েশন উচিত বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই জাতীয় কোন প্রপোজ্যাল নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ষ্টাফ কতজন আছে টোটেল নাম্বার ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১০ জন স্কিল্ড এবং ২১ জন আনস্কিল্ড।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Ch. Roy.

Shri Naresh Ch. Roy :—Question No. 398.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No 398.

QUESTIONS	ANSWERS
১) কমলনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক (খোয়াই সাউথ সার্কেল) শ্রীচন্দ্রকিশোর সরকার ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন কি ?	১) হঁ্যা।
২) যদি করিয়া থাকে তবে সেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (রায়দান) হইয়াছে কি ?	২) হঁ্যা।
৩) যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তবে সেই অনুসারে কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে কি ?	৩) না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পরেও কার্যকর ব্যবস্থা না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সিদ্ধান্ত হওয়ার পর রায় নিতে সময় গেছে এবং জাজমেনটা আমরা জুডিসিয়েল ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি। সেখান থেকে ফেরত পেলে কার্যকরী করা হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—কবে সেই সিদ্ধান্ত (রায়) দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—জাজমেন্টের রায়টা দেওয়া হয়েছিল ১১।১।৭১এ। জুডিসিয়াল কমিশনার রায় দিয়েছিলেন। আর জুডিসিয়েল সেক্রেটারী, ত্রিপুরা was requested on 10.2.71 for making arrangement to have a certified copy of the said judgement at free of cost and the same have been received on 1-3-71. On receipt of the certified copy of the said judgement the legal advice of the Government Advocate, Agartala, Tripura has been sought for on 1-5-71 and final action will be taken on receipt of his advice.

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কবে সেই মামলাটা দায়ের করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেই ডেটটা আমার কাছে নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—৪।৫ বছর হয় এই মামলাটা দায়ের করা হয়েছে এবং তার রায় ৪।৫ মাস হয় হয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত টাকা পয়সা সে পাচ্ছে না। সে কি করে বাঁচে ? এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর একটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাওয়ার ব্যবস্থা করব।

শ্রীনরেশ রায় :—কবে পর্য্যন্ত আমি আশা করতে পারি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ডেফিনিট তারিখ দেওয়া আমার অসুবিধা আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে এটা না আসার জন্য কোন রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই ব্যাপারে একটা ডিসকাশন কল করেছিলাম এবং সেটা হয়েছে ২৯।৪।৭১এ তারপরেও ডিসকাশন হয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেখানে কি ডিসকাশন হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ক্যান নট ডিসক্লোজ ইট।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 432.

Shri S. L. Singh .—Mr. Speaker, Sir, Question No. 432.

QUESTIONS	ANSWERS
১) আগরতলা বাধারঘাট এলাকায় কোন চা বাগান আছে কি না ?	১) না।
২) থাকিলে তার নাম, তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের নাম, তার ১৯৬৯-৭০ এর চায়ের উৎপাদন ?	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) ঐ চা বাগান সম্পর্কে সরকার কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ? যদি পেয়ে থাকেন তবে তার বিবরণ ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 450.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 450.

QUESTIONS	ANSWERS
১) আগরতলা বনমালীপুর বোধজং বালিকা উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলের এক্স-টেনশনের যে প্রস্তাব ছিল তাহা পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা ?	১) এই নামে কোন স্কুল নাই।
২) যদি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে ইহার কারণ এবং পরিত্যক্ত না হয়ে থাকলে কার্যকরী করতে এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question 439.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr, Speaker, Sir. question No. 439.

QUESTIONS	ANSWERS
(ক) অমরপুর গণ্ডাছড়া জগবন্ধুপাড়া এস, বি, স্কুল গৃহটি পুড়ে যাবার পর পুনঃনির্মিত হচ্ছে না কেন ?	(ক) স্কুলগৃহটি পুনঃনির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ঐ কাজ প্রায় সম্পূর্ণ শেষ এসেছে।
(খ) ঐ গৃহ পুনঃনির্মাণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?	(খ) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :– শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 466.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 466.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের পর্যাপ্ত সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার পশ্চিমাঞ্চলের সদর পূর্বাঞ্চল ব্লক এলাকায় অন্তত: একটি গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	১) না। প্রশ্ন উঠে না

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি জানাবেন প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা ঠিক কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রয়োজনীয়তা নেই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন প্রয়োজনীয়তা নেই ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Jirania block area is not matured to get a Girls High School. The area is being served by three co-educational Higher Secondary School, namely 1) Birandranagar Higher Secondary 2) Pallimangal Higher Secondary School and 3) Ranirbazar Vidyamandir (Higher Secondary School). The enrolment of girls in classes IX to XI of those three school as on 31. 3. 70 is 58, 59 and 73 respectively which is considered very poor enrolment for starting a High stage school for girls only in that area.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যে হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলেন সেই হিসাব মতে দেখা যায় যে যেহেতু তিনটি কো-এডুকেশনাল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং যেহেতু ছাত্রী সংখ্যা অধিক নেই, সেই হেতু সেখানে গার্লস হাইস্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে পারি কি যে যেসব ছাত্রী ভর্তি হতে যায়, সেই সব স্কুলে, তাদেরকে সেখানে স্থান দিতে পারবে কি না এবং স্থান দেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্থান দেওয়ার মত যোগ্যতা থাকলে স্থান দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেইসব স্কুলে সীটের স্কেয়ারসিটি আছে কি না সীট পাওয়া যায় কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মোটামুটি সিট পাওয়া যায়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মোটামুটি পায়, তাতে বুঝা যায় যে সার্বিকভাবে বা কম্পলসারী পায় না, কাজেই এই লাইনে চিন্তা করে, সেখানে একটা গার্লস হাইস্কুল এই সামনের পরিকল্পনায়, এডুকেশান ইয়ারে স্থাপন করবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানকার জনসাধারণ থেকে কোন রিপ্রেজেন্টেশান পেয়েছেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বহু রিপ্রেজেন্টেশানই আমাদের কাছে আসে। এইগুলি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মেয়েদের কম্পলসারী কো-এডুকেশন না করে তারা যাতে আলাদাভাবে শিক্ষা পেতে পারে, তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি না এবং সেইদিকে চিন্তা করে তাদের জন্য আলাদা হাইস্কুল খোলার চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সাবডিভিশন্যাল টাউনগুলিতেই আমরা গার্লস হাইস্কুল দিতে পারিনি, প্রথমে ওদেরটা কনসিডার করা দরকার। আমরা প্রথমে সাবডিভিশন্যাল টাউনগুলি কভার করব এবং সেই জাতীয় পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস দিবেন কি না যে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী স্কুলের অভাবে ভর্তি হতে পারছেনা, তারা যদি দরখাস্ত করে, তাহলে তাদের শহরের স্কুলগুলিতে স্থান করে দেবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ভর্তি হওয়ার উপযুক্ততা থাকলে পরে ভর্তি করার আশ্বাস দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোশ্চান নাম্বার ৪৫১।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোশ্চান নাম্বার ৪৫১ স্যার :

QUESTION S	ANSWERS
1. Whether it is a fact that the post of one U. D. C. under Gevernment Press is lying vacant for the last five years continuously ;	Materials under collection.
2. If so the reasons therefor.	

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 399.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. ?99 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বৎসরের অনেক দিনই স্কুলে উপস্থিত থাকেন-না ?	না।
২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এই সম্পর্কে সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি না ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি , প্রধান শিক্ষক মহাশয় ১৯৭১ সালের জানুয়ারী হইতে এই পর্যন্ত কয়দিন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—The Headmaster was in regular attendance to the school upto February, 1971. But from March, 1971 he was on leave as he was ill. His protracted illness compelled him to take leave for sometimes more.

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি, প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রায়ই অসুস্থ থাকেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য : তিনি আজ মাস চারেক ধরে অসুস্থ আছেন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অসুস্থ থাকাকালীণ তিনি বেতন পান কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আইনানুযায়ী যা পাওয়া যায় তা তিনি পান।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন. তিনি কি রোগে ভুগছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা ঠিক কিনা যে তিনি আজ ছয়মাস যাবত চক্ষু রোগে ভুগছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমার সেটা জানা নেই, খোঁজ নিয়ে জানাতে পারব।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি প্রমানিত হয়, তাহলে কোন এ্যাকশান নেবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তিনি যতদিন মেডিক্যাল লীভ পাওনা আছেন, ততদিন তাঁকে মেডিক্যাল দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—Shri Naresh Roy, you have got another question.

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ঘাঘড়াছড়া (চৈলেংটা) জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহটির লম্বা ও পাশের পরিমাণ কত? ঐ স্কুলে বর্ত্তমানে কয়টি ক্লাশ এবং ক্লাশগুলির মধ্যে পারটিশান দিয়ে সেপারেট করা আছে কিনা?

২। ঐ স্কুলে বর্ত্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত; এবং শিক্ষক কতজন আছেন?

৩। ঐ স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর

১। ঘাঘড়াছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের ৩৭½´×১৫´ এবং ২৪´×১২´ ফুট পরিমাপের দুইটি ঘর আছে। বর্ত্তমানে ঐ স্কুলে ৫টি ক্লাশ আছে, কিন্তু ক্লাশগুলির মধ্যে কোন পারটিশান নাই।

২। ঐ স্কুলে বর্ত্তমানে ১০৭ জন ছাত্রছাত্রী ও ৩ জন শিক্ষক আছেন।

৩। না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, একটা স্কুলে পাঁচটা ক্লাশ হয়, সেখানে কোন রকম পার্টিশান নেই, সেখানে পড়াশোনা কি করে হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পার্টিশান না থাকলে পড়াশোনা হবেনা, এমন কোন কথা নেই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা ঠিক কি না, যে, ক্লাশ ওয়ানে হয়তো পড়ানো হচ্ছে এ, বি, সি, আবার অন্য ক্লাশে পড়ানো হচ্ছে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি, সেখানে একটা হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি হয় কি না এবং সেখানে পড়াশোনা ঠিকমত চলতে পারে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা বেড়ার পার্টিশান দিলেও সৃষ্টি হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—তাহলে পার্টিশন দেওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পার্টিশন দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করি যখন নাকি স্কুল'এ পার্টিশন থাকেনা, ইনসপেক্টার অব স্কুল থেকে রিকনস্ট্রাকশন এবং রিপেয়ারিং'এর জন্য প্রপোজাল পাঠানো হয়। এই স্কুলের জন্য ইনসপেক্টার অব স্কুল প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, এবং সেই প্রস্তাবটা স্যাংশান হলে পরেই সেটা রিপেয়ার করতে পারব এবং পার্টিশান করতে পারবেন।

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Mr. Speaker, Sir, I am interested to ask the Questions of Shri Nishikanta Sarker, Question No. 129. (Postponed).

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। উদয়পুর ব্লকের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কর্ত্তৃক পুষ্করিণী খনন করা হয়েছে কি না ? এবং ২। করিলে কোন্ কোন্ গ্রামে করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা কি আয় হয় ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—এ্যানাদার কোয়েশ্চান—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is a fact that the R. C. C. wells have been provided at Wai Sudi and Puran Haticherra under Udaipur Sub-Division.
2. If so, whether it is a fact that pacca construction has not been made so far for the same.
3. If so, the reason thereof ?

ANSWER

1. Yes.
2. Work (Pucca construction) of one R. C. C. well (Uaimuki) is near about completion and the other (Puran Hatichera) R. C. C. Well has recently been started.
3. Does not arise.

Mr. Speaker :—There are three Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

There is a Calling Attention notice given of by Shri Aghore Deb Barma on 22. 6. 71 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 23rd June, 1971.

I would call on Hon'ble Minister-in-charge to make statement on কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আগরতলা এম, বি, বি, কলেজে বি, এ, পার্ট ওয়ান বি, কম, ইত্যাদি পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা কোন তথ্য পাই নাই। তবে কলকাতার কয়েকটি প্রধান প্রধান দৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম, বি, বি; কলেজে অনুষ্ঠিত ১৯৭১ সালের বি, কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছেন। এম, বি; বি; কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন যে ঐ কেন্দ্রের অফিসার-ইন-চার্জ এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর পরীক্ষা সমূহের ডিপুটি কনট্রোলারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে শিক্ষা বিরুদ্ধ হামলাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রভৃতি কারণে সেণ্ডিকেট ঐ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার হলে যে কোন ধরণের গোলযোগের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাতে হয়। এ বছরের বি, কম, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সময় যে দুইটি গুরুতর ঘটনা এম, বি, বি, কলেজ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার কাজ পরিচালনার বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা এইরূপ—

১১ই জুন বেলা প্রায় ১১টায় কলেজের প্রথম তলার (ফার্ষ্ট ফ্লোর) একটি হলে পরীক্ষায় অসদোপায় গ্রহণ করার সময় একজন পরীক্ষার্থীকে ধরা হলে তার প্রতিবাদে ঐ হলের বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী হল ছেড়ে বাইরে চলে যায় এবং নির্বিচারে আগুন নিবানোর জন্য রাখা বালতি, আগুন নিভানোর যন্ত্র, ডেস্ক বেঞ্চি, টেবিল প্রভৃতি নীচ তলায় (গ্রাউণ্ড ফ্লোরে) ছুঁড়ে মারে তার ফলে নীচ তলা থেকে প্রথম তলায় প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এই গোলমাল শীঘ্রই অন্যান্য হলে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করে ২৪ জনেক আটক না করা পর্য্যন্ত আসবাব পত্র তছনছ, পরীক্ষার খাতা ছেড়া ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকলাপ চলতে থাকে। এই ঘটনায় পরীক্ষা প্রায় আধা ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

অনুরূপভাবে ১২ই জুন কোনও পরীক্ষার্থীকে অসদোপায় অবলম্বন থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করায় পরীক্ষার হলে কর্ত্তব্যরত একজন অধ্যাপক প্রহৃত হন। ১১ই জুন কলেজে হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পরে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী এক অধ্যাপকের বাড়ীতে চড়াও হয়। ঐ অধ্যাপকই সেদিন অসদোপায় গ্রহণ কালে একজন পরীক্ষার্থীকে বাঁধা দিয়েছিলেন। উন্মত্ত পরীক্ষার্থীরা উক্ত অধ্যাপকের বাড়ীর ঝিকে প্রহার করে এবং তাঁর একটি রেডিও ও টেবিল ঘড়ি চুড়মার করে।

উপরোক্ত ঘটনাই যেমন যেমন ঘটেছিল সংক্ষেপে তাহাই অফিসার ইন চার্জ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জানিয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন প্রকার চিঠিপত্র না থাকায় উল্লিখিত পরীক্ষা বাতিল করার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশান স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে যেটা জানতে চেয়েছি, তাতে তিনি ষ্টেটমেণ্টের মাধ্যমে বলেছেন যে

কতিপয় ছাত্র এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমস্ত ছাত্র সমাজ এর মধ্যে জড়িত নয়। কাজেই যারা অন্যায় করেছে তারা শাস্তি পাক, এটা আমরা চাই, কিন্তু এর সঙ্গে যারা অন্যায় করেনি তারা কেন শাস্তি পাবে, এটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমরা এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরাপুরি ইনফরমেশান পাইনি এবং আমরা যদি পুরা ইনফরমেশান তাদের কাছ থেকে পাই তাহলে সেটা আমরা অবশ্যই জানাব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ঘটনা হয়েছে, যেটার কথা আপনি এখানে বললেন, এটা কেন হল, তার কারণ কি, সেটা সরকারীগতভাবে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে দেখার দরকার আছে বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা তো আমি বললাম যে ডিটেইলস ইনফরমেশান আসলে পরে, সেটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে এই ব্যাপারটা জানিয়েছেন, তার তারিখটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কবে জানিয়েছেন, সেই তারিখটা আমার কাছে এখন নেই, কাজেই সেটা আমি এখন বলতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে টেলিফোন করেছেন...

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, আমি বলেছি যে টেলিফোন করে বলা হয়েছে যে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সেজন্যই আমি বলছি এই যে ঘটনা ঘটলো, এটার প্রতিকার করার জন্য সরকারীগতভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা যাতে ভবিষ্যতে আর এই ধরণের ঘটনা না ঘটে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাগজ পত্র পেলে পরে আমরা এটা বিচার বিবেচনা করে দেখব।

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Chief Minister to make a statement regarding food situation in Tripura.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, ১৯৭০ সনে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বণ্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত ও কার্যকর ছিল, চাউলের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছিল ও পূজা পার্ব্বনের সময় অতিরিক্ত রেশনও দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সনেরও প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত এই সন্তোষজনক খাদ্য পরিস্থিতি বজায় ছিল। যেসব খাদ্যশস্য পরিবহণ করা হচ্ছিল সেগুলি সহ ১৯৭১ সনের ১লা এপ্রিল ত্রিপুরায় সমস্ত খাদ্যশস্যের

মজুতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩,০০০ মেঃ টন। তা ছাড়া ১৬,৫০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য বোঝাই হয়েছিল ও সেগুলি আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার ছয় মাসেরও বেশী চাহিদা মেটাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত ছিল।

এই সভা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব বঙ্গের ঘটনাবলীর ফলে মার্চ (১৯৭১) মাসের শেষ দিকে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এইভাবে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর স্রোত অব্যাহতভাবে আসতে থাকবে তা আগে আশঙ্কা করা যায় নি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং আজ এই ১৬ লক্ষ মানুষের ত্রিপুরাকে আরো ১০ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান করতে হচ্ছে। সরকারের উপর কতটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তা এই সভা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।

প্রসাশন অবিলম্বে বরাদ্দীকৃত বাকী খাদ্যশস্যের আমদানীর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি কারণে আমদানির কাজ ব্যহত হতে থাকে। এই কারণ দুটি হলো :—

ক) রেলওয়ে আউট এজেন্সির অপ্রতুল কর্মক্ষমতা এবং

খ) ধর্মঘটের ফলে রেলপথে মালপত্র আটক এবং পথের বিভিন্ন স্থানে ওয়াগন আটক ;

আউট এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে অবিলম্বে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় কিন্তু তাতে আউট এজেন্সির কর্মক্ষমতার উন্নতি হয় নি। ইতিমধ্যে ধর্মনগরে মালপত্র আটক হয়ে থাকে। স্থানীয় ট্রাকগুলি সংগ্রহ করে মালপত্র আনার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয় কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় মাল খালাস করার পক্ষে এই ট্রাকগুলির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। জরুরী ভিত্তিতে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিবহন ব্যবস্থার অভাব দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সামরিক বাহিনীর গাড়ী পাঠানোর জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধও করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী অতি দ্রুত সাড়া দেন এবং পরিবহনের জন্য আমাদের হয়ে ট্রাক নিযুক্ত করেন। ধর্মনগরে জমে যাওয়া মাল খালাস করার ব্যাপারে এটা প্রভূত সাহায্য করে।

ইতিমধ্যে রেল বিভাগ প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করায় সরবরাহের গতি বাধাপ্রাপ্ত হলেও বর্তমানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসতে সুরু করেছে এবং আমাদের মজুত ভাণ্ডার দ্রুত পূর্ণ করা হচ্ছে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে সর্বপ্রকার খাদ্যশস্যের সরবরাহের মাসিক গড় হিসাব ছিল প্রায় ১৩০০ মেট্রিক টন। গত এপ্রিল মাস থেকে সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে মাসিক গড়ে ৮ হাজার থেকে ৯ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। এই পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার চাউল ও আটার সরবরাহ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৪০,৫০০ টন ও ১১,০০০ টন করেছেন এবং আরও

আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করা হবে। ধর্মনগর ও চোরাইবাড়ী থেকে মাল খালাস যাতে দ্রুততর হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শরণার্থীদের স্থানান্তর করার কাজে যেসব বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলির মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানী করা হচ্ছে। দ্রুত সরবরাহ করার এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমরা নিশ্চিতভাবে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হবে না বলে আশ্বাস দিতে পারি। আমাদের আয়ত্তের বাইরে হওয়ায় যদি সময়ে সময়ে সড়ক যোগাযোগ বা রেল চলাচল বিপর্যস্ত হয় তা হলে হয়তো সাময়িকভাবে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যদি কোন সাময়িক অসুবিধা দেখাও দেয় আমি আশা করি, এত বিপুল পরিমাণের খাদ্যশস্য আনয়ণের দ্রুত ও বৃহৎ কাজের গুরুদায়িত্বের কথা বিবেচনা করে ত্রিপুরার জনগণ সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবেন।

আমার বিশ্বাস আছে যে ত্রিপুরাবাসী পূর্বে অনেক অসুবিধাই সাহসের সাথে মোকাবিলা করেছেন : আর ভবিষ্যতেও তাঁরা যে কোন অসুবিধাই সাহসের সাথেই মোকাবিলা করবেন। ১১ই জুন (১৯৭১) যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সপ্তাহের ত্রিপুরার বড় বড় বাজারের চাউলের দরের একটি তুলনামূলক হিসাব আমি বিধান সভায় পেশ করেছি। অন্যান্য জিনিষ-পত্রাদি যেমন ডাল, লবণ, চিনি এবং তৈলের দাম বেড়েছে। বাজারে অত্যধিক চাহিদাই এসব জিনিসের দাম বাড়বার একমাত্র কারণ নয় বরং নিয়ন্ত্রিত মাল চলাচল এবং যেখান থেকে এই জিনিষপত্তর আনা হচ্ছে, সেখানে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ। সর্বোচ্চ গুরুত্বের ভিত্তিতে জিনিষপত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার ৩ হাজার মেট্রিক টন ডাল, ৬০০ মেট্রিক টনের কিছু বেশী তৈল, ২১০০ মেট্রিক টন লবণ এবং ১ হাজার মেট্রিক টন চিনির বরাদ্দ দিয়েছেন। এইসব জিনিষ আরও বেশী সরবরাহের আদেশও দেওয়া হবে।

উদ্বাস্তুদের খাদ্যশস্যের রেশনের পরিমাণ সাময়িকভাবে ৪০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৩০০ গ্রাম করা হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ যা পান তার চাউলের পরিমাণ হিসেব করলে দেখা যাবে যে উদ্বাস্তুদের হ্রাস করা রেশনের পরিমাণ তার চেয়েও বেশী। তরিতরকারী ইত্যাদি সরবরাহ করে রেশনের যে পরিমাণ কমান হয়েছিল তা পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে শীঘ্রই গম বা ভাঙ্গা গম সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর থেকে তাঁরা ভাল খাবার তৈরী করতে পারবেন।

গত ২১শে জুন আমি যে বিবৃতি দিয়েছি তাতেই বলা হয়েছে যে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী কয়েক সপ্তাহে যদি আমরা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হই তবে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় আমরা তা কাটিয়ে উঠতে পারব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন সেই সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেজন্য বলছি যে—

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, এই ষ্টেটমেণ্টের উপর কোন আলোচনা হবে না। স্পেশাল সারকামষ্টেন্সে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ের উপর কোন আলোচনা হবে না। আই থিঙ্ক নো ডিসকাশন ইজ নেসেসারী।

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Business—Resolution of Sarbashri Promode Rn. Das Gupta, Kshitish Ch. Das & Suresh Ch. Choudhury. It has been bracketed. Now I would call on Shri Promode Rn. Das Gupta to move his Resolulion that—"This House urges upon the Government to supply the scheduled dry rations to the evacuees from East Bengal residing outside the camps and besides dry rations, for other items the evacuees living in camps should be paid in cash ; cooking utensils, clothing should be supplied to the evacuees : separate accomodation for unattached boys, girls and women should be made and special died should be given to the sick, sucking babies, expectant mothers and infirms." অনারেবল মেম্বার, এই বিষয়ে কি বিশেষ আলোচনা করবেন বলে মনে করেন? কারণ এই বিষয়ে আলোচনা একবার হয়ে গেছে গতকাল বিস্তৃতভাবে!

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আলোচনা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যে ভাবে সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে বলার। কাজেই ঠিক যেগুলি আলোচনা হয়েছে সেগুলি আমি আলোচনা করব না। যেগুলি উনার ষ্টেটমেণ্টে ছিল না সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলব।

মিঃ স্পীকার :—কালকে রিফিউজী সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা হয়ে গেছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—টাইম তো অনেক আছে স্যার। বিজনেস তো আজকে আর নাই।

মিঃ স্পীকার :—বিজনেস নাই বটে। তবে একই বিষয়ে বার বার আলোচনা করবেন এটা রিপিটেশান হয়। তবে আপনারা যদি চান আলোচনা করতে আমার কোন আপত্তি নাই। তাহলে আপনি আরম্ভ করুন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি মুভ করছি রিজিউলেশনটা—"This House urges upon the Government to supply the scheduled dry rations to the evacuees from East Bengal residing outside the camps and besides dry rations, for other items the evacuees living in camps should be paid in cash ; cooking utensils, clothing should be supplied to the evacuees ; separate accommoda-

tion for unattached boys, girls and women should be made and special diet should be given to the sick, sucking babies, expectant mothers and infirms."

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে প্রস্তাবটা আমি হাউসের সামনে রেখেছি, আমার বিশ্বাস যে এর উপর অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। তবে একটা প্রশ্ন হচ্ছে উনার যে ষ্টেটমেন্ট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, সেই ষ্টেটমেন্টের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে যে ৫ লক্ষ রিফিউজী ক্যাম্পে আছে এবং মোর দ্যান টু লাখস্ আছে আউটসাইড ক্যাম্পে। এখন যারা আউটসাইড ক্যাম্পে আছে তারা অনেকের বাসা, অনেকের বাড়ীতে আছে এবং তাদের প্রশ্নটা আজ বিশেষভাবে আসছে এই জন্য যে যারা ক্যাম্পের বাইরে আছে এবং যারা ড্রাই রেশন পাচ্ছে না এবং তারা কাদের বাড়ীতে আছে? আমাদের এই আগরতলায় এবং এই ত্রিপুরায় নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশী এবং তারা সাধারণ কৃষক এবং সাধারণ শ্রমিক এই যে সাধারণ নিম্নস্তরের কর্মচারী, তাদের বাড়ীতে বেশী সংখ্যক ইভাকিউজ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং ওরা ওদের যে সামান্য খাওয়া, তার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং আজকে ড্রাই রেশন না পাওয়াতে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এইসব লোক একবেলা কেউ খাচ্ছে, কেউ হয়তো খেতে পাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। যেখানে পাঁচ জনের পরিবার ছিল সেখানে আজকে ১০ জন, ১২ জন, ১৫ জন লোক হয়েছে, তাতে তাঁদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে, তাই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই যে আউট সাইড ক্যাম্পে যাঁরা রয়েছেন, এইসব ইভাকিউজদের যাতে ড্রাই রেশন দেওয়া হয়, নতুবা আজকে বাজারে জিনিষপত্রের দাম যেভাবে হু হু করে বাড়ছে,— যে পরিমাণ চাউল আজকে রেশন থেকে দেওয়া হচ্ছে, সেই চাউলে সেইসব লোকের হচ্ছে না, তাই তাদের বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। তাছাড়া ডাল, তেলের দামও বেড়ে যাচ্ছে। সেইদিকে চিন্তা করে এবং আমাদের সরকার যে দায়দায়িত্ব নিয়েছে ইভাকিউজদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন, আজকে সেই আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ লোকের অবস্থা কি? অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে ১০ লক্ষ লোক ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ইভাকিউজ আজকে আউট সাইড ক্যাম্পে থাকছেন। অতএব যেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক, তার যে সীমিত সম্পত্তি যে রেশন, সেটাতেই কুলোচ্ছে না, এবং যেখানে আজকে এদের যে রেশন, তার উপর তাদের বাজার থেকে তাদের যদি কিনতে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, আজকে না হউক, কাল দেখা দেবেই। মিঃ স্পীকার স্যার, তাই আমি অনুরোধ রাখব যে ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে ড্রাই রেশানের প্রভিশান যাতে করা হয় এবং এটা যদি ত্রিপুরা সরকারের একতিয়ারে না থাকে, তাহলে আজকে এই হাউসের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যেন বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করে এবং চাপের মাধ্যমে এটা যাতে আদায় হয়, তার চেষ্টা করা এবং এই বিষয়ে আর বিলম্ব না করা উচিত এবং বিলম্ব না করে যদি প্রয়োজন হয়, মন্ত্রী পরিষদের কোন কোন সদস্য দিল্লীতে যাওয়া উচিত এবং তাঁরা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন এবং প্রভাব

বিস্তার করে সেটা আদায় করে নিয়ে আসতে পারেন তার চেষ্টা করা উচিত। মাননীয় স্পীকার স্যার এছাড়া কালকে আলোচনার মধ্যে যেটা ছিল না সেটা হচ্ছে অনেক লোক এখানে কি অবস্থায় এসেছে, আমি দেখছি যে ১৭ | ১৮ হাজার লোক যে সাউথ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, কেউ তাদের মধ্যে গামছা পড়ে এসেছে, কোন কোন মেয়েলোক তার একটা জীর্ণ শীর্ণ শাড়ী পড়ে এসেছে, তার কারণ হচ্ছে পাক হানাদারদের হামলার ভয়ে তারা দৌড়ে, তার সমস্ত সম্পত্তি, বাড়ী, ঘর, গরু বাছুর ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, সেই সময় ভাবেনি যে তাদের কাপড় জামা ইত্যাদি আনতে হবে, তারা হয়তো স্নান করতে গিয়েছিল, দৌড়ে এক কাপড়ে আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করেছে। আমি দেখেছি যে এখানে তাদের জন্য কাপড় চোপড়ের বন্দোবস্ত করা হয়নি, কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে, খুব খারাপ অবস্থা দেখা দেবে, তাই এখানে যে ক্লোদিংএর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি দাবী করছি আর কাল বিলম্ব না করে কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষপত্র যাতে দেওয়া হয় তার জন্য আমি এখানে দাবী জানাচ্ছি। আর কুকিং ইউটেনসিলস নিয়ে আসেন নি বা আনতে পারেন নি, কেউ কেউ হয়তো সময় পেয়েছেন, আনতে পেরেছেন, কিন্তু অনেক লোকই আনতে পারেন নাই। তাই এইসব জিনিষ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি বিশেষভাবে মনে করি। আরেকটা হচ্ছে যে জিনিষটার উপর বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত, সেটা হচ্ছে অনেক মেয়ে, অনেক ছেলে অনেক বয়স্ক মেযে তারা এসেছে, কেউ হয়তো তার স্বামী হারিয়েছে, মেয়ে মা বাপ হারিয়েছে, কেউ হয়তো মা বাবার খবর জানেনা, ছেলে তার মা বাবার খবর জানেনা, মাইনর বয়সে প্রাণের ভয়ে ছুটে চলে এসেছে, কার মা কোথায়, কার বাপ কোথায়, বড় ভাই বা কোথায় মেয়েলোকের স্বামী কোথায় কোন খবর নেই, এই অবস্থায় একটা বিরাট সংখ্যক ছেলে মেয়ে, বয়স্ক মেয়েলোক এখানে এসেছে, আজকে তারা যেভাবে আছে, সেইভাবে তাদের থাকা উচিত নয়, তাদের সবদিক বিবেচনা করে এইসব আনএ্যাটাচ্ড গার্লস, বয়েজ যারা আছে, তাদের সেপারেট করে রাখা উচিত, যাতে একটা সুস্থকর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং তাদের স্পেশ্যাল করে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা ক্যাম্প করে রাখা দরকার—যেহেতু তাদের দেখবার অভিবাবক কেহ নেই। সেইদিক থেকে এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কথাটা রাখা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আশা করি সরকার—শরণার্থীদের দায় দায়িত্বে যিনি আছেন, সেটা বিশেষভাবে চিন্তা করে. তাদের আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করবেন। এখানে আমাদের আনএ্যাটাচ্ ক্যাম্প আছে, যাদের মা বাবার খোঁজ নেই, মাইনর বয়জ, গার্লস, বয়স্ক মেয়ে আন এ্যাটাচ্ড রয়েছে, ইট ইজ দি পলিসী অব দি গভর্ণমেন্ট, তাদেরকে আলাদা করে রাখা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে রুগ্ন শিশু এবং রুগ্ন লোক যারা এসেছেন এবং যে মা সন্তান সম্ভবা, এবং যারা বিকলাংগ, তাদেরকে স্পেশ্যাল ডায়েট দেওয়া, এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। কারণ এদের যে নিউট্রিশাচ ফুডের দরকার, এই সম্পর্কে কেউ কোয়েশ্চান করবেন না। আমি দেখেছি অনেক কম দুধ সেই ক্যাম্পগুলিতে পাচ্ছেন, কিন্তু সেখানে আরও দুধ বেবীদের দেওয়া দরকার এবং তার ব্যবস্থা সরকারের নেওয়া দরকার। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে

অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আমি আরেকটা কথা এখানে বলব যে, যে ষ্টেটমেন্ট মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর মাধ্যমে এই হাউসে এসেছে, তার মধ্যে আছে যে ১০ লক্ষ ইভাকিউইজ এসেছে এবং তার মধ্যে আট লক্ষ ইভ্যাকিউজ আনরেজিষ্টার্ড, এবং তার মধ্যে আবার পাঁচ লক্ষ'এর মত ক্যাম্পে আছেন, আর বাকী আড়াই লক্ষ বাহিরে আছেন, আর তিন লক্ষ'এর মত রেজিস্টার্ড হয়নি বা কোনকিছু পায় না। তাতে কি অবস্থা দাঁড়ায়, আমাদের সার্থে তাদের নাম রেজিষ্টার করা দরকার, কারণ এই একটা বিরাট সংখ্যক লোক যদি রেজিষ্ট্রাশন না নিয়ে, নাগরিক অধিকার নিয়ে এই দেশে থেকে যায়, তাহলে আমাদের যে সীমিত সম্পত্তি, তার উপর চাপ সৃষ্টি হবে। আমরা চাই বাংলাদেশ স্বাধীন হউক এবং সেখানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হউক যাতে এইসব লোক তাদের দেশে ফিরে যেয়ে পুনর্বাসন পায়, এবং সেখানে বসবাস করবার সুযোগ পায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও বলেছেন, আমরাও সেটা চাই, সেইজন্য এই রেজিষ্ট্রেশানটা খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত, এই ব্যাপারে গাফিলতি করা উচিত নয়। একমাত্র থানায় রেজিষ্টেশান না রেখে, যে সমস্ত তহশিল অফিস আছে, গ্রাম দেশে, সেখানে রেজিষ্টেশানের ব্যবস্থা করা দরকার, সেকথা আমি গতকালও বলেছি। কাজেই এর উপর আমি আর বিশেষ আলোচনা করব না। আমি শুধু একথা বলব যে যদি এই সমস্ত ইভাকিউজ যারা আউটসাইড ক্যাম্প থাকছেন, তাদের যদি অবিলম্বে ড্রাই রেশন না দেওয়া হয়, তাহলে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়বে এবং আমাদের অর্থনীতির উপর একটা বিরাট চাপ পড়বে। অবশ্য আমাদের কাছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফুড সম্বন্ধে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং ষ্টেটমেন্টের মধ্য দিয়ে এই আশংকাই অনুভব করতে পারছি যে জনসাধারণদের দুঃখ, ক্লেশ এবং কষ্ট-এর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন, যদিও তার সাথে সাথে আশা করেছেন যে খাদ্য সম্ভার এর মধ্যে এসে পড়বে। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে কত খাদ্য দ্রব্য পাচ্ছি, কত খাদ্যশস্য ধর্মনগর আটক পড়ে আছে, নতুন যান বাহনের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইসব যানবাহন আগরতলায় এসে পৌঁচেছে কিনা, অন্যান্য গোদামে কি পরিমান খাদ্যশস্য আছে, ওয়াগনের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, রেলওয়ে আউট এ্যাজেন্সী মাল আনা নেওয়ার জন্য যে অপ্রতুলতা এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য যান বাহনের ব্যবস্থা কতটুকু আমরা করতে পেরেছি, কত পরিমাণ এখানে এসেছে, তার কোন চিত্র আমরা এই ষ্টেটমেন্টের ভিতর দিয়ে পাইনি, তাই আশংকা করছি খাদ্য সম্ভার আমাদের যা আছে, তাতে বেশীদিন যাবে না। তাই আমাদের আশংকা হচ্ছে, আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা যেটা আছে, সেটা আর বেশীদিন যাবেনা, যদি না সেটাকে তরান্বিত করে যেমন একটা দেশে যুদ্ধ লাগলে পরে যে ওয়ার পুটিং এর মত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেইমত কাজ চালানো না যায়। আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের যে সীমতি ক্ষমতা, আমাদের যে সীমিত সম্পদ এবং আমাদের যে প্রশাসনিক কাঠামো তার যে কম্পিটেন্সী এ্যাণ্ড এফিসিয়েন্স সম্বন্ধে, এই যে এতবড় ইভাকুইজ এর আগমন সেটাকে টেক্যাল

করতে পারে, সেইসব চিন্তা করে আমি আবার দাবী করব আমাদের এখানে যে সমস্ত ইভাকুইজ ক্যাম্প আছে, তাদের সমস্ত দায় দায়ীত্ব ভারত সরকার যেন গ্রহণ করবেন এবং ভারত সরকারের উপর তাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে আমি মনে করি আমাদের স্থানীয় যেসব সমস্যা আছে, তা দিয়ে আমাদের প্রশাসন ঠিকভাবে চালাতে পারবে। এই বলে আমি আবার দাবী করব যে সমস্ত ইভাকুইজ এসেছে এবং আরও যারা আসছে, তাদের সবার দায় দায়ীত্ব যেন ভারত সরকার ভার নিজের দিয়ে ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রমোদবাবু যে প্রস্তাবটি এই হাউসে উত্থাপন করেছেন, এই বিষয়ে এর উপর অর্থাৎ বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সম্বন্ধে আমারও একটা প্রস্তাব এই হাউসে আলোচনা করবার জন্য দাখিল করেছিলাম। আমার সেই প্রস্তাবের বিষয় বস্তু ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে আংশিক রেশান এবং আংশিক ক্যাশ দেওয়ার যেন ব্যবস্থা করা হয়। আমার এই প্রস্তাব আনার কারণ হচ্ছে, আজকে বাংলা দেশ থেকে যারা আসছে, তাদেরকে কোন কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে পাক করা খাদ্য, আর কোন কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে শুধু চাউল, আবার কোন কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, চাউল, ডাল, তেল, লবন এবং তার সঙ্গে কিছু তরিতরকারী। আমরা জানি যে, ১'১০ পয়সা দিয়ে তাদের দৈনিক খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেটা দেওয়া হচ্ছে তাতে ঐ ১'১০ পয়সা দেওয়া হচ্ছে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই আমি মনে করি তাদের যা দেওয়ার কথা, তারা সেটা ঠিকমত পাচ্ছে না। সেজন্য শরণার্থীদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, যেমন কেরোসিন তেলের অভাবে তাদের অনেকের অন্ধকার ঘরে বা জায়গায় বসে রাত্রি যাপন করতে হচ্ছে। আজকে তারা কেন নিজেদের দেশ ছেড়ে এখানে আসতে বাধ্য হচ্ছে? তার কারন তো আমাদের কারও অজানা নয়। কারণ হল রাত্রির বেলায় পাক মিলিটারীরা তাদের বাড়ীঘরে ঢুকে তাদের মেসিনগানের গুলি দিয়ে হত্যা করছে, আবার কাউকে বা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। এই অবস্থায় তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় কোন কিছু আনতে না পেরে আমাদের ভারতীয় এলাকায় তথা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এই অবস্থায় যদি আমরা তাদের যা কিছু সাহায্য করার কথা, সেটা যদি ঠিক মত না দিতে পারি, তাহলে তাদের বাঁচার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই। তাদের বন জঙ্গল থেকে লতা পাতা কুড়িয়ে এনে সেগুলি পাক করে খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না এবং বাস্তবিক পক্ষে কোথাও কোথাও যে এই রকম হচ্ছে না, এমন নয়। তাই আমি আমার প্রস্তাব রেখেছি যাতে করে তাদের চাউল, ডাল, তেল এবং লবন দেওয়া হয় আর বাকী যেটা আছে, সেটা যেন ক্যাশ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি কিনে নিয়ে বাঁচতে পারবে। আজকে তারা যে লতাপাতা খাচ্ছে, তাতে করে দেখা যাচ্ছে, অনেকের পেটে অসুখ হয়েছে, কিন্তু তারা পয়সার অভাবে একটা টেবলেট পর্য্যন্ত কিনে খেতে পাচ্ছে না তারপরে আছে আউট সাইড ক্যাম্পে

যারা আছে, তাদের কথা। তাদের যদি রেশন দেওয়া না হয়, তাহলে তাদের অবস্থা ঐ একই রকম হবে। আজকে যে সব শরণার্থী আছে, লক্ষ লক্ষ, তাদের সবাইকে যে সরকার থেকে ক্যাম্পে জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হবে, এই রকম মনে করার কোন কারণ নেই। যারা ক্যাম্পে না গিয়ে নিজেদের আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে, তাদের মধ্যে অনেক গরীব লোক আছে, যারা নাকি তাদের পরিবার পরিজনদের খাওয়ার দিতে পারছে না, এই অবস্থায় তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমাদের বিলোনীয়াতেও এই রকম অবস্থা এইসব শরণার্থী-দের মধ্যে চলছে। কাজেই যাদের খরিদ করে খাওয়া দাওয়া করার কোন ব্যবস্থা নেই, তাদেরকেও সরকার থেকে রেশন দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি আমার প্রস্তাবে রেখেছি, তাদের চাউল, ডাল, তেল এবং লবন ইত্যাদি দেওয়ার পর যে টাকাটা বাকী থাকবে, সেটা যেন তাদের নগদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পরে তারা ঐ পয়সা দিয়ে লাকড়ি এবং অন্যান্য জিনিষপত্র খরিদ করতে পারবে। এবং প্রমোদ বাবুর প্রস্তাবেও আমার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু আছে। যেমন আউট সাইড ক্যাম্প সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে, সেটা হল আমাদের সরকারের পক্ষে এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের স্থান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। যদিও সরকার ইতিমধ্যে তাদের স্কুল গৃহ এবং ক্যাম্পগুলিতে জায়গা দেওয়ার বিশেষভাবে চেষ্টা করতেছে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত যারা আসছে, তাদের দিয়ে সেগুলি একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। এখন যথেষ্ট লোক আছে, যাদের নাকি সরকার ক্যাম্পে জায়গা দিতে পারছে না। কাজেই তাদের যদি সরকার থেকে কোন প্রকার সাহায্য না দেওয়া যয়, তাহলে তাদের অনেকেরই অনাহারে মারা যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। কাজেই তাদেব বেঁচে থাকার জন্যই তাদের রেশন দেওয়া উচিত বলে, আমি মনে করি। আমাদের এখানে যখন পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার মহোদয় এসেছেন, তখন আমরা তার কাছে জানতে পেরেছি যে সেখানে যারা নাকি আউট সাইড ক্যাম্পে আছে, তাদেব রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কাজেই আমি বলব এই ব্যাপারে সরকারের অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আর তা না হলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টী হবে, তাদের অনেকেব মৃত্যুর কারণ ঘটবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি অনুরোধ করব যাতে সরকার এই ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করেন। কাজেই আমার প্রস্তাব ছিল, আংশিক রেশন এবং আংশিক ক্যাশ দিয়ে দেওয়ার যে ব্যবস্থা, সেটা তাড়াতাড়ি চালু করে শরণার্থীদের মৃত্যুর হাত থেকে যেন বাঁচানো হয়। এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য, প্রমোদ বাবু, ক্ষিতীশ বাবু এবং সুরেশ বাবু এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং তারা যে এই ধরণের একটা প্রস্তাব এনেছেন, সেজন্য আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজ পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ত্রিপুরাতে প্রায় ১০ লক্ষের মত শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আমাদের যে জন সংখ্যা, সেটা হচ্ছে ১৬ লক্ষের মত। এই শরণার্থী সমস্যাটা

যে জটিল, তাতে আমাদের কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু তাহলে কি হবে এখন প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ হাজার করে নূতন নূতন শরণার্থী আসছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যে আরো বাড়বে তাতে আমাদেরও কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে রেশন দেওয়ার যে ব্যবস্থা, এটা হয়তো দুরূহ ব্যাপার তা সত্ত্বেও আমি মনে করি যেসব উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সরকার তাদের বেশ কিছু অংশকে ক্যাম্পে বা অন্যান্য উপায়ে আশ্রয় দিয়েছে, আর যাদেরকে এখনও আশ্রয় দিতে পারেন নি, তাদেরকেও নীতিগতভাবে সরকারের রেশন দেওয়া উচিত। এই সব শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম এবং মেঘালয় সরকারকে দিচ্ছে। কিন্তু একটা কথা হল পশ্চিম বঙ্গে যে সব শরণার্থী এসেছে তাদের সংখ্যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের বেশী হবে না, আর আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব শরণার্থী এসেছে, তাদের সংখ্যা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগের মত হয়ে যাবে। কাজেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমাদের যে প্রশাসন ব্যবস্থা আছে, সেটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমরা ত্রিপুরাতে ইতি মধ্যে একটা রিলিফ ডিপার্টমেন্ট খোলেছি, তার হেড হিসাবে একজন আই, এ, এস, অফিসারকে ভার দেওয়া হয়েছে, তার নীচে আর ৩ জন এ, ডি, এমকে এবং বহু অধঃস্তন কর্মচারী দিয়ে এই ডিপার্টমেন্টের কাজ চালানো হচ্ছে। প্রায় আড়াই মাস চলল, এখন অন্ততঃ সময় হয়েছে যে সমগ্র ত্রিপুরায় একই রেশন ব্যবস্থা করা দরকার। এতদিন হয়ত নানারকম অসুবিধায় সম্ভব হয় নাই। আমরা কোন জায়গায় লঙ্গরখানা করেছি কোন জায়গায় ক্যাশ ডোল দিয়েছি। কিন্তু এখন যখন সরকার একটা ডিপার্টমেন্ট গঠন করেছেন এবং বিজ্ঞ অফিসাররা রয়েছেন তখন আমি মনে করি সমগ্র ত্রিপুরায় একই ব্যবস্থায় রেশন দেওয়া উচিত এবং যেসব কথা মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং সুরেশ চৌধুরী বলেছেন যে সমস্ত চাল ডাল নুন বাদে অন্য সব খরচের টাকা উদ্বাস্তুদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং যেসব অবিচার চলেছে, হয়তো কোন কোন লোক দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে কিন্তু যে বিরাট ব্যাপার, যে কয়েক লক্ষ লোককে আমাদের রেশন দিতে হচ্ছে সেই দুর্নীতি আমরা দূরীভূত করতে পারি যদি সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি এবং সরকার থেকে শুধু ড্রাই রেশন, চাল, ডাল, তেল দেওয়া হবে আর বাকী ক্যাশ পয়সা দেওয়া হবে। যারা সরকারী শিবিরে ছিলেন না, তারা সরকারী সাহায্য পাবেন না এটা হতে পারে না। কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তারা পাকিস্তান থেকে সম্বলহীন হয়ে এসেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলীম লীগের গুণ্ডারা তাদের সমস্ত কিছু কেড়ে রেখেছে। ভারত সরকার তাদের সাহায্য দিবেন না, তা নয় তারা অনেক দিয়েছেন, আরও দিবেন যদি আমরা এখান থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাঠাতে পারি। সুতরাং আমি মনে করি এই প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং যেসব উদ্বাস্তু এককভাবে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের পিতামাতা হয়ত নিহত হয়েছে বা তারা কে কোথায় আছে জানে না, একটা মেয়ে, একটা যুবতী, বিধবা, এইভাবে একক-ভাবে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সাহায্য দেওয়া দরকার এবং ওদের জন্য ব্যবস্থা থাকা

দরকার। কোন কোন মহকুমায় এই মাইগ্রেন্টসরা নিজেদের পরিশ্রমে বনাঞ্চল থেকে, যেমন কমলপুরে বাঘাই জঙ্গল অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার লোক তাদের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মাণ করেছেন। সোনামুড়া অঞ্চলে শালবনে ২০,০০০ লোক নিজেদের চেষ্টায় আবাসস্থল নির্ম্মাণ করেছেন। যেহেতু তারা নিজেদের চেষ্টায় আবাসস্থল নির্ম্মাণ করেছেন সেই হেতু তারা সাহায্য পাবেন না এটা হতে পারে না। তাদের মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আর কোন আশ্রয় ছিল না। সেই অবস্থায় যেসব মাইগ্রেন্টস সরকারকে বিব্রত না করে নিজেদের আবাসস্থল নিজেরাই নির্মাণ করেছেন তাতে তাদের রেশন দেওয়া হবে না এটা হতে পারে না। কাজেই তাদেরও রেশন দেওয়া কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলে আমি মনে করি এবং প্রতি আইটেমের সংগে আমি সর্ব্বান্তকরণে একমত। রোগীদের জন্য যে সব ডায়েটের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে পাচ্ছি তাদের দেওয়ার ব্যবস্থাও হচ্ছে। শিশু ও মাতা যারা তাদের যাতে রেডক্রসের এই সাহায্য দেওয়া যেতে পারে সেই ব্যবস্থা যাতে করা হয় ভাল করে সেই দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ করে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; হাউসে মাননীয় সদস্য, প্রমোদ দাশ গুপ্ত, ক্ষিতীশ দাস এবং সুরেশ চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কারণ নীতিগতভাবে আমি একথাই বলব যে সাধারণতঃ যারা ক্যাম্পের মধ্যে আছে তাদের রেশন দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু আর একটা কথা আছে, ইচ্ছা থাকলেই চলবে না, ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে যারা ক্যাম্পে আছে এবং বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আছে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। সরকার পক্ষ থেকে যদি তাদের জন্যও শেলটার করে দিত তাহলে এই কথা উঠত না। কাজেই ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। সেই জন্যই তারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে তারা উঠেছে। কোন কোন বাড়ীতে ২০।২২ জনও উঠেছে। কাজেই তারা যে আশ্রয় নিচ্ছেন সেটা তাদের পক্ষে নাভিশ্বাস হয়ে উঠছে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেটা তাদেরও দেওয়া অতি সত্বর কর্ত্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি কর্ত্তাদের খুসী হয় তাহলে কোন কোন ক্যাম্পে অ্যাটাচ্‌ড দেখিয়ে গ্রামাঞ্চলে যারা থাকে তাদের একটা সেন্টার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইগুলি দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এক জায়গায় যখন দেওয়া হচ্ছে সেজন্য সর্ব্বত্র যাতে এই ব্যবস্থা হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কেউ কেউ পাবে আবার কেউ কেউ পাবে না, এইভাবে কাজ পরিচালনা করা যুক্তি সঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই যারা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আছে তাদের দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আর বিভিন্ন ক্যাম্পে যেভাবে দুর্নীতি চলছে, অর্থাৎ আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে সারা অঙ্গে ব্যথা ঔষধ দব কোথা। দুর্নীতি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে। যেখানে দুর্নীতির অভিযোগ আছে সেখানে যারা ক্যাম্পে আছে সেখানে তাদের মধ্যে কমিটি করে যদি

দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সুন্দরভাবে হতে পারে। সুতরাং ক্যাম্পে যারা আছে তাদের নিয়ে কমিটি করে পার্ট বাই পার্ট ক'রে ক্যাশ ডোল দিয়ে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি। আর এইভাবে যদি করা হয় তাহলে আমি মনে করি হয়ত দায়িত্ব শুধু আমাদের নয়, তারাও এই দায়িত্বের অংশীদার হবে। কারণ বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে এই দায়িত্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিধান সভার কথাই বলুন বা পার্লামেন্টের কথাই বলুন আমরা তাদিগকে একরকম ইনভাইট করে এনেছি। অর্থাৎ তাদের আমরা আশ্বাস দিয়েছি, তাদের বাঁচার আশ্বাস আমরা দিয়েছি। তারাও দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে। কাজেই তাদের বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদেরও আছে।...........

অর্থাৎ আমরা অনেক আশ্বাস তাদের দিয়েছি, তাদেরকে বাঁচাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তারা আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এসেছে, কাজেই তাদেরকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের আছে। সেই দিক লক্ষ্য রেখে যাতে তাদের কোন অসুবিধার মধ্যে না পড়তে হয়, তাদের টাকা পয়সা যাতে লুট পাট না হয়, ঠিক ঠিক মত তারা পায়. সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজেই সেইদিক দিয়ে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, সরকারী এবং বে-সরকারী সকলেরই এগিয়ে আসা দরকার বলে মনে করি। কারণ এই সম্পর্কে প্রস্তাবের মধ্যে যে সমস্ত কথা আছে, যেমন ক্যাশ ডোল দেওয়া, ইউটেনসিল দেওয়া বা ছোট ছোট শিশু যারা আছে তাদের ডায়েট ইত্যাদি দেওয়া, কিছু কিছু যে না দেওয়া হচ্ছে তা নয়, কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ আছে সে সমস্তগুলি প্রপারলী যাতে বিলি বণ্টন করা হয়, সেইদিকে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ রেখে, আমার মন্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, যে প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন, এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং আমি এটা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই সম্পর্কে কালকে আলোচনা হয়েছে, বেশী কিছু আমি বলব না দুই একটি কথা বলছি। সেটা হচ্ছে এই যে বাংলা দেশ থেকে যারা এসেছেন, সরকারীভাবে তাদের প্রতি ভারত সরকার মানবিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে ব্যবহার করবেন, এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেখানে আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, আমাদের দেশ জাহান্নামে গেলেও আমরা শরণার্থীদের প্রতি দেখব। সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ক্যাম্প করা হয়েছে, সেখানে শরণার্থী আছে এবং ক্যাম্পের বাইরেও শরণার্থী আছে, কোন কোন ক্যাম্পে হয়ত কর্ম্মচারীরা ভাল ব্যবহার করছেন, দরদ দিয়ে তাদের দেখছেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রে কোন কোন কর্ম্মচারী তাদের দুর্ব্যবহার করছে, তারা ভেসে এসেছে বলে তাদের উপর দায় দায়িত্ব নেই, এ'রকম কথাবার্তাও তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা রিফিউজী, সরকার যেভাবে বলে, সেইভাবে তোমাদের চলতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত রিফিউজীদের মধ্যে ভাল ভাল লোক আছেন, অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবে সেটা অনস্বীকার্য, এবং এইসব লোক তাঁদের স্বদেশে ফিরে যাবেন, কিন্তু তাঁরা আমাদের দেশ সম্পর্কে

এবং আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে যাবেন ? কাজেই এই সম্পর্কে একটা জেনারেল গাইডেন্স রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে কমান্ডিং কর্মচারীদের মধ্যে দেওয়া দরকার যাতে তারা যতটুকু সম্ভব তাদের প্রতি আন্তরিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যবহার করেন। তারপর সম্প্রতি আমরা দেখছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেন ক্যাম্পে পাঠানো যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন স্কুল বা ঐরকম কোন জায়গায় তাদের রাখা হচ্ছে। এখন যিনি তাদের পাঠাচ্ছেন, উনার হয়তো ঐ স্কুল সম্পর্কে ধারণা, উনি সেখানে দুইশত লোককে পাঠিয়ে দিবেন, অথচ সেখানে কোন রকম করে দেড়শত লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে, কাজেই আর বাকী ৫০ জনকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়, তারা একজনের মাথায় আরেকজনের মাথা ঠেকিয়ে থাকে. বা কোন কোন সময় তারা গাছতলায়ও আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং সেখান থেকে রেশন ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরম্পর শুনতে পাচ্ছি যে ট্রানজিট ক্যাম্পে যারা আছেন, সেখানে খাওয়ার গেছে, সেটা বিলি করার ব্যাপারে ঠিক ঠিক মত ক্যাম্পে আছে কিনা, রেশন ঠিক ঠিক মত নিচ্ছে কিনা সেটার এনকোয়ারী চলছে, ভিজিলেন্স চলছে। এখন লোক্যাল লীডারদের বাড়ীতে যারা আছেন, তারা ঠিকই রেশন ইত্যাদি পাচ্ছে কিন্তু যারা বাইরে আছে তাদেরও রেশন ইত্যাদি দেওয়া দরকার। কারণ আমরা যাদের দায় দায়িত্ব নিয়েছি, যতদিন তারা এখানে থাকছে, তাদের আমাদের সবরকম সুযোগ সুবিধা আমাদের দিতে হবে, তাদের দায়িত্ব নিয়ে এইভাবে তাদের সংগে ব্যবহার করা উচিত হবে না। যারা রেশন দিচ্ছে, ক্যাম্প ইনচার্জ, এস, ডি, ও এবং কনসার্ণ্ড কর্মচারী যারা আছেন, তাদের মধ্যে যাতে সহযোগিতা থাকে এবং তারা যাতে এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর সহায়ক হয়, সেইদিকে গভর্ণমেন্টের সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আরেকটা কথা আমি এখানে রাখছি যে যে সমস্ত রোগী এবং শিশু ক্যাম্পে আছে র‍্যাপিডলি তাদের যাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়, তার জন্য যে সমস্ত প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং ডি, এম, হাসপাতাল, জি, বি, হাসপাতালে তাদের জন্য যাতে আলাদাভাবে সীট রাখা যায়, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এই রিজল্যুশানকে হুবহু গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি এবং এটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি এই হাউসের সকল সদস্যকে জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই যদি রাজি থাকেন, তাহলে আমি রিসেস এর পরেও হাউসের সময় এ্যাক্সটেন্‌শান করে দিতে পারি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এখনকার জন্য একটু সময় বাড়িয়ে দিলেই চলবে, আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। মনে হচ্ছে এই প্রস্তাবটা হাউসে পাশ হয়ে যাবার কথা, তাই আমি দুই চারটি কথা বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে শুরু করুন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আমাকে কিছু বলার জন্য এই যে সুযোগ দিলেন, সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে প্রস্তাব আমা

হয়েছে, তাতে পরিষ্কার আছে যে আমাদের শরণার্থীদের জন্য এই এই করা [illegible] [illegible] আমি খুব একটা ভাষণ দিতে চাইছি না। শুধু একটা পয়েন্টের উপর আমার বক্তব্য [illegible] চেষ্টা করব এবং আমি আশা করি এই হাউসের সব সদস্যরা আমার পয়েন্টের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবেন। স্যার, আমি কালকেও এই সম্পর্কে বলেছি, এই পয়েন্টটা আমার কাছে জরুরী বলে মনে হচ্ছে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বিবেচনা করে দেখবেন। এটা হচ্ছে আজকে যেসব ক্যাম্প করা হয়েছে, তা আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেছি। এইসব ক্যাম্প হল সাময়িক ক্যাম্প, কিছু দিনের জন্য যেসব শরণার্থী আসবে, তারা এখানে থাকবেন। তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে, তারা আবার তাদের সেই স্বাধীন বাংলা দেশ তথা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন। আজকে তারা এখানে আসছে তাদের জীবন বা প্রাণ বাচানোর জন্যই নয়, তাদের স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে গেলে যে নৈতিক মানের দরকার, সেই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যও তারা এখানে এসেছে। আমরা জানি ক্যাম্পের মধ্যে অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এইসব অসুবিধা থাকা সত্বেও তাদের নৈতিক মান যাতে উন্নত হতে পারে, সেজন্য, আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকা দরকার। তাদের একটা সাহায্য দেওয়া হল, আর সে দিয়ে তারা খেয়ে পড়ে বাঁচলো, এটাই যথেষ্ট নয়, তার সাথে স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য তাদের যে নৈতিকমান সেটাকে এখন থেকে গড়ে তোলার জন্য যেসব জিনিষের প্রয়োজন, সেগুলি আমাদের দিতে হবে। যেমন আজকে ক্যাম্পের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, তাদের মধ্যে কেউ বা ডাক্তার, কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা বুদ্ধিজীবি আবার কেউ বা সেচ্ছাসেবক এবং ড্রিল করানোর শিক্ষক। তাদের দিয়ে যদি প্রত্যেক ক্যাম্পে বা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কোন একটা কমিটি করে ক্যাম্পের মধ্যে অন্য যেসব লোক আছে, তাদের এই বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা হয়, তাহলে আমি মনে করি একটা ভাল কাজ হবে, অবশ্য মন্ত্রী মহোদয় এটা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। তারা ক্যাম্প যেসব হবে সেগুলি যাতে মবাইল হাইজিন ঠিক রাখা যায়, সেই কাজটা তারা দেখাশুনা করবেন। এছাড়া যেসব শিক্ষক আছেন, তাদের কাজে লাগানো যায় কিনা বা যারা ড্রিল ইত্যাদি জানেন তাদের দিয়ে শরণার্থীদের শারীরিকমান উন্নত করা যায়, সেজন্য তাদের সহযোগীতা পাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আমার এই সাজেশানটার গুরুত্ব সম্পর্কে সকল সদস্য একমত হবেন বলে আমি আশা রাখি এবং তাতে করে আমরা তাদের সৎ নাগরিক করে গড়ে তুলতে পারব। আর সেজন্য ভবিষ্যতে যেসব ক্যাম্প আছে, সেগুলিতে যাতে রেডিওসেট সরবরাহ করা হয়, এবং খেলাধুলার জন্য ইনডোরই হউক আর আউটডোরই হউক তারও ব্যবস্থা করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন। এইসব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু ও মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ দাস এবং সুরেশ চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। আজকে ত্রিপুরাতে যেসব শরণার্থী এসেছেন,

তাদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করা যদিও আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য তথাপি আজকে বিশেষ করে এই কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের উপর। আজকে এই যে শরণার্থীরা আসছে, তারা কেন আসছে? তারা আসছে, তাদের জীবন রক্ষার জন্য, তাদের মা ও বোনদের ইজ্জত রক্ষা করবার জন্য। কারণ হল আজকে বাংলাদেশের মধ্যে জঙ্গীশাহীর আক্রমণ অত্যাচারের ভয়ে তারা বাধ্য হয়ে ভারতের মাটিতে তথা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। আজকে তারা বলতে গেলে একেবারে নিঃসহায় এবং জীবন ধারণের মত কোন সম্বল ছাড়াই এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হল আমাদের ভারত সরকারের। আজকে যদিও এই কথাটা ঠিক যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে এই সকল শরণার্থীরা জনস্রোতের মত আমাদের ত্রিপুরা তথা ভারতের মাটিতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা রাতারাতি সম্ভব নয়, কিন্তু আজকে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১০ সপ্তাহের মত সময় যেটা গত হয়ে গেল তার মধ্যে তাদের খাওয়ার এবং থাকার দিক দিয়ে একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। যেমন একটা বিষয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি. সেটা হল, আমাদের জানা আছে যে এই শরণার্থীদের দৈনিক মাথাপিছু ১·১০ পয়সা করে দেওয়ার কথা এবং এই ১·১০ পয়সার মধ্যেই তাদের দৈনিক খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই ১·১০ পয়সা তারা যেটা পাবে, তাতে করে তাদের ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজকে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা ঠিকমত এই ১·১০ পয়সাও পাচ্ছে না। তারই একটা নমুনা আমি এইখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি, সেটা হল ধর্মনগরের কদমতলায় যে শরণার্থী শিবির আছে, সেখানে ৪ হাজার এর মত শরণার্থী আছে, তাদের জন্যও দৈনিক মাথা পিছু ১·১০ পয়সা করে বরাদ্দ হয়েছে এবং সেই অনুসারে গত ১৬।৬।৭১ ইং তারিখে তাদের মধ্যে রেশন দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে নিম্নরূপ—চাউল ৩০০ গ্রাম দাম হচ্ছে ৩৯ পয়সা, ডাল ৫০ গ্রাম দাম হচ্ছে ৮ পয়সা, আলু ১০০ গ্রাম দাম হচ্ছে ৯ পয়সা, সর্ষার তেল ১০ গ্রাম দাম হচ্ছে ৫ পয়সা আর লবণ মরিচ অন্যান্য যা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির দাম হচ্ছে ৫ পয়সা। মোট তাদের যা দেওয়া হল তা হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে তারা পেয়েছে মাত্র ৭২ পয়সা, কিন্তু তাদের পাওয়া বাকী রইল আরও ৩৮ পয়সা। এই যে তাদের ৩৮ পয়সা বাকী রইল, এটা কোথায় গেল। আজকে তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য, মা বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য এই যে এখানে এসে আশ্রয় নিল, এটা কি তাদের আশ্রয় দেওয়ার খেসারত দিতে হল? তারা তো জঙ্গীশাহীর অত্যাচারের ভয়ে ভারতের মানুষের কাছে আশ্রয় নিল, তাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, তারা যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, সেই সংগ্রামের ফলে তারা যাতে তাদের স্বাধীন বাংলা দেশ তাড়াতাড়ি পেতে পারে এবং জঙ্গীশাহীর হাত থেকে তারা যাতে নিজেদের এবং মা ও বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে, এবং ঐ জঙ্গীশাহীকে বাংলা দেশের মাটি থেকে চলে যেতে হয়, এই যে সেখানকার ৭॥ কোটি জনতার কামনা বাসনা যার জন্য তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য

মরণ পণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থার মধ্য দিয়েও তাদের যেটা প্রাপ্য ১.১০ পয়সা, তার থেকে কেন এই ৩৮ পয়সা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে তার জবাব কে দেবে? আজকে শুধুমাত্র ঐ কদমতলা ক্যাম্পের ঘটনাই নয়, আজকে জিরানিয়ার কাছে কলাবাগানে যে ক্যাম্প করা হয়েছে, সেখানে ৫১৪টি পরিবার আছে, যার লোক সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৭ শত ৫০, সেখানেও ঐ একই অবস্থা চলছে। সেখানে ৩ দিনের জন্য এক সংগে রেশন দেওয়া হয় এবং চাউল, ডাল, তেল এবং লবণ ছাড়া আর যে সব জিনিষ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির কোন মাপঝোক নাই। এখানেও যা দেওয়া হচ্ছে, তার সবগুলি মিলিয়ে যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তারাও ৮০ পয়সার বেশী রেশন পাচ্ছে না। আমাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের দৈনিক খাওয়া দাওয়া তাদের ভরণ পোষণ, সামান্যতম সাহায্য যেটা আমরা দিতে পারি সেটা দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে প্রত্যেকটা শিবিরে দুর্নীতির অভিযোগগুলি তদন্ত করা দরকার এবং যারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বঞ্চিত করে বখরা নিচ্ছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে রাইমাশর্মায় ১২৬টি পরিবার আছে। তাদের টোটেল পপুলেশন ৬০০এর বেশী হবে। তাদের শুধু ৪০০ গ্রাম চাল দিচ্ছে, অন্যান্য কোন সাহায্য তাদের দিচ্ছে না। এই সম্পর্কে তদন্ত করে তারা যাতে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি পেতে পারে সেজন্য অনুরোধ করছি

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি এই রিজলিউশনের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি একটা ভূমিকা দিচ্ছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজলিউশন যারা এনেছেন তারাও উত্তর দিবেন। তাহলে উনি যদি দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করেন তাহলে আমাদেরও বক্তব্য আছে। তাহলে টাইম লিমিট করুন।

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ ফিনিস ইওর স্পীচ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি পাচ মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। এই শরণার্থীদের মধ্যে দেখেছি অনেকের কাপড় চোপড় নাই। অনেকেই গরীব। সুতরাং যারা সবচেয়ে গরীব এবং অসুবিধার আছে এই সমস্ত পরিবারকে দেখে দেখে তাদের কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা যাতে করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সামগ্রিক অবস্থা চিন্তা করে শরণার্থীদের ব্যবস্থাগুলি আরও দরদ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার যাতে করে তারা এক টাকা দশ পয়সা যে সীমিত আছে সেই নির্দিষ্ট পয়সার ভিতর দিয়ে যাতে তারা ঠিক ঠিক মত চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটা কথা বলতে চাই যে চিকিৎসার যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমন সমস্ত শিবির রয়েছে যেখানে শরণার্থীরা ঔষধপত্র থেকে বঞ্চিত। তাদের আমাশা, জ্বর ইত্যাদি রোগ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—এই রিজলিউশনের উপর এই কথা কেন বলছেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কলাবাগানের শিবির থেকে চম্পকনগর পার্কলটায় যে গার্ডেন সেখানে আর একটা শিবির আছে। সেই শিবিরের দূরত্ব হল মাত্র আধ মাইল। এই শিবির থেকে কলাবাগান থেকে গাড়ী করে যেতে পারে। কিন্তু আর একটা শিবির আধ মাইল দূরে আছে, সেখানে গাড়ী করে যেতে পারে না। সেজন্য ঐ শিবিরের শরণার্থীরা ঔষধপত্র থেকে বঞ্চিত। সেজন্য ঐ কলাবাগানের শিবিরটা সম্পর্কে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি ঐ রিজলিউশনের উপর শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আর চাল এবং ডালের মূল্য বাদ দিয়ে যে পয়সা থাকবে সেই পয়সা তাদের নগদে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে শরণার্থীরা তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র যোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তা না হলে শরণার্থীদের পয়সা নিয়ে যারা দূর্নীতি করে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে এবং মূল শরণার্থীরা ন্যায্য পয়সা থেকে বঞ্চিত হবে। আমি আশা করি ত্রিপুরা সরকার এই সমস্ত দূর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীনাশাহীর সহায়তায় এবং ইয়াহিয়াশাহীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে সমস্ত শরণার্থী ভারতবর্ষে এসেছে তাদের রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভারত সরকার করেছেন। কিন্তু একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে থাকা খাওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বর্ত্তমানে দুই রকমের অবস্থা দেখতে পাই। এক রকমের অবস্থা হল যারা ক্যাম্পে আছেন তাদের দিচ্ছেন এবং যারা অ্যাটাচড আছে তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু একটা জায়গায় দেখা যায় যারা গাছ তলায় বা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে আছে, আজ পর্যন্ত তাদের জন্য রেশনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং তারা যাতে সহজে এই রেশন না পেতে পারে সেজন্য নাকি আমাদের সরকারী মহল ওয়াকিবহাল নহে। সেটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ যেখানে শরণার্থীদের খাওয়া পড়ার জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন সেখানে আমরা এটা করতে পারছি না, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। সেইদিকে আমি অনুরোধ জানাই ত্রিপুরা সরকার যেন অনতিবিলম্বে সমস্ত শরণার্থীদের সাহায্য দেবার জন্য একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। সুতরাং এদিক দিয়ে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাব মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে উনারা যেন এই বিষয়টা ভালভাবে চিন্তা করে অনতিবিলম্বে সমস্ত শরণার্থীকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তারা যাতে অতিশীঘ্র প্রতিশ্রুতি নিয়ে কার্য আরম্ভ করেন। নতুবা একই শরণার্থী, তাদের একাংশের সামনে দেখছি খাওয়া, আরেকজন রাস্তায় গড়াগড়ি যায়, তাদের আমরা জায়গা দিতে পারি নাই, তারা গাছতলায় আছে। আমার মতে যারা গাছতলায় আছে, তাদের আগে খাওয়ার দেওয়া উচিত। আজকে যারা আমাদের এখানে এসেছে, তারা

সবাই আমাদের আশ্রিত, আমাদের আত্মীয় স্বজন, কিন্তু আমরা তাদেরকে তাদের খাওয়া দিতে সক্ষম নই বলেই আমরা একথা বলছি যে তাদের জন্য যে বরাদ্দ রেশন আছে তাদের সর্বাগ্রে তা দেওয়া উচিত। এখানে এমন মানুষও দেখতে পাই যে দুই মাস আগে হয়তো একই সময়ে তারা একসঙ্গে এসেছে, একদল ক্যাম্পে আছে বলে রেশন পাচ্ছে, আর যারা ক্যাম্পে নেই, রাস্তাঘাটে যারা আছে, তারা রেশন পাচ্ছে না। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। কাজেই তাদের জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতিকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি, ভারতের সম্মানকে যাতে রক্ষা করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাই। আরেকদিকে আমরা দেখতে পাই যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, পাক করে দেওয়ার সিসটেম সেখানে ইন্‌সপেক্‌শান করে দেখতে পেয়েছি যে সেখানে তরিতরকারীর বা অন্যান্য জিনিষপত্রের জন্য যে টাকা পয়সা বরাদ্দ থাকে, যথার্থ টাকাটা ব্যয় করা হয় না, চাউল, ডাল, তেল, নুন, ইত্যাদির ব্যাপারে যে পয়সাটা ব্যয় হয়, কিন্তু তরিতরকারীর ব্যাপারে যে টাকাটা বরাদ্দ আছে, তারমধ্যে কিছুটা কারচুপি চলে, সেটা বন্ধ করার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছি, এখানেও অনুরোধ রাখব যাতে আমরা যাদের আশ্রয় দিয়েছি, তাদের খাওয়ার থেকে যাতে কারচুপি না হয়, তাদের উপর যাতে অন্যায় করা না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ভাল ইনসপেকশান ক্যাম্প থাকা দরকার। আরেকটা বিষয়ে ইনসপেকশনের প্রয়োজন আছে সেটা হল প্রতিটি ক্ষেত্রে…

মিঃ স্পীকার :—অনারাাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হউক। সবাই চেয়ে চেয়ে সময় নেয়, আমি একদিনও সময় নেই নাই।

তারপর এই যে শিবিরগুলি ইনসপেকশনের কথা বললাম, সেটা দুই দিক থেকে ইনস-পেকশন হতে পারে, একটা হয় একদল মানুষ—আমাদের কর্মচারীদের মধ্যেও আছে, এবং আমাদের বেসরকারী যে সমস্ত মানুষ সেখানে আছে, যারা তাদের খাওয়া পড়ার মধ্যে কারচুপি করে যাচ্ছে আরেকদল স্পাই আছে, যারা এইসব শিবিরগুলির মধ্যে ঢুকে ঢুকে সর্বনাশাত্মক কার্যকলাপ করে যাচ্ছে, সেই স্পাই এখানেও আছে, সেই স্পাই পাকিস্তানেও আছে, সেই স্পাই বাংলাদেশেও আছে, সেই স্পাইএর মধ্যে ইয়াহিয়া খাঁ'র স্পাই হচ্ছে মুসলীম লীগ, আরেকটা হচ্ছে চীনাপন্থী স্পাই, তাদের মানুষ আমাদের দেশে আসে, এসে শরণার্থীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত মনোভাবের সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের বাঞ্চাল করার জন্য। হয়তো আমরা অনেক সময় দেখি যে তাঁরা উচ্চস্বরে শরণার্থীরের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য হৈ চৈ করে, মাঠে ময়দানে নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে জাহির করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের জ্ঞাতি ভাই চীন সম্পর্কে তারা একটা কথাও বলেন নাই, এই সমস্ত স্পাই মনোভাবাপন্ন মানুষ যারা আছেন, তাদেরকে ইনসপেকশন করা দরকার যাতে তাদের দ্বারা বাংলার স্বাধীনতার

পরিকল্পনা বাঞ্চাল হতে না পারে, ভারতবর্ষের সম্মানজনক—গণতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা যে সেটা যাতে ব্যর্থ হতে না পারে সেইদিকে এই ইনসপেকশানের দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এটা সত্যি কথা, আমি ইনসপেকশনের সময় দেখেছি যে প্রত্যেকটি ক্যাম্পে শিশু আছে, তারা মায়ের দুধ, গরুর দুধ খায়, তাদের পরিমিত গরুর দুধ সাপ্লাই দিতে পারছেনা। তার কারণ সম্পর্কে আমি বর্ণনু প্রশ্ন করেছি, তখন বলা হল যে সরকারের যে অর্ডার আছে, সেটা নাকি ডোল, সেখানে স্পেসিফিক্যালী শিশুদের জন্য ১.১০ পয়সার কোন উল্লেখ নেই, সেইজন্য কোন কোন ক্যাম্পে তা দেওয়া হচ্ছে না, যদিও কোন কোন ক্যাম্পে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই ডোলের পয়সা যে কোন্ বেগে যায়, বুঝতে পারিনা। বড়—বয়স্ক মানুষ যারা আছেন, তারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারেন, কিন্তু শিশু যারা আছে, তারা কোন কিছু বুঝতে পারে না, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই এই ডোলের পয়সা যাতে অন্য বেগে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। আমরা যদি এইগুলি ভালভাবে ইনসপেকশান করে শরণার্থীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করি, তাহলে প্রতিশ্রুতি বাংলা দেশের সংগ্রামী মনোভাব—গণতন্ত্রকে রক্ষা করার যে মনোভাব সেটা আমরা রক্ষা করতে পারব। এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃত সহায়ক, ভারতের গৌরবময় প্রচেষ্টাকে রক্ষা করতে পারব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামেও সহায়ক হতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয়, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস এবং শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সমবেতভাবে যে রিজল্যুশান এনেছেন, এটাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। পূর্ব বাংলার ইয়াহিয়া খাঁ'র বর্ব্বর অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করেছে, এটা একটা জাতীয় সমস্যা এবং বিরাট একটা মানবতার পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত দুর্গত অনাশ্রিতদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন, এটাই ভারতের ধর্ম্ম। কিন্তু ক্ষমতা সংকুলানের বাইরে যখন চলে যায় তখনই দেখা দেয় মানবতার একটা বিরাট পরীক্ষা। আজকে ভারত তথা ত্রিপুরা রাজ্য সেই পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছে, যেটা আজকে অন্য কোন দেশকে সন্মুখীন হতে হয়নি। যদিও সবদেশেই কিছু কিছু শরণার্থী এসেছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট রাজ্য, যার সীমা হচ্ছে ৪০১৬ বঃ মাইল, ১৫ লক্ষ মানুষ সেখানে বাস করছে, সেখানে ১০ লক্ষের উপর শরণার্থী এসেছে, এত লোক আসলে পরে, সরকারী যে মেশিনারী আছে, অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে সম্ভব হলেও ফিজিক্যালী সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই মেশিনারি দিয়ে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখতে পাই যে বাংলাদেশে যখন অত্যাচার আরম্ভ হল, তখন সমস্ত দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শরণার্থীদের আশ্রয় দানের জন্য প্রধান মন্ত্রী প্রত্যেকটি দেশকে যখন আবেদন জানালেন, সেই আবেদনে সেই রকম সাড়া পাওয়া যায় নি। কিন্তু সেইদিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বিরাট এক মানবতার পরীক্ষার

সম্মুখীন হয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে এসেছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে পাঁচ লক্ষ শরণার্থী ক্যাম্পে আছে, আর পাঁচ লক্ষের মত বাইরে রয়ে গেছে, রাস্তা ঘাটে, আত্মীয় স্বজনের, বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তারাও শরণার্থী, তাদেরও একই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ত্রিপুরাতে আসতে হয়েছে। আজকে আমরা তাদের অবস্থা চিন্তা করতে পারি না, তারা যে কি অবস্থায় আছে, গরু বাছুরও সেভাবে থাকতে পারেনা, যেভাবে তাদের রাখা হয়েছে। পা খোলে তারা ঘুমাতে পারেনা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন তারা হয়েছে। আজকে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে যে যারা ক্যাম্পের বাইরে আছে তাদের রেশন দেওয়া হউক, এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী, শুধু তাই নয়, তারা যে আজকে চিকিৎসা থেকে ঔষধপত্র থেকে বঞ্চিত এবং অবহেলিত, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে ইভাকিউজদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে, সেইভাবে কেন্দ্রকে চাপ দিতে হবে। তাছাড়া মানবতার দিক থেকে বিবেচনা করে আমি বলব যে ক্যাম্পের বাইরে যারা আছে, যতদিন তাদের আমরা আশ্রয় দিতে না পারি, তাদের ততদিন পর্য্যন্ত যাতে রেশন দেওয়া যায়, সেই দাবীও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা দরকার। আমি আশা করি এখানে যে তার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেটা প্রত্যেকটি সদস্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। তাতে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত না হয়, এ্যাপ্রুভেল না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের এখান থেকে প্রতিনিধি দল দিল্লী যেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝাতে হবে যে কি বিরাট সমস্যা এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরার জনসাধারণ চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, কাজেই তারা এত ভার বহণ করতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :— আমি আর পাঁচ মিনিট সময় চাচ্ছি। ক্যাম্পগুলির ভিতরে যে দুর্নীতে নাই, সেটা আমি বলছি না। আমিও অনেকগুলি ক্যাম্প ঘুরে দেখে এসেছি এবং সেখানে লোকজনের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি, তারাও অনেকগুলি অভিযোগের কথা বলেছে। তার জন্য আমি মনে করি রেশন দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী শাসন যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে, যারা নাকি শরণার্থী হয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি আছেন, তাদের নিয়ে একটা করে কমিটি প্রত্যেক ক্যাম্পের জন্য করা দরকার। তাছাড়া ক্যাম্পের বাহিরে যারা নাকি সোস্যাল ওয়ার্ক করেন এবং যারা নাকি রেসপনসিবল ম্যান, তাদের নিয়ে সেই সব কমিটি করা যেতে পারে। এই সব কমিটি ক্যাম্পের মধ্যে ঠিকভাবে রেশন বিলি বণ্টন করা হয় কিনা, সেই সব দেখাশুনা করতে পারেন। তাছাড়া কিছু কিছু ক্যাম্পে দেখা যায় রান্না করা খাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, কিন্তু এই রান্না করা খাওয়ার দেওয়াটা আমি হাইজিনিক বলে মনে করি না। কেন না, সেখানে শরণার্থীদের মধ্যে নানা জনের নানা রকমের অসুখ থাকতে পারে বা কারো কারো এই সব রান্না করা খাওয়াটা রুচি সম্মত নয় বলে অনেকের পক্ষে সেটা একটা অসুবিধা জনক

হয়ে পড়ে। কাজেই এই প্রস্তাবের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে, আংশিক রেশন এবং আংশিক ক্যাশ দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, এটা করলে পরে এই সব সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তার পরে আছে মা ও বোনদের কাপড় চোপড়ের সমস্যা। এমন দেখা গেছে যে অনেক মা ও বোনেরা শুধুমাত্র এক বস্ত্রে নিজের প্রাণ নিয়ে কোন মতে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের আর যা কিছু ছিল সেগুলি আনা তাদের পক্ষে এ, মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা জানি যে কোন মা· বোনেরই ঐ এক কাপড়ে চলে না। কাজেই এই সব দিক বিবেচনা করে তাদের যাতে কাপড় চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আম বিশ্বাস করি। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে সরকারী ভাবে কিছু কিছু কাপড় চোপড় মা বোনদের মধ্যে বিতরণ করা হযেছে সত্য, কিন্তু এত বড় বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যে প্রয়োজনের তুলনায়, এটা অন্ততঃ নগণ্য। আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের মা বোনেরা আচার ব্যবহার অত্যন্ত নম্র স্বভাবের হওয়ায় অনেক সময়ে তারা মুখ ফুটে কথা বলতে চায় না। তারপরে যে সব মেয়েও ছেলেরা তাদের মা বাবা হারা হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। আমি তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প তৈরী করবার জন্য প্রস্তাব রাখছি। আজকে সারা ত্রিপুরার মধ্যে অনেকগুলি ক্যাম্প রয়েছে, সেগুলিতে অনেক মা হারা বাবা হারা ছেলে মেয়েরা রয়েছে, তাই তাদের অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ একটা অনুসন্ধান ক্যাম্প অন্যান্য ক্যাম্পগুলির সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে করা দরকার, এবং তা করলে পরে তাদের মা বাবারা বা আত্মীয় স্বজন-দের খুঁজ বের করা সহজ হবে। আর না হয়তো, এই সব ছেলে মেয়েদের খুঁজাখুঁজি করতে তাদের অনেক হয়রানি হতে হবে। আমাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যে বিদেশ থেকে অনেক দুধ ইত্যাদি আসছে এবং আরও ক্রমশঃ আসছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সব ক্যাম্প হয়েছে, সেগুলির মধ্যে যে . ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের দুধের যে প্রয়োজন আছে, তা তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হচ্ছে না। কাজেই এই সব ছাট ছোট ছেলে মেয়েরা যাতে বাঁচতে পারে, সেজন্য তাদের নিয়মিতভাবে দুধ সরবরাহ করা উচিত। আর শরণার্থীদের মধ্যে যে সব মেয়েরা সন্তান সম্ভবা আছে, তাদের যাতে স্পেশাল ডাইট দেওয়া হয়, সেজন্য আমাদের সরকার থেকে ব্যবস্থা করা দরকার। শিশুদের জন্য এবং তাদের মায়েদের জন্য দুধ এবং স্পেশাল ডাইটের ব্যবস্থাটা আগেই করা দরকার বলে আমি মনে করি। তাই আজকে এখানে যে রিজলিউশানটা এসেছে, তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এটা এসেছে, কাজেই এই রিজলিউশানের মধ্যে যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করা হয়, সেজন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সরকার করুন, এই অনুরোধ জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু, সুরেশ বাবু এবং ক্ষিতীশ বাবু আজকে এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটী এনেছেন, আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। স্যার আমি কিছুদিন আগে খোয়াই, উদয়পুর, অমরপুর প্রভৃতি

সাব ডিভিশানের কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে দেখি এসেছি এবং সেখানে ক্যাম্পগুলির মধ্যে যে সব উদ্বাস্তু আছে, তাদের কাছে তাদের খাওয়া থাকার ব্যাপারে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা শুনে এসেছি। তারা সেখানে চাইছে, তাদের যাতে আংশিক রেশান এবং আংশিক নগদ টাকা দেওয়া হয়, তাহলে পরে তারা তাদের চাহিদা মত এবং প্রয়োজন মত বাজার থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে সেগুলি রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে এবং তাতে করে এই রেশান বিলি বণ্টন করতে গিয়ে যে সব ঝামেলার সম্মুক্ষীন হতে হয়, সেগুলি থেকে সরকার অনেকাংশে রেহাই পাবে। তারপরে তাদের মধ্যে অনেক মা বোনদের দেখেছি একটার বেশী পরনের কাপড় নেই, তাদের যাতে কাপড় চোপর দেওয়া হয়, সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। কেন না তারা ইয়াহিযার অত্যাচারে এমনভাবে নিঃশহায় অবস্থা এসেছে যে তাদের একটার বেশী কাপড় আনা, তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই আমাদের মা ও বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তাদের বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার বলে মনে করি। তারপর আমার আর একটা আবেদন হল গণ্ডাচড়াতে এবং রাইমা শর্ম্মাতে যে সব শরনার্থী আসছে, কেন না, সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার শরনার্থী আসছে, এই অবস্থায় তাদের সেখানে থাকার মত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সেজন্য আমি বলব সেই সব জায়গাতে যাতে শরনার্থী শিবির তৈরী করা হয় এবং এগুলি যেন অতি সত্বর করা হয়, সেজন্য আমি আবেদন রাখছি। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ঐখান থেকে কাছাকাছি বলে সেখানে অনেক শরনার্থী আসছে, প্রতিদিন সেখানেও ৫ থেকে ৬ শত পরিবার আসছে। তাদের সেখানে এসে অনেক কষ্টে পড়তে হচ্ছে, এই অবস্থায় তাদের কষ্ট যাতে লাঘব হয়, সেজন্য শিবির স্থাপন করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু, ক্ষিতীশ বাবু এবং সুরেশ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এখানে ১।৪টি কথা বলছি। স্যার, প্রথম দিকে যখন উদ্বাস্তুরা আমাদের ভারতের মধ্যে আসতে ছিল, তখন আশারাম বাড়ীতে এই রকম অনেকগুলি উদ্বাস্তুদের সংগে আমাদের দেখা হল এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম যে তারা কেন আমাদের এখানে আসছে এবং তারা কি অবস্থায় আসছে। তখন কিন্তু সরকার থেকে তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কোন ক্যাম্প করা হয়নি। আমি তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনাদের আত্মীয়স্বজন কিছু এখানে আছে কিনা, তারা বল্লো যে না আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন এখানে নেই। তাই তাদের নিয়ে আমি এস, ডি, ও, সাহেবের কাছে যাই এবং তাদের অবস্থা তাকে বুঝিয়ে বলি। তখন এস, ডি, ও, সাহেব তাদের রাখার ব্যবস্থা করল। তাদের আত্মীয় স্বজন না থাকলেও এমন অনেক শরনার্থী এসেছে প্রথম দিক দিয়ে, যারা নাকি তাদের আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের বাড়ীতে উঠেছিল। কাজেই এদিক দিয়ে এই রিজলিউশানটা যারা নাকি ক্যাম্পের বাহিরে আছে, তাদেরকে যাতে ১, ১০ পয়সা করে দেওয়া যায় সেজন্য বলা হয়েছে।

কাজেই এই দিকে যারা ক্যাম্পে আছে তারা যাতে এক টাকা দশ পয়সা করে ঠিক ঠিক মত পেয়ে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। আমি দেখেছি যে খোয়াই সাবডিভিশনের মধ্যে এখনও ক্যাম্প তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। সেখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে আছেন যারা বাগানে মজুরের কাজ করতেন বাংলা দেশে, এদের মধ্যে মুসলিমও আছেন। কল্যাণপুর থেকে আরম্ভ করে বেলছড়া আশারাম বাড়ী পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাদের জন্য কোন লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা হয় নি বা কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। আর এছাড়া যা যা ঘর বাড়ী তৈরী করেছেন নিজেদের বসবাস করবার জন্য সেই ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট তাদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করছেন। তারা লঙরখানা পাচ্ছে না, টাকা সাহায্য পাচ্ছে না। আর একদিকে মুক্তি ফৌজের কিছু লোক বাংলা দেশ থেকে কিছু কাপড় চোপড় এনেছলেন এবং তারা সেই কাপড়গুলি তহশীলদারের কাছে দিয়েছিলেন সেগুলি শরণার্থীদের মধ্যে বিলি করে দেবার জন্য। কিন্তু সেই কাপড়গুলিও দেওয়া হল না ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে। আশারাম বাড়ী ক্যাম্প যে নির্ম্মাণ হয়েছিল, সেখানেও সেই জিনিষটা দেওয়া হয় নি। এখন অনেক লোক সেখানে আছে এবং তাদের রেশনের কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। আর বেলছড়ার অবস্থা বলছি, সেখানে কিছু কিছু লোক পরিশ্রম করে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য গতকাল বলেছেন এই কথা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—তাদের এখনও ক্যাম্পের মধ্যে নেওয়া হয় নি। ক্যাম্পের বাইরে রয়ে গেছে। কাজেই রিজলিউশনে যেমন আছে ক্যাম্পের বাইরে যারা আছে তাদেরও সাহায্য দেওয়ার কথা আমিও বলি ঠিকভাবে তাদের এই সাহায্য দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে মাননীয় সদস্য।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—দুই মিনিট স্যার। আর দেখলাম চিকিৎসার অভাবে কিছু লোক মরে যাচ্ছে। মেলাঘর ক্যাম্পে দেখবেন ছোট বড় এক শয়ের উপর লোক মরে গেছে। এমন কি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের একজন ভি, এল, ডব্লিও পর্য্যন্ত মারা গেছে কলেরায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভি, এল, ডব্লিও, এর পরিবার কোন রকম সাহায্য পান নাই। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত তাদের ফিরে যাওয়া পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারা যায় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এখানে তাদের খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং আমি এই রিজলিউ-শনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব যে মর্ম্মে এবং যে আইটেম-গুলি এখানে রাখা হয়েছে সেটা চীফ মিনিষ্টারদের এক কনফারেন্স হয় দিল্লীতে এবং বাংলায়। সেই কনফারেন্সে খাদিলকর, মিনিষ্টার অব রিলিফ অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান, উনি এবং আমরা সমস্ত মিলে একটা প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে—'Those who are living outside the camps

with their relatives and friends will get the stipends". সেটা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ফিনান্সিয়াল ক্লীয়ারেন্স আমরা পাই নি, যার ফলে এটা আমরা দিতে পারছি না। তারপর আমরা দেখেছি বাংলা দেশে তারা দেয় কিনা। তারা আমাদিগকে জানিয়েছেন টেলিগ্রাম করে যে তারা দেন না। অতএব এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের মনের কথা, অভিব্যাক্তি। তারপর এখানে রিজলিউশনটায় আছে কুকিং ইউটেনসিলস ডিজায়ারেবল পার্সনস যারা তাদের কিনে দেওয়া হোক। কুকিং ডিজায়ারেবল পার্সনস যারা তাদের কিনে দেওয়া হোক। এই জিনিসগুলি রিলিফ রিহেবিলিটেশন মিনিষ্টার যে কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সে হুবহু দেওয়া আছে। কিন্তু ফিনান্সিয়াল ক্লীয়ারেন্স আসে নি। তার জন্য এটা কার্যকরী করা হচ্ছে না। এখানে সিক, সাকিং বেবীজ অ্যাণ্ড এক্সপেক্টেন্ট মাদার্স অ্যাণ্ড ইনফার্মস তাদিগকেও দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু এখনও এর ক্লীয়ারেন্স পাওয়া যাচ্ছে না যার জন্য আমরা দিতে পারছি না। অন্য জায়গায় তারা বিভিন্ন রকমে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের এখানে এমন বিরাট কোন প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে উঠে নাই যার দ্বারা আমাদের হেল্পগুলি ত্বরান্বিত করতে পারি এবং যা এসেছে তাও প্রকিউর করে এখানে এনে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রত্যেক ক্যাম্পে যে পৌছে দিতে পারব সেটাও সম্ভব হচ্ছে না কারণ ট্রাক এবং জীপের ব্যবস্থা আমরা এখনও করে উঠতে পারি নি। অতএব সেই দিক দিয়ে অসুবিধা আছে সেটাও আমি হাউসে জানিয়েছি। ১৪ই জুন পর্য্যন্ত ছিল দশ লক্ষের মতো শরণার্থী। আজকে জুন মাসের ২৩ তারিখ। অতএব তার মধ্যে আরও উদ্বাস্তু এসে পৌছেছে। আমরা হিসাব দিয়েছি ৫ লক্ষ মানুষ শিবিরে আছে। ৮ লক্ষ মানুষকে আমরা রেজিষ্টার্ড করেছি। আর বাকী যারা তাদের রেজিষ্ট্রি হয় নি ৫ লক্ষকে আমরা এখানে রেখেছি। তার মধ্যে ৩ লক্ষের মত লোক নিউলি কনষ্ট্রাক্টেড ক্যাম্পের মধ্যে আছে। অতএব বাকী যে মানুষ আছে তারা কেউ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে আছে। অতএব বাকী যে মানুষ আছে, তারা কেউ আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আছেন বা বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে আছেন, কেউ কেউ হয়তো ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে আছেন' অতএব সেই ট্রানজিট ক্যাম্প-গুলিতেও খাদ্যের ব্যবস্থা করা আছে। যে হিসাব এখানে তুলে ধরেছেন—একটা হচ্ছে জিরানীয়ায়, আরেকটা হিসাব তুলে ধরা হয়েছে রাইমা সরমা, এটা বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক দুঃখের, কেন তাদের দেওয়া হল না, নিশ্চয়ই সেটা অনুসন্ধান করা হবে। তারপর আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে বেবীদের, সীক যারা আছেন, ইনফারম যারা আছেন, এক্স-পেক্‌টেড মাদার আছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য পার হেড ১.১০ পয়সা করে ধরা আছে, অতএব কেউ যদি মনে করে থাকেন শিশুদের জন্য ১.১০ পয়সা দেওয়া হয়নি, তার উল্‌টো ব্যাখ্যা করে থাকেন, আমার মনে হয় সেটা ন্যায় সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়নি, সেটা অন্যায় অবৈধ কাজ করেছেন। এটা যদি কোন্ কোন্ ক্যাম্পে হয়েছে, স্পেসিফিক্যালী নাম বলেন, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই এনকোয়েরী করে দেখা হবে। আরেকটা জিনিষ এখানে মেম্বাররা উল্লে

করেছেন যে চাউল, ডাল আমরা দেব, এবং বাকী পয়সাটা তাদের ক্যাশ যাতে দেওয়া হয়,। সেটার জন্য আমরা ভারত সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু অদ্যাবধি তার ফিনানশ্যাল ক্লীয়ারেন্স পাই নাই। অতএব সেইদিক দিয়ে এখানে একটা কমিটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রতিটি ক্যাম্পে আমরা একটা কমিটি করব, একজন সুপারভাইজার এবং চার জন ক্যাম্প ইনমেট নিয়ে, এবং এই কমিটি করে, তার মাধ্যমে যে সমস্ত জিনিষ আমরা তাদের ইন কাইনডস দিতে পারবনা, সেটা ক্যাশ দেওয়া যায় কি না, এবং সেইভাবে আমরা একটা সার-কুলারও দিয়েছি। অতএব আমি আশা করব যাতে অতি দ্রুত সেই সমস্ত ক্যাম্প কমিটি গড়ে উঠে এবং তার মধ্য দিয়ে সেই ক্যাশ যাতে তারা পেতে পারে তার জন্য এখানকার হাউসের প্রতিটি মেম্বারের সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করছি। এইটাই হল এই রিজল্যুশানের মর্ম। আরেকটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে আন-এ্যাটাচড যারা আছে, তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প যাতে গড়ে তুলে যায় তার ব্যবস্থা করা। আমরা সেই বিষয়ে চিন্তা করছি। আন এ্যাটাচড ইউথ্স্, অরফেন, ছোট ছোট শিশু অনেক আছে এবং তার মধ্যে আন-এ্যাটাচড ইনফারমস আছে, মেয়েরা আছে, তাদের জন্য আলাদা করে যাতে ক্যাম্প করা চলে। আরকটা কথা বলা হয়েছে যে প্রফেসর, টীচারস যারা পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন, তাদের জন্য আলদা ক্যাম্প করা, সেই বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি যাতে তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প করা যায় এবং যাতে তাঁরা প্রতিটি ক্যাম্পে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, নট অনলি এডুকেশন, হেল্থ সেনিটেশন ইত্যাদি ব্যাপারেও যাতে দৃষ্টি দিতে পারেন। আর রেডিও সেট তাদের বিলি করা সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের পর্যাপ্ত রেডিও ছিলনা, আমরা তাদের মধ্যে সাতটি রেডিও দিয়েছি, আর ভারত সরকারের কাছে আমরা এক হাজার রেডিওর জন্য লিখেছি যাতে প্রতিটি ক্যাম্পে আমরা রেডিও সেট দিতে পারি। কারণ বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিনের পর—দিন মানুষ সেখানে থাকবে, পৃথিবীর খবরা খবর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, সেটা তাদের মানসিক অবস্থার পক্ষে খারাপ, তারা মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই এই ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারকে আমরা লিখেছি। অতএব এদিক দিয়ে যে প্রস্তাব মেম্বাররা এনেছেন, এই প্রস্তাবকে আমি অভিনন্দিত করছি এবং সেটাকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি সদস্য'এর সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now mover of the Reslution may give his reply. I would request the Hon'ble Memoer to be very brief.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপলাই দেওয়ার বিশেষ দরকার পড়েনা। তবে একটা কথা বলা হয়েছে যে ফিনানশ্যাল ক্লীয়ারেন্স পেতে দেরী হচ্ছে। ওয়েস্ট বেংগল হচ্ছে একটা অতবড় দেশ, সেখানে অনেকগুলি সুবিধা আছে, তিনিও সেটা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় তার তুলনায় এ্যামিনিটীজ কিছুই নেই, অতএব আমাদের ফিনানশ্যাল ক্লীয়ারেন্সটা যাতে তাড়াতাড়ি পেতে পারি, তার জন্য আবার

দিল্লীতে সেটা রেফার করা যায় কি না, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ডাল, চাউল ছাড়া বাকীটা ক্যাশ দেওয়ার কথা যেটা বলা হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে দিল্লীর ক্লীয়ারেন্স এর কি প্রয়োজন আছে আমি জানি না, কারণ দিল্লীতো ১·১০ পয়সা ধরে দিয়েছে, অতএব যেখানে লোক চায় না, লোকে ক্যাশ চায়, সেটা দিতে কি অসুবিধা আছে, আমার কাছে সেই জিনিষটা পরিষ্কার হয়নি। ১·১০ পয়সা সবটা ইন কাইণ্ডস দিতে হবে, এটা দিল্লীর এ্যাবসলিউট অর্ডার কি না সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেন নাই, আমার মনে হয় সেইরকম কোন অর্ডার যদি না থাকে তাহলে সেখানে ক্যাশ দিতে পারেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে ক্লীয়ার লিখে দিয়েছে যে 'অল স্যুড বি গিভেন ইন কাইণ্ড।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এটা পরিষ্কার ছিলনা,' তাই আমি এখানে বলব যে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে সেটা করা যায়, সেইভাবে প্রয়োজন হলে এখান থেকে রিপ্রেজেনটেটিভ যেয়ে ভারত সরকারকে যাতে বুঝানো হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন, তার জন্য উনাকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি আমার এই প্রস্তাব হাউসে গৃহীত হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে ওয়েস্ট বেংগলে আমরা করেসপণ্ডেন্স করেছি, করার পর সেখান থেকে যে চিঠি পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে আউট সাইড ক্যাম্প রেশন দেওয়া হয় না কিন্তু গতকাল আমাদের ডিরেক্টার, রিলিফ, তিনি আপনার চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেখানে ওয়েস্ট বেংগলের স্পীকারের সংগে যে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছেন যে যেসব দুঃস্থ পরিবার ক্যাম্পের বাইরে আছেন, তাদেরও রেশন দেওয়া হয়, আগে দেওয়া হতনা।

শ্রীএস, এল, সিংহ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েস্ট বেংগলের যে রিলিফের মিনিষ্টার, তিনি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন দেওয়া হয় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, উনি বলেছেন আগে দেওয়া হতনা, এখন দেওয়া হচ্ছে। কাজেই যদি ওয়েস্ট বেংগলে দেওয়া হয় সত্যি সত্যি তাহলে আমাদের এখানে যে সমস্ত দুঃস্থ পরিবার রয়েছে যাদের আমরা শেলটার দিতে পারছিনা, তাদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমি একথা বলছিনা যে উনার কথার উপরেই দিয়ে দেওয়া হউক, ওয়েস্ট বেংগলের সংগে ফারদার করেসপণ্ডেন্স করে যদি ওয়েস্ট বেংগল দিতে পারে, তাহলে এখানেও চালু করা যায় কিনা, সেইদিকে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now the discussion on the Resolution is over ; I am now puting the Resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by Shri Promoda Rn. Das Gupta and others that "This House urges upon the Government to supply the scheduled dry rations to the evacuees from East Bengal residing outside the camps and besides dry rations, for other items the evacuees living in camps should be paid in cash ; cooking utensils, clothing should be supplied to the evacuees ,· separate accommodation for unattached boys, girls and women should be made and special diet should be given to the sick. sucking babies expectant mothers and infirms.

The Resolution was put to voice vote and passed unanimously.

Mr. Speaker .—The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 24th June, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION No. 332.

By Shri P. R. Das Gupta : —

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

1. Total number of Private Higher Secondary Schools which have been gutted by fire in 1970-71 (showing the names of the Schools and extension of damages) ·,
2. Whether any grant has been given to any such school for repairing the damage ?

ANSWER.

No.	Name of Schools.	Extent of damage.	Money value as per estimate of the School.
1. 4. (i)	Pragati Vidyabhaban.	Affected portion of School buildings fully gutted.	Rs. 1,05,000/-Approx.
(ii)	Prachyabharati Higher Secondary School.	-do-	Rs. 2·00,000-/ ,,
(iii)	Bishalghar Higher Secondary School.	Affected Katcha buildings fully gutted.	Rs. 3,900/- ,, (For furniture only, without building)
iv)	Jolaibari Higher Secondary School·	Affected portion of School buildings partly gutted.	Rs. 5,000/- Approx,

2. No.

UNSTARRED QUESTION No, 431
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Industries Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার চা বাগান সমুহের নাম—ঠিকানা,

২। প্রত্যেকের ১৯৬০-৭০ এর চা উৎপাদনের পরিমাণ,

৩। প্রত্যেক বাগানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারদের নাম '

৪। কোন কোন বাগান ঘাটতিতে চলছে তাদের নাম ?

উত্তর

১। সঙ্গীয় কাগজ—'A' তে দেওয়া হইল।

২,৩, এবং ৪। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Annexure—A,

LIST OF TEA GARDENS AND THIER ADDRESS.

1. Kalyanpur Tea Estate, Khowai, Tripura.
2. Lilaghar Tea Estate, Sabroom, Tripura.
3. Makhlipara Tea Estate, Sadar, Tripura.
4. Tripura Hill Development Tea Co. Ltd. Tea Estate, Sadar, Tripura.
5. Mahabir Tea Estate, Kamalpur, Tripura.
6. Simnacherra Tea Estate, Sadar, Tripura.
7. Krishnapur Tea Estate, Sadar, Tripura.
8. Mantala Tea Estate, Sadar, Tripura.
9. Brahmakunda Tea Estate, Sadar, Tripura.
10. Harishnagar Tea Estate, Sadar, Tripura.
11. Khowai Tea Estate, Khowai, Tripura.
12. Meghliband Tea Estate, Sadar, Tripura.
13. Garadtilla Tea Estate, Kamalpur, Tripura.
14. Ramdurlavpur Tea Estate, Kamalpur, Tripura.
15. Adarini Tea Estate, Sadar, Tripura.
16. Darangtilla Tea Estate, Kamalpur, Tripura.

17. Jamthung Tea Estate, Kamalpur, Tripura.
18. Barasurma Tea Estate, Kamalpur. Tripura.
19. Malabati Tea Estate, Sadar, Tripura.
20. Tipparah Tea Corparation Ltd., Sadar, Tripura.
21. New Durgabari Tea Estate. Sadar, Tripura.
22. The Central Tripura Tea Co. Ltd., Sadar, (Harendranagar), Tripura.
23. Tufania Lunga Tea Estate, Sadar, Tripura.
24. Kalkalia (North) Tea Estate, Sadar, Tripura.
25. Jadabnagar Tea Estate. Sadar. Tripura.
26. Kalacherra Tea Estate, Sadar, Tripura.
27. Mohanpur Tea Estate, Sadar, Tripura.
28. Nripendranagar Tea Estate, Sadar, Tripura.
29. Kalkalia (South) Tea Estate, Sadar Tripura.
30. Pearless Tea Estate, Sadar, Tripura.
31. Ishanpur Tea Estate, Sadar, Tripura.
32. International Tea Trading Co. Ltd., Sadar, Tripura.
33. Rajalaxmi Tea Estate, Sadar, Tripura.
34. Ludhua Tea Estate, Sabroom, Tripura.
35. Sonamukhi Tea Estate, Kailashahar. Tripura.
36. Jagannathpur Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
37. Rangrung Tea Estate, Kailashahar, Tripura,
38. Sarojini Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
39. Nattincherra Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
40. Kalisahan Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
41. Golakpur Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
42. Dilkhosh Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
43. Debasthal Tea Estate, Kailashahar; Tripura.
44. Silkote (Hiracherra) Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
45. Halaicherra Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
46. Anila Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
47. Bikramnagar Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
48. Maheshpur Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
49. Halflongcherra Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
50. Pearacherra Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
51. Sarala Brajendranagar Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
52. Ranibari Tea Estate, Dharmanagar, Tripura.
53. Manuvalley Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
54. Gopalnagar Tea Estate, Sadar, Tripura.
55. Sova Tea Estate, Kailashahar, Tripura.
56. Benodini Tea Estate, Sadar, Tripura.

UNSTARRED QUESTION NO. 391

BY—**Shri Ershad Ali Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) তৃতীয় পরীকল্পনাকালে ত্রিপুরায় কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছিল।

২) চলিত ১৯৭১ ইং সনের ১৫ই জুন পর্য্যন্ত কোন বিভাগে কতজন ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

৩) বর্ত্তমান বৎসরে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কোন প্রকল্প প্রনয়ণ করিয়াছেন কিনা ?

৪) যদি করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে তপশিলীভুক্ত জাতি, উপজাতি ও উদ্বাস্তুদেরকে ধরা হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১, ২, ৩, ৪) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 442,

BY—**Shri Aghore Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Deptt, be pleased to state—

Question

1. Whether it is a fact that the whole staff of C. T. T. I, started strike on 29. 3. 71 ;
2. If so, the reasons therefor.

Answer

1. No, only the daily rated workers ceased to work from the 29th March, 1971.
2. The workers resorted to this demanding their absorption in regular service.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT ; 1963

The 24th June, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday the 24th June, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker. Dy Minister and 23 Members.

QUESTION AND ANSWER

Mr. Speaker :—To-day in theList of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. —Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 103

Shri S. L. Singh :—Question No. 103, Sir.

প্রশ্ন

ক) ধর্ম্মনগর টাউনে Water Supply এর কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হবে কি ?

খ) ধর্ম্মনগর টাউনের মধ্যস্থিত Reserve Tank এর জল নষ্ট হওয়ায় টাউনবাসী পানীয় জলের অভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ? এবং

গ) থাকিলে কি প্রতিকার নিয়াছেন

উত্তর

ক) না ;

খ) পানীয় জলের অভাবে টাউনবাসীর কষ্ট সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন। ধর্ম্মনগর রিজার্ভ টেঙ্কের জল সারফেস সোর্সের বলিয়া দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গ) পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্প পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গত পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস ঐ রিজার্ভ ট্যাংকের জল ব্যবহার করা যাচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি যে—Water of the Reserve tank is liable for pollution as it is a surface source.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ট্যাংকের জল যাতে ভাল থাকে সেই-জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—একটা পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই পরিকল্পনা রূপায়ন করতে আর কত দিন সময় লাগবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে, There is a provision of Rs. 8.00 lakhs for supply of drinking water in Sub-divisional towns অন্যান্য স্যাংশন হলে পরে, সেখানে আমরা কাজ করতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ধর্মনগর টাউনে ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করার জন্য টি, টি, সি,র আমল থেকে আলোচনা হচ্ছে, এতদিন পর্যন্ত না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অর্থের অভাব হচ্ছে প্রধান কারণ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, চতুর্থ পরিকল্পনায় ধর্মনগর টাউনে ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

এস, এল, সিংহ :—We shall try our best if the scheme is sanctioned.

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 114.

Shri S. L. Singh :—Question No. 114, Sir.

প্রশ্ন

১) ছামনু টি, ডি, ব্লকে গত ১৯৬৭ সন থেকে বর্তমান আর্থিক সন পর্য্যন্ত কত টাকা পতিত ও জংলা জমি আবাদ বাবত ব্যয় করা হইয়াছে ;

২) তন্মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতির আবাদী জমিনের পরিমাণ কত ;

৩) কমলপুর ব্লকে ১৯৬৭ সন থেকে বর্তমান আর্থিক সন পর্য্যন্ত কত টাকা পতিত ও জংলা জমি আবাদের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে এবং ঐ জমির পরিমাণ ?

উত্তর

১। ছামনু টি, ডি, এলাকায় ১৯৬৭-৬৮ ইং আর্থিক সন হইতে ১৯৭০-৭১ ইং আর্থিক সন পর্য্যন্ত পতিত ও জংলা জমি আবাদ বাবত ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৬৭-৬৮—টা ১৪,৫৭৬·০০
১৯৬৮-৬৯—টা ৫,৭৩২·০০
১৯৬৯-৭০—টা ১৪,০০০·০০
১৯৭০-৭১—টা ৭,৩৯৭·৮০

মোট টাকা ৪১,৭০৫·৮০

২) উপরোক্ত অর্থদ্বারা আবাদী জমির মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতির জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

সন	উপজাতির জমি (একরে)	অ-উপজাতির জমি (একরে)	মোট (একরে)
১৯৬৭-৬৮	—	৭২	৭২
১৯৬৮-৬৯	১৩২	—	১৩২
১৯৬৯-৭০	১১৫	৫২	১৬৭
১৯৭০-৭১	৬২	২৮.০২	৯০.০২
	৩০৯	১৫২.০২	৪৬১.০২

৩) কমলপুর ব্লক এলাকায় ১৯৬৭-৬৮ ইং আর্থিক সন হইতে ১৯৭০-৭১ ইং আর্থিক সন পর্য্যন্ত পতিত ও জলা জমি আবাদের পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

সন	আবাদী পতিত ও জলা জমির পরিমাণ।	ব্যয়ের পরিমাণ
১৯৬৭-৬৮	২৬১	টা ৫৩,৪৮৫.০০
১৯৬৮-৬৯	১৭১.৫০	টা ১৮,৬৬২.৫০
১৯৬৯-৭০	১১০	টা ৩১,৭৭৪.০০
১৯৭০-৭১	১৩৪.৮৬	টা ২৭,৩৬২.০০
	৬৭৭.৩৬	মোট টা ১,৩১,২৮৩.৫০

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ব্লককে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেসব কাজ সেখানে হয়েছে, সেগুলি কি ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটি থেকে করানো হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—The reclamation of waste and marshy land under different schemes under the C. D. and T. D. Programmes of Chaumanu Block and reclamation of land in the Chawmanu Block area directly by the Agriculture Department under the Soil Conservation Scheme. The land were reclaimed in Chaumanu Block by the Block agency as well as by the Agriculture Department in different years from 1967-68 to 1970-71.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই সমস্ত কাজ বি, ডি, সি'র মারফৎ করা হয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই এখানে বলেছি যে সি, ডি, ও টি, ডি, প্রোগ্রামের কাজ এ্যাগ্রিকালচারের ডিপার্টমেন্ট থেকে করানো হয়েছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সমস্ত টাকা কি সরকার বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়েছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে সয়েল কনজার্ভেশান যে স্কীম আছে, সেই স্কীম অনুসারেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে টাকাগুলি দেওয়া হল, এগুলি কি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে এগ্রিকালচারেল লোন হিসাবে দেওয়া হয়েছে না গ্র্যান্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা তো আমি বললাম যে সয়েল কনজার্ভেশান স্কীম অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি এই যে টাকাটা দেওয়া হল এটা কি লোন হিসাবে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বললাম তো সয়েল কনজার্ভেশান স্কীম যেটা আছে, সেটাতে যে ভাবে দেওয়া হয়, সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Shingh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Starred Question No. 250.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 250.

Question

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

1) How many landless Scheduled Tribes, Scheduled Castes and other community families have so far been given financial assistance during the year 1969-70, 1970-71 for settlement ;

2) Is it a fact that landless people are to form Co-operative Society to get the Government assistance for rehabilitation :

3) If so, how many Co-operative Societies have so far been formed and registered with those landless people as per item 1 of the question ?

Answer

1) 133 landless Sch. Tribes families and 153 Sch. Castes families in the year 1969-70 and 1856 Jhumias landless Sch.Tribes families and 195 landless Sch. Castes families during the year 1970-71 have been given financial assistance for settlement on land.

2) Yes ; but in exceptional cases, settlement may be made in individual basis.

3) 23 Cooperative Societies have been formed and registered. Besides, settlement have been given on individual cases also.

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudury.

Shri Ershad Ali Choudhuri :—Starred Question No. 296.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 296.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কী প্রকারের কত জন ইঞ্জিনীয়ার-গ্রেজুয়েট ও অন্যান্য ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকার যুবককে আপাতত: সাহায্য হিসাবে পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে Contractorএর কাজ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৭ জন বেকার গ্রেজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং ৭১ জন বেকার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারকে কাজ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর মধ্যে কোন্ ডিভিশনে কতজন বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইসব গ্রেজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ডিপ্লোমা হোল্ডার্সদের কনট্রাক্ট দেওয়ার জন্য যে সমস্ত স্কীম করা হয়েছে, তাতে তাদের কতটাকা পর্য্যন্ত কাজের কনট্রাক্ট দেওয়া যায় ?

Shri S. L. Singh :—The Graduate Engineers and Diploma Holders are enlisted as contractor for works upto Rs. 25,000/- and Rs. 10,000/- respectively. The works upto Rs. 20,000/- or less may be awarded to them on negotiation so far as may knowledge goes through.

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta .

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred Question No. 336.

Shri S. L. Singh : —Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 336.

Question

1. Whether the Govt. will complete the Metalling and Black-topping Agartala—Simna Road (from Kalachera Tea Garden to Simna) within 1971,

2. If not the reason therefor.

Answer

1. The metalling and black topping is not expected to be completed by 1971.

2. Non-availability of materials, collection of which will take time and also diversion of the road in certain reaches requiring land acquisition are the main difficulties,

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রাস্তার ব্রেক টপিং এ্যাণ্ড মেটালিং করার জন্য কোন সাল থেকে বাজেট প্রভিশান করা হয়ে আসছে এবং কোন সালে কত টাকা ধরা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—Administrative approval and expenditure sanction to an estimate amounting to Rs. 8,98,800/- has been accorded on 69 for bl ack topping of Agartala—Simna road portion from Kalacherra to Simna. This portion of the road is about 16 K. M. in length. There is a token provision of Rs. 2,000/- only for this work in the sanctioned budget for 1971-72. It is not possible to complete the work within 1971. Efforts are being made to collect bricks and butumen for the work during the current financial year.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে ১১.৯.৬৯ইং সনে এই রাস্তাটির কাজ করার জন্য এষ্টিমেট এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুবাল স্যাঙ্কশান করা হয়েছে, সেখানে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যেও ফর ওয়াণ্ট অব মেটারিয়েল্‌স এই রাস্তাটির কাজ হয়নি কেন বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :—The road also requires diversion from K. M. 30 to 38 for which Administrative approval and expenditure sanction to an estimate amounting to Rs. 6,68,100/- have been accorded on 8.12.69. There is a provision of Rs. 50,000/- for the work in the sanctioned budget for 1971-72. Land will have to be acquired for which details of land etc. has been forwarded to the Land Acquisition & Collector for initiating Land Acquisition proceeding Land is not yet available.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্ত্তমানে যে ডাইভার্শানটা করা হয়ে গেছে, সেটা আবার করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ইন সারটেইন প্লেসেস ইট মে বি নেসেচারী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে কোন কোন জায়গায় ল্যাণ্ড রিকুইজিশান করার দরকার হয়েছে, এবং সেগুলি এমন কি অবস্থায় আছে, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—সেটা তো আগেই বলেছি। টু গিভ ডিটেইল্‌স অব ল্যাণ্ড রিকুইজিশান ইজ ভেরী ডিফিকাল্‌ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ঐ জায়গাতে রাস্তাটা এখন চালু অবস্থায় আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে, কিন্তু ইন সার্টেইন সার্ফেস দি ব্রেক টপিং এ্যাণ্ড মেটালিং ইজ নেসেচারী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে রাস্তাটা চালু আছে সেটাতে ব্রেক টপিং এ্যাণ্ড মেটালিং করা হচ্ছে না, অন্য রাস্তাতে কি সেটা করা হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যখন যে রাস্তায় প্রয়োজন হবে, তখন সেটাতে করা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে ল্যাণ্ড রিকুইজিশান করাটা কো-প্রবলেম নয়। আসলে যে টাকাটা বাজেটে ধরা হয়েছে সেটা ঐ রাস্তা করার জন্য নয়, অন্য রাস্তার কাজ করার জন্য ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যা বলার সেটা আমি ব্যক্ত করেছি। এখন সেখানে যদি নূতন কোন ব্রীজ করতে হয়, তাহলে সেজন্য আবার নূতনভাবে সেটাকে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে এষ্টিমেট এবং তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ স্যাংশান নিতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে একটা রাস্তা আছে এবং সেই রাস্তা দিয়ে সব সময়ে মিলিটারী গাড়ী এবং বহু মোটর বাস সব রকমের যানবাহন চলাচল করছে। সেই রাস্তায় মেটালিং এবং ব্রেক টপিং ইত্যাদি করার দরকার, এখন এগুলি করা হবে কিনা, এটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, আমি তো বলেছি যে আগরতলা-সিমনা রোডে কালা-ছড়া থেকে সীমনা পর্য্যন্ত যে জায়গা, তাতেই এটা করা হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ রাস্তার বিকল্প অন্য কোন রাস্তা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা বা সেই রাস্তাকে ডাইভার্শান করে অন্যভাবে করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং থাকলে আমাদের সেটা দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কিছুটা ডাইভার্শান এর কাজ আছে, এটা তো আপনাদেরও জানা আছে।

Mr. Speaker :—Shri Tarit Mohan Dasgupta.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Starred Question No. 345.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred question No. 345.

QUESTION

1. **Whether there is any proposal for metalling Jogendranagar-Anandanagar-Takerjala Road in the current financial year ?**
2. **If so, what is the estimated amount that will be spent for that road this year ?**

ANSWER

Nos. 1 & 2. There is no provision for this work in the sanctioned budget for 1971-72. There is no proposal for metalling the road. The Govt. however, considering to provide brick soling on this road, if funds and materiats become available. The length of the road is 16 K.M. The cost of the work will be about Rs. 3.75 lakhs. The estimate is under preparation.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ রাস্তার বর্ত্তমান অবস্থা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বর্ত্তমান অবস্থা রাস্তা যেভাবে আছে সেইভাবেই আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ রাস্তার ১৬ কিলোমিটার এখনও গাড়ী যেতে পারে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—গাড়ী যে কিরকম সেটাই হল প্রধান কথা। গাড়ী বর্ষাকালে অনেক জায়গাই যায়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এখন যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অল ওয়েদার রোড নয়। অতএব যদি বেশী বৃষ্টি হয় তাহলে নাও যেতে পারে।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 348.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 348.

প্রশ্ন

১। নলুয়াছড়ার Lift Irrigation এর কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

২। এই কাজের জন্য contractor নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইহা সত্যি কিনা ?

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কোন সময় নিযুক্ত করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১। জনসাধারণ ছড়ার ডানতীরে জল উত্তোলক যন্ত্রের জন্য ঘর তৈরীর বিরোধী বলিয়া ;

২। হ্যাঁ।

৩। মার্চ—১৯৭১ ইং।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কি কারণে এই পজিশন হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ:—Naluacherra Lift Irrigation scheme has been sanctioned on 25.1.71 for Rs. 1,15,400/-. It envisages a pump house on the right bank of Naluacherra with spun pipe distribution system. The contractor went to start the work but there was opposition from the public. The public want it on the left bank. The objection was raised on 20.3.71 by Sarbashri Harimohan Baidya, Nagendra Debnath, Promode Sil and others.

The Director of Agriculture and the Executive Engineer, Minor Irrigation Division will visit the site shortly and finalise the issue.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma:—Question No. 357.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 357.

QUESTION

1. Whether there is any scheme to construct bridge on Rangapania river just near the Charilam Bazar in the current Financial year.
2. If so, the details estimate of the proposed bridge and when the construction will be started ?

ANSWER

1. A scheme is under consideration.
2. The proposal is for construction of an S. P. T. foot Bridge The work will be taken up depending on availability of funds for the work.

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder:— Question No. 381.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 381.

প্রশ্ন

১। রাণীর গাঁও জারুল বাছাই P.W.D রাস্তাটিতে কত বৎসর যাবৎ মেরামত হইতেছে না ; এবং

২। কত দিনের মধ্যে উক্ত রাস্তাটি মেরামত করা হইবে ?

উত্তর

১। ১৯৬৯-৭০ সাল হইতে।

২। টাকার সংস্থান হইলে ব্যয় মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 401.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 401.

প্রশ্ন

১) সদর তুলাকোনা এলাকায় নূতন করে ফরেষ্ট রিজার্ভের খুটি লাগানো হচ্ছে কিনা।

খ) ঐ এলাকাটা ঘন বসতিপূর্ণ কিনা।

গ) যদি তাই হয় তবে ঐ নূতন খুটি লাগানোর কাজ বন্ধ রাখা হবে কিনা।

উত্তর

ক) তুলাকোণা রিজার্ভ ফরেষ্ট সীমানায় খুঁটি লাগানো হচ্ছে।

খ) তুলাকোণা রিজার্ভ ফরেষ্ট মোটেই ঘন বসতি নয়।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Binoy Bhushan Banerjee.

Shri Binoy Bhushan Banerjee :—Question No. 461.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 461.

প্রশ্ন

১। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আগরতলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার সঙ্গে মফঃস্বল এলাকার কোন পার্থক্য আছে কি ; এবং

২। থাকিলে কিরূপ ?

উত্তর

১। হঁ্যা ;

২। এলাকা ভিত্তিক প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য সংযোজনী নং ১এ দেখানো হইল।

আগরতলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা

ক) কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে :—অনধিক ৫ (পাঁচ) অশ্বশক্তি চাহিদাক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের মূল্য মং ০·২৮ পঃ (আটাশ পয়সা) মাত্র এবং ৫ অশ্বশক্তির বেশী চাহিদা ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের মূল্য ০·২৫ (পঁচিশ) পয়সা মাত্র।

খ) কৃষি ও শিল্প ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে :—প্রতি ইউনিটের মূল্য মং ০·৫০ পঃ (পঞ্চাশ) পয়সা মাত্র।

মফঃস্বল এলাকা

ক) শিল্পক্ষেত্রে :—প্রতি ইউনিটের মূল্য মং ০·৩৭ (সাইত্রিশ) পয়সা মাত্র। পূর্ণতম মাসিক মূল্য সাকুল্যে প্রতি সরবরাহ সংযোগ অন্ততঃ মং ১৲ (এক) টাকা হইতে হইবে।

খ) কৃষিক্ষেত্রে :—অনধিক ৫ (পাঁচ) অশ্বশক্তি চাহিদা ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের মূল্য মং ০·২৮ (আটাশ) পয়সা মাত্র এবং ৫ (পাঁচ) অশ্বশক্তির বেশী চাহিদা ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের মূল্য মং ০·২৫ (পঁচিশ) পয়সা মাত্র।

উপরিউক্ত মূল্য নিরিখগুলি এই সর্ত সাপেক্ষ যে প্রতি সরবরাহ সংযোগের জন্য মিটারের মূল্যায়িত বিঃ, এইচ, পিঃ পিছু এবং তার ভগ্নাংশের জন্য মাসিক মূল্য ন্যূনকল্পে মং ২৲ (দুই) টাকা হইবে।

গ) কৃষি ও শিল্প ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে :—প্রতি ইউনিটের মূল্য ৫৬ (ছাপান্ন) পয়সা মাত্র। উপরিউক্ত মূল্য নিরিখ এই সর্ত সাপেক্ষ যে প্রতি সরবরাহ সংযোগের মিটারের মূল্যায়িত বি, এইচ, পি, পিছু এবং তার ভগ্নাংশের জন্য মাসিক মূল্য ন্যূনকল্পে অন্তত মং ২৲ (দুই) টাকা হইবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—হাইডেল ও ডিজেল ইউনিটের মূল্যের মধ্যে বেশ কম আছে কিনা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাইডেল বেশী হবে। বলা হয়েছে যে অনধিক ৫ অশ্বশক্তির যুক্ত এবং ৫ শক্তির অধিক।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসাম থেকে যেটা আমরা পেয়েছি কৈলাসহর পর্য্যন্ত তার যে রেট এবং কৈলাসহর ধর্ম্মনগরে যে ডিজেল পরিচালনা হচ্ছে তার সংগে কোন পার্থক্য আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন করেছেন আগরতলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার কথা। অতএব তৎসংলগ্নের কথাই বলা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—আমি ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলাম ইলেকট্রিসিটি রেট সম্বন্ধে হাইডেল এবং ডিজেলের মধ্যে কি পার্থক্য আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নকর্ত্তা নিজেই বলেছেন যে আগরতলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা, আমি তার জবাব দিয়েছি। অতএব আরেকটা প্রশ্ন কৈলাশহর ইত্যাদি এলাকা সম্পর্কে তাহলে বলে আমার পক্ষে এখন বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আশা করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস দিস ইজ নট সাপ্লিমেন্টারী। ইউর কোয়েশ্চান স্যুড বি এ সেপারেট ওয়ান।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা এবং ততসংলগ্ন এলাকা, তার সঙ্গে মফঃস্বল কথাটাও আছে ; আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগরতলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার সঙ্গে মফঃস্বলের ইউনিটের কোন পার্থক্য আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগরতলা ও তৎসংলগ্ন মফঃস্বল উদয়পুর এবং সোনামুড়া বুঝায়, কৈলাশহর বা ধর্ম্মনগর বুঝায় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০ স্যার।

প্রশ্ন

(ক) কৈলাশহর সাবডিভিশনে তেলিয়া, ভাগ্যপুর, ধনবিলাস, দেবীপুর ও জগন্নাথপুর মাঠে কি পরিমাণ উৎলা জমি Marchy land) আছে ;

(খ) ইহা কি সত্য উক্ত এলাকায় প্রচুর উৎলা জমি reclamation ও drainage করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ এবং ঐ এলাকার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সরকারের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও কাজ হইতেছে না ;

(গ) ইহা কি সত্য ঐ সমস্ত উৎলা জমি reclamation এবং drainage করার জন্য Agriculture Dept. Minor Irrigation Dept. কে লিখা সত্ত্বেও কাজ হইতেছে না ?

উত্তর

(ক) বিভিন্ন মাঠে উৎলা জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

মাঠের নাম	উৎলা জমির পরিমাণ
তেলিয়া	৯০ একর
ভাগ্যপুর	২৫০ ,,
ধনবিলাস	৩৫০ ,,
দেবীপুর	৩০ ,,
জগন্নাথপুর	৪০ ,,
মোট	৭৬০ ,,

(খ) ও (গ) উক্ত এলাকাগুলির উৎলা জমি নালা খনন করিয়া আবাদ করার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ কুমারঘাটের বি, ডি, ওর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বি, ডি, ওর সঙ্গে আলোচনাক্রমে তেলিয়া মাঠে ৪৮ একর এবং ভাগ্যপুর মাঠে ৫০ একর উৎলা জমি আবাদ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহা মাইনর ইরিগেশন ডিভিসনের নিকট যথাবিহিত তদন্তক্রমে প্রকল্প তৈয়ার করার জন্য কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরণ করা হয়। মাইনর ইরিগেশন ডিভিসনের প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ পায় যে, এই ধরণের আবাদকার্য্য নালা খননকরিয়া করিতে হয় এবং ঐ নালাগুলি ক্রমেই ভরাট হইয়া যায় ও পুনরায় খনন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অতএব, এই ধরণের অস্থায়ী আবাদ কার্য্য সংশ্লিষ্ট কৃষকগণ কর্ত্তৃক ব্লক প্রকল্পের মাধ্যমে ও সহায়তায় করা অধিকতর শ্রেয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্ত্তমানে ঐ কাজগুলি কি অবস্থায় আছে ?

Shri S. L. Singh :—Necessary instruction are being issued to the Block Development Officer, Kumarghat to examine the possibility of getting the marshy lands of the areas reclaimed by the beneficiaries concerned by providing financial and other assistance under the appropriate schemes under the Block Programme.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রকম উৎলা জায়গার রিক্লেমেশান মাইনর ইরিগেশন থেকে তেলিয়া এবং ভাগ্যপুর না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে—The preliminary investigation made by the Minor Irrigation Divn. reveals that such reclamation works are to be executed by excavating drains which get silted up in course of time and require the excavation. As such, such works of reclamation of temporary nature are better to be executed by the cultivators concerned under the Block Programme with necessary assistance.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে অন্যান্য জায়গায় এই রিক্লেমেশনের কাজ মাইনর ইরিগেশন থেকে করা হয়, এখানে না করার কারণ কি ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং দি ওয়ার্ক ইজ অব টেম্পরারী ন্যাচার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই অবস্থা কি এখন ধারণ করল, না আগেও এই অবস্থা ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট পাওয়ার পর এটা করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগরের জগন্নাথপুর মাঠ সম্পর্কে আমি কোন উত্তর পাই নাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই দুইটি প্রকল্পই নেওয়া হয়েছে, আর অন্যগুলি নেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই সেই সম্পর্কে কোন রেফার করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৫ স্যার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের ভাইবোন ছড়া মডেল ট্রাইবেল কলোনীর জমিতে জলসেচের জন্য কাছারীছড়ায় যে একটি বাঁধের পরিকল্পনা ছিল, তাহা কবে কার্যকরী করা হইবে ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫(এ)।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫(এ) স্যার।

QUESTION

1. How many educated unemployed have so far been given opportunity (individually and jointly) to have work on contract under P. W. D. upto Feb'71.
2, What is the Volume and total amount of work given to them upto Feb'71 and details of the works.
3. Is it a fact that the work given to them are not upto the satisfactory ?

ANSWER

1. Individually : (i) Graduate Engineers—4 Nos.
   (ii) Diploma holders Engineers—63 Nos.

   Jointly . (i) Graduate Engineer—3 Nos.
   Diploma holder Engineers—8 Nos.
2. Vide annexure 'A'
3. Performance satisfactory.

ANNEXURE—A.

Details of Works.	Volume and total amount. Volume No.	Amount Rs.	Value of works awarded to Un-employed Diploma holder/Graduate Engineers individually. Diploma Rs.	Graduate Rs.	Value of works awarded to Un-employed Diploma hoider/Graduate Engineers jointly. Rs.
1	2	3	4	5	6
A. Maintenance Works.					
i) Works costing upto Rs. 10,000/- each No. of works.	122	483891/-	459945/-	23946/-	—
ii) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	11	210698/-	210698/-		—
B. Original Works.					
1) Roads :—					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	6	27189/-	27189/-	—	—
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	2	37132/-	37132/-	—	

1	2	3	4	5	6
ii) **Buildings :—**					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	23	88464/-	81298/-	—	7166/-
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	7	197516/-	108841/-	46361/-	42314/-
iii) ELECTRICAL WORKS.					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	13	37023/-	37023/-	—	—
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	—	—	—	—	—
IV FLOOD PROTECTION.					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	1	9986/-	9986/-	—	—
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	4	128074/-	44388/-	—	83686/-
V. M. I. SCHEME.					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	1	9066/-	9066/-	—	—
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	1	12269/-	12269/-	—	—
VI. CIVIL WORKS UNDER ELECTRICAL DIVISION.					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	11	42161/-	—	19540/-	22621/-
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	—	—	—	—	—
VII. MIS. WORKS (i. e. OTHER THAN ABOVE)					
a) Works costing upto Rs. 10,000/-	3	8415/-	8415/-	—	—
b) Works costing more than Rs. 10,000/- but less than Rs. 50,000/-	1	13144/-	13144/-	—	—
	206	1285119/-	1039485/-	89847/-	155787/-

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—এই যে unemployed graduate those who are highly qualified তাদেরকে disqualified করার জন্য তাদের কাজ সেটিসফেক্টরী না বলে ইঞ্জিনিয়ারেরা যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, সেই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদেরকে কি কি কাজ দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি বিবৃত করলাম। এখন তাদের কাজ যদি ঠিক না হয়, তাহলে তাদেরকে ডিস্‌কোয়ালিফাইড করা যেতে পারে, ইট ইজ আপ টু দেম।

Mr. **Speaker** :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred Question No. 335

Shti S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred question No. 335.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Govt. will construct a border road from Simnacherra Colony to Khengrabari via Satcharee within 1971. 2) If not, the reason therefor	There is no provision for this work in the sanctioned budget for 1971-72. There is no proposal for metalling the road. The Govt. however, considering to provide brick soling on the road, if funds and materials become available. The length of the raod is 16 K. M. The const of the work will be about Rs. 3. 75 lakhs. The estimate is under preparation.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জনদাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বর্ডার রোড যেটা সেটাকে কভার করবার জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট কোন ডাইরেক্‌টিভ আছে কিনা টু কমপ্লিট দি বর্ডার রোড ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—স্যার বর্ডার রোড বলে আমাদের এখানে যেটা আছে, সেই ভাবেই সেটা করা হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটাকে বর্ডার রোড হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই যে সিমনাছড়া থেকে খেনগড়াবাড়ী ভায়া সাতচড়ি পর্য্যন্ত লম্বায় ১০ মাইল বর্ডার রোডটা আছে তার জাষ্ট অপজিটে সুরমা চা বাগান এখন যেটা নাকি বাংলা দেশে আছে, এটা সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যত রোড আছে, তার সবই বর্ডার রোড হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে তো এ এ রোডটাও বর্ডার রোড হওয়া উচিত ছিল ? কিন্তু আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে মোট ০০০ মাইল রাস্তা আছে, যেটা নাকি বর্ডার রোড। এখন স্ট্রেট অপজিট দি পাকিস্তান বর্ডার এই যে সিমনাছড়া টু খেনগড়াবাড়ী ভায়া সাতচড়ি রাস্তাটা আছে, এটা যদি ভাল রাস্তা না হয়, তাহলে সিকিউরিটির গ্রাউণ্ডে চলাচলের প্রয়োজন হলে, সেটা আন-কভার থেকে যাবে সেদিক দিয়ে এই রাস্তাটির উপর সরকারের প্রায়রিটি আছে কিনা, এটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার, কোনটাকেই বর্ডার রোড হিসাবে গন্য করা হয় না এবং এই রোডটাকেও বর্ডার রোড হিসাবে গন্য করা হয় না।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury

Shri Suresh Ch Choudhury :—Starred Question No. 352

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 352

QUESTION

1. What are the reasons for stopage of works on Muhuripur Hrishyamukh Road.
2. Whether land for the raod has been acquired.
3. If not, the reasons therefor.

ANSWER

1. Non-availability of required land for the first two miles ot the road.
2. Land has been acquired except first two miles.
3. Due to various representations and counter representation of the local people land for the first two miles could not be acquired.

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—এই ল্যাণ্ড একোয়ার করার জন্য কতদিন পরে চেষ্টা চালানো হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :—The length of the road is 11 miles. Administrative approval and expenditure sanction were accorded on 23. 5. 65. Formation of work was taken up in the year 1965, and completed except the portion of 1st 2 miles at Julaibari end which could not be completed due to non-availability of land. There were several representation and counter representations from different interested parties for changing the alignment for this portion. Shri Nani Sarkar, Goan Pradhan raised objection in August, 1966.

Due to filling of one objection against acquisition of land by Smt. Kshirodeswari Choudhury, Shri Harish Biswas, Shri Mahendra Dutta and other (before 3, 4, 69). it was suggested by the Secretary, Revenue Department for joint inspection by the Executive Engineer, Southern Divn. No. II S. D. O., Civil, Belonia and Superintendent of Agriculture, South, Udaipur. Accordingly, joint inspection was conducted and report of the joint inspection was submitted to the A. D. M. Land acquisition section by the Executive Engineer, Southern Divn. No. II, Santirbazar. The decision of the Government was communicated by the Secretary, Revenue Department vide his No. F, 21 (2)-AC/Rev/67 dated 11. 12. 70 to the District Magistrate (South). The land acquisition proceedings as per decision of the Government are yet to be finalised and land yet to be handed over to the PWD by the land Acquisition Officer. Though contractor for this portion has been selected for execution of the earth work but the work could not be started for want of land. District Magistrate (South) has already been requested to hand-over the land early,

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের কাজ ফাইন্যালাইজ করতে আর কত দিন সময় লাগবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি কোন অবজেকশন না থাকে তাহলে দেরী হবে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—যে অবজেকশন ফাইন্যালাইজ করা হয়েছে সেটা কতদিন সময় লেগেছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ফাইন্যালাইজ হয় নাই বলাই হয়েছে—The land acquisition proceedings as per decission of the Government are yet to be finalised and land yet to be handed over to the PWD by the Land Acquisition Officer,

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যেসব দরখাস্ত করা হয়েছে, যেসব অবজেকশনের পিটিশান করেছে এই অবজেকশনগুলি ডয়েন্ট এনকোয়ারী হয়েছে। এই এনকোয়ারী করা হলে পরে দেখতে হবে ফাইন্যালাইজ করা হয়েছে কিনা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন সাকসেসফুল হয় তাহলে ফাইন্যালাইজ হতে পারে। ইট ডিপেণ্ডস আপন দি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—যদি অ্যালাইনমেন্ট ফাইন্যালাইজ হয় তাহলে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন করবে গভর্ণমেন্ট। সেখানে অসুবিধা কোথায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মোকদ্দমা করেছেন সেজন্য দেরী হচ্ছে। বাই ফোর্স ল্যাণ্ড নেওয়া যাবে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে অ্যাকুইজিশনের প্রসিডিংস কতদিন পর্য্যন্ত আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলেছি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন প্রসিডিংস অ্যাজ পার ডিসিশান অব দি গভর্ণমেন্ট আর ইয়েট টু বী ফাইন্যালাইজড। অ্যাজ সুন অ্যাজ ল্যাণ্ড উইল বী গিভেন দি ওয়ার্ক উইল ষ্টার্ট।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—এখন কথা হচ্ছে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশনের জন্য রাস্তার কাজ ডিলে হচ্ছে। ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশনের জন্য রাস্তার কাজ ডিলে করার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ডিলে করার কারণ নাই। প্রত্যেক লোকেরই অধিকার আছে মোকদ্দমা করার। অতএব মোকদ্দমা হবে, মোকদ্দমার হীয়ারিং হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—কেউ তো মোকদ্দমা করেনি তিন বছর আগে। ল্যাণ্ড অ্যালাইনমেন্ট কিছু কিছু চেঞ্জ করার জন্য পিটিশান করেছে। সেটা এনকোয়ারী করেছে দুই বছর হয়েছে। তার পরেও অ্যাকুইজিশন প্রসিডিংস ফাইন্যালাইজ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Shri Nani Sarkar, Gaon Pradhan raised objection in August, 1966. Due to filing of one objection against acquisition of land by Smt Kshirodeswari Choudhury, Shri Harish Biswas, Shri Mahendra Dutta and other (before 3. 4. 69). it was suggested by the Secretary, Revenue Department for joint inspection by the executive Engineer, Southern Divn. No. II, S. D. O., Civil. Belonia and Superintendent of Agriculture, South, Udaipur.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—উত্তরে দেখা গেল পি, ডব্লিউ, ডি, এর কাছ থেকে জায়গা পাওয়া যায় নি দেখে পি, ডব্লিউ, ডি, কাজ করতে পারছে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিষ্টার মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টারের কাছে চিঠি লিখিবেন কিনা যাতে জায়গাটা পি, ডব্লিউ, ডি, এর কাছে হস্তান্তর করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা অনবরতই করা হচ্ছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—এই ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের কাজ কোথায় গিয়ে আটকিয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার পড়ে শোনাই—The length of the road is 11 miles. Administrative approval and expenditure sanction were accorded on 23. 5. 65. Formation of work was taken up in the year 1965 and completed except the portion of 1st 2 miles at Julaibari and which could not be completed due to non-availability of land. অতএব আমরা ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যেখানে অবজেকশান পড়ে সেখানে অবজেকশনকে ডিনাই করে এটা করার ক্ষমতা নাই।

Mr. Speaker :—Question hour is over. There are two Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House replies of Unstarred Questions.

(Replies were laid on the Table of the House)

Mr. Speaker :—There is a Calling Attention Notice given notice of by Shri Abhirum Deb Barma on 21. 6. 71 to waich the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 24th June, 1971, I would call on the Hon'ble Minister in-charge to make a statement on—'গত ২৪শে মে রাত্রিতে কৈলাশহর মনুঘাটে সি, আর, পি, কর্ত্তৃক নারী ধর্ষণ'।

Shri S. L. Singh :—On 24th May, 1971 at about 9-45 P. M. one of the Assistant Commandants of 25 Bn. C.R.P. stationed at Manu was informed by some civilians that some C. R. P. men and local people were fighting in the bazar by using lathis etc. He immediately rushed to the spot and pacified them. He found that 3 C. R. P. personal viz. NK Lal Singh, Const. Ram Kishore, and Const. Rup Singh had received minor injuries and 5 members of the public had also been injured. He brought them to his camp where O/C Police Station Manu also arrived. A case has been registered in Police Station Manu and the 3 aforesaid C. R. P. personnel taken into custody. They are at present in Kailashahar jail. Injuries to the civilians were minor.

The altercation started on account of exchange of hot-words between the Const. Rup Singh of 25 Bn. C. R. P, and Hotel Owner. The owner of the Hotel according to the local Police sells illicit liquor and it is alleged that the aforesaid three C. R. P. personnel visited this place for taking liquor. They have been arrested.

There was no molestation of any girl. Shrimati Jitbahan Gowala was a maid-servant in the hotel viz. Annapurna and her name was used to incite the public against the C. R. P.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব ইনফরমেশান। এই যে সি, আর, পি,রা যে মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল এবং তারজন্য যে তিনজন সি, আর, পি,কে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে এই জন্য মনু থানার যে ও, সি, তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি দেয়ার ওয়াজ নো মলেস্টেশান অন এনি গার্ল অ্যাণ্ড হার নেম ওয়াজ ইউজড টু ইনসাইট দি পাবলিক। এটা নামটা ব্যবহার করছে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য।

শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী :—তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কারণে এই মারামারি হয়েছিল -

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কারণটা বিবৃত করলাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—On 24th May, 1971 at about 9-45 P. M. one of the Asstt. Commandants of 25 BN CRP stationed at Manu was informed by some civilians that some CRP men and local people were fighting in the bazar by using lathis etc. He immediately rushed to the spot and pacified them. He found that 3 CRP personal viz. NK Lal Sing, Const. Ram Kishore, and Const. Rup Sing, had received minor injuires and 5 members of the public had also been injured. He brought them to his camp where O/C. Police Station Manu also arrived. A case has been registered in Police Station, Manu and the 3 aforesaid CRP personnel taken into custody. They are at present in Kailashahar Jail. Injuries to the civilians were minor. The altercation started on account of exchange of hot-words between the Const. Rup Singh of 25 BN CRP and the Hotel owner. The owner of the hotal according to the local Police sells illicit liquor and it is alleged that the aforesaid three CRP personnel visited this place for taking liquor. They have been arrested.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—যে হোটেলে লিকার বিক্রয় হল, সেই হোটেলের মালিককে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে কিনা লিকার এ্যাক্ট অনুযায়ী কোন এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হি হ্যাজ বীন এ্যালেজড।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে যে যার ওখানে মদ বিক্রয় করা হয়েছে, সেই হোটেলের মালিককে একসাইজ আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট কোন এ্যাকশান নিয়েছেন কি না ? দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কেসগুলি যে ইনষ্টিটিউট করা হয়েছে, কোন্ ধারা মতে এবং কোন্ সেকশন অনুযায়ী সেগুলি করা হয়েছে ? আর এই যে মহিলার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মহিলা থেকে কোন ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে কি না এই অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধারা সন্নিহিত করা হয় চার্জসীট যখন ফ্রেম করা হয়, সেইজন্যই এখানে বলা হয়েছে এ্যালেজড।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন—একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে যে বলা হয়েছে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, সেটা সত্য কি না এবং যে মেয়ে সম্পর্কে এ্যাকশান নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে, তার থেকে কোন ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে কি না, এই সম্পর্কে আমি ক্ল্যারিফিকেশান চাচ্ছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং সাসপেনশন উইদ ড্র করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কি কারণে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—দি কজ ক্যান নট বি মেনশাণ্ড নাও।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন লোককে সাসপেণ্ড করা হল, তারপর সেই সাসপেনশন উইদ ড্র করা হল, এই জিনিষটা কেন হল, সেটা জানার অধিকার হাউসের আছে বলে আমি মনে করি। অতএব আমি স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব এই সেশনে যাতে আমরা তার উত্তরটা পেতে পারি কি কারণে হঠাৎ সাসপেণ্ড করা হল এবং আবার সেটা উইদ ড্র করা হল, তার পূর্ণ চিত্রটা হাউসের সামনে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সাসপেণ্ড করার ক্ষমতা যেমন অথরটির আছে, তেমনি উইদ ড্র করার ক্ষমতাও আছে। অল অন এ সাডেন তার কারণ আমি এখানে বলতে পারছিনা, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ইনফরমেশান—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সাসপেনশনের পাওয়ার অথরিটির আছে এটা ঠিক। কিন্তু সেই পাওয়ারকে সাসপেণ্ডিং অথরিটি মিসইউজ করেছেন কিনা, সেটা জানবার অধিকার এই হাউসের আছে—This Assembly is to guard the democratic right of person, that is why this House is entitled to know whether this power has been misused or not.

Shri S. L. Singh :—Misuse যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি এ্যাপীল করতে পারেন, সেই অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সাসপেণ্ডিং অথরিটি যিনি আছেন, তিনি অন্যায়ভাবে এটা করেছেন কিনা সেই সম্পর্কে এনকোয়ারী করা এবং তার বিরুদ্ধে এ্যাকশান নেওয়ার পরিকল্পনা গভর্ণমেন্ট নিয়েছেন কি না?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যার এ্যাগেইনিষ্টে কেস করেছেন, তার যদি কোন কমপ্লেন থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই গভর্ণমেন্ট এ্যাকশান নেবেন।

LAYING ON THE TABLE THE TRIPURA LAND REVENUE & LAND REFORMS (FOURTH & FIFTH AMENDMENT) RULES : 1970.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the laying on the Table, the Tripura Land Revenue and Land Reforms (4th and 5th Amendment) Rules, 1970.

Now I would request the Hon'ble Minister incharge of Revenue Department to lay on the Table of the House, the Tripura Land Revenue and Land Reforms (4th & 5th Amendment) Rules, 1970.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House, the Tripura Land Revenue and Land Reforms (4th & 5th Amendment) Rules, 1970.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat

GOVERNMENT BUSSINESS (LEGISLATION)

Consideration & Passing of the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Bill No. 5 of 1971).

Mr. Speaker :—Next business of the House, the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) is to be taken into cosideration. I call on the Hon'ble S. L. Singh to move his Motion for consideratiou of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) be taken into consideration at once.

Shri Taritmohan Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই এ্যাক্টের উপর ডিসকাশনে যাওয়ার পূর্বে দুই একটা বিষয় জানা দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুইটি বিল এখানে আনলেন, কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে আমাদের কাছে বলেন নি। একটা বিল বাজেট সেশানে পেলাম ১৬ই মার্চ সেটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমরা পাশ করেছি। তারপর সেই সেশনে ২২শে তারিখে আরেকটা দেওয়া হয়, কি কারণের জন্য এই বিলগুলি দেওয়া হল, এত তাড়াতাড়ি, বিফোর উই গো টু দি ডিসকাশন সেটা আমরা জানতে চাইছি। যে এক্স-প্লানেশন এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা অস্তত্ব ভেগ, তিনি জানাননি আণ্ডার হোয়াট সারকাম ষ্টেন্সেস্ এইরকম ঘনঘন এই দুইটি বিল হাউসের সামনে এসেছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল যখন ইনট্রডিউস করা হয়, তার পাশে তার কজ এবং সমস্ত কিছু দেওয়া থাকে, অতএব তার কারণগুলি উনি সেখানে দেখতে পারবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কারণগুলি দেখেই আমরা বলছি। সেখানে অবজেক্টের মধ্যে সামারিলী রাখা হয়েছে। তাহলেও দুইটি বিল ঘনঘন আসার কারণ কি ? অন পয়েন্ট অব ইনফরমেশন। আগের বিলে দেখা যায় সাব-অরডিনেন্স হয়েছিল, সেটা রিপিল করা হয়েছে, এইবারকার বিলে অরডিনান্সের কোন মেনশন নেই এইরকম রিপীল করার কোন প্রভিশন নেই। কিন্তু আগের যে এ্যাক্ট...বিল নাম্বার ৪ ১৯৭১ যেটা বাজেট সেশনে পাশ হয়েছে, তার মধ্যে আছে—The West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Amendment Ordinance, 1971 (No. 2 of 1971), এখানের মধ্যে দেওয়া হল বিল নাম্বার ২ অব ১৯৭১, কিন্তু এবারকার বিলের মধ্যে কোন নাম্বারের মেনশন নেই, এর কারণ কি ?

স্যার, প্রথম বিলটাতে ছিল ইট সেল কাম ইনটু ফোর্স এট-ওয়ান্স আর দ্বিতীয়টাতে আছে ইট সেল ডিম টু হ্যাভ কাম ইনটু ফোর্স ফ্রম দি থার্ড মে, ১৯৭১। কারণ আমরা একটা আইন পাশ করতে যাচ্ছি বিফোর উই আর টু গো থ দি ডিটেল্‌স অব দি বিল। এই দুইটার মধ্যে এ্যানামলীজ থাকার কারণগুলি কি? একটার ভিতরে আছে ইমিডিয়েটলী আর একটার মধ্যে আছে থার্ড মে থেকে এফেক্ট দেওয়া হবে। কেন এসব করা হচ্ছে সেটা যদি মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার না করে দেন, তাহলে আমরা কি করে আলোচনা করতে পারি, স্যার?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—স্যার আমার মনে হয়, উনার কিছুটা বিভ্রম হয়েছে। এটা হচ্ছে এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাকট। The purpose of the proposed legislative measure for amendment of the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Amendment Act, 1971 is to continue the things done, actions taken, proceedings started, appeals preferred or legal effects produced by or under the provisions of the West Bengal Security Act, 1950 as re-enacted by the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Act, 1967 and amended by the West Bengal Security (Tripura Re-enacting Amendment Ordinance, 1971. As the continuation of the aforesaid proceedings etc. is essentially necessary, the proposed Bill is required to be passed before the expiry of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Ordinance, 1971, which will remain in force till the 4th of July, 1971.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই টুকুতো আমাদের জানা আছে। আসল কথা হচ্ছে আগের বিলে ছিল—ইট সেল কাম ইনটু ফোর্স এট-ওয়ান্স দ্যাট ইজ অন থার্ড মে। এর কারণটা কি, আমি এটার ক্লারিফিকেশান চাই?

Shri S. L. Singh :—Expiry of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Ordinance, 1971, which will remain in force till 4th July, 1971, সেজন্য এটা করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কিছুদিন আগে যে বিলট আনা হয়েছিল সেটার মধ্যে আছে ইট সেল কাম ইনটু ফোর্স টিল দি টুয়েন্টিফিফথ জানুয়ারী অব নাইনটিন হান্‌ড্রেড এণ্ড সেভেন্টি সিক্স, আর এটাতে আছে ইট সেল কাম ইনটু ফোর্স টিল দি টুয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারী অব নাইনটিন হান্‌ড্রেড সেভেন্টি সিক্স। আগের যে

এ্যামেণ্ডমেন্ট সেটা তো পাশ হয়ে গেছে। এখন কেন আবার সেটাকে সেভেন্টি সিক্স পর্যন্ত লাইফ এ্যাক্সটেনশান করতে চাওয়া হচ্ছে, এটাই আমরা জানতে চাই? বা এটার মধ্যে কি পার্থক দাঁড়িয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পার্থক্য তো এ্যাক্টের মধ্যেই আছে। এ্যাজ দি কনস্টিটিউশান অব দি এন্‌ফোরসেইড প্রসিডিংস এটসেট্রা, ইজ এসেন্‌সিয়েলী নেসেসারী সেজন্যই এটা করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে কি বুঝতে হবে যে সেভিন্‌টি ওয়ানে যে এ্যামেণ্ডমেন্টের আকারে বিলটা আনা হয়েছিল সেটার মধ্যে সর্ট কামিংস বা লেপস আছে যার জন্য ঐগুলি যাতে কভার আপ করা যায়, সেজন্য এটাকে আবার নূতন করে আনতে হয়েছে কিনা, এটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সর্ট কামিংস এবং জন্য কিছু আনা হয়নি। এটা হল এসেন্‌সিয়েলী নেসেসারী 'বধায়, এই এ্যাক্টকে আনা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে এটা কি ঠিক যে এই বছরের মধ্যেই দুইটা অর্ডিনান্‌স করা হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার আমার মনে হয় উনার বিভ্রম হয়েছে কিছুটা। এটা হচ্ছে এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট। The purpose of the proposed legislative measure for amendment of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting Amendment) Act, 1971 is to continue the things done, এটা হচ্ছে একটা এ্যাক্ট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য,আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যে বলুন না কেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার আমরা এটার ক্লারিফিকেশন চাই, আর তা না হলে আমরা কি করে আমাদের বক্তব্য রাখব। স্যার, বিলটা আনা হল, এটার উদ্দেশ্য কি বা কি কারণে এটা আনা হল, সেই সব ফ্যাক্টস আমাদের কাছে কন্‌সিল করা হচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ড্র দি এটেনশান অব দি চেয়ার। আপনি উনাকে বলেছেন যে তিনি যেন উনার বক্তব্য পেশ করেন, কিন্তু তিনি সেটা না করে, এখানে এসব কথা বলতে পারেন কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি স্পষ্ট করে বলছি যে ক্লারিফিকেশান না পেলে আমি বক্তব্য রাখতে পারব না। স্যার এখানে লেখা আছে অর্ডিন্যানসের কথা ৩ নং ধারায় ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এ্যানাক্টিং) এ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিনান্‌স (বিল নাম্বার ২ অব ১৯৭১)। এটাকে আমরা রিপিল করে দিয়েছি। কাজেই এখন আর অর্ডিনান্‌সের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার এখানে বলছেন নট উইথষ্টেণ্ডিং দি এ্যাক্‌সপায়ারী অব দ ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এ্যানাক্টিং) এ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিনান্‌স, ১৯৭১ তাহলে এর মধ্যে অন্য আর একটি অর্ডিনান্‌স হয়েছে কিনা, এটা আমাদের জানার দরকার আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, এখানে সেটা আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এ্যাক্ট এবং এই এ্যাক্টের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আর যদি কোন অর্ডিনান্স হত তাহলে নিশ্চয় সেটা এই হাউসকে জানানো হত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—থার্ড মেতে ত্রিপুরার লেঃ গভর্ণর বা প্রেসিডেন্ট অব ইণ্ডিয়ার এ্যাসেন্ট নিয়ে কোন অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, আগের ৩ নাম্বার যে অর্ডিনান্স ছিল, সেটাকে আইন মাফিক করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে ৩ তারিখে আবার কেন আর একটা অর্ডিনান্স জারী করা হল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটাকে তো আগেই আইনে পরিণত করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাইছি, যে ৩ তারিখে ত্রিপুরা সরকার সেপারেট কোন অর্ডিনান্স জারী করেছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি বলেছি যে অর্ডিনান্স সেটাকে আমরা আইনে পরিণত করেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এই যে এত সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলির যদি কোন ক্লারিফিকেশান আমরা না পাই, তাহলে আমাদের পক্ষে বক্তৃতা করা বা বক্তব্য রাখা সম্ভব নয়। তবে যদি এটাকে এমনিতেই পাশ করিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আমরা মনে করব যে এটাকে বেআইনিভাবে পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীএস. এল সিংহ :—স্যার, ভারত সরকার একটা অর্ডিনান্স পাশ করেছেন ঐ থার্ড মে তারিখে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে একটা জিনষ জানতে চাইছি, সেটা হল ত্রিপুরাতে বর্তমানে যে সব এ্যাক্ট আছে ল এ্যাণ্ড অর্ডার মেইনটেইন করার জন্য, সেগুলিতে কভার করছে না বলেই কি এই এ্যাক্টাকে এ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রশ্ন উঠেছে, না এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তৃতার সময়ে এই সব কথা বলেন নি কেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এটার ক্লারিফিকেশান না পাওয়া গেলে, আমরা কি করে আমাদের বক্তব্য রাখব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এনেক্টিং) সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল যেটা এসেছে, আমি তার উপর একটা মোশান মুভ করার জন্য মোশান দিয়েছিলাম লিখিতভাবে যে এই বিলটাকে যেন

আমাদের সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এখানে এসেছে। যাহউক আমি এখনও এই হাউসে আমার দাবী পেশ করছি যে……

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর এ্যামেণ্ডমেন্ট ইজ নট ইন অর্ডার এ্যাণ্ড ঘ্যাট হ্যাজ বীন রিজেক্টেড।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—স্যার, এটাতো আমাকে জানানো হয়নি। কিন্তু স্যার হাউসের মধ্যেও মোশান আনা যায়, তাই আমি আমার মোশান হাউসেই মুভ করছি যে এই বিলটাকে যেন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় ফর এ্যাক্জামিনেশান এবং সিলেক্ট কমিটিতে যেটা করা হবে, সেটা করার সময়ে যেন আমরা যারা অপজিশানের মেম্বার আছি, তাদের সাথে আলোচনা করে যেন করা হয়। তার কারণ হচ্ছে এই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (সেকেণ্ড) এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, এটা সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও নেই। সেটা রিপাল্ড। কিন্তু সেটাকেও আজকে ত্রিপুরায় চালু করা হয়েছে ১৯৬৬ সালে, যেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে চালু করা হয়েছিল ১৯৫০ সালে। তারপর '৬৭ থেকে '৭১ এইভাবে এটাকে লাইফ দেওয়া হয়। এবার যে বিল আনা হয়েছে এর লাইফ '৭৬ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পশ্চিম বঙ্গে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ঠিক রাখতে গিয়ে সেখানে যারা শাসক তারা এই বিলটাকে রিভাইভ করে নি এবং রিভাইভ করা উচিত বলে অনুভব করেন নি। কিন্তু আজকে ত্রিপুরাতে এমন কি প্রয়োজন হয়ে পড়ল যে এটাকে পাঁচ বছর লাইফ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের যে আই, পি, সি, সি, আর, পি, সি, আছে সেটাই যথেষ্ট। আজকে পার্লামেন্ট বা অন্যান্য বিধান সভাতেই হোক সেখানে বার বার বলা হয়েছে যে জনসাধারণের রাইটকে রক্ষা করতে হলে এবং অ্যান্টি সোশ্যালকে যদি দমন করতে হয় তা হলে এই সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামক যে হাতিয়ার সেটা গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া যায় না। এই অ্যাক্ট দ্বারা মানুষের রাইটকে দমন করার জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এই অ্যাক্ট ব্যবহার করা হবে বলে আমরা আশঙ্কা করি। সেজন্য এটা যেন ত্রিপুরাতে না আসে। মাননীয়, স্পীকার স্যার, ১৯৬৭ সালে এটাকে এক-টেণ্ড করা হল ১৯৭১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত। আজকে এই অ্যাক্ট যে আনা হল তখন দেখা গেল যে ইট শ্যাল রিমেন ইন ফোর্স আনটিল দি টুয়েণ্টি ফিফথ ডে অব জানুয়ারী, ১৯৭৬ এবং ১৯৬৭ সালে যে প্যারাগ্রাফ ছিল সেটা এখানে সন্নিবেশিত হয় নাই। এখানে দেখা যায় গত কয়েক মাস পূর্ব্বে যেটা আনা হয়েছিল সেটাকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হল। সেটা হল যে—The West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Amendment Ordinance, 1971 (No. 2 of 1971), is hereby repealed. (2) Notwithstanding the repeal of the said ordinance anything done or any action taken or any proceedings started or any appeal preferred or any legal effect produced by or under the provisions of the West Bengal Security Act, 1950, as continued by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken, started, preferred or produced by or under the said Act as continued by this Act as if this Act had commenced on the 24th day of January, 1971. কিন্তু এবার সেটাকে বর্ধিত করে আরো কয়েকটা

ধারা সংযোজন করা হল। ১৯৬৭ সালে যে অ্যাক্টের ধারা ছিল তাতে নাম্বার টু এবং থ্রি এবং ফাইভ এই তিনটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত করা হল এবং নূতন আকারে এটাকে হাউসে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে অ্যাক্ট এখানে আনা হয়েছে এটার প্রয়োজনীয়তা ত্রিপুরায় নাই। একটা প্রশ্ন হতে পারে যে ত্রিপুরায় ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সিকিউরিটি অ্যাক্ট দরকার, তার কারণ বাংলা দেশে যেভাবে পাকিস্তান অত্যাচার চালিয়েছে এবং অন্যান্য লোক আসছে তাতে অ্যাক্ট দরকার। কিন্তু অ্যাক্টটাকে পাঁচ বছর লাইফ দেওয়ার কারণ কি? তাতে বুঝা যায় এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণ আছে। যদি বুঝতাম অবাঞ্ছিত লোক ত্রিপুরাতে ঢুকছে সেজন্য তাদের আটক করা দরকার এবং তার জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করা হচ্ছে এবং সেজন্য যদি করা হয় তা হলে তার লাইফ কেন পাঁচ বছরের জন্য করা হয়েছে, কেন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে, তাহলে আগে যেটা বলা হয়েছে সেটা একটা ভাওতা। এই অ্যাক্টকে এত লাইফ দেওয়ার পেছনে অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে। তাই আজকে আমাদের ভয় হয় ত্রিপুরার বর্তমান যে প্রসাশনিক অবস্থা এবং ভিনডিক্‌টিভ অ্যাটিচিউড তাতে বুঝা যায় যে এই অ্যাক্টকে যদি এত বছর লাইফ দেওয়া হয়, যেটাকে দুই বছরের লাইফ দেওয়া হল সেটাকে যদি পাঁচ বছরের লাইফ দেওয়া হয় তাহলে আমরা আশঙ্কা করি যে এর পারপাস হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করা এবং শুধু তাই নয় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য এই অ্যাক্টকে আনা হয়েছে। যেখানে দুই বছর হয়েছিল এবং পরে এক বছর হয়েছিল সেখানে কেন পাঁচ বছর করা হল এবং গত কয় মাসে নূতন কয়েকটা ধারা সংযোজন করা হল সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হোক, তার সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং এই অ্যাক্টের মোটেই প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। এই জন্য আমি মোশন রাখছি যে এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হোক এবং সিলেক্ট কমিটি উইল ফর্ম ইন কনসালটেশান উইথ দি লীডার্স অব দি অপোজিশন। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে একটা বিল মাত্র গত মার্চ মাসের সেসনে আমরা পাশ করেছি। আবার একটি বিল এই হাউস থেকে পাশ করতে চান। যখন এই বিলটা বাজেট সেসনে আসে তখন আমরা বলেছিলাম যে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিল, এটা যদি পাশ করতে হল তা হলে সেটার কপি আমাদের দেওয়া হোক। কিন্তু সেটা আমাদের দেওয়া হয় নি। আজকে রি-এনাক্‌টিং বিল আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু মূল অ্যাক্টটা আমাদের দেওয়া হয় নি। ১৯৫০এর যে অ্যাক্ট সেটা কোন মেম্বার, কয়েকজন উকিল ছাড়া অ্যাজ এ মেম্বার অব দিস অগাষ্ট বডি সেটা দেখার সুযোগ হয় নি। (এ ভয়েস—সবাই দেখেছেন)।

এদের কাছে কোন কপি দেওয়া হয় নাই। এমনকি এটা আজকে খুবই দুঃখের কথা, আজকে আমরা যেখানে মেম্বারদের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে, যে

কপিটা মেম্বারদের দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে রি-এ্যানেক্টিং—এক পাতা, ১৯৫০ যে সিকিউরিটি এ্যাক্টটা এক্সটেনশান করা হয়েছিল, তার একটা পাতা মেম্বাররা পেয়েছেন, এইবারেও সেটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মূল যে সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ১৯৫০'র যেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরার জন্য এ্যানেক্ট করেছেন, সেটা দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আপনারা যারা মেম্বার আছেন, সমস্ত জিনিষটা চিন্তা করে দেখুন, আপনারা হচ্ছেন এই হাউসের অধিকারের কাষ্টাডিয়ান, আপনারা এই এ্যাক্ট পাশ করবেন, কিন্তু পাশ করার আগে, প্রত্যেকের সমস্ত আইনটা দেখার সুযোগ থাকা উচিত। আমি গত বাজেট সেশানেও এটা চেয়েছিলাম, চাওয়া সত্ত্বেও এবার বিল দেওয়া হয়, কিন্তু তার সঙ্গে মূল ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে সিকিউরিটি এ্যাক্ট ১৯৫০ সেটা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা আইন পাশ করাবার আগে মেম্বারদের অধিকার আছে, এ্যাক্টের একটা করে কপি তাঁরা পাবেন, কিন্তু তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছে। আজকে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কি দৃষ্টিভংগী নিয়ে এই এ্যাসেম্বলীকে দেখছেন, এই এ্যাক্টের কপি গত বাজেট সেশানে চাওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে এই সেশানে দিতে পারলেন না। সাইক্লোষ্টাইল্ড কপি যেটা আমাদের মেম্বাররা পেয়েছেন, সেটা হচ্ছে এক লাইনের রি-এ্যানেকটিং এ্যাক্ট, আমরা ১৯৬৭'এ কি পাশ করেছি, সেটা হাউস জানেনা।

(ভয়েস—তখন সেই ভয়েস শুনতে পাই নাই কেন ?)

তখন এই ভয়েস রাখতে পারি নাই বলেই আজকে আপনাদেরকে ত্যাগ করে এসেছি। অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই আজকে আপনাদেরকে ত্যাগ করে এসেছি···(গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাগুলি অত্যন্ত গম্ভীর, আমি হাওয়ার কথা বলছিনা, আমি ঘটনার উপর কথা বলছি। অন্ততঃ আমরা যারা মেম্বার আছি, আমরা সেই এ্যাকটের কপি পাইনি। সেইজন্য গত বাজেট সেশনে আমি বলেছিলাম, আমরা যারা মেম্বার আছি, আমাদেরও একটা চোখ আছে, যারা আইনজ্ঞ, তাঁরা আইন তৈরী করেন, কিন্তু আমরা যারা মেম্বার আছি, আমরাও তার মধ্যে যদি কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট রাখতে চাই, সেটা আমরা ব্যক্ত করতে পারি জনসাধারণের স্বার্থে, আমাদের সেই অধিকার আছে, কিন্তু আমাদের আজকে সেই সুযোগ নেই। আমরা সেদিন বলেছিলাম যে আমাদের এপ্রিল মাসটা টাইম দেওয়া হউক, মাত্র একদিন আমাদের সময় দেওয়া হয়েছিল, সেদিন যদি আমাদের টাইম দেওয়া হত, তাহলে আজকে আমাদের ভুলের মাশুল দিতে হত না। আজকে এই ভুলটা সংশোধন করার জন্য এ্যাসেম্বলী ডাকা হয়েছে। তখন যদি সিলেক্ট

কমিটিতে দেওয়ার কথা মানতেন, ভবিষ্যতে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার কথা চিন্তা করতেন, তাহলে আজকে এই লজ্জা লুকোবার চেষ্টা করতে হত না। আজকে এখানে কত কারচুপি, লুকোবার চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। প্রথমে উনারা বললেন—Statement of objects and reasons'—"The West Bengal Security Act, 1950 as revalidated by the West Bengal Security, (Tripura Re-Enacting) Act. 1967 was due to expire on 24th January, 1971 and its life was extended by promulgation of the Ordiance called by the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) amendment Ordinance, 1971 by President এবং সেটা repeal করার জন্য, বলা হল—'The present Bill seeks to re-enact the West Bengal Security Act, 1950 in Tripura by making a amendment to the West Bengal Security (Tripura re-enacting) Ordiance" কাজেই অরডিনেন্স করা হয়েছে, সেই কথাটা আমাদের বললেন কিন্তু সেই কপি আমরা হাউসে পেলাম না। আমাদের মন্ত্রীরা আমাদের সেই কপিটা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন না, গভর্ণমেন্ট যে কি অরডিনেন্স করলেন, এতবড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সেটা বেমালুম চেপে গেলেন। এবারে কিন্তু রি-এনেক্টমেন্ট'এর কথা মেনশান নেই, বহু প্রশ্ন করে আমাদের বের করতে হল। ভুল ত্রুটি করেছেন তার জন্যই হয়তো এই অরডিনেন্স করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটা যদি সহজ, সরল ভাষায় বলতেন যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা এটা করেছি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার একটা কথাই বলে গেলেন কিন্তু এই জিনিষটা আমার চোখে অন্ততঃ পড়ে নাই। এ্যামেণ্ডমেন্টের কথাটা ঘুরিয়ে লিখলেন, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু লিখলেন না যে আমরা অরডিনেন্স এনেছি। কাজেই আমাদের হাউসের সামনে বক্তব্য যে বহু ভুল উনারা করেছেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যেটা আজকে আমাদের সামনে এসেছে, সেটাও কারেক্ট কিনা সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়। আগেই এই এ্যাক্টের মধ্যে ছিল দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এনাক্টিং) অর্ডিনান্স ১৯৭১ ইজ হিয়ার বাই রিপ্লেসড, এটাকে গতবারেই রিপ্লেস করে দেওয়া হয়েছে। আবার সেই অর্ডিনান্সকে রিপ্লেস করার যদিও কোন মেনশান নেই, তাহলে আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে এটাকে রিপ্লেস করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন, কি তার মধ্যে ডিফেক্ট ছিল, এটা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে নিতে বলতাম না। অথচ তারা যে ক্লেরিফিকেশান বা ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস্ দিয়েছেন, তা দেখলেই বুঝা যায় যে এখানে দুইটি বিল পাশাপাশি আনা হয়েছে, প্রথমটার মধ্যে লেখা আছে, দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এ্যানাক্টিং) এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৬৬ ইজ হিয়ার বাই রিপ্লেসড, আবার এখানে তিন নাম্বার ধারায় যেটা আনলেন, তার মধ্যে এই রিপ্লেসের কথাটা নেই। কেন নেই, কি কারণে নেই এটাতো আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারতাম। কাজেই এর মধ্যে যে জিনিষগুলি রয়েছে, সেগুলি আমার মতে স্ক্রুটিনি করা দরকার যাতে আবার এই হাউসে যেটা পাশ করা হবে তার মধ্যে যেন কোন রকমের ভুল বা ত্রুটি না থাকে, আর তা যদি না করা হয়, তাহলে এর মধ্যে আবার সেই ভুল ত্রুটিগুলি থেকে যাবে। এই যে তিন নাম্বার এ্যামেণ্ডমেন্ট

কোথা রয়েছে, তার সম্পর্কে আমরা ইন-স্টাইরেক্টলি বহুবার প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছি, কিন্তু আমাদের সেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। কাজেই এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এই হাউসকে গোপন রেখে তারা তাড়াহুড়া করে এই বিলটাকে পাশ করিয়ে নিতে চাইছেন অথচ আমরা কি পাশ করব? সেটা আমরা জানতে পারছি না। তাছাড়া অন্য যে সব এ্যামেণ্ডমেন্ট এই এ্যাক্টের মধ্যে আছে সেটাকে না নিয়ে আইনের বিধানকে খর্ব করা হচ্ছে, আর সেজন্য আমরা বলব যে এটাকে যেন সিলেক্ট কমিটীতে পাঠানো হয় এবং সেই সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার আগে, এটাকে পাশ করিয়ে নেওয়া উচিত হবে না। আর সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার পর, এর মধ্যে যেসব লুকানো আছে, আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, তারা সেই রকম কিছু লে কানো আছে বলেই এটাকে আবার এই হাউসের সামনে এনেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে ৩নং ধারাতে যেখানে নাকি নট উইথ ষ্টেনডিং ক্লজ দিয়ে তারা সেটাকে কভার করতে চেয়েছেন এখানে ভুল ছিল। অর্থাৎ প্রথম সময়ে ১৯৬৭তে যে এ্যাক্ট সেটার রি-ভেলুয়েশান তারা করেন নি, সেজন্য তারা আবার এটাকে এখানে এনেছেন এবং ১৯৬৭এ তারা এটা মেনশান করেন নি বলে মনে হয় তার মধ্যে দুইটি ভুল ছিল। কাজেই এই সমস্ত জিনিষটাকে হাউসের গভীরভাবে দেখা উচিত। তাই তারা যেভাবে এটাকে তাড়াহুড়া করে পাশ করিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি না আর সেজন্য বলছি যে এটাকে সিলেক্ট কমিটীতে দেওয়া হউক এবং দিলে পরে সেটার মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আজকে পার্লামেন্টেও আমরা দেখেছি যে ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি বিল পাশ হয়েছে এবং এটা যদি প্রেসিডেন্টের এ্যাসেন্ট পাওয়া যায়, তাহলে সেটা এ্যাক্টে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন জায়গায় কার্যকরী হতে পারে। এই অবস্থায় এই যে এ্যাক্ট, এটাকে এত দিনের জন্য লেঙ্গদা করার কোন দরকার হয় না বলে আমি মনে করি। এবারে যদি এটাকে পাশও করে দেই, তাহলে এটা ষ্টেটিউটরি বুকে থাকবে অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স পর্য্যন্ত এই এ্যাক্টটার একটা ডুপ্লিকেশান হয়ে থাকবে। কিন্তু আজকে অল ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটা রাজ্য সভায় এসেছে, এটা কয়েক দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের এ্যাসেন্ট পেয়ে এ্যাক্টে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কাজেই এই যে এটাকে ১৯৭৬ সাল পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে এতটুকু পর্য্যন্ত রাখার কোন প্রয়োজন হবে না, দীস মে অটোমেটিকেলী লেপস। কাজেই এই সমস্ত কারণের জন্য এত বড় একটা ষ্টেটিউটরি এ্যাক্ট যেটা আমরা পাশ করব এবং তারপরে যে ভারত সরকারের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট থাকবে তার ফলে যারা সমাজ বিরোধী, আর যারা নাকি পলিটিক্যাল লীডার তাদের ধরা হবে, এই ধরণের একটা এ্যাক্ট সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও এ্যাক্সেপটেড করা হয়নি, এমন কি পার্লামেন্টেও ইন্দিরাজী সেটাকে এ্যাক্সেপটেড করতে চান নি। আজকে সরকার যেভাবে ভিণ্ডিকৃটিভ মুড নিচ্ছে, যেমন বলা যেতে পারে আজকে এই হাউসের কাছে গোপন রেখে সরকার যেভাবে এই এ্যাক্টটাকে পাশ করিয়ে নিতে চাইছে বা এটা পাশ করিয়ে নেওয়ার কারণ কি থাকতে পারে সেটা হাউসকে না জানিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, এই রকম একটা লেজিস-

সেশানের বলে যে ক্ষমতা সরকারের হাতে যাবে, তাতে সরকার এর কি করবে বুঝি না, এটা এখন থেকেই কিছু বুঝা যাচ্ছে। কাজেই সরকারের এই সমস্ত দিক আমাদের বিচার করা উচিত। তবে আমি বলছি না যে এটাকে পাশ করানো উচিত নয়। কিন্তু পাশ করানোর আগে, এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হউক এবং সিলেক্ট কমিটি এটাকে ভাল করে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন, এর মধ্যে কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা, এবং থাকলে পরে সেগুলিকে সংশোধন করে আবার হাউসের সামনে আনা হউক যাতে করে এটাকে পাশ করিয়ে নেওয়া যায়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (এ্যামেণ্ডমেন্ট) যেটা এনেছেন, এটা দেখে আমার মনে হয়, আজকে ত্রিপুরার মধ্যে দিনের পর দিন যে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জটিল অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করার মত সৎ সাহস এই রুলিং পার্টির মধ্যে নেই। সেজন্য তারা আজকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট বা অর্ডিনান্স এ্যাক্ট ইত্যাদি নাম দিয়ে আমাদের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানের চেষ্টা না করে দেশের জনসাধারণের উপর একটা দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই এসব আনছেন। অর্থাৎ তারা নিজেরা দেশের উন্নতি বলতে কিছুই করতে পারছেন না বা সমাজের মধ্যে কি হয়েছে, সেটাও দেখতে চাইছেন না। শেষ পর্য্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারি নাই। এ সব লোকদের জন্য, তাই এই সব আইন আমাদের করতে হচ্ছে, অর্থাৎ সমাধান করা দূরের কথা, সেগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্যই তারা এই সব বিল এই হাউস থেকে পাশ করিয়ে নিতে চাইছেন, যাতে করে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়াকে চাপা দেওয়া যায়। যেমন আমরা দেখতে পাই, এই হাউসের মধ্যে মন্ত্রীরা আগে বাজেটের এ্যাপ্রোভ্যাল না নিয়ে অতিরিক্ত খরচ করে পরে বাজেটে সেশানের সময়ে সেটাকে হাউসের মধ্যে এনে রেগুলারাইজড করে নেওয়া হয়। তদ্রূপ আমরা যদি এই বিলটার কথা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে গত সেসানের মধ্যে এই বিলটার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এটাকে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর আজকে সেই সব ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবার সেই বিলটাকে এই হাউসের সামনে আনা হয়েছে—যেমন আইটেম নাম্বার টুতে আছে—হুট সেল কাম ইন্টু ফোর্স অন দি থার্ড মে, নাইন্টিন হান্ড্রেড এ্যাণ্ড সেভেন্টি ওয়ান। তারপরে ৩ নাম্বার আইটেমে আছে—Notwithstanding the expiry of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Amendment Ordinance, 1971, anything done or any action taken, proceedings started, appeal preferred or legal effect produced by or under the provisions of the West Bengal Security Act, 1950, as re-enacted by the West Bengal Security (Tripura re-enacting) Act, 1967, and amended by the said Ordinance, shall seemed to have been done, taken, started, preferred or produced under the said Act, as so re-enacted and amended by this Act, as if this Act had commenced on the 24th day of January, 1971. আরও বলা হয়েছে যে—"It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of May, 1971."

অর্থাৎ যে মাসের ৩ তারিখ থেকেই এটা এফেক্টিভ হবে আবার, অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকেই এই আইন বলবৎ বলে ধরে নেওয়া হবে। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে নেওয়ার জন্য এবং সেই কমিটিতে দিলে তারা সেটাকে ক্লজ বাই ক্লজ স্ক্রুটিনি করে দেখবে যদি কোথাও ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে তারা সেটাকে সংশোধন করে দেবে। তার পরে কমিটির রিকমেণ্ডেশান অনুযায়ী সেটাকে আবার এই হাউসের সামনে এনে আলাপ আলোচনা করে পাশ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, এতে কোন রকম আপত্তি থাকার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে আমি মনে করি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং কলংকজনক ইতিহাস সৃষ্টি করবে। কাজেই সেদিক দিয়ে চিন্তা করে আমাদের সামনে যেসব সমস্যা আছে, সেগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সৎসাহসের সংগে সমাধান করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সরকার আজকে যেভাবে বছরের পর বছর মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান না করে, নানা অছিলায় ঝুলিয়ে রাখছে তাতে করে আমাদের জনসাধারণের সামগ্রিক কোন মঙ্গল হবে না বা তাদের উন্নতির পথের কোন রকম সহায়ক হবে না। বরং সেগুলি সেইসব সমস্যার সমাধানের পথে অনেক প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করবে বলেই আমার ধারণা। আর সেজন্য আমি এই বিলটার বিরোধীতা করছি এবং এই বিলটাকে এখনই এই হাউস থেকে পাশ করিয়ে নেওয়ার আগে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো দরকার, যাতে সেই কমিটি এর মধ্যে যেসব ভুল ত্রুটি আছে, সেগুলি সংশোধন করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে পেশ করছি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে যে বিলটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। আর মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু যেটা বলেছেন, যে আই, পি, সি, সি, আর, পি, সি, প্রভৃতি যেসব আইন আছে, সেগুলি ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট আবার সেই সংগে সংগে এই কথাও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে বর্তমানে যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আজকে বাংলা দেশ থেকে এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসল, তারা কেন আসল, কেন তারা আজকে আমাদের এই ভারতের মাটিতে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে এসেছেন এর পিছনে যেসব কারণ আছে, সেগুলি সম্পর্কে বেশীকিছু বলার প্রয়োজন নাই, কেননা, সেগুলি সম্পর্কে সকল সদস্যই ভালভাবে অবগত আছেন। আজকে যারা বংলা দেশ থেকে এসেছেন, তাদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাদের সংগে পাকিস্তান থেকে সাবোটাইজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু লোক ঢুকেছে মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু সেটা স্বীকার করেছেন। এই সাবোটাইজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা ঢুকেছে তাদের আই, পি, সি, এবং সি, আর, পি, সি দিয়ে গ্রেপ্তার করা যাবে না। আরও যে অবস্থা ত্রিপুরায় চলেছে সেই অবস্থায় জনজীবনের নিরাপত্তার জন্য এবং যারা জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায় তাদের জন্য এটা দরকার। মাননীয় সদস্য

তড়িত দাশগুপ্ত বলেছেন এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হবে। কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে কয়জন ভাললোককে ধরা হয়েছে? (নয়েজ) কাজেই সরকার যথোপযুক্ত বিচার বিবেচনা এবং প্রমাণ তথ্য সংগ্রহ করে এই আইন প্রয়োগ করেন। এই আইন যার তার উপর বা যেখানে সেখানে প্রয়োগ করা যায় না। সি. আর, পি, সি, বা আই, পি, সি, এবং অন্যান্য এ্যাক্টে যাদের ধরা যায় না এবং রাজনীতিকের ছদ্মবেশে যেসব দুষ্কৃতকারী রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করতে চায় তাদের জন্য এই আইন দরকার। সেজন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই উড কল অন শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং তড়িত দাশগুপ্ত যেটা বলেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি না এবং মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু যেটা বলছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আমি দেখেছি এই ষ্টেজে কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট করা যায় না। আমাদের রুল ১০৭এ আছে—No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in-charge of the Bill and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member in-charge except by way of amendment to a motion made by the member in-charge.

এখানে তারা বলতে পারেন যে মেম্বার ইন চার্জ কি? তারা হয়ত বলতে পারেন সবাই মেম্বার। কিন্তু ডেফিনেশন আছে যে—"Member in charge of Bill" means the member who has introduced the Bill and any Minister in the case of a Government Bill. তাহলে আমাদের রুলসের ১০৭ ধারায় পরিস্কার আছে যে এরজন্য পাবলিক ওপিনিয়ন চাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এটা 'শ্যাল নট বি'। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তারা যেন রুলটা পড়ে বক্তৃতা করেন।

Mr. Speaker :—The House stands adjouned till 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :— Now I call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হাউসের সামনে The West Bengal Security (Tripura reenacting) Second Amendment Bill, 1971 উপস্থিত করা হয়েছে এবং সেটা উপস্থিত করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। এই বিল আজকে কেন উপস্থিত করা হল সেটা স্বাভাবিকই আজকে একটা চিন্তার বিষয়। কারণ ত্রিপুরাতে এমন সব আইনগুলি রয়ে গেছে যেমন আই, পি, সি, . সি, আর, পি, সি এমন কি প্রিভেনটিভ ডিটেনশন এ্যাক্টও ত্রিপুরাতে চালু আছে, এত সব আইনগুলি থাকা সত্বেও কেন আজকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে আবার নুতন করে প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করা হল, সেটা স্বাভাবিকই প্রশ্ন জাগবে। এই ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালু

করার পর অতীতে আমরা দেখেছি যে এটা যেভাবে এখানকার শাসক গোষ্ঠি ব্যবহার করছেন, আমরা তার একটা নজীর এখানে দিতে পারি। এই ত্রিপুরার বিধান সভার একজন প্রাক্তন এম, এল, এ বুলু কুকী, ফলস কেস নামে যেটা পরিচিত, সেই কেসে এ্যারেষ্ট তাঁকে করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত তাঁকে এই সিকিউরিটি এ্যাক্টে আটক রাখা হয় এবং কোর্টে রেখে তাঁকে হয়রাণি করা হয়। শুধু বুলু কুকী নয়, আরও দশ বার জন লোককে দীর্ঘ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আটক করে রাখা হয়, অথচ কোর্ট থেকে যখন এই রছর রায় বেরুল, দেখা গেল এটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এবং এই যে প্রাক্তন বিধান সভার সদস্য বুলু কুকী তিনি নির্দোষ হিসাবে বেড়িয়ে আসছেন, অথচ দীর্ঘ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই আইনে তাঁকে আটক রেখে হয়রানি করা হয়, এই নজির আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা আরও দেখতে পাই কৈলাসহর চা বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল ছাত্র যুবক এবং শ্রমিকের উপর এই আইন তখন প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমরা আরও দেখেছি যে নির্বাচনের সময় ধর্মনগরে এই আইনে আটক করা হয় এবং আমরা আরও দেখেছি যে যখন জমিজমা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন বিলোনীয়ায় পাইখোলা নামে একটি জায়গা সেখানে এই আইনের বলে আটক করে ভূমিহীন কৃষককে হয়রানি করা হয়। আজকে এই সমস্ত কারণে এই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে নূতন করে চালু করার চেষ্টা করছেন, সেটা শাসক গোষ্ঠির আত্ম রক্ষার্থে ব্যবহার করার জন্য। আমরা জানি ত্রিপুরাতে যে আইন বলবৎ হবে, মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছিলেন যে সমাজদ্রোহী এবং দেশদ্রোহীদের উপর, কালোবাজারীদের উপর এই আইন প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমার সদস্য মহাশয়কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে গত কয়েক বছরে এই আইনের বলে কয়জন মুনাফা-খোরকে আটক করা হয়েছে, কয়জন সমাজদ্রোহীকে, কয়জন চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছে। যদি এই আইনের মূল উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে সমাজদ্রোহী, সুদখোর ব্যক্তিদের আটক করা, তাহলে গত কয়েক বছরে কেন কোন সমাজদ্রোহী এবং সুদখোরকে আটক করা হল না, সেটাই দুঃখের বিষয়। আজকে এটাই আবার জিজ্ঞাস্য। আমরা তাই দেখছি যে পশ্চিম বঙ্গে যে আইন এখন বাতিল করে দেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে, মূলতঃ যেখানে এই আইনের উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৬০ সালে, আজকে আমরা দেখছি যে ১৯৬৭ সালে সেই আইনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু পশ্চিম বঙ্গের মানুষ বুঝে ছিল যে এই আইন কোন জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না, এবং কোন উপকারে আসে না, কেবল মাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার হাতিয়ার হিসাবেই এই আইন ১৯৬০ সাল থেকে ৬৭ সাল পর্য্যন্ত চালু করা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল যে এই আইন প্রয়োগের ফলে সেখানকার অত্যাচার পুরোই, চলছিল কিন্তু নিরপরাধ মানুষকে এই আইনের বলে আটক করা হয়েছিল...

পশ্চিম বঙ্গের মানুষ জানে যে সেদিন এই আইন জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হয় নি এবং সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে এটা কোন উপকারেই আসে নি। এই আইন দিয়ে সেখানকার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে

দমন করবার একটা হাতিয়ার হিসাবে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে সেই পশ্চিম বঙ্গের নিপীড়িত মানুষ এই আইনকে ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়েছিল। এই আইন সেখানকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন এবং নিপীড়নের সহায়ক হিসাবে পুলিশকে আরো বেশী করে শক্তিশালী করা হয়েছিল, যাতে করে তারা সেখানে একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আজকে যে পশ্চিম বঙ্গের মানুষ এই আইনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেই আইনকে আজকে ডাষ্টবীন থেকে তুলে এনে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার মানুষের উপর প্রয়োগ করতে চাইছে, এর থেকে লজ্জার আর কি থাকতে পারে। যে আইনকে পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি মানুষ চায় নি, সেই আইনকে আজকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে দমন করবার জন্য এই হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। আজকে যে সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবী করছে, সেই সরকার কেন আবার ঐ আইনকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এনেছে- এটার পিছনে যে কি কারণ আছে, সেটা ত্রিপুরার মানুষের কিছু অজানা নয়। তাইতো স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ত্রিপুরার যে সরকার গত কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরার মধ্যে যে সব ভূমিহীন আছে, তাদের ভূমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি, ত্রিপুরার মধ্যে যে সব বেকার আছে, যারা কাজের অভাবে নিজেরা খেতে পাচ্ছে না এবং তাদের মা, বাবা, ভাইবোনদের খাওয়াতে পাচ্ছে না, তাদের কাজ দেওয়ার কোন সংস্থান করতে পাচ্ছে না, আজকে যেখানে ত্রিপুরার মানুষ দুঃখ দারিদ্রের বোঝা নিয়ে কষ্ট করে চলছে, সেই অবস্থায় তাদের বিক্ষোভকে দাবিয়ে রাখার জন্যই এই সরকার নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই আইনের আশ্রয় নিতে চাইছে। তারা আজকে নিজেদের অধিকারকে কায়েম করার জন্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, তাই আজকে তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই আইনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ত্রিপুরার মধ্যে এই আইনকে চালু করতে চাইছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে শাসক গোষ্ঠী তার দেশের জনসাধারণের সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না, জনসাধারণের মধ্যে, যে বিক্ষোভ জেগে উঠে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, তখনই তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই ধরণের আইনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কাজেই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে যে এটা স্বাভাবিক তা আমাদের আগে থেকে জানা আছে। কিন্তু আমি আজকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তিনি যেন দেওয়ালের লেখন একটু দেখেন। আজকে যেখানে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে পূর্ব বাংলার ৭॥ কোটি মানুষকে যে ভাবে অত্যাচার করে, হত্যা করে দমন করার চেষ্টা করছে, তবু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে কামনা থেকে তাদের দমন করা সম্ভব হচ্ছে না, ঠিক সেভাবে এখানকার যে সরকার ও জনসাধারণ এই যে একটা সিকিউরিটি এ্যাক্ট তা দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে দমন এবং পীড়ন করবার চেষ্টা করছে, তা কোন সময়েই সফলতা লাভ করবে না। আর সেজন্য আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দেওয়ালের লেখনটা দেখতে চেষ্টা করেন। এটা অন্য কিছু নয়, এটা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। কেন না,

পশ্চিমবঙ্গেও সরকার এই আইনটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেখানকার ৬ কোটি মানুষ এই আইনের বিরোধীতা করেছিল, তাই আজকে যদি আমাদের এই ত্রিপুরাতে সেটাকে যথেচ্ছ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষও এটার বিরোধীতা করবে। আজকে ত্রিপুরার মানুষ কেন, আমরা দেখেছি এবং আপনিও দেখেছেন যে পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের সকল সদস্যরা একযোগে এই আইনের বিরোধীতা করেছিল। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে বা যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরণের আইন অচল এবং এই ধরণের আইন কোন সময়ের জন্য চালু হতে পারে না। কিন্তু একটা কথা আছে, সেটা হল আজকে যে সরকার রয়েছে, সেটা হচ্ছে তাদের প্রতিনিধি যারা নাকি চোরাকারবারী, যারা নাকি সমাজকে বঞ্চিত করে নিজেদের সার্থকে বড় করে দেখে এবং মুনাফা লুটে নিজেদের অবস্থাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে।

(রুলিং বেঞ্চ থেকে চীৎকার)

কাজেই চোর যারা, মুনাফাখোর যারা তাদের গলাটা একটু বড় হবেই এবং তারা বেশী করে চীৎকারও করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কথায় বলে শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে সরকার যে ভাবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট চালু করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ এটাকে স্বীকার করে নিবে না। চিন্তা করবার কোন কারণ নাই, তাই বলি দেওয়ালের লেখন যদি তিনি দেখেন তাহলে ভাল হয়। এই কথা বলে আমি এখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্টে যেটা এসেছে, তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট যেটা এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ থেকে এই এ্যাক্টের বিরুদ্ধে যে চেঁচামেচি করা হয়েছে এবং চেঁচামেচি করতে গিয়ে তাদের একজন বলেছেন যে ১০ জনকে নাকি এই সিকিউরিটি এ্যাক্টে এরেষ্ট করে আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে এই এ্যাক্টের দ্বারা তো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে ১৭ লক্ষ লোক আছে, তাদের সবাইকে এরেষ্ট করে আটক রাখা হয়নি। এই ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে যারা নাকি সমাজ বিরোধী দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাদের মাত্র ১০ জনকে আটক করা হয়েছে, তাহলে তারা কি বলতে চান যে দুষ্ট লোকদের আটক করতে নাই এবং তারা যেসব সমাজ বিরোধী কাজ করে চলছে, সেগুলি আরও যাতে ভাল ভাবে চালিয়ে যেতে পারে, সরকার সেজন্য তাদেরকে আরও সুযোগ করে দেবে। কিন্তু আমি বলব যে তারা এসব বলতে পারেন, আমরা বলতে পারব না, কারণ আমরা চাই দেশের মধ্যে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য সরকার দৃঢ়ভাবে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং যদি কোন আইন বিরোধী কাজের জন্য কাউকে এরেষ্ট করতে হয়, তাহলে তারা সেটা করতে

পারবেন। তারা বলেছেন যে ১৭ লক্ষ লোককে হয়রাণ করবার জন্য সরকার নাকি, এই আইনটাকে পাশ করিয়ে নিতে চান, তারা কেন এই কথা বলছেন সেটা তো আর কারো অজানার কথা নয়, তাদের ভয় হচ্ছে যে এই আইনটা প্রয়োগ করে তাদের দলের মধ্যে যেসব সমাজদ্রোহী বা দুষ্কৃতিকারী আছে, তাদের ধরা হবে। এবং তার ফলে তারা যেভাবে সমাজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটাতে হয়তো ভাটা পড়বে। আমি বলি আজকে যদিও আমাদের আই, পি, সি, এবং সি, আর, পি, সি, ইত্যাদি অনেক আইন আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে একটা পরিস্থিতি দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তাতে করে দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এখানে মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন যে আজকে চীনের দালাল, ইয়া হিয়ার দালাল দেশের মধ্যে ঢুকছে হুড়হুড় করে, কেন তারা এখানে ঢুকছে, তাদের কি উদ্দেশ্য? তাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের দেশের মধ্যে ঢুকে গুপ্তচরের কাজ করবে, এবং সামরিক প্রয়োজনে অনেক তথ্য এখান থেকে জেনে নিয়ে তাদের দোসর চীন এবং ইয়া হিয়া খাঁকে দেবে। কিন্তু আজকে যদি আমাদের এই ধরণের আইন থাকে তাহলে আমরা তাদের বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারব এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারব। আমার মনে হয় তাদের ঐসব দোসরদের এই রকম শাস্তি হউক এটা তারা চান না, আর চান না বলেই তারা এখানে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছেন এবং এই আইনটা যাতে পাশ না হতে পারে সেজন্য তার বিরোধীতা করছেন। কিন্তু আমি বলি তাদের বিরোধীতা করবার আছে, তারা সেটা করবে তাতে আমাদের কিছু যাবে আসবে না। আমরা যে এখানে একলাই এক শো। সে জন্য আমি এই আইনকে সমর্থন করছি। তাদের তো দেশের প্রতি স্নেহ নেই, তারা নিজের দেশকে পরের দেশ বলতে পারে, যেমন চীনকে তারা নিজেদের দেশ বলে, আর আমাদের এই ভারতবর্ষ নাকি তাদের নিজের দেশ নয়। তাই চীন দেশে যা কিছু হবে, সেগুলি আমাদের এখানে তারা করতে চায় এবং করতে চায় বলে তারা এই দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায়। সে জন্য তারা যে সব কথা বার্ত্তা বা যুক্তি দিয়েছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে আইনটা এই হাউসের সামনে রেখেছেন, সেটাকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সরকার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনে যে সময় নষ্ট করেছেন সেজন্য এই বিলটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ কিছুদিন আগে গত বাজেট সেসনে বিলটাকে রি-এনাকটিং করেছে যদিও আমরা বিরোধীতা করেছিলাম। তবে যে পারপাসে এই বিলটা রি-এনাকট করা হয়েছিল সেই পারপাস সার্ভ হয়েছে কিনা জানি না। আমরা তো জানিই না সরকার পক্ষের মেম্বাররাও জানেন কিনা জানি না। আমার মনে হয় শুধু এ্যাসেমব্লি থেকে একটা বিল পাশ করে সময়

নষ্ট করার মত মনোভাব আছে। এই বিল পাশ করে তারা যা খুশী তা করবেন এই আশঙ্কা আমরা করি। কারণ অতীতে এই বিল ত্রিপুরাতে থাকা অবস্থায় তার যা ব্যবহার আমরা দেখেছি তাতে মনে হয় না যে এই বিল ত্রিপুরায় যারা মিসক্রিয়েন্টস্ বা যারা প্রকৃত দোষী তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এটা আনছেন। যদি সরকার পক্ষ এই বিলটাকে চালু করার সঙ্গে সঙ্গে বা আগামী ভবিষ্যতে তারা যদি যারা মিসক্রিয়েন্টস্ বা যারা শান্তি ভঙ্গ করে বা যে পারপাসে সেটা করা হচ্ছে তা যদি করে তা হলে আমি খুব খুশী হব। কিন্তু অতীতে যা করেছে সেই ভাবে যদি এটা ব্যবহার করে তাহলে আমি সেটা সমর্থন করতে পারছি না। আমাদের ত্রিপুরায় যে কয়েকটা এ্যাক্ট চালু করা আছে সেগুলি হয়ত যথেষ্ট। কিন্তু ওয়েষ্ট-বেঙ্গলের সিকিউরিটি এ্যাক্ট ভারতবর্ষের কোন জায়গায় এ্যাপ্লিকেবল নয়। ওয়েষ্টবেঙ্গলে তারা চালু করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তারাও সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কেন বাদ দিয়েছেন সেটাও আপনারা জানেন। তাই অন্যান্য ষ্টেটে যেটা এ্যাপ্লিকেবল নয় ত্রিপুরাতে সেটা এ্যাপ্লিকেবল কেন যে তারা সেটা করছেন তা আমি জানি না। আমার মনে হয় রুলিং পার্টি বাধ্য হয়ে যান যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যা রুলস আছে বা এ্যাক্ট আছে সেগুলি ভালই হোক বা মন্দই হোক সেটা ত্রিপুরাতে এ্যাসেম্ব্লিতে পাশ করিয়ে চালু করতে হবে। আমরা বলেছিলাম ত্রিপুরা বিধানসভায় গভর্ণমেন্টের কোন বিজনেস নাই। সেজন্য বোধ হয় একটা বিল খাড়া করেছেন। সরকার পক্ষের কিছু মেম্বার সেটাকে সমর্থন করেছেন, ভাল কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিলটা ত্রিপুরাতে এ্যাপ্লিকেবল কিনা সেটা দেখবার জন্য প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাব দিয়েছেন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী হাউসে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (ত্রিপুরা রি-এনাকটিং) এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭১ যে বিল এনেছেন সেটা আমি সর্ব্বান্তকরনে সমর্থন করি। সমর্থন করবার আগে কয়েকটা কথা বলতে হচ্ছে যে অভিরাম দেববর্ম্মা বলেছেন যে দেওয়াল পত্রীর খবর—দেওয়াল পত্রীর যে খবর জনসাধারণ তাদের কাছে দিয়েছে এবং জনসাধারণ যার জন্য ত্রিপুরাতে ওয়েষ্ট্র বেঙ্গল সিকিউরিটি আইন প্রণয়নের জন্য কথা বলতে সুরু করেছেন তার জন্য এটা করা হচ্ছে। যেমন লিখেছে—সি. পি, এম, এর চারটি গুণ, হামলা, কুৎসা, বিভেদ, খুন। এই হামলা বাজীদের, এই কুৎসা রটনাকারীদের, এই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের এবং এই হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আরও দেখা যায়— টাটা, বিড়লা গোপন প্রেম—শেম শেম সি, পি, এম'। সুতরাং দেখা যায় দেওয়াল পত্রীতে জনসাধারণ সেই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়ে গেছে তাদের জন্য। এই দেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নাকি বলছে যে চীনের প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রেসিডেন্ট। এই যে ইঙ্গিত—(নয়েজ) তাই জনসাধারণকে রক্ষা করবার

জন্য সেই নাশকতাকারী, সেই বিভেদকারী, হামলাকারী, খুনী, লুৎসাকারী, সেই দেশদ্রোহীদের ধ্বংস করার জন্য প্রত্যেক দেশেই আইন প্রণয়ন করা হয়। ত্রিপুরাতেও তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেজন্য এটা দোষের কিছু নয়। তারা প্রত্যেকে বলছেন, এটা কিসের জন্য করা হল ? তারা বলছেন সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করা হচ্ছে। তাদের যদি চোখ থাকত তাহলে বুঝত যে কিসের জন্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সেটা স্পষ্টতা যে আইনের মধ্যে লেখা আছে। কি লিখে দেওয়া হয়েছে সেটাও আপনারা শুনুন—"যে বেআইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সামরিক দ্রব্যাদি, বিস্ফোরক পদার্থ অথবা ক্ষয়কারক দ্রব্যাদি ব্যবহার, সেগুলি দখলে রাখা, সেগুলি দখল করা অথবা দখল করতে সাহায্য করা"—এই সমস্ত দুর্নীতিঃ মূলক কাজ যারা করবে তাদেরে এই আইনে ধরা হবে। এটা শুধু ত্রিপুরায় নয় প্রত্যেকটা দেশ এই রকম আইনের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করে (মরেজ)। সুতরাং তারা কিছুই জানেন না যে এই আইন কি জন্য করা হল। আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আইনে সবটাই আছে যে কি কি কারণে সেটা করা হচ্ছে। সেটা যদি কেউ করে তা হলে ধরবে। আপনারাও যদি করেন তাহলে ধরা হবে। আপনারা কেন এই ভয় করছেন ? তা হলে মনে হয় আপনারা এই সব কাজ করছেন যার জন্য ভয় খুব বেশী হয়ে গিয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, তিনি থ্রু স্পীকার এড্রেস করবেন। সেখানে তিনি 'আপনি' বা 'আপনারা' বলে এড্রেস করছেন। এইভাবে তিনি এড্রেস করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—না, তিনি চেয়ারকে এড্রেস করবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার—তিনি স্পীকারকে এড্রেস করতে পারেন। এইভাবে মেম্বারদের এড্রেস করতে পারেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি চেয়ারকে এড্রেস করুন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাউকে উল্লেখ করে বলি নাই, আমি বলেছি যে কেউ যদি এইরকম কাজ করে থাকেন, বা কাউকে যদি সন্দেহ করা হয়, তাহলে আইনে আটক করা হবে, ত্রিপুরার যে কোন মানুষ যদি এইরকম কাজ করেন, তাহলে তাদের জন্যই এই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এটা কোন দোষের কথা আমি বলি নাই। এখানে আরও বলা হয়েছে যে পুলিশ বাহিনা যারা ফায়ার সার্ভিসে কর্মরত, তাদের আনুগত্য যদি নষ্ট করা হয়, তাহলে এই আইনের আওতায় আসবে, অর্থাৎ কিজন্য এই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটি জিনিষ এখানে বিশেষ করে বিবৃত করে দেখান হয়েছে। যারা এই আইনটি পড়বেন, তারাই দেখবেন যে দেশের একদল লোক যে সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ করছে, দেশদ্রোহী কার্য্য করছে, দেশকে প্রগতিশীল করে গড়ে তুলতে না দেয়, তাদের কার্য্যঃ কলাপে বাধা দেওয়ার জন্যই এই আইন করা হচ্ছে, তার মধ্যে ভয়ের বা সন্ত্রাসের কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি না, বরঞ্চ আমি মনে করব যারা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়

রাখতে চান, দেশকে সুষ্ঠুভাবে, সুশ্রীভাবে ত্রিপুরাকে গঠন করে তুলতে চান, তারা এই আইনকে স্বাগত জানাবেন। আমাদের একজন সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন যে এই বুলু কুকী থেকে আরম্ভ করে অনেককে এরেষ্ট করা হয়েছে, যারা দেশের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকবেন, তাদের স্বভাবতঃই এরেষ্ট করবে, আরও করবে, তাতে ভয়ের কি কারণ আছে। আপনারা শিক্ষিত মানুষ হিসাবে, চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে, বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে, এই আইনকে স্বাগত জানাবেন, দেশের সহায়করূপে কাজ করবেন বলেই আমি আশা করি। দেশের একদল অসাধু মানুষ, দুষ্ট মানুষ ছাড়া পেয়ে যাবে, তারজন্য যদি আইন করতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আইন করতে হবে, জালের ফাঁক দিয়ে যেমন ছোট ছোট মাছ বের হয়ে যায়, সেই রকম ভাবে এই দুষ্কৃত মানুষ যাতে বের হয়ে যেতে না পারে সেইজন্য সেইভাবে আইনকে ইমপ্লীমেন্ট করতে হবে, বলা হয়েছে যে কতকগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেইগুলি শেষ হয় নাই, যদি এই আইন প্রণয়ন করা না হয়, তাহলে ফাঁক দিয়ে মানুষ বের হয়ে গিয়ে আবার লুঠ তরাজ এবং দেশদ্রোহীমূলক কাজে লিপ্ত হবে, অতএব এই অবস্থায় কেউ বলতে পারে কি যে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নেই, বরঞ্চ অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে না। যেদিন থেকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে না সেদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে লুঠ তরাজ, আগুন জ্বালানো, খুনাখুনি প্রচুর চলছে। এই আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োজন হলে সেটাকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হবে। যে জায়গায় এই রকম গোলমাল, এই রকম বিশৃঙ্খলা, এইরকম দেশদ্রোহীমূলক কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেখানে এই আইনকে এই এসেম্বলীর প্রত্যেকটি সদস্য স্বাগত জানিয়ে, আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাহায্য করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট আবার আমাদের হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন, এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবু যে এমেণ্ডমেন্ট রেখেছেন যে এটা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হউক, সিলেক্ট কমিটিতে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং এ্যাক্টের বিরোধীতা করছি। কারণ এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখছি যে সাধারণতঃ গণতন্ত্রকামী মানুষের যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন সেটাকে দমন করার জন্য, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য, পূর্ব্ব থেকে আমরা দেখছি যে এই আইনগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেন তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন, গণতন্ত্রকামী জনতার ভয়ে। কারণ এই পাঁচ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি যে মন্ত্রী মহোদয়রা পুলিশ ছাড়া কোথায়ও বের হতে পারেন না, রাস্তায় বা তাঁদের কনষ্টিটিউয়েন্সীতে পুলিশ ছাড়া তাঁদের যাওয়ার কোন উপায় নেই। আমাদের হাউসের কোন কোন জনপ্রতিনিধি, তাঁদের

কনষ্টিটিউয়েন্সীতে জনসংযোগ যে করবেন, সেইরকম অবস্থাও তাঁদের নেই। কাজেই এইসব গণতন্ত্রকামী মানুষকে দমন করার জন্যই উঠে পরে এই আইন প্রণয়ন করে মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে চাইছেন। যদি তাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হতেন, তাহলে তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাস্ট্রীর কথা চিন্তা করতেন, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত কিছু করতেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের শাসকগোষ্ঠি, বাংলাদেশে যেরকমভাবে ইয়াহিয়া খাঁ মারশ্যাল ল করে মানুষকে নির্যাতন করছেন, তারাও ঠিক সেইরকমভাবে এই আসনকে হাতিয়ার করে গণতন্ত্রকামী মানুষকে জব্দ করতে চাইছেন। কিন্তু আমি সেইদিক থেকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি, এখন যেমন রাস্তাতে বেরুতে পারছেন না, পুলিশ না নিয়ে, এই আইন প্রণয়ন করার পর, মানুষ এই আইনকে নীরবে মেনে নিবেন না, কারণ আজকে মানুষের চেতনার মান উন্নয়ন হয়েছে, গত নির্ব্বাচনে তারা তা প্রমাণ করেছে। যে কমিউনিষ্ট পার্টি গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিস্তার চায়, তারা আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আজকে পশ্চিম বাংলায় কি করে কৃষক জমির কর্ত্তৃত্ব পেল, কি করে শ্রমিকদের শ্রম বাড়ল, তাদের মজুরী বাড়ল, সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ার দিকে, ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট ছোট শিল্প গড়ার দিকে কোন চিন্তা নেই, সেটা শুধু সমাজবাদের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। আমরা যখন ইণ্ডিয়া টুরে গিয়াছিলাম, ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার আমাদের বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরা ইচ্ছা করলে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাস্ট্রী গড়ে তুলতে পারতেন, কিন্তু তারা কিছু করবেন না। তারজন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এত বিক্ষোভ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি সিকিউরিটি এ্যাক্টের সম্পর্কে বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার—উনি কি সিকিউরিটি এ্যাক্টের উপর বলছেন স্যার ?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি সিকিউরিটি এ্যাক্ট সম্পর্কেই বলছি। কাজেই আমি শাসকগোষ্টিকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি যে এই আইনের মাধ্যমে আজকের গণতন্ত্রকামী মানুষকে দমন করা যাবেনা এবং তাদের ধ্বংস করা যাবেনা। এখানে যেকথা বলা হয়েছে যে এই আইন প্রণয়ন না করলে পরে চোরাকারবারী, গরুচুরি বন্ধ করা যায় না—কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমাদের পুলিশ আইন আছে। সেইগুলি এই চোরাকারবারী এবং যারা ব্ল্যাক করে বা গরুচুরি করে তাদের শাস্তি দেওয়া যায়, কিন্তু শাসকগোষ্ঠি সেইদিকে এই আইন প্রয়োগ করছেন না। বাংলা দেশ থেকে যে শরণার্থী এসেছে, তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের নাম করে, তাদের যে দলের লোক, তাদের পকেট ভারী করার জন্য, সেখানে তাদের নিযুক্ত করেছে। কাজেই তারা আজকে জনসাধারণের ভয়ে অস্থির হয়ে এই আইনের মাধ্যমে জনসাধারণকে দমিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের আমি স্মরণ রাখতে বলব যে আজকে গণতন্ত্রকামী মানুষের গণতন্ত্রের উপর যদি আঘাত হানতে চান, তাহলে পরে কোন গণতন্ত্রকামী মানুষই তাদের রেহাই দেবেনা। যদি শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রকামী মানুষ হতেন, তাহলে শ্রীপ্রমোদবাবু যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এখানে রেখেছেন, সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে এই এ্যাক্ট সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার

জন্য, সেটা নিশ্চয়ই মেনে নিতেন, কিন্তু সেই সাহস তাদের হচ্ছে না কেন? কারণ, উনারা জনগণের প্রতিনিধি নন, উনারা হচ্ছেন বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি মুনাফাখোরদের প্রতিনিধি এবং তাদের রক্ষা করার জন্যই এই আইন।—

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, বুর্জোয়া শব্দটি আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—বুর্জোয়া শব্দটি আনপার্লামেন্টারী নয়, কাজেই আমি সেটা বলেছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—স্যার। কাজেই সেদিক থেকে আমি মনে করি এই যে আইন যেটা এখানে আনা হয়েছে তা আনা উচিত নয়। এটাকে এই হাউসে আনার আগে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো দরকার এবং এই কমিটিতে পাঠানোর পর কমিটি এটার প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে, যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে সেটা আনার জন্য রিকমেণ্ড করবে এবং কমিটির রিকমেণ্ডেশান অনুসারে পরে এটাকে হাউসে আনা উচিত। এই বলে আমি এই আইনটাকে এখনই পাশ করিয়ে দেওয়ার বিরোধীতা করে এবং সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মাংকল:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট টা এই হাউসে এনেছন, বর্তমান অবস্থায় এটার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি এবং সেজন্য আমি তাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর এই আইনটাকে বিরোধীতা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের যে সব সদস্য হৈ চৈ করেছেন আমার মনে হয় তারা এই আইনটা সম্পর্কে কিছু না বুঝে শুনে হৈ চৈ করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে সব সমাজদ্রোহী আছে, তাদের শাস্তি দিতে হলে বাস্তবিকই এই আইনটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাদের মনের মধ্যে হয়তো এমন ভয় থাকতে পারে, যাতে করে এই আইন হলে পরে তাদের মধ্যে যারা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে, তাদের দমন করতে সুবিধা হবে, সেজন্য তারা এই আইনটা যাতে আইনে রূপ না নিতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করেছেন। আমি বলতে চাই যারা দুষ্ট, যারা নাকি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে চায়, আর যারা নাকি চীনা পন্থী তাদের আমাদের এই দেশের সংগে কোন সম্বন্ধ নাই। তারা চায় দেশের মধ্যে যেভাবে হউক একটা না একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আমাদের দেশকে দুর্ব্বল করতে পারলে, তাদের ভাল। কেননা তারা এই দেশের মঙ্গল কামনা করতে নারাজ। তাই আজকে যদি এই আইনটা পাশ হয়ে যায়, তাহলে তাদের এই সব দুষ্কৃতি করতে অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে, আর সেজন্য তারা এটাকে ভয় করে নানা অছিলা ধরে এর বিরোধীতা করতে চাইছে। কিন্তু আমি মনে করি আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে একটা অবস্থা হয়েছে; তার মোকাবিলা করার জন্য এই আইনটাকে অবিলম্বে চালু করা একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এই হাউসে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (রি-এ্যানাক্টিং) যে বিলটা এসেছে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। কিন্তু এই বিলটার বিরোধীতা করতে গিয়ে আমাদের এই হাউসে যে সব সদস মুখ্য মন্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলী দেখিয়ে যে সব কথা বলছেন, আমি তাদের সেই সব কথার প্রতিবাদ করছি। আজকে যারা এই আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তাহাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, যেমন আমাদের মাননীয় সদস্য তড়িৎ বাবু এবং প্রমোদ বাবু তারাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই আইনটার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু তা সত্বেও তারা বলেছেন যে এটাকে আইনে রূপ দেওয়ায় আগে যেন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর পর এটাকে নিয়ে বিচার বিবেচনার করার পর আবার এটাকে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করা উচিত যাতে করে এটাকে হাউস থেকে পাশ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি বলব আমাদের ভুলে গেল চলবে না যে আমরা এই আইন-টাকেই গত মার্চ্চ মাসে একবার এই হাউস থেকে পাশ করিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট অব ইণ্ডিয়া এখানে একটা অরডিনান্‌স জারী করেছেন। এই অর্ডিনান্‌সের সংগে আমাদের ত্রিপুরা সরকরের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই তারা যে বললেন আমাদের এখানকার মন্ত্রী মণ্ডলীর বা সরকারের অপদার্থতা এর জন্য দায়ী, আমি তাদের এই উক্তির প্রতিবাদ জানাচ্ছি! তারপর আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে পশ্চিম বঙ্গের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ১৯৬৭ সালের ইলেকশানের পর কি সব ঘটনা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে তারা অন্তত বুদ্ধিমানের সঙ্গে চেপে গিয়েছেন। ১৯৬৭ সালের ইলেকশানের পর সেখানে সমাজ বিরোধী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের পুরাদমে চলেছে, শুধু তাই নয় সেখানে খুন খরাপি যেন নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তো সেখানকার মানুষ ভোটের মাধ্যমে আবার তাদের পছন্দমত সরকার বেছে নিয়েছেন। এবং তার পরেই ঐ সব সমাজদ্রোহী দুষকৃতিকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই আইনটাকে সেখানেও ইনট্রডিউস করা হয়েছে। তারপরে আমি মাননায় সদস্যেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তরে দিতে গিয়ে এই হাউসে বলেছেন যে সরকার এই পর্য্যন্ত ১০০ জন গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছেন, তারা কাদের গুপ্তচর? তারা হচ্ছে ঐ বাংলা দেশে যে অত্যাচার চালাচ্ছে ইয়া হিয়ার গুপ্তচরেরা, তারা। কাজেই যে সমস্ত গুপ্তচর ইয়া হিয়ার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমাদের এখানে আসছে, তাদেরকে দমন করবার জন্য আমাদের এই আইনের দরকার আছে। আজকে এই ধরণের আইন কেন করা হয়. এই সব আইন করা হয় তাদের জন্য যারা নাকি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে, যারা নাকি সমাজের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী তাদের দমন করবার জন্য, এই সব আইন কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের উপর প্রয়োগ করা হয় না। আজকে এই সব কাজ যারা করে তারা আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি অংশ থেকে নিন্দার পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আইনে যাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে, তাদের আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা

নিন্দা করতে চাইছেন না। তাদের বক্তব্য থেকে আমার কাছে এটাই পরিষ্কার হচ্ছে, তারাও এইসব দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দিতে চায় এবং তারা চায় যে আমাদের দেশের মধ্যে যেন তেন প্রকারে একটা না একটা বিশৃঙ্খলা বিরাজ করুক। কিন্তু আমি এখানে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, যে আমাদের যারা দেশপ্রেমিক নাগরিক আছেন, যাঁরা নাকি সত্যভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে চান, তারা তাদের এই সব বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবেনা। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে যে একটা অবস্থা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (ত্রিপুরা রি-এ্যানাক্টিং) বিল, ১৯৭১ এনেছেন, এটা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এই আইন পাশ হলে পরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সব আইন ভঙ্গকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং সমাজদ্রোহী আছেন, তাদের কঠোর হস্তে দমন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি এবং সেজন্য আমি এই বিলকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটাকে আমাদের এই হাউসেই ১৯৭১ সালে একবার অনুমোদন দিয়েছেন এবং তারপরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে ৩রা মে তারিখে, ১৯৭১ সাল। কিন্তু প্রায় এর সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি আমাদের এখানে একটা অর্ডিনান্স জারী করেছেন, আমরা তাঁর অর্ডিনান্সটিকে বিল আকারে এই হাউসের সামনে এনেছি, যাতে করে এটা একটা আইনের রূপ নিতে পারে। কিন্তু তারা বলছেন যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এই আইনটা বাতিল হয়েছে, কাজেই ঐ বাতিল আইনটাকে আবার কেন এখানে আনা হয়েছে, তার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এই বিলটি আনার যুক্তি নিশ্চয় আছে, আমি সেজন্য তাদেরকে পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস স্মরণ করতে অনুরোধ করব। কেননা, যারা এই আইনটাকে বাতিল করে দিয়েছিল, তাদেরকে পশ্চিম বঙ্গের মানুষও বাতিল করে দিয়েছে। আজকে সেখানে প্রিভেন্শান অব ভায়লেন্স এ্যাক্টিভিটিস এ্যাক্ট চালু করা হয়েছে। তারা কি এইসব জানে না। তারপরে মেনটেইনান্স অব ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ১৯৭১, এটাও পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে। এগুলি কেন করা হয়েছে? এগুলি করার পিছনে নিশ্চয় কারণ আছে, আর সেই কারণ হল আমাদের দেশের মধ্যে বিশেষ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে আমাদের এই ধরণের আইনে প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই ভাবেই আমরা আজকে এই আইনটাকে হাউসের সামনে এনেছি। তাই আমি তাদের বলব, তারা যেন পশ্চিম বঙ্গের কথা স্মরণে রাখেন, সেখানে সি, পি, এম একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলছে, যার ফলে সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই আইন পাশ হয়ে গেলে এবং তাকে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে যদি তাদেরই কোন দেশের এইসব দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে তাহলে তার বা তাদের গ্রেপ্তার হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, আর সেজন্য তারা এখানে এই আইনের নাম শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি এই হাউসের সামনে আশ্বাস দিতে পারি যে যারা দুষ্কৃত কর্ম্মে লিপ্ত থাকবে, তাদের ব্যতিরেকে অন্য

লোককে এই আইন বলে কোন রকম শাস্তির বা হয়রানির সম্মুখীন হতে হবে না। এবং সেই দিক দিয়ে আমি তার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এই জন্য বলব যে এখানে উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে তাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের দরকার আছে এবং কতকগুলি জায়গাতে, আমরা যে সমস্ত জায়গায় তাদিগকে রাখব সেই সমস্ত জায়গাতেও যদি রিকুইজিশন করতে হয় এবং সেই অনুসারেই আমাদের এই আইনের দরকার আছে। সেজন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর আর একটা কথা আমি হাউসকে স্মরণ করতে বলব। যারা সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ করছেন, রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ করছেন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এই আইন প্রযোজ্য হবে। আমি এই হাউসের সামনে এই আইন এনেছি নূতন যে নয়, পুরাতন আইনটাকে আনা হয়েছে এবং সেই আইনটাকে রাষ্ট্রপতি অ্যাসেন্ট দিয়েছেন এবং তারপর অর্ডিন্যান্স করে বিশেষভাবে এটাকে করা হয়েছে। অতএব সেজন্য আমি হাউসের সামনে আইনের যৌক্তিকতা উত্থাপন করে আমি তাদের কাছে তুলে ধরছি। ইন্‌ডিভিডিউয়াল লিবার্টি এখানে কার্টেল হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে? যারা রাষ্ট্রের অ্যাগেন্‌ষ্টে সমাজের অ্যাগেনষ্টে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে। যারা কম্যুনিষ্ট তারা তো ইনডিভিজুয়াল লিবার্টি চান না। তারা সমাজের শক্তিকে স্বীকার করেন না। আমরা সমাজের সংহতির জন্য, রাষ্ট্রের সংহতির জন্য এই আইন এনে ব্যক্তি স্বাধীনতা লুপ্ত করেছি। কাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা? যারা সমাজের বিরোধী তাদের। কাজেই আইন এই কারণে সর্ব্ব জায়গাতেই স্বীকৃত। কাজেই যদি ফিলসফি দিয়ে আমরা চিন্তা করি তাহলে কম্যুনিষ্ট বন্ধু যারা এর বিরোধীতা করছেন তাদের আমি বলব যে বাংলা দেশের যে আন্দোলন সুরু হয়েছে মুজিব সাহেবের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনকে যদি শক্তিশালী করতে হয় সেজন্যই এটা দরকার হয়ে পড়েছে। যারা কম্যুনিষ্ট হয়ে ইয়াহিয়ার বর্ব্বর শক্তিকে সাহায্য করছেন তার জন্য এই আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করেই আমরা এই আইনকে এই পুরাতন আইনকে এবং অর্ডিনান্সকে বিধিবদ্ধ করার জন্য এই আইনকে উত্থাপন করেছি। আমি আশা করব হাউস এই আইনকে সমর্থন করবে।

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting to voie the amendment of Shri Promode Ranjan Das Gupta.

The question before the House is the amendment moved by Shri Promode Rn. Das Gupta that the Bill be referred to the Select Committee for examination and the Select Committee be formed in consultation with the Leaders of the Opposition.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(Voice—NOES)

I think NOES have it. NOES have it. NOES have it. The amendment is lost.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, এই আইনের সাথে আমরা যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছিলাম সেটা গ্রহণ করা হল না, এর প্রতিবাদে আমরা ওয়াক আউট করছি।

(The Opposition then staged walk out enblock).

Mr. Dy. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Hon'ble S. L. Singh that the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say AYES.
(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.
(No Voice)

Mr. Dy. Speaker :—I think AYES have it AYES have it. AYES have it. The Bill is considered.

Then Clauses 2, 3, 1 and Title of the Bill were put to vote one by one which were carried by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Next business is the Passing of the West Bengal Security (Tripura Re-enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971). I shall now request the Hon'ble S. L. Singh to move his Motion for Passing of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Dy. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble S. L. Singh that the West Bengal Security (Tripura Re-Enacting) Second Amendment Bill, 1971 (Tripura Bill No. 5 of 1971) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say AYES.
(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.
(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it. AYES have it.
The Bill is passed.

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 25th June, 1971.

STARRED QUESTION NO. 382
By—Shri Jatindra Kr. Majumder.

প্রশ্ন

জিরানীয়া (সদর পূর্বাঞ্চল) ব্লক এলাকার যে রাস্তাগুলি ব্লক কর্ত্তৃক P. W. D. কে hand over করার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল ঐসকল গ্রামীন রাস্তাগুলি P. W. D. কর্ত্তৃক ১৯৭১-৭২ আর্থিক বৎসরে take up করা হইবে কি ?

উত্তর

না।

STARRED QUESTION NO. 462
By—Shri Benoy Bhusan Banerjee.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাবডিভিশনে কোন ডিপটিউবওয়েল এবং নতুন কোন Lift Irrigation এর কাজ আরম্ভ হইবে কি, এবং

২। হইলে ধর্মনগরের কোন্ কোন্ স্থানে ঐগুলির কাজ হইবে এবং কখন হইবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ডিপটিউবওয়েল :—ক) নয়াপাড়া খ) সানিছড়া গ) ইছাইছড়া এবং তিলথৈ গ্রাম। নয়াপাড়ায় ডিপটিউবওয়েলের কাজ ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে।
লিফট ইরিগেশন :—ক) লক্ষীপুর (দশদা) খ) মঙ্গলখালি গ) পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর (কাকরী নদীর নিকট)। লক্ষীপুরের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মঙ্গলখালী এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণপুরে কাজের মঞ্জুরী পাইলে পর কাজ আরম্ভ হবে।

STARRED QUESTION NO. 437
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

ক) ১৯৭০ সাল এবং ১৯৭১ সালের পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি মোটর দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তার প্রত্যেকটিতে হতাহত কত ?

খ) ইহার মধ্যে মিলিটারীর সাথে দুর্ঘটনা কত ?

গ) যদি দুর্ঘটনা বেড়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ)

STARRED QUESTION NO. 405
By—**Shri Bidya Ch. Deb Barma.**

প্রশ্ন

১) State Transport চালু করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

২) আসাম আগরতলা রোডে State Transport এর বাস চালু করার পরিকল্পনা তাতে আছে কিনা ?

৩) থাকিলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) Road Transport Act, 1950—এর বিধানমতে গত ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩) আসাম আগরতলা রোডে বাস চালু করা ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের পরিকল্পনার অন্তর্গত।

৩) প্রথমত ১২টা বাস আসাম আগরতলা রোডে চালু করিবার পরিকল্পনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 404
By—**Shri Bidya Ch. Deb Barma**

প্রশ্ন

ক) সদর বাইজ্যার দিঘি এলাকায় ফরেষ্ট দপ্তর কয়েকটি ভূমিহীন পরিবারকে তাদের দখলীকৃত জমি হতে জোর করে উচ্ছেদ করেছেন কি না ?

খ) যদি করে থাকেন তবে ঐ উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখা হবে কি না ?

উত্তর

১। ক) না।

খ) প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 463

By—Shri Benoy Bhusan Banerjee

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের নিম্নলিখিত রাস্তার কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবে :—

ক) ধর্ম্মনগর থানা রোড হইতে সাকাইবাড়ী হইয়া বড়ুয়াকান্দি।

খ) চন্দ্রপুর স্কুল হইতে কুর্ত্তি কদমতলা।

গ) ধর্ম্মনগর টাউন হইতে আলগাপুর হইয়া বড়ুয়াকান্দি।

ঘ) চন্দ্রপুর স্কুল হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর রাস্তা।

উত্তর

১। এই চারটি রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১,৭৩,৭০০ টাকার একটি এষ্টীমেট তৈরী হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখা হইতেছে। অর্থাভাব বশতঃ এই রাস্তাগুলি ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 380

By—Shri Jatindra Kr. Majumder.

প্রশ্ন

ক) কাশীপুর মৈরমনগর রাস্তাটি রাধাকৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইবে কি ? এবং

খ) উক্ত রাস্তাটি সম্প্রসারণ করিবার জন্য এলাকাবাসী বা গাঁও প্রধান হইতে কোন আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে কি ?

উত্তর

ক) মৈরমনগর হইতে রাধাকৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে।

খ) হুঁা।

STARRED QUESTION NO. 209

By—Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১। Hind Transport Co-operative Society ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১এ কোন্ কোন্ সরকারী মালের Carrying Agent হিসাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ ?

২। এই Carrying Agent এর মাল ঘাটতি যাওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি ?

৩। যদি থাকে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) Hind Transport Co-operative Society এর মারফত সরকার কোন মাল Carry করে নাই।

২ ও ৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 353

By—Shri Suresh Choudhury

১) কাকুলিয়া, দেবতালোঙ্গা রাস্তার জন্য জমি খাস করা হইয়াছে কিনা ?

২) যদি না হইয়া থাকে ইহার কারণ কি ?

৩) বর্তমানে রাস্তার কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি ?

১ ও ২) জমি খাস করার প্রস্তাব পূর্তবিভাগ হইতে দেওয়া হইয়াছে এবং জমি খাস করার বিধি নিয়ম কার্য্যকরী করা হইতেছে।

৩) প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ার জন্য।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

June 25th, 1971.

The House Met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Friday, the 25th June, 1971.

PRESENT

Shri Monoranjan Nath, Deputy Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, Deputy Minister and 26 members.

QUESTIONS

Mr. Dy. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :--Starred Question No. 8 (Postponed).

Shri S. L. Singh :—Mr. Dy. Speaker, Sir, Starred Question No. 8.

QUESTIONS	ANSWERS
১) খোয়াই লক্ষ্মীনারায়ণপুর মৌজার জমি সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কোন কমিটি গঠন করা হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে, তাহার নাম ? এ কমিটি যদি কোন সুপারিশ করিয়া থাকে তাহার বিবরণ ;	প্রশ্ন নং ১, ২, এবং ৩ রিপোর্ট গুলি পরীক্ষাধীন আছে
২) ঐ বিরোধের জন্য অন্য কোন তদন্ত করিয়া থাকিলে, তার রিপোর্টের সারমর্ম ; এবং	
৩) ঐ বিরোধ মীমাংসার জন্য সরকার কি করিতেছেন ?	

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই বিরোধের মধ্যে অভিযোগগুলি কি কি ছিল?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এটা আমি বললাম তো যে রিপোর্টগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কমিটির কথা বললেন, তার নাম কি বলতে পারেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা হচ্ছে একটা এনকোয়ারী কমিটি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কমিটির রিকমেণ্ডাশানগুলি কি কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ আণ্ডার দি এ্যাক্জামিনেশান অব দি গভর্ণমেণ্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—রিকমেণ্ডাশানগুলি কি তাও বলতে পারবেন না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হাউ ক্যান আই স্পীক নাউ, এজ ইট ইজ আণ্ডার দি এ্যাক্জামিনেশান অব দি গভর্ণমেণ্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, মাই কোয়েশ্চান ইজ দীস, ইজ দেয়ার রিকমেণ্ডেশানস মেড বাই দি কমিটি অর নট?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইয়েস, বাট দোজ আর আণ্ডার দি এ্যাকজামিনেশান।

Shri Promode Rn. Das Gupta :—Then where is the report and what are the contents of this report?

Shri S. L. Singh :—As the report is under examination, I can't say anything about this now.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কমিটির এসাইনমেণ্ট কি ছিল?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তারা সেখানে গিয়ে সবকিছু দেখবেন এবং দেখার পর তারা তাদের রিপোর্ট দিবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কমিটির রিপোর্ট কবে গভর্ণমেণ্টের কাছে সাবমিট করা হয়েছে এবং গভর্ণমেণ্ট এটাকে কোন সময়ের মধ্যে ফাইনালাইজ করবেন বলে ঠিক করেছেন জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আফটার দি এ্যাকজামিনেশান অব দি রিপোর্ট, ইট উইল বি ফাইনালাইজড।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—কবে তারা এই রিপোর্ট সরকারের কাছে সাবমিট করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা হচ্ছে একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, কাজেই এটাকে তাড়াতাড়ি ফাইনালাইজ করবার চেষ্টা করবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—As soon as the examination work is finished it would consider to be finalised.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে, সেটা আমরা জানতে চাই ?

Shri S. L. Singh :—I already told that the report is under examination of the Government.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছে, সেটা আমরা জানতে পারব কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ আণ্ডার এ্যাক্জামিনেশান অব দি গভর্ণমেন্ট বিফোর ছাট আই ক্যান নট সে এনিথিঙ্গ এ্যাবাউট দীস।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জমি সংক্রান্ত বিরোধটা কোন সনে হয়েছিল, বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রিপোর্টের উপর যখন গভর্ণমেণ্ট ডিসিশান নিবেন, তখন সেটাকে এই হাউসে প্লেস করবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আফটার ফাইনালাইজেশান অব এ্যাকজামিনেশান অব দি রিপোর্ট দেন অনলী উই ক্যান কন্‌সিডার ইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন ডিসেণ্টিভ নোট আছে কিনা বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ক্যান নট সে এ্যাবউট দীস।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে সরকার একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিইয়ে রাখার জন্য এখন পর্য্যন্ত এটাকে প্রকাশ করতে চাইছেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দীস ইজ নট ট্রু।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রিপোর্টটি সম্পর্কে কন্‌সিডার করতে সরকারের আর কত সময় লাগবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বললাম তো যে এটা আণ্ডার কন্‌সিডারেশান অব দি গভর্ণমেন্ট আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, যেহেতু মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এক বছরের উপর হয়ে গেল এই কমিটি তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে সাবমিট করেছে, এটা একটা সিরিয়াস চার্জ স্যার, সেহেতু আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে আবেদন রাখব তিনি যেন এই জিনিষটা দেখেন।

Mr. Dy. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred Question No. 468.

Shri S. L. Singh : – Mr. Dy. Speaker Sir, Starred Question No. 468.

Questions

1. Whether some villagers along with Shri Nagar Bashi Sutradhar of Mohinipur, P. S. Sidhai, Tripura made representations in writing under the registered cover with A/D to the S. D. O. Sadar on 26.6.70 and to the District Magistrate, Tripura on 7. 7. 70 on the encroachment of Rangacherra, P. S. Sidhai creating in conveniences in cultivation works ;
2. If so, whether any police enquiry has been made ;
3. If so, the police report &'the step taken by the Government ?

Answers

1.
2. } Materials are under collection.
3.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্নটা করেছি, সেটা আমি এই হাউসের সামনে পড়ছি কারণ মেটারিয়েলস আণ্ডার কালেকশান কোন জায়গাতে হয়, তারও একটা রীতি বা নীতি আছে। My question is—

1. Whether some villagers along with Shri Nagar Bashi Sutradhar of Mohinipur, P. S. Sidhai, Tripura made representation in writing under the registered cover with A/D to the S. D. O., Sadar on 26. 6. 70 and to the District Magistrate, Tripura on 7. 7. 70 on

the encroachment of Rangacherra, P. S. Sidhai creating inconveniences in cultivation works ;

2. If so, whether any police enquiry has been made ;

3. If so, the police report & the step taken by the Government ?

এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা রিপ্রেজেন্টেশান ইন রিটেন উইথ রেজিষ্টার্ড এ/ডি দেওয়া হয়েছে এবং সরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ষ্টেপ নিয়েছে কিনা। এর মধ্যে কোন পলিসি নেই বা অন্য কিছুও নেই, এর শুধুমাত্র দুইটি উত্তর হবে। যেখানে নাকি একটা সিভিল এ্যামিনিটিজের প্রশ্ন একটা এনক্রোচমেন্ট করা হয়েছে, এখানেও যদি হাউসকে এভাবে ডিপ্রাইভ করা হয় এবং আমরাই বা কি জন্য এখানে এসেছি ?

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 430.

Shri S. L. Singh :—Question No. 430, Sir.

Questions

ক) অমরপুর, গণ্ডাছড়া, রাইমা ও নুতন বাজারের যে সকল ব্যক্তি মিজোর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাদের কতজন কি কি সাহায্য পেয়েছেন ; এবং

খ) তারা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন সরকার তাদের সেভাবে সাহায্য করেছেন কি ?

Answers

ক) গণ্ডাছড়া — ৩৫ জন

নতুন বাজার—১২২ ,,

রাইমা — ২৪ ,,

গণ্ডাছড়া ও রাইমাতে ৩,৩৮০ টাকা নগদ ও ১৯১'৪০ পঃ চাউল, ডাইল ইত্যাদি এবং নতুন বাজার, তীর্থমুখ ও যতনবাড়ী দুঃস্থদের মধ্যে ৮,২০০ টাকা নগদ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

খ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে লোন দেওয়ার জন্য সরকার ব্যাঙ্কে সুপারিশ করিবে

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংককে সুপারিশ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই মিজো এবং হ্যাংক্রাক আক্রমণের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে লোণের জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই মিজো এবং হ্যাংক্রাক আক্রমণের সময়েতে যে সমস্ত লোককে ক্যাম্পের কাছাকাছি নিয়ে কাজ করানো হয়েছে, তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪১।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪১ স্যার।

Question	Answer
1. Whether the District Magistrate & Collector, West Tripura has received a letter from Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A. dated 29. 4. 71 regarding soaring price of essential commodities at Khowai ;	Materials are under collection.
2. If so, the step taken by the Govt.	

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—Mr. Speaker Sir, ব্যুরোক্রেসীকে কিভাবে ইণ্ডালজেন্স দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা তার প্রমাণ। আমার এক নাম্বার প্রশ্নটা কি ছিল— Whether the District Magistrate & Collector, West Tripura has received a letter from Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A. dated 29. 4. 71 regarding soaring price of essential commodities at Khowai ? একজন এম.এল,এ'র লেখা চিঠি পেয়েছেন কি না, এতে কোন সময়ের প্রশ্ন আসে না স্যার। তাই আমি আপনার প্রটেকশান চাচ্ছি স্যার। It is a responsible Ministry এই যে ব্যুরোক্রেসীকে ইণ্ডালজেন্স দেওয়া হচ্ছে, এটা কি হাউসকে হাস্যস্পদ করা হচ্ছে না স্যার ব্যুরোক্রেসীতে ডিফেণ্ড করার জন্য ? ইজ ইট এডেমোক্রেসী ? আমাদের এম, এল, এ, চিঠি দিচ্ছে, সেই চিঠির এ্যাকনোলেজমেণ্ট পর্যান্ত পাননা, সেইজন্য এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, যেখানে চীফ মিনিষ্টারের উচিত...

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ড্র দি এ্যাটেনশান অব দি চেয়ার—উনি বলেছেন যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না, ব্যুরোক্রেসীকে ইণ্ডালজেন্স দেওয়া হচ্ছে—উনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পেয়েছেন কি না ..

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—লেট মি ফিনিশ...

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ড্র দি এ্যাটেনশান অব দি চেয়ার—কি সম্বন্ধে চিঠি দিয়েছিলেন—রিগার্ডিং রাইজিং প্রাইস অব এসেনশ্যাল কমোডিটিজ—অতএব এসেনস্যাল কমডিটিজের দাম বেড়েছে কি না, বেড়ে থাকলে কি কি জিনিষের দাম বেড়েছে, এই সমস্ত কিছু জেনে তারপর আমাকে উত্তর দিতে হবে, অতএব সমস্ত জিনিষের দামগুলি আমাকে কালেক্ট করে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে তারপর উত্তর দিতে হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি হচ্ছেন কাষ্টডিয়ান অব দিস হাউস এ্যাণ্ড রাইট অব দি পিপলস অব ত্রিপুরা এবং তার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই এ্যাসেম্বলী। আপনি লক্ষ্য করবেন যে ২৯ | ৪ তারিখে এই চিঠি ডি, এমকে তিনি দিয়াছেন এবং এর জন্য ১৫ দিন আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেন্ট সামারিলি বলতে পারতেন যদি জিনিষের দাম বেড়ে থাকে, দাম বেড়েছে বলতে পারতেন, আর যদি না বেড়ে থাকে, তাহলে বলতে পারতেন বাড়েনি।

গণ্ডগোল

আপনারাও আজকে জনতার প্রতিনিধি, আপনাদের অধিকার আছে যে কোয়েশ্চানের মাধ্যমে সমস্ত কিছু আজকে জনসাধারণের কাছে পৌছানো। কিন্তু আজকে আমাদের যে অটোক্রেট চীফ মিনিষ্টার, ত্রিপুরার জনগণকে কিভাবে বঞ্চিত করছেন এবং হাউস এ আপনাদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করছেন, আমাদের হোল হাউসের মূল্য দিচ্ছেন না, স্পীকারের অধিকারকে পর্য্যন্ত এখানে কারটেল করা হচ্ছে। কাজেই আজকে (গণ্ডগোল)...

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ড্র দি এ্যাটেনশান অব দি স্পীকার স্যার। ইট ইজ দি এ্যাসপারশান অন দি স্পীকার। হোয়েদার এ মেম্বার ক্যান আটার দিস অর নট

(গণ্ডগোল)

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন কর্ত্তার প্রশ্ন হচ্ছে এই তারিখে বিভিন্ন জিনিষের দাম বেড়েছে কি না, কিন্তু কোন্ দেশে এই উত্তর দিতে পারবে স্যার, আজকে হয়তো ১·২৫ পয়সা আছে একটা জিনিষের দাম, কালকে... কাজেই তার উত্তর দেবেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডি, এম, চিঠি পেয়েছেন কি না? হোয়াট ইজ মাই কোয়েশ্চান, তিনি ইয়েস অর নো বলতে পারতেন। তারপর হচ্ছে কন্টেন্টস অব দি লেটার, সেই সম্পর্কে কিনি ইনভেষ্টিগেশন করুন, সেটা বলবেন—ইট ইজ আণ্ডার ইনভেষ্টীগেশান। সেই জায়গায় মেটেরিয়্যালস আর আণ্ডার কালেকশান বলতে পারেন।

শ্রীব্রজগোপাল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যর—আমাদের রুলসে আছে যে— If the information required by the Member is not available the Minister shall state the position accordingly and the Speaker may allow such further time as he may, under the circumstances, deem proper and fix a date for the answer. কাজেই যদি উত্তর দিতে না পারেন, কেন দিতে পারেননি সেটা বলবে পরে মাননীয় স্পীকার সেই ক্ষেত্রে আলাদা একটা টাইম ফিক্স করে দিতে পারেন, এবং এই ক্ষেত্রে একটা আলাদা টাইম ফিক্স আপ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Shri S. L. Singh :—I draw the attention of the Speaker, whether a member can utter this word ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—না, এই কথা বলা যায় না যে স্পীকারের রাইট কার্টেইল করা হচ্ছে। তবে আমি আপনাদের, বিশেষ করে মন্ত্রী মহোদয়েরকে অনুরোধ করব যে আপনারা যেন যথা সময়ে এবং যথাযথভাবে রিপ্লাই দিতে চেষ্টা করেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমরা চেষ্টা করব, স্যর।

Mr. Dy. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 359.

Shri S. L. Singh :—Mr. Dy. Speaker Sir, Starred Question No. 359.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে লবণ, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলির দাম যে পরিমাণে বাড়ছে তা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি না ?

২। যদি অবগত থাকেন গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের সস্তা কিংবা ন্যায্য মূল্যে ঐ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি পাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ।

Answers

১। হ্যাঁ।

২। সরকারের Buffer Stock হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ fair price shopএর মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে জনসাধারণ ন্যায্য মূল্যে এই সকল দ্রব্য পাইতে পারেন। গত এপ্রিল হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত জিনিষগুলি fair price shopএর মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে দেওয়া হইয়াছে :—

১) সরিষার তৈল ৬৩৫ টিন প্রতি টিন ১৬ কেজি হিসাবে।

২) লবণ ৭১৪ বস্তা প্রতি বস্তা ৭৫ কেজি হিসাবে।

৩) মুসুর ডাল ১৪০ বস্তা প্রতি বস্তা ১০০ কেজি হিসাবে।

এতদ্ব্যতীত Buffer Stock এর জন্য সরকার নিজস্ব খাতে যেমন একদিকে অতিরিক্ত নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিতেছেন, তেমন ব্যবসায়ী মাধ্যমে ঐগুলি Railway restriction থাকা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমদানী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় বাজার আছে, সেগুলির মধ্যে কোন ফেয়ার প্রাইস সপ আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যে সব জায়গাতে ফেয়ার প্রাইস সপ আছে, সেই সব জায়গাতেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন কোন বাজারে ফেয়ার প্রাইজস সপ আছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্ম্মনগর রেল স্টেশনে এখনও ২০টি ওয়াগনের মত আছে যেগুলিতে নাকি লবন বোঝাই করা আছে এবং রোদে শুকাচ্ছে আর বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছে, আপনি এটার একটা ইন্‌কোয়েরী করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে মনসুন সীজন। এই সীজন আসলে পরে কিছুটা অসুবিধা হয় বৈ কি ? এই সময়ে বৃষ্টি হলে সেগুলি বৃষ্টিতে ভিজবে আর রৌদ্র হলে শুকাবে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি বলছি যে এখনও সেখানে লবন বোঝাই করা ২০টির মত রেলওয়ে ওয়াগন আছে, সেগুলি বৃষ্টিতে ভিজে আপনি এটার ইন্‌কোয়েরী করে দেখবেন কিনা, সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অল দি গভর্ণমেণ্ট ওয়াগন হ্যাভ অল্‌রেডী বীন ক্লীয়ার্ড আপ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এগুলি যদি বিজনেসম্যানদের হয় তাহলেও সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি আনা যায়, সেজন্য আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার ক্ষমতা এ্যাক্‌সরসাইজ করবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেজন্য আমরা সব সময়ে চেষ্টা করে আসছি। যেমন কয়েকদিন আগে মালামাল আটক হয়ে যাওয়াতে আমরা সামরিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে করে তারা আমাদের ঐসব মালগুলি তাদের ট্রাক দিয়ে এনে দেয় এবং তারা সেইকাজ করে দিয়েছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিজনেসম্যানেরা সেখান থেকে লবন না আনার জন্য বাজারে লবনের দাম বেড়ে গেছে, এই কথাটা ঠিক কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এই যে ধর্ম্মনগরে রেলওয়ে স্টেশনে লবনের ওযাগনগুলি খালাস না করার দরুন বাজারে ঠিকমত লবন পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেজন্য লবনের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নিশ্চয় অবগত আছি, এবং সেইভাবে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এই হাউসের একজন রেস্পনসিব্‌ল মেম্বার স্টেটমেণ্ট দিয়ে বলছেন যে ধর্ম্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ২০ ওয়াগনের মত লবন পড়ে আছে এবং সেগুলি বৃষ্টিতে ভিজতেছে অথচ সেগুলিকে খালাস করা হচ্ছে না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা সেটাই আমরা জানতে চাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি বল্‌লাম তো যে গভর্ণমেন্টের ওয়াগন যেগুলি ছিল সেগুলি সবই খালাস করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে লবন আসছে, সেটা কি গভর্ণমেণ্ট আনছে না বিজনেসম্যানেরা আনছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকারও আনছে আবার বিজনেসম্যানরাও আছে। সরকার আনছে বাফার ষ্টকের জন্য।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে বাফার ষ্টকের বাইরে যে সমস্ত জিনিষ আসছে সেগুলির উপর সরকারের কোন কন্‌ট্রোল আছে কিনা বা তাদের সেই রকম কোন পলিসি আছে কিনা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, কতগুলি আছে কনট্রোল আর কতগুলি আছে ডি-কন্‌ট্রোল। এখন ডি-কন্‌ট্রোল যেগুলি সেগুলির উপর সরকারের কোন্ নিয়ন্ত্রন নেই এবং থাকতে পারে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ফেয়ার প্রাইস সপ আছে সেগুলির মাধ্যমে লবন দেওয়ার কোন বিধান আছে কিনা বা দেওয়া হচ্ছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বাফার ষ্টকের মাধ্যমে সেইসব ফেয়ার প্রাইস সপের মধ্য দিয়ে লবন, সরিষার তৈল, ডাল ইত্যাদি বিক্রি করা হয়ে থাকে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ধর্ম্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে লবন বোঝাই ওয়াগনগুলি পড়ে আছে, এবং সেগুলি থেকে লবন খালাস না করে আর্টিফিসিয়েল ভাবে বাজারে লবনের একটি অভাব সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চল্‌ছে এবং তার মাধ্যমে যে বিরাট একটা মুনাফা লুঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই বিষয়ে সরকার কিছু অবগত আছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই বিষয়ে সরকার কোন কিছুই জ্ঞাত নহে। তবে মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন কেস সম্পর্কে জানান তাহলে পরে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, দীস সাপ্লিমেণ্টারী ইজ ইরিলিভেন্ট এ্যাজ বিকজ দীস ইজ রিলেটেড টু দি বিজনেসম্যান অন্লী। এই ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, উনি এই কথা বলে আপনার উপর এ্যাসপার্শান এনেছেন। কেন না আপনি এই কোশ্চানটা এ্যালাউ করছেন আর উনি সেই জায়গাতে বলছেন যে এটা ইরিলিভেন্ট। উনি আপনাকে এভাবে চার্জ করতে পারেন না বা আপনার অথরিটিকে চার্জ করতে পারেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, এভ্রী মেম্বার হ্যাজ গট রাইট টু ড্র দি এটেন্শান অব দি স্পীকার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, যদি এটা ষ্টেটমেণ্ট হত, তাহলে পরে হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু উনি যে আপনার ডিসিশানের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বাফার ষ্টক থেকে যে লবন বাজারে ছাড়া হয়, সেগুলি কে, জি প্রতি দাম কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এখন বাজারে প্রতি কে, জি লবনের দাম কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা তো আমি আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৬ স্যার।

STARRED QUESTION No. 396

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরায় দক্ষ প্রশাসনিক প্রয়োজনে তিনটি জিলায় ভাগ করার পর ত্রিপুরার অনুন্নত দক্ষিন পূর্বাঞ্চলকে লইয়া আরও একটি জিলা বিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সরকার সমীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ?

ANSWER

১) এইরূপ কোন সমীক্ষার প্রযোজন আছে বলে সরকার মনে করেন না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করেছেন, কবে পর্যন্ত সমীক্ষা করা হবে বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—শুধু এখানেই নয়, আরও কতগুলি জায়গা আছে, যেমন জিরানিয়া থেকে রাণীরবাজার বিশালগড় থেকে জিরানিয়া, প্রত্যেকটি জায়গা সম্বন্ধেই আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—যেহেতু ত্রিপুরার সাবডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারগুলি টেক্ আপ করা হয়েছে, এমতাবস্থায় আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এলাকাতে যাতে তাড়াতাড়ি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তার জন্য সেখানে একটা জেলা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, অতএব সেই অঞ্চলে যাতে আরও একটি জেলা করা হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ করব।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলছি আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৮।

QUESTION

১। ১৯৭১ এর মে মাসে রাইমা বাজারে চাউল, ডাল সরিষার তৈল, লবন, কেরোসিন তৈল, চিনি, দিয়াসলাই ও বিড়ির Packet এর বাজার দর কি ছিল ;

২। উহা যদি অন্য এলাকা থেকে বেশী হয়ে থাকে, তবে তার কারণ কি ;

৩। সস্তাদরে তা সরবরাহের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

ANSWER

১।
২।   তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪২।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪২।

STARRED QUESTION No. 342

By :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rehabilitation Department be pleased to state—

1) Whether it is fact that three posts of A.D. M. (Relief) have been created by the Govt. ;

2) If so, whether those posts have been filled up ; and

3) Whether the persons appointed in the said posts have been recommended by the U. P. S. C. ?

ANSWER

1) Yes

2) Yes

3) No

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে এ, ডি, এম, রিলীফ পোষ্ট রয়েছে, সেটা কোন্ সময়ে ক্রীয়েট করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই যে তিনটি পোষ্ট করা হয়েছে, তার এ্যাপেইন্টমেন্টে কি কোন রিক্রুটমেন্ট রুল করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—রিক্রুটমেন্ট রুলস আছে। কারণ যাঁরা এ, ডি, এম বা ডিপুটি কালেক্টার আছেন, তাঁদেরকে সেই জায়গায় নেওয়া হয়েছে, এ্যাকরডিং টু সিনিয়ারিটি তাঁদের সেই জায়গায় নেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেই রিক্রুটমেন্ট রুলসে প্রমোশানের নিয়ম কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নট প্রমোশান, দে আর অফিশিয়েটিং।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই তিনটি পোষ্ট কি ক্যাডার পোষ্ট ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ক্যাডার পোষ্ট হলে পরে আই. এ, এস-কে নিতে হত, অতএব এইগুলি ক্যাডার পোষ্ট নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে এ, ডি, এম (রিলীফ), এই পোষ্টের পে স্কেল কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ডেপুটি কালেক্টারের যে পে স্কেল আছে, তাঁরা সেই পে-স্কেলই পাচ্ছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা গেজেট নোটিফিকেশানে দেখেছি যে এই পোষ্টের এ্যাপেনিষ্টে পে-স্কেল হচ্ছে ৬২৫—১৩৫০, টি, সি, এস তাহলে সেটা কি কারেক্ট নয় ? কারণ পে-স্কেল যদি বেশী হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে প্রমোশানের প্রশ্ন আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট ইজ নট প্রমোশান। এডহক বেসীসে তাঁদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ফর অফিশিয়েটিং।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এ, ডি, এম, (রিলীফ) এই পোষ্টের পে-স্কেল কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে স্কেল ৩২৫—১০০০, টি, সি, এস, স্কেল, সেই স্কেলের থেকে হায়ার স্কেলে যদি যাওয়া হয়, তাহলে সেটা প্রমোশান না অন্য কিছু ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ প্রমোশান।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে হায়ার পোষ্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে রিক্রুটমেন্ট রুলসের মধ্যে কি আছে এবং রুলস অনুসারে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—দোজ হু আর সিনিয়র, তাদেরকে সেই জায়গায় দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৫ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. Is it a fact that the post of the Tribal Public Relations Officer has not yet been filled up ;	Yes.
2. if so, the reason thereof ?	All formalities relating to the framing of Recruitment Rules could not be completed until 11.6.71.

Mr. Speaker .—There are eight Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the Replies to the Unstarred Questions and also to starred questions which were not answered orally.

Shri Bajuban Riyan :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার একটা ডিসিশন এই হাউস জানার জন্য। আমি আজকে থেকে ডিসাইড করেছি—আমি আগে এই বিধান সভার অপজিশন ব্লকে যে রাজনৈতিক দলের সংগে ছিলাম অর্থাৎ সি, পি, আই ব্লক, সেই ব্লক ছেড়ে সি, পি, এম ব্লকে যাওয়ার জন্য। এবং কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার কাছে লিখে দিয়েছি আমাকে সেই ব্লকে সীট দেওয়ার জন্য এবং সেই জিনিষটা আমি এই হাউসে প্লেস করছি।

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker ,—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution of Sarbasree Aghore Deb Barma. Jatindra Kr. Majumder, Sunil Ch. Dutta and Naresh Roy (bracketed). I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution that "This House requests the Government of India to arrange the Shifting of evacuees from Bangla Desh, who have taken shelter in Tripura, to other provinces of India and to take the entire responsibility of the evacuees from Bangla Desh.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আমার রিজলিউশানটা এই হাউসের সামনে মুভ করছি। আমার রিজলিউশানটা হল—"This House requests the Govt. of India to arrange the shifting of evacuees from Bangladesh, who have taken shelter in Tripura, to other provinces of India and to take the entire responsibility of the evacuees of Bangladesh". স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এই সব ইভাকুয়েজদের সম্বন্ধে এই হাউসে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন, আমি সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে অনেক কিছু আলোচনা করেছি। কাজেই আমি এখন তার বিস্তারীতভাবে আলোচনা করতে চাই না। তবে এই প্রস্তাবটি আমি কেন এই হাউসের সামনে এনেছি, সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার চেষ্টা করব। স্যার, আজকে বাংলাদেশের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটছে, তাতে আমরা সকলেই স্বীকার করব যে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন মিঃ জিন্নার দুই জাতি তত্বের ভিত্তিতে এত বিশাল ভারতকে দুইটি ভাগে করতে হয়েছে, যার একটার নাম হয়েছে ভারত আর অন্যটার নাম হয়েছে পাকিস্তান। আজ যে সংগ্রাম বাংলা দেশে চলছে, সেটা হচ্ছে এই জিন্না সাহেবের দ্বিজাতি তত্বের বিরুদ্ধে, এটা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কাজেই স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে যে জিন্না সাহেব যে দুই জাতি তত্বের ভিত্তিতে বাংলা দেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করলেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। আমরা দেখেছি যে বাংলা দেশকে নিয়ে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্মকাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলা দেশের উপর আধি-পত্য লাভ করার চেষ্টা করে আসছে। যেমন বাংলা দেশের মানুষের মাতৃ ভাষা যেটা নাকি বাংলা, তার উপর এই পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকেরা সেখানকার মানুষের উপর উর্দ্দু ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাংলা দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের সেই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হয়েছিলেন। আমরা তাদের সেই সংগ্রামকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাব। তার সাথে সাথে আজকেও তারা তাদের দেশকে ঐ পশ্চিমী পাকিস্তানীদের চক্রান্ত থেকে, অত্যাচার থেকে, শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য এবং নিজেদের একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গঠনের জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন সেজন্য আমরা সবাই তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাব। আজকে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্ব হারিয়ে বাংলা দেশ থেকে আসছে ঐ পশ্চিম পাকিস্তানীদের মত পশু শক্তির অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, তারা শুধুমাত্র বাঁচার জন্যই আসছে না বা তারা শুধুমাত্র একটু আশ্রয়ের জন্যই আসছে না, তারা আসছে, তাদের দেশে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং ন্যায় ও মানবতার সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম তারা যাতে জয়যুক্ত হতে পারে, সেজন্য সাহায্য ও সহায়তার জন্য। আমি মনে করি তারা তাদের এই সংগ্রামে জয়লাভ করবেই করবে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে তাদের এই সংগ্রাম কোন একটা শ্রেণীর সংগ্রাম নহে বা কোন হিন্দু বা মুসলমানের সংগ্রাম নহে। তাদের এই সংগ্রাম হচ্ছে ন্যায় ও মানবতার সংগ্রাম এবং নিজেদের আত্ম-

নিয়ন্ত্রনের সংগ্রাম। কাজেই তাদের এই সংগ্রাম আজকে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। তার কারণ হল আমরা যারা ভারতবর্ষে আছি, আমরাও আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে এসেছি এবং আমাদের সেই সংগ্রাম গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেজন্য আমাদের পাশে যে বাংলা দেশ, সেখানে যখন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চলছে এবং পশু শক্তির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, তখন আমরা কোন মতেই চুপ করে বসে থাকতে পারি না, এবং চুপ করে বসে থাকাটাও আমাদের পক্ষে উচিত নয়। কারণ হল আমরা গণতন্ত্রের ধারক এবং বাহক হয়ে, আর একটা গণতন্ত্রপ্রিয় দেশের জনসাধারণের উপর এই জঘণ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদেরও লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং প্রয়োজন বোধে তাদেরকে অর্থ দিয়ে, অন্যান্য সাহায্য দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তাদের সেই সংগ্রামকে আরও তীব্রতর করে তোলা উচিত। সেখানে হিন্দু থাকুক, মুসলিম থাকুক আর যেই থাকুক না কেন, তারা একতাবদ্ধভাবে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে আমাদের উৎসাহিত করা উচিত। আজকে আমাদের এই ভারত বাংলা দেশের প্রায় চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিক দিয়ে বাংলা দেশের সীমান্ত রয়েছে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষের উপরে এবং এই ১৫ লক্ষ অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে আরও, ১০ লক্ষ লোক ইতিমধ্যে বাংলা দেশ থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আরও আসছে এবং আসবে তার সংখ্যা এখনই বলা সম্ভব নয়। অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার তার পক্ষে এত বড় যে সমস্যা তার সমাধান একলা করা সম্ভব নয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেজন্য আমার প্রস্তাব হল এই বিপুল শরণার্থীদের যাতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সরিয়ে নেওয়া হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেন না, এই যে শরণার্থী আসছে, তার সমস্ত ব্যায় ভার বহন করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য হল, তাদের থাকা খাওয়ার যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়, সে জন্য দেখা এবং সেই সংগে তারা যে রাজ্যে আসছে, সেই রাজ্যের প্রসাশন ব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে না পড়ে এবং তার অর্থনৈতিক কাঠামো যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। আজকে যে ভাবে মানুষ আসতে শুরু করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকেরই ২/৩ দিন ধরে উপবাস করে থাকতে হচ্ছে, তারা কোথাও মাথা গুজবার জায়গা পাচ্ছে না। ক্যাম্প যদিও একটা একটা করে হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি তো দেখতে না দেখতেই ভর্ত্তি হয়ে যাচ্ছে। কোথাও যেন এই উদ্বাস্তর স্রোতের ঠাঁই হচ্ছে না। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরার মধ্যে আর বেশী লোকের জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা আছে, সেটার কথা তো সবারই জানা আছে, মাত্র ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেলপথ হয়েছে, তাও আবার যেসব দুর্গম অঞ্চল দিয়ে এই রেলপথ হয়েছে, সেটা দিয়ে ত্রিপুরার বাহির থেকে মালপত্র এনে তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করাও একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে,

উপরন্তু আমরা যারা ত্রিপুরাতে আছি, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব মালপত্র দরকার সেগুলিও নরম্যাল টাইমে আশা করতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও আমরা একটা পার্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে জানতে পেরেছি যে ধর্মনগরে অনেক লবণ বোঝাই ওয়াগন পড়ে আছে, সেগুলি খালাস করা হচ্ছে না। কাজেই যে পরিমাণ লোক আসছে, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যোগান দেওয়া ত্রিপুরা রাজ্যের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের পক্ষে মোটেই সম্ভব হয়ে উঠবে না। আজকে যেভাবে ক্যাম্পগুলি তৈরী করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গেছে, যেমন এখন যে সময় এটা কোন ছনের সীজন নয়, অথচ এই সময়ের মধ্যে ছন যোগাড় করে এনে তবে তাদের জন্য বড় বড় ক্যাম্প তৈরী করতে হচ্ছে। এই যে ছনগুলি বন থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে, এগুলি হল একেবারে কাঁচা। তাই এগুলি দিয়ে যখন ঘর তৈরী করা হয়, তখন ২/৪ দিন রোদ দিলে পরে, সেগুলি শু কয়ে গিয়ে ফাঁকা হয়ে যায়, এবং বৃষ্টি আসলে পরে সেই সব ফাঁকা দিয়ে জল পড়ে, কাজেই যাদেরকে সেই সব ক্যাম্পের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তাদের অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। তাছাড়া যেসব ক্যাম্প করা হয়েছে, তাতে আমি দেখেছি, এক একটা ঘরের মধ্যে অনেকগুলি লোককে থাকতে দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক অসুবিধা হয়। যেমন ধরুন অনেক এর মধ্যে সংক্রামক রোগ থাকতে পারে, এবং সে যদি অনেকগুলি লোকের সঙ্গে বসবাস করে তাহলে তার সেই সংক্রামক রোগ অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এভাবে এই রোগ ছড়াতে ছড়াতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা যারা এখানে আছি আমাদের মধ্যে সেই রোগের প্রাদুর্ভাব হবে, তখন আমরা আমাদের লোককেও বাঁচাতে পারব না। কাজেই এই সব অবস্থার কথা বিবেচনা করে নিজেদের মধ্যে একে অপরকে দোষারূপ করলে চলবে না, যারা আসছে, তারা যাতে ভালভাবে কিছুদিনের জন্য আমাদের এখানে থেকে যেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করা দরকার। তাই আমি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। আমার প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের যেন অবিলম্বে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের থাকা খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন এবং এর জন্য সমস্ত ব্যয় ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, আশা করব, হাউস এটাকে বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে প্রস্তাবটা,—আমার যে প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম, যে আকারে ছিল, সেটা ব্রেকেট হয়েছে, আমার প্রস্তাবটা ছিল—entire responsibility of the evacuees from Bangladesh, Central Government যাতে টেক্ আপ করে, তার জন্য আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা ব্রেকেটেড হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, যারা আমার প্রস্তাবটার বিষয় বস্তু জানেন না, তারা দেখলে হয়তো সবটাই আমার প্রস্তাব বলে ধরে নেবেন, তাই আমি বলছি আমার প্রস্তাব যা ছিল, তার সম্পর্কেই আমি বলব, অন্যদের প্রস্তাব সম্পর্কে আমি বলতে চাই না।

আমি এই জন্য বলছিলাম যে রেসপন্সিবিলিটি কেন নিতে হবে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য বেকওয়ার্ড ষ্টেট, সেখানে না আছে কমিউনিকেশন, ইকনমিক ষ্ট্রাক্‌চারও ভাল নয়, সেই জন্যই আমি এণ্টায়ার রেসপন্সিবিলিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে নেওয়ার জন্য বলছিলাম। এর অর্থ এই নয় যে এখানে যে ইভাকিউজ আছে, তাদের সকলকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হউক। তার কারণ বাংলাদেশ যে সংগ্রামে জয়ী হবে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে, জোর দিয়ে বলা চলে। তাদের মনোবল আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজ এগার সপ্তাহ হতে চলেছে, তারা আর্মড ফোর্সের সঙ্গে আন-আর্মড অবস্থায় সংগ্রাম করে চলেছে, এবং সাকসেসফুল ভাবে তা চালিয়ে যাচ্ছে, অনতিবিলম্বে তারা স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, সেটা অনস্বীকার্য্য। সেই যে ইভাকিউজ, তাদের রেসপন্সিবি লটি আমরা কিছুই নেব না সেটা আমি বলব না, সেটা বলার অধিকার আমার নেই, সেটা বলার অধিকার আমার ত্রিপুরা সরকারেরও নেই। আজকে ত্রিপুরায় যে অর্থ সংকট চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই প্রস্তাবটা রেখেছিলাম যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ইভাকিউজদের জন্য যে খরচ পত্র হচ্ছে, যেমন হাসপাতালে সীট সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া, প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারগুলিতে সীট সংখ্যা বাড়িয়ে, রাস্তাঘাটের উন্নতি করে—কারণ আমাদের এখানে আসাম-আগরতলা রোড হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য কমিউনিকেশন, সেই রাস্তায় আমাদের ইভাকিউজদের জন্য খাদ্য সামগ্রী আনা নেওয়ার কাজ সুষ্ঠভাবে হচ্ছে না, সেই রাস্তায় মালপত্র যা বাইরে থেকে আসছে, সেটা র‍্যাপিড্‌লী খালাস করে আনার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, সেইজন্য একটা শর্টকাট রাস্তা আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর পর্যান্ত যাতে করা হয়, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া যাতে এর খরচ বহন করে, তারজন্য চাপ দেওয়া, তাহলে পরে ইভাকিউজদের জন্য মালপত্র তাড়াতাড়ি আনা সম্ভব হয়। আরেকটা কথা হচ্ছে যে অন্যান্য ষ্টেটকে আমরা বলব যে সমান দায় দায়িত্ব নিতে হবে ইভাকিউজদের জন্য, সমস্ত ষ্টেটে আমরা ইভাকিউজদের সরিয়ে দেব, একথা বলার সাহস কারও নেই, —ত্রিপুরা সরকারশাসক কংগ্রেসে-এর বলার সাহস নেই বলে আমি মনে করি। কারণ যতদূর সম্ভব সাহায্য, সহানুভূতি করা, তাদেরকে এনকারেজ করা সেটাই হবে আমাদের কর্ত্তব্য। তারজন্য যতদূর আমরা পারি, আমাদের এখানে ইভাকিউজদের রাখা দরকার এবং সাধ্যাতীত হলে পরে অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এণ্টায়ার রিফিউজীদের সরিয়ে নেওয়া রাতারাতি, এই জাতীয় রিকোয়েষ্ট আমরা করতে পারি না। এবং সেই জাতীয় প্রস্তাব আমার নয়। অন্যান্য ষ্টেট যেগুলি আছে, সেই সমস্ত ষ্টেটে ইভাকিউজ সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া, সমানভাবে ভার বহন করার অর্থ হচ্ছে ফিনানস্যাল রেসপন্‌সিবিলিটি অব দি ইভাকিউজ, সম্পূর্ণ ভার যাতে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বেয়ার করে, সেজন্য আমি আমার প্রস্তাব-এর পক্ষে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। বাংলা দেশ সম্পর্কে এই হাউসে বহু আলোচনা করেছি, তাদের সংগ্রামে যদি কিঞ্চিত মাত্র সহায়তা করতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্যই বলে মনে করব. একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে শরণার্থী যারা ত্রিপুরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরিয়ে নেওয়া এবং শরণার্থীদের সমস্ত দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবে শরণার্থীদের অন্য প্রদেশে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলায়, শরণার্থীরা মনে করতে পারেন যে আমাদের মমত্ববোধ-এর অভাব, কিন্তু তা নয়, আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের মমত্ববোধ সমভাবে আছে বলে আমি মনে করি এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে সমভাবে তা গ্রহণ করেন তার জন্যই এই প্রস্তাব। শরণার্থীদের সরিয়ে দেওয়ার এই যে প্রশ্ন সেটা কেন আসছে? বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, যেই স্বাধীনতা আমরা ১৯৪৭ ইং সনে পেয়েছিলাম, সেই স্বাধীনতা বঙ্গ জননীকে বঞ্চিত করে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, সেটা ছিল দ্বিজাতীয় তত্ত্ব, সেদিন ধর্ম্মই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া জাতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেদিন সেই তত্ত্ব ভুল ছিল, শুধু ধর্ম্ম দ্বারা জাতির সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হতে পারে না। যদি ধর্ম্মেই জাতির সৃষ্টি হত, তাহলে তুরস্কের কামাল পাশা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করতেন না। অন্যান্য রাষ্ট্র—সিরিয়া, জর্ডান ইত্যাদি নিয়েই সেদিন তুরস্ক গঠিত হত, কিন্তু তুরস্ক শুধু মাত্র তাদের রেসিয়্যাল এ্যামিনিটিজ এবং জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটি, সেইগুলি বিচার বিবেচনা করে সেদিন তুরস্ক গঠন করা হয়েছিল। যদি শুধু ধর্ম্মই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হত, তাহলে মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী রাজ্য সৌদি আরব, মিশর, আফগানিস্তান, সমস্ত দেশ একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকত, কিন্তু তা হয় নি। দেশ এবং জাতি গঠনের যে সূত্র, সেই সূত্র হল ভাষা এক হতে হবে, ধর্ম্ম এক হতে হবে, তাছাড়া সংস্কৃতি এবং জিওগ্রাফিক্যাল বাউণ্ডারী এক হতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের সমগ্র বাউণ্ডারী একত্রিত ছিল, বাংলা দেশকে এইভাবে খণ্ডিত করে পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের সৃষ্টি হল যেদিন, সেদিনই সেটা ভুল হয়েছিল—এবং ভুলের সংগে যুক্ত ছিলেন ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস-এর সেদিন বাংলা দেশ ভাগ করার মধ্যে সমর্থন ছিল না। মুসলীম লীগের এই যে দ্বিজাতীয় তত্ত্ব—পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেইদিন দেশের মধ্যে যে বিভীষণ কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, মুসলীম লীগকে সেদিন ভাই ভাই বলে স্বীকার করে নিল, সেদিন কংগ্রেস সেই চাপে ভারতবর্ষের সুখ শান্তির আশায়, রক্তপাত বন্ধের আশায় সেটা কংগ্রেস স্বীকার করে নিয়েছিল: বঙ্গ জননীকে দ্বিখণ্ডিত করার তত্ত্ব মেনে নিয়েছিল, সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দিকে চেয়ে এবং সুখ শান্তির দিকে চেয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে সুখ শান্তি পায় নি, আর পূর্ব্ব বাংলায় আরম্ভ হল ভীষণ গোলমাল, বাংলা দেশে আরম্ভ হল ভাষা আন্দোলন—পশ্চিম পাকিস্তানের জংগী চক্রী কয়েকজন শাসক নিরীহ জনতাকে হত্যা করে। সমভাবে এই ভাষাকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ শহরে, আসামে এগার জন যুবকের প্রাণ গেল। বাঙ্গালী জাতি যে অভিন্ন এটাই তা প্রমাণ করে। বাংগালী জাতিকে যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে কিছুদিন, কিছুকাল হয়তো এইভাবে থাকতে পারে, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এবং বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এই বাংলা দেশকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। আলেকজাণ্ডারের আমলে

বাংলা দেশের নাম ছিল বংগ বাড়ী, তারপর জৈন তীর্থংকরের সময় নাম ছিল বংগজ, কোন সময় সমতল, কোন সময় বংগ, আরও অনেক নাম নিয়েছে বাংলা দেশ, বাংগালী জাতি কোনদিন ভিন্ন হয় নি, বাংগালী জাতির ছিল একই সংস্কৃতি, একই ভাষা, একই দেশে তারা বাস করত। আজকে শরণার্থী যারা এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তারা হয়তো আজকে প্রয়োজনের তাগিদে এই ত্রিপুরার ক্ষুদ্র অঞ্চল—৪০১৬ বর্গ মাইল যার আয়তন, সেখানে ১০ লক্ষের উপর শরণার্থী এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আজকে পর্যন্ত শরণার্থী আগমন অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন ২০।৩০ হাজার শরণার্থী এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এত শরণার্থী ত্রিপুরাতে রাখা সম্ভবপর নয়। ওদের রাখার ইচ্ছা আমাদের ছিল না, তা নয়, কিন্তু আমরা তাদের স্থান দিতে পারি না, খাদ্য সময় মত দিতে পারি না, সময় মত ঔষধ দিতে পারি না, কাজেই আরও যদি পাঁচ সাত লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখন রোগ মহামারী আকারে দেখা দেবে। এই শরণার্থীদের মংগলের জন্য, আমার এই প্রস্তাব ছিল তাদের কল্যাণের জন্য, তাদের অন্য প্রদেশে চলে যাওয়ার কথা আমি বলেছিলাম এবং যে স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সেই বাংগালী জাতি আজকে দাবী করতে পারে যে তাদের দুর্দিনে তারা লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছে এবং সেই সময়ে তারা শরণার্থী হয়ে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা যেভাবে ত্রিপুরাতে এবং পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছেন, যেভাবে সাহায্য পাচ্ছেন ঠিক সেভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা সমভাবে তাদের আশ্রয় দিন, তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি তার উপর অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রস্তাবের মূল কথা একই থাকবে এবং প্রস্তাবটা যে আকারেই হোক না কেন হাউস তা গ্রহণ করবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কথা অত্যন্ত সত্য যে আজ এই বাংলা দেশের সংগ্রাম গণতন্ত্রকে রক্ষার সংগ্রাম, এই সংগ্রাম সমাজতন্ত্রকে রক্ষার সংগ্রাম, এই সংগ্রাম জাতীয় ঐক্যকে রক্ষার সংগ্রাম, এই সংগ্রাম মানবিক আদর্শকে রক্ষার সংগ্রাম। তারি সম্পর্কে বাংলা দেশ আমার ভাই এবং সেই ভাইকে রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েই আমাদের এই আদর্শবোধ এবং মানবিকতাকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্যই আজ ভারতবর্ষের এই প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষের মনীষিবৃন্দের, ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক শিক্ষিকার এই প্রচেষ্টা, মানুষের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্য। একটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, এই রকম একটা আন্দোলন, এইরকম একটা গণজাগৃতির মধ্যেও দেখা যায় যে বাংলা দেশের মধ্যে কয়েকটা গোষ্ঠির মানুষ, সেগুলি রাজনৈতিক দল নামে পরিচিত, তারা মানবিক বোধকে বাধা দিতে চায়। তার মধ্যে আছে মুসলীম লীগ, তার মধ্যে আছে চীনাপন্থী মানুষ, তার মধ্যে আছে ন্যাপ, তারমধ্যে আছে ক্যাপ, কত রকম যে আছে। তারা পদে পদে চেষ্টা করছে মানুষের আত্মদান ব্যর্থ করার জন্য এবং তারা সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রতিনিয়ত

সেই সংগ্রামকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। শুধু ঐখানেই নয়. ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তারা গোষ্ঠীগতভাবে, দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে পৃথিবীতে সেটাকে বানচাল করার জন্য। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই দুঃখের কথা শুধু বাংলার মানুষের কাছে, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কাছে। কারণ আমাদের সংগ্রাম একই জনতার সংগ্রাম। তারা যাই করুক, কিন্তু আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমরা মানবিক অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখব এবং আমরা সেটা রাখবই এবং তারি জন্য বলেছিলাম রিজলিউশনের আকারে মানুষের অধিকারকে রক্ষার জন্য যেখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেখানে অত্যাচার হতে চলছে, শান্তিকামী মানুষের যেখানে ধনদৌলত নষ্ট হতে চলছে, যেখানে মানুষের আশ্রয় নাই, যেখানে মেয়েরা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে, তারা এখানে আসবেই। তারা আসবে কোন জায়গায় ? প্রথম তারা আসবে যেখানে নিকটবর্তী রাজ্য আছে, সেই রাজ্যগুলির মধ্যে। তারি প্রথম পদক্ষেপ ত্রিপুরা, পশ্চিম বংগ, আসাম এবং তার সন্নিকটবর্তী আরও দুয়েকটি রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু সেই রাজ্যগুলিতে হয়েছে কি ? যখন অত্যাচারিত হয়ে, ইয়াহিয়া শাহীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং গুপ্তভাবে লালচীনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা এখানে চলে বর্ডার রাজ্যগুলিতে। নিরাশ্রয়ভাবে তারা যখন আরম্ভ করল তখন প্রতিটি বর্ডার ষ্টেট বিব্রত বোধ করল। তারা বিব্রত হল মানুষের সেবা করার জন্য এবং বিব্রত বোধ করল কি করে তাদের রক্ষা করতে পারে। যদি একটা বাড়ীতে ৫ জন লোক থাকে তার মধ্যে আরও ৫ জন হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে সেই চেষ্টায় হয়ত অনেক সময় তারা সফলকাম হয় না। এই রকম বিব্রত হয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি। ত্রিপুরাতে আমরা ১৬ লক্ষ মানুস আছি। তার মধ্যে সরকারীভাবে উদ্বাস্তু এসেছে ১০ লক্ষ এবং বেসরকারীভাবে আরও বেশী হবে। এখানে দেখা যায় যে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ আসছে। এই সমস্যায় ত্রিপুরাবাসী জর্জরিত, পশ্চিম বাংলা এই সমস্যায় জর্জরিত এবং আসাম, মেঘালয় এই সমস্যায় জর্জরিত। তারিজন্য আমরা বলেছিলাম যে এই মানুষকে রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রতিটি বুদ্ধিজীবি মানুষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের আমরা সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করব। তারিজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকের কাছে আবেদন যে যাতে এই সমস্ত বর্ডার ষ্টেটগুলি যে সমস্যায় জর্জরিত, তাদের সেই অবস্থা থেকে রেহাই দেবার জন্য প্রত্যেকটা রাজ্য যাতে সমভাবে তাদের আপনজনকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসে এইজন্য প্রত্যেকটা মানুষের কাছে, প্রধান মন্ত্রীর কাছে এই রিজলিউশনের মাধ্যমে আমাদের আবেদন এবং আশা করি আমরা প্রত্যেকেই সেটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে এটাকে সমর্থন করব এবং শুধু সমর্থন নয়, প্রত্যেকটা ষ্টেট যাতে গ্রহণ করে সেজন্য তাদিগকেও আমরা যে যেখানে আছেন অনুরোধ করব। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনে ত্রিপুরায় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা তাদের অন্তর দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা সেই চেস্টায় ঠিকমত ফল পাচ্ছি না। তারা সেখান থেকে অত্যাচারিত হয়ে একটা

পয়সাও নিয়ে আসতে পারছে না। কোন কোন মেয়েদের দেখা গেছে যে একটা বস্ত্রের অর্দ্ধেকটা রয়ে গেছে সেই দস্যুদের হাতে, কোন কোন মেয়েদের ব্লাউজের অর্দ্ধেকটা রয়ে গেছে সেখানে। কাজেই এই যে লক্ষ লক্ষ লোক আসছে, তাদের যে অবস্থা সেটাকে আমরা ঠিক ঠিক মত গ্রহণ করতে পারছি না। প্রথম অবস্থায় হয়ত সেইদিকে কোন ত্রুটি ছিল না এবং এখন হয়ত তারা ভাবছেন এই কথা যে প্রথম আমরা যে ভালবাসা ভারতের কাছ থেকে আশা করেছিলাম এখন দেখি ভালবাসার একটা তারতম্য আছে। কিন্তু আমাদের তারতম্য নাই। কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাদের দেওয়ার যথেষ্ট ইচ্ছা আমাদের আছে। কিন্তু দিতে পারছি না। আপনাদের জন্য যেহেতু অন্তর আছে সেজন্য আমাদের এই অনুরোধ বাংলা দেশের মানুষ যারা এসেছে বর্ডার ষ্টেটগুলিতে তাদের আমরা সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করছি এবং ভারতের প্রতিটি নাগরিক এই কাজে অংশ গ্রহণ করছেন। আমরা যদি তাদের সমর্থন করি, তাদের যদি আমরা তুলে নিই তাহলে আমরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে রক্ষা করতে পারব। তাদের সমষ্টিগত যে সংগ্রাম, তাদের যে স্বাধীনতার জন্য আয়োজন এবং জয় বাংলার জয় জয়কার বলে আমরাও তাদের হাতে হাত মিলিয়ে পূর্ব্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে সক্ষম হব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy. Speaker :—Here is an amendment given notice of by Shri Suresh Chandra Choudhury that—The portion from the word 'arrange' appearing in the 1st line and upto the word 'India' appearing in the 3rd line of the resolution be substituted by the following words to urge upon other states of India to share responsibilities of evacuees from Bangladesh equally with the bordering States overburdened with the problem and the word 'financial' be inserted after the word 'entire' appearing in the 3rd line of the resolution.

I would call on Shri Suresh Chandra Choudhury to move his amendment.

Shri Suresh Chandra Choudhury :—Mr. Speaker Sir, my amended resolution is that—"This house requests the Govt. of India to urge upon other states of India to share responsibilities of evacuees from Bangladesh equally with the bordering states overburdened with the problem, and to take entire financial responsibility of the evacuees from Bangladesh.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা, যতীন্দ্র কুমার মজুমদার, সুনীলচন্দ্র দত্ত এবং নরেশ রায় মহাশয়েরা যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি সেই প্রস্তাবের আংশিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করে আমার এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা এনেছি। উনাদের প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার থেকে উদ্বাস্তদের ভারতের

অন্যান্য রাজ্যে যাতে সরিয়ে নেওয়া হয়, সেজন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা সীমান্ত অঞ্চল এবং বাংলা দেশের সীমান্তের সঙ্গে এর সীমান্ত অনেক বেশী, সেজন্য বাংলা দেশ থেকে যে সব উদ্বাস্তু অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হয়ে আমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী বলেছেন, যে বাংলা দেশ থেকে যেসব উদ্বাস্তু এসেছে, তারা যাতে তাড়াতাড়ি নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য তাদের ঐ সব সীমান্ত অঞ্চলেই থাকার প্রয়োজন আছে। যারা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে আসছেন, তাদেরকে যদি সাময়িক ভাবে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, আর সেজন্য সমস্ত উদ্বাস্তুকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার যে প্রস্তাব, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তবে আমি মনে করি এই উদ্বাস্তুদের সমন্ধে ভারত সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে তেমন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং মেঘালয়েরও দায়িত্ব কোন অংশে কিছু কম নয়, কেন না এই রাজ্যগুলি হচ্ছে একেবারে সীমান্তের কাছে, আবার যে সব রাজ্য সীমান্ত থেকে দূরে রয়েছে, তাদেরও এই সব উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। তার কারণ হল ভারতের মধ্যে যতগুলি রাজ্য আছে, তাদের সবগুলিই এককভাবে ভারত রাষ্ট্রের অংশীদার এবং ভারত সরকার যেদিন ঘোষণা করেছে যে এই উদ্বাস্তুদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং আমরা তাদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, সেদিন থেকে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের উপরই এদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করার ভার বর্তিয়েছে। সেজন্য আমি ভারত সরকারকে অনুরোধ করতে চেয়েছি আমার এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মাধ্যমে যে সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে তাদের মধ্য থেকে যেন কিছু কিছু উদ্বাস্তুকে অন্যান্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং সেই সংগে উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যয় হবে, সেটা যেন ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আজকে তাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু তারতম্য আছে, যেমন কোথাও দেওয়া হচ্ছে চাউল, ডাল এবং তেল আবার কোথাও দেওয়া হচ্ছে চাউল, ডাল, তেল, লবন এবং কিছু তরিতরকারী। এর মধ্যে আর একটা জিনিষ যেটা বাকী রইল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেটা হল বস্ত্র, এটা তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা দরকার। কারন আমরা দেখেছি যে সীমান্তের ওপার থেকে বহু মা বোনেরা শুধুমাত্র একখানা পরনের কাপড় নিয়ে আসতে পেরেছে। এমন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে যারা বুলেট বুকে নিয়ে, কামানের শেল বুকে নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, শুধুমাত্র তাদের জীবন বাঁচাবার জন্য। এখনও এমন শত শত উদ্বাস্তু আছে যারা নাকি হাসপাতালে রয়েছে এবং সেখানে চিকিৎসিত হচ্ছে। তাদের শুধু খাওয়ার দিলেই চলবে না, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিষের দরকার, সেগুলিও তাদের দিতে হবে এবং এদের জন্য যা কিছু ব্যয় হবে, তার সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। আজকে যে ভাবে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসছে, তাদের সবাইকে আশ্রয় এবং খাওয়ার দাওয়ার দেওয়া একলা ভারতের

পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই সব উদ্বাস্তুরা যাতে তাড়াতাড়ি তাদের নিজ ঘর বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য আমাদের ভারত সরকারের আরও বেশী শক্তি দিয়ে চেষ্টা করা দরকার। আজকে আমরা যদি মনে করি যে বাংলা দেশের মানুষেরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে এবং তাদের সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। তাহলেও আমি বলব বাংলা দেশের নিরস্ত্র মানুষেরা একটা শিক্ষিত এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকদের সংগে যুদ্ধ করে চলছে এবং তাতে করে এই যুদ্ধে তাদের জয়লাভ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। কাজেই যেভাবে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আমাদের ভারতের মধ্যে আসছে, তাতে করে আমরা তাদের সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারব, এমন আশা করাটা সম্ভব নয়। এই উদ্বাস্তুদের চাপে আমাদের ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যাবে। সেজন্য আমি মনে করি, আমরাও ইতিমধ্যে উদ্বাস্তু হয়ে সেই দেশ থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছি, আমাদেরও উচিত আমাদের সর্ব্বস্ব শক্তি দিয়ে সেই দেশের মুক্তি যুদ্ধাদের সাহায্য করা, আর আমরা যদি তা না করি তাহলে তাদের জয়লাভ একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আর তার ফল স্বরূপ বাংলা দেশের উদ্বাস্তু যারা আমাদের এখানে এসেছে বাঁচার জন্য, তারাও বাঁচবে না, আমরাও বাঁচব না। সেজন্য আমি অনুরোধ করব ভারত সরকারকে যে বাংলা দেশ থেকে যে সব উদ্বাস্তু আমাদের বর্ডারিং ষ্টেটগুলিতে এসেছে তাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া ব্যবস্থা করেন এবং এই উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যয় হবে, সেটা যেন সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকার নিজেই বহন করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাকে যে প্রস্তাবের উপর বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজকে রিজল্যুশান এবং এ্যামেণ্ডেড আকারে যেটা আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, আমি একে সমর্থন করছি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের এই বর্ডার ষ্টেট অঞ্চল বা ত্রিপুরায় যে সমস্ত উদ্বাস্তু আছে, তাদের সমস্যাগুলি—যদিও রিজল্যুশানে বলা হয়েছে যে সেইগুলির দায় দায়িত্ব সমস্ত ষ্টেটের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হউক এই যে স্পিরিটটা সেটা খুব কারেক্ট স্পিরিট হয় নি—যদিও আমি রিজল্যুশানের ওয়ার্ডিং'এর সংগে একমত। সমস্ত ষ্টেটের মধ্যে যদি ইকোয়েলী সমস্ত রিফিউজীকে সরিয়ে নেওয়া হয়, যেমন আজকে কেরল ইত্যাদি দূরবর্তী স্থানে যদি তাদের নিয়ে যেতে হয়, যার ফলে বর্ডার থেকে অনেক দূরে তাদেরকে সরে যেতে হবে, মাননীয় সুরেশবাবু যে কথাটা বলেছেন যে এই যে উদ্বাস্তু এসেছেন, তাদের সমস্ত ষ্টেটে ছড়িয়ে দিতে হবে, তার সংগে আমি একমত হতে পারছিনা, কারণ তাহলে তাদের যে উদ্দেশ্যে এখানে আগমন সেটা ফলপ্রসূ হবে না। রিজল্যুশানের মূল কথা হচ্ছে যে, কত উদ্বাস্তু আসছে এবং আসবে সেটা আমরা জানিনা। তাদের চিকিৎসা ইত্যাদি ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না বলেছেন, এবং তাদের খাদ্য, তাদের চিকিৎসা ইত্যাদি যে

আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, সেই চাপকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের খাওয়া পড়ার যে অভাব সেটা দূর করার জন্য তাদের সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। টু দি লেটার এর স্পিরিট এই হচ্ছে তাহলে তার যে মূল উদ্দেশ্য, তার সংগে কনট্রাডিক্ট করছে—ভীষণ ভাবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা। তাহলে পরে উদ্বাস্তুদের বর্ডার ষ্টেটে থাকা উচিত, কিন্তু হঠাৎ কত যে উদ্বাস্তু এখানে আসবে সেটা আমাদের জানা নেই। এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরাতে যদি রোজ হাজার ২৫ করে উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ করে তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে এই উদ্বাস্তুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং ত্রিপুরার অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে পড়বে। শীতের দিন হলেও তারা কোন রকমে গাছের তলায় তারা থাকতে পারত, কিন্তু বর্ষাকালে এটা অসম্ভব। তাই এদিকে চিন্তা করে মেম্বাররা এই রিজল্যুশান এখানে এনেছেন যে তাদেরকে ত্রিপুরা থেকে সরানো হউক। আজকে যেভাবে কলেরা এবং বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে, সেইসব দিক চিন্তা করেই সেই রিজল্যুশান এবং এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, কিন্তু তার ওয়াডিংটা যদি এমন হত যে—ইকোয়েল কথাটা যেখানে দিয়েছেন, সেখানে যদি একথাটা থাকত যে আদার এডজয়েনিং ষ্টেট, তাহলে কথাটা বাস্তবানুগ হত টু দি লেটার বিচার করে দেখা হয়, এ্যামেণ্ডেমেন্টের স্পিরিটটা খুব ভাল হয় নি। রিফিউজীদের ভাল করতে গিয়ে, খারাপই হবে, এর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে গভর্ণমেন্ট কত উদ্বাস্তুকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারছে, তাহলে আমি এর সংগে একমত নই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্বাস্তু যারা আসছে, তারা সুষ্ঠু ভাবে থাকুক, সিভিল মিছিল ভাবে তারা থাকুক, তাদের খাদ্য ইত্যাদি সাপ্লাই যদি অনবরত রাখা যেতে পারে, অর্থনীতির উপর চাপ না দিয়ে, এই কাজটা যাতে করতে পারে। ত্রিপুরায় যে পরিমাণ উদ্বাস্তু এসেছে, এবং ভবিষ্যতে কত আসতে পারে, তার সংগে খাদ্যের এবং তার আনুসাংগিক জিনিষপত্রের সংগতি রেখে, কনসটেন্ট সাপ্লাই যদি অন্যান্য প্রদেশ থেকে বহাল রাখা যায়, তাহলে পরে ত্রিপুরায় আরও উদ্বাস্তু রাখা যায়, এবং ত্রিপুরার অর্থনীতি যে চাপ, সেটাও ত্রিপুরার উপর পড়বেনা। সেইদিকে সরকার সজাগ হউন, যেটা ল্যাপস হয়েছে, সেটা যাতে রিকুপ করা যায়, ঠিক ঠিক ভাবে তৈরী করা যায় এবং বাইরে থেকে যে গ্যাপ মেটেরিয়াল আসার কথা, সেটা যদি আসে, তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে রাখা যায়, কারণ তারা এখানে স্থায়ীভাবে থাকছেনা। এই ব্যবস্থার সংগে এটাও রাখতে হবে যে তাদের বাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে তাদের ফিরে যেতে হবে, তারা এখানকার নাগরিক হবে না। আমাদের কাছে প্রকৃত সলিউশান হচ্ছে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া, বাংলা দেশে যাতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জন্য সর্বতো ভাবে সাহায্য দেওয়া—যার জন্য ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, আমাদের চেষ্টা হবে, সেই প্রস্তাবকে রূপ দান করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তাদেরকে আর্থিক সাহায্য, অস্ত্র সাহায্য এবং আনুসাংগিক সর্ব-প্রকার সাহায্য দিয়ে, ঋণ দিয়ে দেশের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার জন্য ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেটা যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, তার চেষ্টা করা। এই যে ব্যবস্থা সেটা

হচ্ছে আমাদের একটা টপ গ্রাপ ব্যবস্থা, উদ্বাস্তুরা যারা এসেছেন, তারা যাতে ভালভাবে থাকতে পারে। কাজেই আমাদের মূল দাবী হচ্ছে—যে রিজলুশান আমরা আগে পাশ করেছি সেটা হচ্ছে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা যে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের বাইরে থেকে আর্থিক সাহায্য, অস্ত্র সাহায্য ইত্যাদি দিয়ে, ছয় মাসের মধ্যে যাতে উদ্বাস্তুরা তাদের জায়গায় ফিরে যেতে পারে, তার জন্য সহযোগিতা করা। তাই যদি হয়, আমাদের সরকার যদি আরেকটু সজাগ হন, তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের খাওয়া পড়ার কোন অসুবিধা হবে না যদি বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা যায়, কিন্তু ত্রিপুরার খাদ্যে যদি সেটা করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে সেটা অসম্ভব। আজকে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে আমরা আমাদের যে দায়িত্ব সেটা কিছু হ্যান্ডেড করে দিলাম, তাহলে আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কাজেই সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখছি, যখন এ্যাসেম্বলী থাকবে না, তখন যেন রেসপন্সীবিলিটি শার্ক করার সুযোগ না নেন।

মিঃ স্পীকার :—অন্যারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি শেষ করে এনেছি। আমার মূল কথা হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত ক্যাম্পে আমাদের উদ্বাস্তুরা থাকবেন, সেই সমস্ত ক্যাম্পের অবস্থা আমরা যাতে ভাল করতে পারি এবং সেখানে সুন্দর ভাবে ঠিক ওয়ার ফুটিং'এর মত। আবার সেই মূল কথাই আমি বলব যে সমস্ত ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের উদ্বাস্তুরা থাকবে সেই সমস্ত ক্যাম্পের অবস্থা যাতে আমরা ভাল করতে পারি এবং সেইগুলি যাতে আরও সুন্দর ভাবে এবং ঠিক-ভাবে ওয়ার ফুটিং এ করা হয় তার জন্য সরকারকে সজাগ হতে হবে। আমরা রিজ-লিউশন করে এই কথা বলিনি যে উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরায় থাকবেন না। তারা যত দিন থাক-বেন তাদের সমস্ত অবস্থা যাতে ভাল হয় সেই ব্যবস্থা ওয়ার ফুটিং এর মত করতে হবে এবং ফিনানসিয়াল রেসপনসিবিলিটির যে কথা বলা হয়েছে সেটা সেন্টারের ঘাড়ে, আমরা শুনেছি বড় বড় কতগুলি ক্যাম্পের রেসপনসিবিলিটি সেণ্টার নেবেন। সেটাকে আমরা স্বাগত করি এবং বড় বড় ক্যাম্পগুলির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত এবং আমার নিজের বিশ্বাস যে আজকে যেভাবে পাকিস্তানে অবস্থা চলছে তাতে এই ধরণের ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব মিলিটারী অফিসারদের হাতে দেওয়া উচিত এবং সে জন্য মিলিটারী অফিসার নিয়োগ করা উচিত। আজকে বাংলা দেশের লোক যারা এসেছে তারা শুধু খাওয়ার জন্য এখানে আসে নি। তারা এখানে থেকে তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা যাতে প্রস্তুতি নিতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। তাদিগকে এখানে ক্যাম্পে রেখে ডোল খাইয়ে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তারা যাতে তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পারে, সেই সংগ্রামে তারা যাতে সরাসরি মদত দিতে পারে তার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকারে যুক্ত দিব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই উড কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীর স্পীকার, স্যার, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা, যতীন্দ্র কুমার মজুমদার, সুনীল চন্দ্র দত্ত এবং নরেশ চন্দ্র রায় মহোদয়েরা একটা প্রস্তাব এনেছেন এবং সেই প্রস্তাবের উপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এবং তার সংশোধনী প্রস্তাবটা যে প্রথম আলোচ্য বিষয় তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথম কথা হল এই যে, আজকে ভারতবর্ষ দু'ভাগ হয়েছে—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান দুই দেশ হয়েছে। তার পেছনে যে ইতিহাস সেই ইতিহাস ঐতিহাসিকেরা কিভাবে লিখবেন সেটা আজকের বিষয় বস্তু নয়। আজকের বিষয় বস্তু হচ্ছে যে ভারতবর্ষের সব মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। অতএব আজকে দলগত নাম দিয়ে মুসলীম লীগ বা প্রো-চাইনীজ এইগুলির এই সব ক্ষেত্রে অর্থ নাই এই জন্য যে বাংলা দেশ বা কেরালায় তারা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকার চালাচ্ছেন এবং তারা যে স্বাধীনতা বিরোধী এই কথা আমি বিশ্বাস করি না এবং যারা অ্যারেষ্ট হয়েছে তারা স্পাই হিসাবে অ্যারেষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে মুসলিম আছে এবং হিন্দু আছে। অতএব জাতি হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে না দেখে মানুষ হিসাবে দেখতে হবে সে স্পাই সে স্পাই, যে ফিফথ কলামিষ্ট সে ফিফথ কলামিষ্ট এবং আপনারাও জানেন যারা অ্যারেষ্ট হয়েছে তারা সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্ব দলের লোক আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রো-চাইনীজ যারা মার্কিষ্ট লেনিনিষ্ট বা নকশাল তাদের কি বক্তব্য সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, এবং ভারতের যে কংগ্রেস, ইন্দিরাজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং তার সাথে অন্যান্য দল, তারা সি, পি. আই, হোক বা সি, পি, এম, সবাই আজ একযোগে এই সমস্যাকে সামনে ধরে যে নরহত্যা চলেছে, একটা জাতিকে মানচিত্র থেকে সরিয়ে দেবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে সেই প্রচেষ্টাকে যাতে কার্যকরী করতে না পারে সে জন্য একযোগে সারা ভারতের এই কথা বলতে হচ্ছে। যারা বলছেন না তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক, তারা হচ্ছে স্পাই। তাই আজকে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেই প্রস্তাবটাতে আমি আবেদন করব যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা ভারতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, একটা জাতিকে রক্ষা করবার জন্য, একটা জাতির স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য, কারণ একটা জাতি যে ভাবে গত নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই জয়লাভকে সফল করবার জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে ভাবে সারা ভারত এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমাদের আজকে কথা বলা উচিত এবং সেখানে দলগত প্রশ্ন না আনাই বাঞ্ছনীয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা হচ্ছে আজকে জাতীয় সমস্যা। এটা ন্যাশন্যাল ইস্যু। যে প্রস্তাবটা এসেছে সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করে আমি বলছি এটা ন্যাশন্যাল ইস্যু হিসাবে দেখতে হবে। এটা বর্ডার ইস্যু নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের ইস্যু হিসাবে, সমস্যা হিসাবে

বিচার করে দেখতে হবে এবং সেটাকে যদি সেইভাবে দেখে তাহলে সারা ভারতের প্রতিটি দেশ, প্রতিটি প্রদেশ এবং প্রতিটি মানুষ এগিয়ে আসতে হবে সেই কাজে সাহায্য করবার জন্য। কেউ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে, কেউ কাপড় দিয়ে সাহায্য করতে পারে, কেউ তার জায়গায় স্থান দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং সেজন্য আজকে আমাদের সেই জিনিষটাকে বিচার করতে হবে এবং এইভাবে দেখতে হবে। কারণ যদি আমরা এইভাবে দেখবার ব্যাপারে কোন রকম তারতম্য করি তাহলে জাতীয় সংহতির উপর বিরাট আঘাত আসতে পারে। কারণ আমাদের বড় গর্বের কথা যে ইয়াহিয়া খান যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে টাকা খরচ করে, সবকিছু করে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি করবার সেটাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষ আজকে জেগেছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িক তারা ইঁদুরের গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সাহস পায়নি জনসাধারণের বিরুদ্ধে একটা কথা বলার জন্য। তাই আজকে সেই দিকে আমাদের চিন্তা করে (রেড লাইট)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও ৫টা মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—তিন মিনিট বলুন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—তিন মিনিটে হবে না। চেষ্টা করব। তবে রাজনীতি আমরা করি। অর্থনীতি ছাড়া রাজনীতি চলতে পারে না। আমাদের ত্রিপুরার যে অর্থ-নীতি সেই অর্থনীতিতে যে দশ লক্ষ লোক ত্রিপুরায় চলে এসেছে এই চাপে সেই অর্থনীতি ভেঙে পড়তে দিলে চলবে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আজকের এই অর্থনীতির বিচার করতে হবে এবং তার স্বার্থে যে জাতীয় কর্ত্তব্য এবং বাংলা দেশের প্রতি যে একটা দেশ-প্রেম তার প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা নিয়ে আমাদের দুঃখকে বরণ করতে হবে। তাই এই প্রস্তাবকে রাখা হয়েছে যে তাদের অন্যান্য প্রদেশেও পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কেন বলা হচ্ছে সেটা? কারণ আজকে আমাদের যে কম্যুনিকেশন সেটাও বিচার করে দেখতে হবে। আজকে আমাদের খাদ্যের উৎপাদন হচ্ছে ২,৩২,০০০ টন। আর অন্যান্য জিনিষ যেমন ডাল, তেল প্রভৃতিও আমরা সম্পূর্ণ ইম্পোর্টের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যান্য প্রডাকশন যা হয় তাও সীমিত। অতএব সমস্ত জিনিষটা বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষ সমস্ত কিছুই দিবে আমরা জানি। কিন্তু সেগুলি আমরা সময়মত দিয়ে আসতে পারছি না।

যেমন ধরুন চাউল, ডাল, তেল, লবণ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য আমাদের বাহির থেকে ইম্পোর্টের নির্ভর করতে হচ্ছে। এছাড়া আমাদের আদার প্রটিন ভাইট যে প্রডাকশন হয়, সেগুলিও সীমিত। অতএব আমাদের সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে যেমন কমিউনিকেশান ডিফিকাল্টিজ ইত্যাদি বিষয়েও ভারত সরকার আমা-দের যে ডাল, তেল এবং অন্যান্য জিনিষ দেবে, সেগুলি আমরা সময় মত নিয়ে আসতে

পারব কিনা, কেন না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেণ্ট হাউসের সামনে দিয়েছেন, তাতে তিনিও কমিউনিকেশান ডিফিকাল্টিজের কথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন এই সব অসুবিধা থাকার জন্য আমরা সেগুলি সময় মত নিয়ে আসতে পারছি না। একটা কথা হল এই সব ডিফিকাল্টিজের জন্য হয়তো আমরা কয়েকদিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি, কিন্তু বেশী দিনের জন্য তো আমাদের মানুষের ক্ষুধা বসে থাকবে না। তার সাথে সাথে এই যে বিরাট একটা উদ্বাস্তু স্রোত আসছে, যেটা নাকি ইতিমধ্যে ১০ লক্ষেরও উপরে চলে গেছে এবং আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষের উপর অধিবাসী আছি, এই সবের চাহিদা মিটাতে গিয়ে আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে যাবে। সেজন্য বলছি আমাদের এখানে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু এসেছে, তার একটা বিরাট অংশকে যেন ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেওয়া হয়। তারপরে যেটা আছে, সেটা হল আর্থিক দায় দায়িত্ব, এটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণভাবে বহন করতে হবে। আজকে যে উদ্বাস্তুদের অন্যান্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হবে, তারজন্য যে যানবাহনের প্রয়োজন, যেটার অসুবিধা নাকি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে তাও কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করতে হবে এবং এসব কিছু করে তাদেরকে ইউ, পিতে, বিহারে, উড়িষ্যাতে বা অন্যান্য প্রদেশেও তাদের জন্য ক্যাম্প করে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে আমাদের এখানে ৪টি বড় ক্যাম্প করা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আরও ২৬টা ক্যাম্প খোলা হবে, এই সবেরও দায় দায়িত্ব কেন্দ্রকে বহন করতে হবে। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে আমাদের বর্ত্তমানে যে এডমিনিষ্ট্রেশান আছে, এটার দ্বারা এত বড় একটা সমস্যার কোন স্কোপ আপ করতে পারবে না এবং আমাদের নিজস্ব এডমিনিষ্ট্রেশান এর যে দায়িত্ব আছে, যে কাজ আছে, সেগুলি তারা করতে পারবে না। যেমন আমি দেখেছি আমার সিধাই থানা এলাকায় এই রকম কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সেখানে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যদিও কোন গোলমাল নেই, বা পুলিশ অফিসার বলছে যে সেখানে কোন গোলমাল হচ্ছে না। কিন্তু আজকে পুলিশের যে কর্ত্তব্য আছে, আইন শৃঙ্খলার কর্ত্তব্য এবং আরও অন্যান্য যে সব কর্ত্তব্য সেগুলিও তারা ঠিক মত করতে পারছে না। আজকে হয়তো তাদের উপর তেমন চাপ পরছে না, কিন্তু আগামী দিন তো তাদের উপর আর একটা কাজের চাপ পড়বে এবং তখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যে সেই অবস্থার সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারব না। এখনও আমাদের এখানে আরও উদ্বাস্তু আসছে এবং এই উদ্বাস্তু স্রোতকে কোন প্রকারে বন্ধ করা যাচ্ছে না এবং যাবেও না। কাজেই আমাদের এ্যাডমিনিষ্টেশান যাতে একেবারে কলাপস্‌ড না হয়ে পড়ে, এবং আমাদের জনসাধারণ যে বোঝা সয়ে চলছে, সেটাকে যাতে আরও দুর্বিসহ না হয়ে উঠে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আমানের এখানে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু এসেছে, তার একটা বিরাট অংশকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সরিয়ে নিয়ে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং এখানে যারা আছে, তাদের আশ্রয়, খাওয়া দাওয়া

প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যয় হবে, তার সবগুলিই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন। তারপরে আছে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান, এবং স্বীকৃতি দেওয়ার সংগে সংগে তাদের যাতে ভালাও ভাবে অস্ত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও দৃঢ়ভাবে এবং তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে হবে। আর তা না হলে আমাদের উপর যে চাপ পড়েছে, সেটার লাঘব কিছুতেই সম্ভব হবে না। এই বলে আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু, সুনীল বাবু, যতীন্দ্র বাবু, এবং নরেশ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তার উপর মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে বাংলাদেশের যে প্রকৃত পরিস্থিতি এবং জলস্রোতের মত আগত শরণার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় সদস্যরা যেসব বক্তৃতা রেখেছেন, তাদের সেইসব বক্তৃতা সম্বন্ধে আমিও একমত। তবে তড়িত বাবু ইকুয়েলিটি সম্বন্ধে যে একটা কথা বলেছেন, এবং তার মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যে জিনিষটা তার মনের থেকে বের হয়ে আসছে, সেটা মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু তার এ্যামেণ্ড-মেণ্টের মাধ্যমে পুরণ করে দিয়েছেন, বলে আমার বিশ্বাস। কারণ সুরেশ বাবু তাঁর এ্যামেণ্ড-মেণ্ট মুভ করতে গিয়ে যে কথাটা বলেছেন, সেটা হল—This House requests the Govt. of India to urge upon other states of India to share responsibilities of evacuees from Bangladesh equally with the bordering states over burdened with the problems and to take entire responsibility of the evacuees from Bangladesh. উনার প্রস্তাবের মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে, সেটা হল ত্রিপুরা রাজ্য হল একটা ক্ষুদ্র ইউনিয়ন টেরিটরী মাত্র, তাও আবার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই অবস্থায় তার নিজস্ব যে সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না, তার উপর এই যে বিরাট উদ্বাস্তু সমস্যা যেখানে নাকি লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয় থেকে শুরু করে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়, সেখানে ভারত সরকার যতকিছু সাহায্য করুন না কেন, তা দিয়ে একা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অথচ আমরা তাদেরকে যেমন করে হউক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, কারণ এর সংগে মানবতার সম্পর্ক রয়ে গেছে। আজকে এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ইয়াহিয়ার সামরিক জঙ্গী শাসনের অত্যাচারে, নিপীড়িত হয়ে, প্রানে বাঁচার জন্য আমা-দের এপারে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের এই সমস্ত অসহনীয় অবস্থায় কি করে তাদেরকে শান্তি দেওয়া যায় এবং শান্তিতে তারা যাতে আবার নিজ বাড়ীঘরে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সর্ব্ব প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং যারা আসছে তারা যাতে সাময়িকভাবে কিছুদিন এখানে ভালভাবে কাটিয়ে যেতে পারেন সেজন্য সর্ব্ব প্রকার সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার দেন, সেটাই আমাদের প্রস্তাবের মুল বিষয়বস্তু। আমি মনে করি এই প্রস্তাবটার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। স্যার, আমার সময় যখন খুব কম, তখন

আমার অনেক কিছু বলার থাকলেও আমার পক্ষে এই সময়ের মধ্যে সেগুলি বলা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছি। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, সেটা হল বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরাও এই সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করেছি, এই হাউসে এবং সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারে, কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করবেন, কখন কি ভাবে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাটা সত্যি সুন্দর, এটা আমি নিজেও মনে করি, কিন্তু সেই সংগে আমাদের যে চিন্তাধারা, সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার বিরুদ্ধে যদি কোন উপায়ে আমাদের গণতান্ত্রিক জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়, যদিও কেউ কেউ বলে থাকেন, যে এটাকে দলমত নির্বিশেষে সমর্থন করা উচিত এবং এর কোন সমালোচনা করা উচিত নয়, তাহলে আমি সেখানে বলব যে ঐ বিভ্রান্তির প্রচারের বিরুদ্ধে কোন কিছু না বলার কারণ থাকতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেও দেখেছি বাংলা দেশের কথা যখন বলা হয়. তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ মুজিবর সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন আমি বলব শেখ মুজিবরের অনুগামীরা, বাংলা দেশকে স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে এমন কোন খারাপ কাজ করেন নি এবং তারা যেটা করেছেন, সেটা শেখ মুজিবরের নির্দ্দেশ মতই করেছেন। কাজেই এই যে শেখ মুজিবর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচার জনতার মধ্যে চালানো হচ্ছে, সেই সম্পর্কে জনগণকে আমাদের সজাগ করে দিতে হবে। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্বাধীন বাংলা দেশকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং স্বীকৃতি দেওয়ার সংগে সংগে তাদের সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের ত্রিপুরার জনতা তথা ভারত সরকারও বাংলা দেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা আকাঙ্খাকে সফল করে তুলবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now, I would call Shri Debendra Kishore Choudury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—স্যার, এখন তো ১টা বেজে গেছে, রিসে-সের সময় হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি কি বলব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—হাউস যদি এগ্রি করে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—স্যার এখনও আরও একটা রিজলিউশান বাকী আছে। কাজেই রিসেসের পরে হলে ভাল হয়।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—স্যার, আমরা এগ্রি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, সেকেণ্ড রিজলিউশানটা মুভ করার এখনও বাকী আছে। যদিও মুভার অব দি রিজলিউশান ইজ এ্যাবসেণ্ট ইন্ দি হাউস নাউ। তিনি সেটা মুভ করবেন কিনা, তা আমার জানা নেই। যদি মুভ করেন তাহলে রিসেসের পরে হলে ভাল হয়। কেন না, এখন তো রিসেসের সময় হয়ে গেছে।

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. of to-day.

মিঃ স্পীকার :—আই কল অন অনারব্যাল মেম্বার শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রস্তাব এবং এ্যামেণ্ডমেন্ট পড়ে আমার একথাই মনে হয়, যে আজকে আমাদের যে মেম্বররা আছেন, যাঁরা রিজল্যুশান এনেছেন, উনাদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে শরণার্থীদের ব্যাপারে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার কতটুকু শ্রদ্ধার সংগে এবং কতটুকু গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখছেন। কারণ আজকে রিফিউজী নেওয়া, না নেওয়া সেটা শুধু ত্রিপুরার প্রশ্ন নয়, আজকে ভারতবর্ষের নিশ্চয়ই জানা আছে যে আজকে লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশ থেকে মানে স্বাধীন বাংলা দেশ থেকে এসেছে এবং আশ্রয় নিয়েছেন এবং কি কি অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারত সরকারের জানা উচিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা দেখছি যে শ্রীমতী ইন্দীরা গান্ধী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য নেতারা বলেছেন যে আমরা বাংলা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিহিত আছি এবং বাংলাদেশের সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করি। তা সত্বেও আজকে কেন আবার নুতন করে এই প্রস্তাব আনতে হয় যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যে আজকে তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা হউক। কেন্দ্রীয় সরকার কি জানেননা আজকে ত্রিপুরার কি অবস্থা এবং বাংলাদেশের কি অবস্থা? তাই আজকে এই সন্দেহ দেখা নেওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা দেখছি কতকগুলি রাজ্যে এই শরণার্থী ঢুকেছে তাঁরা সেখানে সম্মানের সংগে স্থান পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি মেঘালয়, এ এই শরণার্থীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তাদের উপর অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা একজন স্বাধীন নাগরিকের উপর হওয়া কাম্য নয়। আমরা দেখেছি ওড়িষ্যা সরকার শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছেন। তাই আজকে প্রধান মন্ত্রী আসাম এবং মেঘালয়ে ছুটে এসেছিলেন তাদের বুঝাতে এই সমস্যা, আমাদের সমগ্র ভারতের সমস্যা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বাংলা দেশ থেকে যে সমস্ত শরণার্থী আসছে আমাদের একই রক্তের দুভাগ। এখানে কারও ভাই চলে এসেছে, ওখানে আরেক ভাই রয়েছে, এখানে কারও বাবা চলে এসেছে, ওখানে রয়েছে মা, এখানে বোন চলে এসেছে, ওখানে রয়েছে ভাই, তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মনের উপর, আমাদের বিবেকের উপর, আমাদের সংস্কৃতির উপর চাপ পড়েছে, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সমস্ত লোক আজও সেটা বুঝতে পারে নাই। তাই আজকে এই শরণার্থীদের নিয়ে চলেছে তাল বাহানা। কেন আজকে এ অবস্থাও সৃষ্টি হল? ভারতবর্ষের যখন সৃষ্টি হল, তখনই ভারতবর্ষের নেতাদের জানা উচিত ছিল যে বাংলাদেশের যে অংশ আজকে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসে এমন একদিন আসবে, যে তাদের এখানে চলে আসতে হবে কারণ ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে তারা মানুষ হয়েছে, যদিও আজকে পাকিস্তানে রয়েছে। আমরা যারা বাঙ্গালী রয়েছি, তাঁরা আমরা ঠিকই বুঝতে পারছি যে কি দুঃখ পেয়ে তারা আজকে পাকিস্তান ছেড়ে আসছে, কিন্তু পাকিস্তানের পাঞ্জাবীরা যেমন বুঝতে পারেনা যে বাঙ্গালার মনে কি দুঃখ রয়েছে, তেমনি আমাদের এখানে যারা অবাঙ্গালী রয়েছে, তারাও ঠিকঠিক ভাবে বুঝতে পারছেননা তাঁদের

অবস্থা কি ? তা না হলে আজকে কেন আমাকে বলতে হবে যে আমার দুঃখে তুমি ছুটে আস, যদি তোমরা আমার ত্রাণ কর্ত্তা হয়ে থাক, তাহলে তুমি আমার কর্ত্তব্যে ছুটে আস, আমার যত প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেম দূর কর ? তারপর এখানে একটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে এখান থেকে শরণার্থীদের দূরে অন্যান্য প্রভিন্সে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি জানি যে অর্থনৈতিক চাপে, আমাদের ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের উপর যে চাপ পড়েছে সেই চাপে ত্রিপুরায় ধ্বংশ হতে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু আমরা যদি ভাল করে চিন্তা করি তাহলে দেখব যে আমরা যদি শরণার্থীর সংখ্যা হিসাব করে অন্যরাজ্যে সরিয়ে দিই, তাহলে আমরা যে বাংলাদেশের যুদ্ধকে সমর্থন করি, তাদের সংগে লড়তে চাই সেটা দূর দেশ থেকে সম্ভব কি না ? কাজেই যারা পঙ্গু আছে, যারা স্ত্রীলোক আছে, শিশু আছে, তাদেরই শুধু নিয়ে যাব অন্যত্র, কিন্তু একটা যুবককেও যেন, একটা শক্তিশালী লোককেও যেন আমরা এই বর্ডার স্টেট থেকে না নিয়ে যাই, কারণ তারাই মুক্তি যুদ্ধকে, তাদেরকে অন্যান্য ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে যদি ভিক্ষুকে পরিণত করতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিচালনা করা যাবেনা, বাংলা দেশের যুদ্ধ করবে বাংলাদেশের লোক, এবং তার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা আজকে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বোম্বে এবং মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধ করতে পারবেনা। তাই আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন, শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়ার দরকার সেটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সংগে সংগে দেখতে হবে যে বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যহত হয় কিনা। আজকে এই রিজল্যুশান আনার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমরা দেখছি সেই রিজল্যুশান আনা হয়েছে। তারপর আজকে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টী হয়েছে, কারণ উনারা চান বাংলা দেশের স্বাধীনতার মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টী করতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে পিছিয়ে দিতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা একথা বলতে চাই যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সবটা জিনিষ চিন্তা করতে হবে, বাংলা দেশের লোক আমাদের এখানে ভিক্ষা করতে আসেনি, আশ্রয় নিতে আসেনি, তারা এসেছে তাদের ডেমক্রেসীকে রক্ষা করতে, দেশকে স্বাধীন করতে। আজকে তাদের শরণার্থীদের নিয়ে নুতন ভাবে ভোটার লিস্টে নাম লিখানো চেয়ে, তাদের যদি বর্ডার স্টেট থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিতে চাই, তাহলে যুদ্ধ কে করবে। আজকে আমাদের মনে এই প্রশ্নই জাগবে যে বাংলা স্বাধীন হউক, আমাদের সরকার কি চান না ? আজকে আমরা রক্ষা করছি যে সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত তরফ থেকে যে চেষ্টা চলছে, সেটা কিভাবে চলছে, আজকে প্রত্যেকটি বাঙ্গালী তা বুঝবেন, যাদের রক্তে যার ধমনীতে বাঙ্গালীর রক্ত বইছে, আজকে এই এ্যাসেম্বলীর প্রত্যেকটি বাঙ্গালী মেম্বারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই কি আমরা ঠিক পথে চলেছি, এই কি আমরা বাংলাকে স্বাধীন করতে চলছি না বাংলার নাম ম্যাপ থেকে মুছে ফেলতে চাইছি ? কিন্তু বাঙ্গালীকে মুছে ফেলতে তারা পারবেন না, কোন দিনই কোন জাতি পারেনি। যুগে যুগে নানা জাতী তা চেষ্টা করেছে,

কিন্তু পারেনি। তাই বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য, আজকে এই যে কুচক্র চালান হচ্ছে, যাঁরা নাকি চান না, বাংলা স্বাধীন হউক, তাদের আজকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সাবধান তোমাদের উদ্দেশ্য কোন দিন সফলকাম হবে না। বাংলা স্বাধীন হবে এবং তাদের সেই সংস্কৃতি আমরা বুকে, তুলে করে নেব এবং তাদের আমরা এক ভাই বলে স্বীকার করব, আমরা তাকে গর্ব্বের সঙ্গে শ্রদ্ধা করব……

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এক মিনিট স্যার। আমাদের যে মাননীয় সদস্যরা আছেন, উনাদের আমি ভাল করে চিন্তা করতে বলছি. উনাদের যে প্রস্তাব শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়া, সেটা আমি সমর্থন করি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও চিন্তা করতে হবে যে কাকে কাকে সরিয়ে নিতে হবে এবং ভোটার লিস্টে নাম না ঢুকাতে হবে, যদি আপনারা বাংলা দেশকে স্বাধীন বাংলা দেশ হিসাবে পেতে চান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা, যতীন্দ্র মজুমদার, সুনীল দত্ত এবং নরেশ রায় মহোদয়গণ যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি। কারণ বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যেখানে একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য একটা জঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা নিগৃহীত হয়ে ত্রিপুরা, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম এবং মেঘালয়ে প্রবেশ করেছে তাদের এই প্রবেশের ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সেই অর্থ নৈতিক বিপর্যয় থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করবার জন্য এই শরণার্থীদের ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় এবং নরেশ রায় মহাশয় যে পাকিস্তান বিভাগের যে ইতিহাস তাদের বক্তব্যের মধ্যে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন আমি বলব এই ইতিহাস সম্পর্কে তারা তেমন পরিষ্কার জ্ঞাত নহেন। কারণ এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তৎকালে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে হয় নি। বর্ত্তমান শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংঠিত হয়েছিল। আমরা বরং দেখিয়েছি দেশকে ভাগ করলে দেশের মানুষের মধ্যে যে একটা অনৈক্য, পরস্পরের প্রতি যে অবিশ্বাস সেটা দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে একটা সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে। সেই সময়ে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি এমন কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। কারণ আমরা দেখেছি এই বিপ্লবের সঙ্গে যদি নিজেরা ভেসে যাই তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুচররা যেমন ভারতবর্ষকে শাসন করেছিল তেমনি দেশীয় পর্যায়ে ধণিকেরা সেই শোষণ চালিয়ে যাবে এবং পূর্ব্ব বংগের জনসাধারণ তথা ভারতের জনসাধারণও এইভাবে শোষিত হচ্ছে। তারা আজ সেই শাসনের হাত থেকে মুক্ত নয়। আমি সেই দিকে যাব না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের অন্যান্য রাজ্যে সরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন যেটা হাউসে এসেছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব-

পূর্ণ। শুধু ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে শরণার্থীদের বোঝা [illegible] এমন কোন কথা হতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যকে এই বোঝার অংশীদার হতে হবে। যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আজকে এখানে আশ্রয় নিয়েছে অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও সেই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে হবে। ভারত সরকারের কাজের অবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই যে এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা সেই ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু বহন করতে পারে বলে তারা কি করে ধারণা করে নিলেন। আমাদের পাশের যে রাজ্য আসাম যেখানে তার লোক সংখ্যা হচ্ছে এক কোটি, সেই আসাম তাদের রাজ্যে উদ্বাস্তু গ্রহণে আপত্তি জানাচ্ছে। এমন কি আমরা এমন ঘটনাও শুনেছি ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গের দিকে রওয়ানা হয় তাদের রাস্তায় আটকিয়ে দেওয়া হয়। তাদিগকে কলকাতার দিকে যাওয়ার কোন সুবিধা দেয় না। আমরা মেঘালয়ে দেখেছি, যেখানে কংগ্রেসের একছত্র রাজত্ব সেখানে মন্ত্রীরা কেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমরা দেখছি মাননীয় জগজীবনরাম বাবু ত্রিপুরায় আসছেন। কিন্তু তার চেয়ে তাদের প্রধান কর্তব্য রয়ে গেছে যে সমস্ত রাজ্য এই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে চায় না সেই রাজ্যগুলিকে তাদের আগে সাবধান করা উচিত। এই দায়িত্ব আজকে শুধু ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বঙ্গের নয়, এই দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের দায়িত্ব। এই উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান এবং এই উদ্বাস্তুদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। যে সমস্ত রাজ্য এই উদ্বাস্তুদের নিতে অস্বীকার করছে ত্রিপুরায় মন্ত্রীদের আগমনের চাইতে ঐ সমস্ত রাজ্যে গিয়ে তাদের সচেতন করে দেওযাই আগে উচিত। এই দায়িত্বের ভার তারা যাতে নেয় এইরকম অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত। এই অবস্থার সৃষ্টি না করে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন এবং সমস্ত সমস্যা ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বঙ্গের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে খালাস হয়ে যেতে চায়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরা সরকারকে বলব আমাদের যে প্রতিবেশী রাজ্য আসাম সেই আসাম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে উদ্বাস্তু গ্রহণের মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত যাতে তারা সেখানে উদ্বাস্তু গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারে। যত তাড়াতাড়ি এই দায়িত্ব ত্রিপুরা থেকে লাঘব করা যায় ততই মঙ্গল হবে। কারণ ত্রিপুরা এমনিই একটা ঘাটতি রাজ্য, এখানকার যে ১৬ লক্ষ মানুষ রয়েছে তাদের সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা যেখানে ত্রিপুরা সরকারের নাই তার উপর শরণার্থী সমস্যা এটাকে আরও বিব্রত করে তুলেছে। কাজেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব যে পূর্ব বাংলা থেকে যে উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরাতে আসতে বাধ্য হয়েছে সেই সম্পর্কে বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই সম্পর্কে আরও কথা বার্তা হয়েছে, এই সম্পর্কে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমি এই কথাই বলব যে, যে সমস্ত রাজ্য এই দায়িত্ব নিতে চায় না সেই সমস্ত রাজ্যে যেন কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু নিতে বাধ্য করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু, মতিন্দ্র বাবু এবং নরেশ বাবু এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু যে সংশোধনী এনেছেন, আমি সেই সংশোধনী সহ প্রস্তাবটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আজ সকলেরই জানা যে নিপীড়িত মানুষ বাংলা দেশ থেকে এসে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের সংখ্যা এখন ১০ লক্ষের উপর ছাড়িয়ে গেছে, আর ইতিমধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষের উপর। এই অবস্থায় এই যে বিরাট একটা উদ্বাস্তু সংখ্যা এসেছে, তাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে অর্থ নৈতিক এবং প্রশাসন কাঠামো আছে, তার উপর যে ভাবে চাপ পড়ছে, তা বিচার করলে দেখা যাবে আমরা একটা বিপর্য্যয় অবস্থার মধ্যে পড়েছি। এই লক্ষ লক্ষ লোককে তথাপি আমরা আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্য দিয়ে আশ্রয় এবং খাদ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, আর ইতিমধ্যে ভারত সরকারের ভারত সরকারের যা কিছু করণীয়, তার দায়িত্ব তারা বহন করছে। মাননীয় সদস্যরা কেউ কেউ ভারত সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যে তারা সত্যিকারের বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন কিনা? আবার কেউ কেউ প্রশ্ন এনেছেন, যে ত্রিপুরা সরকার এবং বেসরকারী অনেক লোক বা প্রতিষ্ঠান সেই বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধকে বাঞ্চাল করবার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি জানি না, যে এই উদ্ভট চিন্তা কি করে তাদের সুস্থ মস্তিষ্ককে আসতে পারে। যেখানে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার বাংলা দেশের লোকের মর্ম্মান্তিক বেদনায় শোকার্ত হয়ে নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নিজেদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে চাপ দিয়ে এবং সেই সংগে নিজেদের জনসাধারণের উপর দুঃখ এর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, তাদের, আশ্রয় দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছে, তাদের আসার সংগে সংগে তাদের আশ্রয় এবং খাদ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে করে তাদের ভবিষ্যত নষ্ট না হয়ে যায়। আজকে আমাদের জনসাধারণ এবং সরকারের যে বক্তব্য বাংলা দেশের মুক্তিকামী সংগ্রাম এর পক্ষে, মানবতার সংগ্রামের পক্ষে, সেটা হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কাজেই তাদের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানানো হচ্ছে আমাদের নৈতিক দায়ীত্ব। সেদিক দিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ সরকারের সেন্টিমেন্টের সংগে এক হয়ে তাদের যে দুঃখ, সেটাকে সয়ে নিয়েছে। তাছাড়া আমরা জানি হাজার হাজার উদ্বাস্তু যেভাবে আমাদের এখানে আসছে এবং আমাদের যে সমস্ত নাগরিক আছে, সেই নাগরিকদের জীবন পরিচালনায় একটা দারুন চাপের সৃষ্টি করছে। আমাদের এপারের যাদের আত্মীয় স্বজন আছে, তারা যারা এখন সেই সব আত্মীয় স্বজনের কাছে এসে পড়ছে, তাদের দুঃখে তারা কিছুতেই তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারে না, সেজন্যই আজকে তারা নিজেদের বুকের উপর বা মাথার উপর বোঝা নিয়ে তাদের আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেখানে নাকি এই ধরণের একটা বিরাট চাপ সহ্য করা ত্রিপুরা সরকার বা ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে একটা দুরুহ ব্যাপার, তথাপি তারা হাসিমুখে সেই চাপকে বরণ করে নিয়েছে। এই সেদিনের বক্তৃতায়ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আজ পর্য্যন্ত আমরা ৬॥ লক্ষ উদ্বাস্তুকে বিভিন্ন ক্যাম্প ও স্কুলগৃহ গুলির মধ্যে আশ্রয় দিতে পেরেছি, তাছাড়া এদের একটা বিরাট অংশ আমাদের জনসাধারণের

উপর বোঝা হয়ে এসেছে এবং যার যেমন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাসত্বেও আমরা এই অবস্থার জন্য তাদের মধ্যে কোন রি-এ্যাকশান দেখতে পাচ্ছি না। এটা তারা কেন করেছে? তারা বুঝতে পেরেছে যে সরকার তথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী যেখানে বলেছেন যে আমরা ভারতীয়রা তাদের এই সংগ্রামে তাদের বিপর্য্যয়ে কোন মতেই আলাদা হয়ে থাকতে পারি না। কাজেই এই যে উদ্বাস্তু সমস্যা, এটা হচ্ছে একটা মানবিক সমস্যা এবং এই সমস্যার আমাদের সব সময়ে মানবিক দৃষ্টি কোন বিচার করে দেখতে হবে, আর এটাই হচ্ছে আমাদের মর্ম্মের কথা এবং মনের কথা। সেজন্য আমাদের ত্রিপুরাবাসীও এই সেন্টিমেন্ট নিয়ে এত বড় একটা বোঝার ভার গ্রহণ করেছে এবং তারা মানবতার মুক্তি সংগ্রামে দরদী হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এখানে যে সন্দেহ আছে বলে বলছেন, তার অর্থ হচ্ছে এই মুক্তিযুদ্ধকে ফিফ্‌থ কলমনিষ্টের মধ্যে দিয়ে আঘাত হানা। যে সদস্য আজ সন্দেহ প্রকাশ করছেন, ত্রিপুরা সরকার এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই উদ্বাস্তুদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আমরা এম, এল, এদের নিয়ে কয়েকটা কমিটি করেছি এবং সেই কমিটির একটির মধ্যে বিরোধী দলের নেতা শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়কে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সংগে বলতে হয়, যে মাননীয় সদস্য তাঁর সমন্ধে বলতে গিয়ে অত্যন্ত একটা হীনমনোভাব নিয়ে এবং বিভ্রান্তি নিয়ে বলেছেন যে তাঁকে এম, এল, এ হিসাবে নেওয়া হয়নি, তাঁকে নেওয়া হয়েছে বারুইজীবিদের প্রতিনিধি হিসাবে। তাঁর এই উক্তি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। তবে আমি জানি না এর মধ্যে কোন রাজনীতি আছে কিনা। একজন এম. এল, এ কে একটা কমিটিতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যে কি ভাবে একটা সম্প্রদায়ের কথা উঠতে পারে, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারি না। ত্রিপুরা রাজ্যে তো অনেক সম্প্রদায় আছে, সেই সব সম্প্রদায়ের এক একজন প্রতিনিধিকে নিয়েও এই ধরণের কমিটি করা যেত, কিন্তু সরকার সেটা করেন নি। সরকার এম, এল, এদের নিয়ে ২টি কমিটি করছেন, এবং তার একটার মধ্যে শ্রদ্ধেয় উপেনবাবুও রয়েছেন, কাজেই সম্প্রদায়ের কোন কথা এখানে আসতে পারে না। তবে যে সদস্য এই ধরণের উক্তি করেছেন, তার পক্ষে হয়তো এটা সম্ভব হতে পারে, তার কারণ হল তিনি অনেক দিন ধরে ফ্রাষ্ট্রেশানে ভোগছেন। কাজেই তার ফ্রাষ্ট্রেটেড মন থেকে এই ধরণের উক্তি করাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তারপরে তিনি আরও বলেছেন যে প্রস্তাবকেরা তাদের প্রস্তাবে বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের সবাইকে যেন এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রস্তাবকদের অনেকে বলেছেন, যেমন সুনীল বাবু, যতীন্দ্র বাবু, নরেশ বাবু এবং সুরেশ বাবু তাদের প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে তারা চাইছেন ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের একটা অংশকে, কেন না সব উদ্বাস্তুদের এখানে রেখে তাদের এই বিরাট সমস্যাকে আমাদের স্থানীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের পক্ষে সুষ্টুভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠবে না বলে তারা চাইছে যে তার একটা অংশকে যেন অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করে সেখানে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তারা এই সব

কথা বলেছেন এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন, তার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুল এবং স্থানীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের পক্ষে অসুবিধা থাকার দরুন। তাদের একথা বলার পিছনে তারা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে এখনও শরণার্থীরা দলে দলে জল স্রোতের মত ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করছে, এখনও প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, শুধু আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কাজেই যারা আগে এসেছেন এবং এখনও যারা আসছেন তাদের পরিমাণ যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যার সমান হয়ে যায়, তাহলে আমাদের তাদের আশ্রয় এবং খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি, কেন না আমাদের নিজস্বও এমন অনেক সমস্যা আছে, যেগুলি আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় সমাধান করতে চাইলেও করতে পারব না। বিশেষ করে এখন বর্ষার সময়ে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক রকম এর অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে যার ফলে আমরা যারা স্থানীয় জনসাধারণ আছি, তাদেরও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পেতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। অথচ যে পরিমাণ লোক আমাদের এখানে আসছে, তাদের যথা সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়ীত্ব আমাদের নিতে হবে, যদিও ভারত সরকার আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। কিন্তু ভারত সরকারের সেই সাহায্য আমরা তাদের মধ্যে যথাসময়ে তাদের প্রয়োজনে পৌছিয়ে দিতে পারব কিনা, সেদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। তাদের ত্রাণ সামগ্রী, তাদের খাদ্য সামগ্রী যথা সময়ে এনে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর, নরমেল সীজনে সেটা কিছুটা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু এখন বর্ষা সীজনে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে দাঁড়ায় রাস্তা ঘাট'এর ডিসরাপশনের ফলে, সরবরাহ ব্যহত হয়। এই অবস্থায় ১০ লক্ষ লোকের খাদ্য সামগ্রী এনে যথাসময়ে পৌছান অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেইজন্য এই উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য, এবং এই যে দলে দলে লোক আসছে, তাদের খাদ্য এবং তাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাছাড়া, আমাদের এখানে ছন, বাঁশ ইত্যাদিও আমরা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছি না, প্রতিদিন যে ২০ থেকে ৩০ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরায় ঢুকছে, তাদের একমডেট করার ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা করতে পারছি না। অর্থ সাহায্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দিলেও আমরা এইসব মেটেরিয়্যালসের অভাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ আমরা তাদের সেইভাবে আশ্রয় দিতে পারছিনা। এখন যেখানে ১০ লক্ষ লোক, সেখানে ৩০-৪০ লক্ষ লোকও আসতে পারে, সমস্ত লোককে ত্রিপুরা রাজ্যে জায়গা দেওয়া, সেটা শুভ চিন্তা হতে পারেনা, বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধাদের এবং সেখানকার শরণার্থীদের কল্যাণ আমরা চাই, কিন্তু সংখ্যা যদি বেশী হয়, এবং আমাদের সাধ্যাতীত হয়, তাহলে শুধু মৌখিক কথায় হবে না, বাস্তব দৃষ্টি ভংগী নিয়ে, বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য, বাস্তব প্রস্তাব আমাদের দেওয়া দরকার। কাজেই সেইদিকে আমি বলব যে আমাদের তাদের সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাদেরকে আরও সুন্দর ভাবে রাখার জন্য, সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে চাইছি। তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে তাদের সুস্থ রাখা

দরকার। মেডিকেল এইড তাদেরকে দেওয়া ইত্যাদি কারণে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু তাঁর বক্তব্যে, তিনি একথাটা না বলে…

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থনে বাংলা দেশের স্বীকৃতি দানের সমর্থনে উনারা অনেক গালভরা কথা বলছেন, দৃপ্ত কণ্ঠে অনেক আশার কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু সেই সমস্ত অসাড় কথার সংগে তাদের মনের কোন মিল নেই। যদি তা হত, তাহলে আজ একথা তাঁদের বক্তৃতা শেষ করতে পারতেন না যে ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হউক। তাথারাই বুঝা যায়, বাংলা দেশের সংগ্রামের প্রতি তাঁদের মৌখিক দরদ থাকলেও, আন্তরিক দরদ উনাদের নেই। আরেকজন সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয় বলেছেন যে বিভিন্ন দলের লোক হয়তো তাদের প্রচার দ্বারা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন, তার থেকে সাবধান হতে বলেছেন. এবং একথা উপলব্ধি করেই তিনি বলেছেন যে এই দল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বাংলা দেশের বর্বরশাহী সেই দস্যু ইয়াহিয়া খাঁ-কেই সাহায্য করতে চাইছে—গণ হত্যাকে আরও দ্রুততর করার জন্য আরও বীভৎস করার জন্য, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যাকে আরও চরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের সেই দলের লোক বা গ্রুপের লোক থেকে জনসাধারণকে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার কথা আমি এখানেই শেষ করছি একথা বলে যে আজ যে প্রস্তাবের উপর এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন আমাদের এম, এল, এ, চৌধুরী মহাশয়, আমি সেই এ্যামেণ্ডেড রিজল্যুশানকে সমর্থন করছি, তার কারণ হচ্ছে এই, আজ শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য, বাংলা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শরণার্থীদের ব্যাপক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেই শুধু নয়, প্রত্যেকটি ষ্টেটের সাহায্য নেওয়া। সমান দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে সমস্ত রাজ্যে ভাগ করে দিতে হবে, একটা রাজ্য হয়তো মেডিক্যাল হেল্প করতে পারে, ডাক্তার ইত্যাদি দিয়ে, একটা রাজ্য ঘর তৈরীর মেটেরিয়্যালস দিয়ে, তাহলেও ইকোয়েল রেসপনসিবেলিটি নেওয়া হয়। ইকোয়েল রেসপনসিবিলিটির মানে হচ্ছে এই নয় যে উদ্বাস্তুদের মাথা ভাগ করে এই রাজ্য এত হেড নিল, দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ হল, ব্যাপকভাবে আশ্রয় দেওয়া, মেডিক্যাল এড্ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, সাহায্য করা। মাননীয় সদস্য যাঁরা এখানে বক্তৃতা করেছেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজ পর্যন্ত সেই উদ্বাস্তু ত্রাণ-এর জন্য কিংবা বাংলা দেশের যে সংগ্রাম সহায়ক কমিটি হয়েছে, কত পয়সা সেখানে সাহায্য দিয়েছেন। আমরা যদি তা তলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব উনারা বক্তৃতা করেছেন কিন্তু

সাহায্যের নামে এগিয়ে আসছেন না, বক্তৃতা দিয়ে দেশ উদ্ধার হবে না, বক্তৃতা দিয়ে শরণার্থী-দের কল্যাণ হবে না, কাজেই আমি আশা করব উনারা যেন বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা না দেন, শরণার্থীদের প্রকৃত সাহায্যে যেন এগিয়ে আসেন......

(গণ্ডগোল)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আশা করব—এটা মানবিকতার প্রশ্ন, কাজেই মানবিক এবং বাস্তবিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চেষ্টা করুন এবং সরকার যে প্রয়াস নিয়েছেন, তাকে সমর্থন দিয়ে প্রবলেমের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসুন। আজকে যাঁরা নাকি বাংলা দেশের শরণার্থীদের মুক্তির চেষ্টা করছেন, উনাদের মনকে নাড়া দিতে হবে বাংলা দেশের জন্য তাঁদের কতখানি দরদ আছে এবং কতখানি আমরা করতে পারি, মনে প্রাণে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—দি ডিসকাশন ইজ অভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি গ্রহণ করলাম কি করলাম না এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অ্যামেণ্ডমেণ্ট তো আমি ভোট দিচ্ছি ;

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—না, না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার একটা রাইট আছে। তিনি অ্যামেণ্ডমেণ্টটা সমর্থন করেন কি করেন না এই সম্পর্কে তিনি বলতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুভার বলতে তিনি একজন নয়, আমরাও মুভার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ঠিক আছে গো অন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি যে আমার মূল প্রস্তাবে যেটা আছে সেখানে আছে— "দিস হাউস রিকোয়েষ্ট দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট আছে। আর এখানে আছে দি ওয়ার্ডস আপন আদার ষ্টেটস। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট যাতে অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বাকী যারা শরণার্থী আছে তাদের সরানোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এটা একটা দিক। তার অ্যামেণ্ডমেণ্টে বলা হয়েছে, সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট না বলে আদার ষ্টেটস—অন্যান্য রাজ্যগুলি বলা হয়েছে। এই ভাবে

করা হয়েছে। আমাদের ষ্টেটের যোগাযোগ সব কিছুই সাধারণত সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে। তাতে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কথাটাই আমাদের যুক্তি যুক্ত ছিল। যাই হোক তবুও আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে সেটা আমি গ্রহণ করেছি। কারণ এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণ করা উচিত। সেই দিক বিবেচনা করেই আমি এটা গ্রহণ করেছি। আর এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্যেরা যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটা বক্তব্য রাখব। সেটা হচ্ছে কি? মিঃ নরেশ রায়, উনি সরকারের মনোনীত একজন সদস্য। উনার বক্তব্য আমি মনে করি সরকারের যে নীতি সেটাই রিফ্লেকশান করা উচিত। কিন্তু তার বক্তব্য বলতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন ফ্রিডম ফাইটার্স কারা। কিন্তু নরেশ বাবু আপকেও মুসলীম লীগের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। যদি এইভাবে তিনি বলতে চান তাহলে পার্টিকুলারাইজ করে বলা উচিত। কাজেই তিনি যেন এই কথাটা উইড্র করেন সে জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে রিকোয়েস্ট করি। আর একটা কথা এখানে মিঃ মজুমদার বলেছেন, তিনি ধরে নিয়েছেন, যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে আমি নিশ্চয়ই রেক্টিফিকেশন করব। যারা এসেছে তাদের সকলকেই নিয়ে যেতে হবে এই কথা আমি বলি নি। আমার বক্তব্যটা ছিল, আমি এক মণ বোঝা বইতে পারি। সেখানে আমার উপর যদি দশ মণ বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার পক্ষে সেই বোঝা বয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাতে আপনি গালিগালাজ করুন আর যাই করুন। কাজেই বাস্তবের সঙ্গে সংগতি রেখে আজকে তাদের জীবন রক্ষার জন্য তাদের সরানোর প্রশ্ন উঠেছে। সেজন্য এই প্রস্তাবকে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাউসে পাশ করব। তিনি বলতে গিয়ে বলেছেন আমরা সবকে সরানোর কথা বলেছি। এই কথা উঠতেই পারে না। কাজেই উনার মনে যে আতঙ্ক হয়েছে সেটা অমূলক। আর একটা কথা মাননীয় দেব বাবু বলেছেন যে ফ্রিডম ফাইটার্স অর্থাৎ যারা যুবক তাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কে ফাইট করবে? একটা জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার। যারা এসেছে তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ভাগ করা আছে। রাজ্য সরকার সেটা জানেন, বিভিন্ন সদস্যও সেটা জানেন। কাজেই যারা ফ্রিডম ফাইটার্স, যারা এখানে ট্রেনিং দিচ্ছে তাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিভাবে তাড়াতাড়ি বাংলা দেশকে স্বাধীন করা যায় বা মুক্ত করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি মনে করি এই প্রস্তাব মুভ করা হয়েছে। কাজেই আশঙ্কা করার কোন কিছু এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি না। আর মাননীয় এক সদস্য নাকি উল্লেখ করেছেন, আমি জানি না মুজিবর রহমান নাকি বুর্জোয়া। কোন সদস্য এইরকম মন্তব্য করেছেন বলে আমি জানি না। আমার ধারণা নাই (নয়েজ) যদি এটা করে থাকেন তাহলে এটা অত্যন্ত ভুল। কারণ এই সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বর্ব্বর মিলিটারী রাজত্ব থেকে

জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে যাব, এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্নের কোন অর্থ আছে বলে আমি জানি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ভারত সরকারের যে ট্রেন্ড ছিল প্রথম দিকে তাতে আমরা সবাই ধারণা করেছিলাম এবং হাউসের মধ্যে আমরা প্রস্তাবও পাশ করেছিলাম যে বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। লোকসভাতেও এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিধান সভাতেও এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিন্তু ইদানিং যে একটা নীতি দোদুল্যমানতা এবং দীর্ঘ সূত্রিতার যে অবস্থা চলছে এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে গাধার বোঝা টেনে আমরা সারা জীবনেও শেষ করতে পারব না। সুতরাং স্বীকৃতি যদি না দেওয়া হয়, শুধু এখান লোক সরানোতে কিছুই হবে না। প্রথম যে রকম ট্রেন্ড ছিল—কিছু দিন আগেও পত্রিকায় বেরিয়েছিল যে প্রধান মন্ত্রী টপে টপে বসতে রাজী। কনডিশন কি? যদি গণহত্যা বন্ধ করেন। তাঁর সঙ্গে টপে টপে বসতে তো কেউ বলে নাই। তিনি গায়ে পড়ে কেন এই কথা বলতে যান? প্রসঙ্গত আমি এই কথা বলছি। কাজেই সব দিকে চিন্তা করে সমস্ত লোক যারা এসেছে তাদের বাঁচানো হল আমাদের প্রথম কর্তব্য আর যথাশক্তি দিয়ে বাংলা দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের সকলেরই করতে হবে। কাজেই আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটা পাশ করে রাজ্যের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার অর্থনীতি বিচার বিবেচনা করে এই দাবীটা হাউসের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করানো দরকার বলেই আমি এই অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নিচ্ছি।

Mr. Dy. Speaker :—First, I am putting the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Shri Suresh Ch. Choudhury that—"The portion from 'arrange' appearing in the Ist line and upto the word 'India' appearing in the 3rd line of the Resolution be substituted by the following words 'to urge upon other States of India to share responsibilities of evacuees from Bangladesh equally with the bordering states overburdened with the problem and the word 'financial' be inserted after the word 'entire' appearing in the 3rd line of the resolution."

The amendment was put and carried by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Now, I am putting the Amended Resolution to vote. The question before the House is that—"This House requests the Govt. of India to urge upon other States of India to share responsibilities of evacuees from Bangladesh equally with the bordering states overburdened with the problem, and to take the entire financial responsibilities of the evacuees from Bangladesh."

The amended resolution was put and passed by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—There is another Resolution of Shri Tarit Mohan Das Gupta. I would call on Shri Dasgupta to move his Resolution that— "This Assembly is of opinion hat Goan Sabhas should immediately be vested with funds by way of grants for implementation of schemes under rural sanitation, communication and primary education and Naya Panchayats should be vested with power for their proper functioning."

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Mr Speaker Sir, আমি আমার resolution টা move করছি। "This Assembly is of opinion that Goan Sabhas should immediately be vested with funds by way of grants for implementation of schemes under rural sanitation, communication and primary education and Naya Panchayats should be vested with power for their proper functioning"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই যে প্রস্তাবটা এনেছি, তার উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে সেই ১৯৬-৬১ সাল থেকে এবং কোন কোন জায়গায় দুই দুইটি নির্বাচনও হয়ে গেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেইসব গাঁও পঞ্চায়েতের হাতে কোন রকম গ্রেণ্টস কর বা বাজেট প্রভিশান করে তাদের কাছে টাকা দেওয়া হয়নি। সেজন্য আমি এই প্রস্তাব এর মধ্যে বলেছি যে তাদের এটা ইমিডিয়েটলী দেওয়া হউক। অথচ ক্ষমতাসীন দল, যারা গণতন্ত্রের কথা বলে সেখানেও তাদের কমিটমেণ্ট আছে যে জনসাধারণের বেসিক যে নীডস, গ্রামের লোকদের মধ্যে গণতন্ত্রকে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখছি যে যদিও পঞ্চায়েত আইন পাশ করা হয়েছে, কিন্তু সেই পঞ্চায়েতের হাতে আজ পর্য্যন্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সেখানে কাগজে কলমে বলা হয়েছে যে আমরা তোমাদের কাছে ক্ষমতা দিচ্ছি, এবং তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আইনকে পাশ করিয়ে নিয়ে গিয়েও তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের যে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেটাকে কি ভাবে রাখা হয়েছে? সেটাকে রাখা হয়েছে, পঞ্চায়েতের যে সব সেক্রেটারী আছে, তারা হচ্ছে সরকারী কর্ম্মচারী, এবং সেই পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব কোন কর্ম্মচারী আছে বলে আমার কিছু জানা নেই। আমরা আজ পর্য্যন্ত জানি না যে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রামের মধ্যে তাদের যে রুরাল সেনিটেশান, তাদের যে কমিউনিকেশান, সেগুলি যাতে তারা নিজেরা করতে পারে, সেজন্য সরকারী দল কোন প্রকার চেষ্টা করেছেন তারা কোন চেষ্টাই করছেন না। আজকে আর একটা কথা হল, আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছি, যে আমাদের এটা দাও, সেটা দাও, আমাদের সেই দাবীগুলি তারা মিট আপ করছে আস্তে আস্তে। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা একটা টেরিটরিয়েল কাউন্সিল করার জন্য দাবী করেছিলাম, আমাদের সেই দাবী পূরণ করা হয়েছে, তারপরে আমরা দাবী করেছি, যে আমাদের এ্যাসেম্বলী দেওয়া হউক, এবং আমাদের এই দাবীও মিটেছে। এখন আবার

আমরা দাবী করছি যে আমাদের রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হউক, আশা করছি যে আমাদের এই দাবীও অদূর ভবিষ্যতে মিট আপ করা হবে। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলির মধ্যে যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তাদের যে দাবী, সেগুলি আমাদের এই ক্ষমতাসীন সরকার পূরণ করছে না, কেন করছে না, তার পিছনে নিশ্চয় কোন না কোন স্বার্থ রয়ে গেছে। আজকে এই কংগ্রেস সরকার গত ২০ বছর ধরে রাজত্ব করছে, তার মধ্যে যিনি ক্ষমতার অধিকারী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, তার কাছে সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, সিংহ মহাশয়ের অঙ্গুলী হেলনে, এই কংগ্রেস দল একবার উঠে আর একবার বসে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের যে অধিকার সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যদি তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়তো, এবং তাদের সেই কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে কোন ভুল ত্রুটি হত, তাহলে আমরা এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে বসে সেটাকে আলোচনা করতে পারতাম, এবং তাদের যাতে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি না হয় সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় আইন করে বা যে আইন আছে তাকে সংশোধন করে তারা যাতে নিজেদের গ্রামের উন্নতি নিজেরা করতে পারে, সেজন্য তাদের আমরা সহযোগীতা করতে পারতাম। কিন্তু শচীনবাবু যে ভাবে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হয়ে বসে আছেন, তাতে করে তিনি যে কোন না কোন ষড়যন্ত্র করে আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের যে সব ক্ষমতা অর্থাৎ ত্রিপুরার গ্রামগুলির মধ্যে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তাদের যে ক্ষমতা দেওয়ার কথা, সেটা থেকে তাদের বঞ্চিত করছেন। আর তাদের প্রাপ্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করছেন বলেই আমি আজকে এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে আনতে বাধ্য হয়েছি এবং আমার এই প্রস্তাবের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে দাবী সেগুলি তাদের হাতে দেওয়ার জন্য এই কংগ্রেস দলই তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেগুলি যেন অবিলম্বে তাদের হাতে দেওয়া হয়। স্পীকার স্যার, এর মধ্যে কোন অসুবিধার কিছু নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা যেসব এম, এল, এ এখানে আছি, আমাদের মধ্যে প্রায়ই সবাই এসেছেন, ঐ গ্রামাঞ্চল থেকে, কাজেই তাদেরও আমার এই প্রস্তাবটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত। আজকে এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি সেগুলি কি ধরণের কাজ? সেগুলি হচ্ছে যেমন ধরুন আজকে বাংলা দেশ থেকে যে একটা উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের সাহায্য এবং সহায়তা করবার জন্য বা সেই সাহায্য ব্যবস্থাকে তাদের মধ্যে পরিচালনা করবার জন্য হয়তো কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ডাকা হয়েছে, তার পরে আছে যেমন মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও টেষ্ট রিলিফের কাজ করানো হয়, সেই সময়ে এই সব গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া হয়, আসল কথা হল এই যে কাজগুলি এগুলি হল সরকারী কাজ, এগুলি তাদের সাহায্য না পেলেও সরকারকে করতে হবে। কিন্তু তাদের যে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়ার কথা, যেটা নাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল উদ্দেশ্য, তাদের কোন প্রকার গ্রেণ্ট দিয়ে তাদের মাধ্যমে গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরী করা, এবং সেনিটেশানের ব্যবস্থা করা, এই ধরণের কোন ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই

এ্যাসেম্বলীতে ৫ বছরের জায়গায় আমরা ৪ বছর কাটিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ বার নির্ব্বাচন হয়ে গেছে, কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে এই সরকারী দল এর হৃদয়ের দরজা এখন পর্য্যন্ত খোলে নাই। সেজন্য আমি বলব এই ব্যাপারে তারা প্রয়োজনের সময়ে যখন অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনসাধারণের নাম করে ক্ষমতা উপভোগ করছেন, সেই ক্ষমতা শুধু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, ঐ পঞ্চায়েতের ন্যায্য যেটা সেটা তাদের হাতে না দিয়ে গত ১০ বছর যাবত শুধু একটা অক্ষমতার পরিচয়ই দিয়েছেন। যদি সরকারের সত্যি তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কোন ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা নিশ্চয় এতদিনে সেটা দিয়ে দিতেন, কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই বলে তারা সেটা দিতে চাইছেন না। যেমন আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৪/৫ জন মন্ত্রী আছেন, কিন্তু কাদের হাতে কি ক্ষমতা আছে? কারো হাতেই তেমন কোন ক্ষমতা নেই, যত ক্ষমতা, যতগুলি পোর্ট ফলিও আছে, সেগুলির সবই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রয়েছে। কাজেই তার হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকার জন্য হয়তো বা তার সেই সব ক্ষমতা অন্যকে দেওয়া কোন ইচ্ছা নেই বা এতগুলি পোর্ট ফলিও এক সংগে রাখার জন্য, তিনি সমস্তগুলি ভাল করে দেখাশুনা করতে পারেন না, সেজন্য হয়তো বা এই রকম কিছু একটা হতে পারে। কিন্তু আজকে অ্যাদার মিনিষ্টার যারা আছেন, তাদের হাতেও যদি কিছু কিছু পোর্ট পলিও দেওয়া হত তাহলে তারা জনগণের মংগল যাতে হতে পারে, সেদিক দিয়ে চিন্তা করে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে, এই সব পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কিছু না কিছু একটা চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। আর সেজন্য আমি অনেক দিন দেখার পর আজকে হাউসের সামনে এই প্রস্তাব আনছি যে জনসাধারণের মধ্যে যদি প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হয়, তাহলে সেটা যেন প্রকৃতভাবে দেওয়া হয়, কেবল মাত্র আইন পাশ করিয়ে, সেটাকে ফাইলে বন্ধ রেখে তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় না, এই কথাটা যেন সরকার ভাল করে চিন্তা করে দেখেন। এবং আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছেও আবেদন রাখব যে তারা দল এবং মতের কথা ভুলে গিয়ে এই যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আছে, তাদের হাতে যে গত ১০ বছরের মধ্যে তাদের প্রাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, এমন কি তাদের ষ্টেটিউটরী কিছু করার যে ক্ষমতা, যেমন গাণ্টস ইত্যাদি দিয়ে তারা যাতে গ্রামের কাজগুলি করতে পারে, সেই ব্যবস্থা সরকারের অবিলম্ব করা উচিত। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Here is an amendment given notice of by Shri Naresh Roy that the portion from the word 'Gaon Sabhas' appearing in the Ist line to the word 'Naya' appearing in the 4th line of the resolution be deleted and the following words be added at the end of the resolution by suitably amending the U.P. Panchayet Raj Act as extended to Tripura." I would call on Shri Naresh Roy to move his amendment.

I would call on Shri Naresh Roy to move his amendment.

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় যে রিজল্যুশান এনেছেন এই হাউসের সামনে. সেটার মধ্যে কোথায় যেন একটা কারচুপি রয়েছে, সেটা যেন কথার একটা ফানুষ, তার মধ্য দিয়ে যেন নির্ব্বাচনী ইন্দ্রজাল তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যই আমি এখানে একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছি যাতে তার মধ্যে কোনরকম ফাঁকঝোক বা কোনরকম কারচুপি না থাকে, সেই জন্যই আমি বলিষ্ঠ আকারে এই এমেণ্ডমেন্ট এখানে এনেছি, আশা করি হাউস সেটা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করবেন। আমার এ্যামেডেণ্ড রিজল্যুশনটি হচ্ছে—

"This Assembly is of opinion that Panchayats should be vested with power for their proper functioning by suitably amending the U. P. Panchayat Raj Act as extended to Tripura." অর্থাৎ তিনি উনার রিজল্যুশানে দুই তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যে এই এই পাওয়ারগুলি দিতে হবে, কিন্তু আমাদের যে কথা. সেটা হল সমস্ত পাওয়ারই, তার মধ্যে কোন রকম মনের দুর্ব্বলতা থাকবে না, মনের বলিষ্ঠভাব নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, কারণ পঞ্চায়েত হল আমাদের ডেমক্রেসীর প্রথম সোপান, সেই সোপানকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তার হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, সেইজন্যই আমাদের মনের মধ্যে যদি দুর্ব্বলতা থাকে, কারচুপি থাকে, তাহলে পঞ্চায়েতকে আমরা শক্তিশালী বুনিয়াদরূপে গঠন করতে পারব না, তাই পঞ্চায়েতের হাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমাদের ক্ষমতাসীন দলে যাঁরা আছেন তাঁরা এই এ্যামেণ্ডেড রিজল্যুশানটি সমর্থন করবেন, যাতে এই গণতন্ত্রের প্রাথমিক বুনিয়াদ বলিষ্ঠ এবং সুষ্ঠুভাবে গঠিত হয়। একটা প্রশ্ন আসছে যে কেন আমরা পঞ্চায়েতের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতে পারছি না, তার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু তিনি সেই কারণগুলির এখানে উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু উনি বিশেষভাবে জানেন যে ত্রিপুরায় যে পঞ্চায়েত আইন চালু আছে, সেটা ত্রিপুরার ঠিক উপযোগী নয়, সেটা ইউ, পি, পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট। সেই ইউ, পি, পঞ্চায়েত এ্যাক্ট যদি আমাদের ত্রিপুরায় প্রযোজ্য হয়, তাহলে তার মধ্যে ডিফেক্ট থাকা স্বাভাবিক। কারণ ত্রিপুরা ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে ইউ, পি,'র সঙ্গে তার কোন মিল থাকতে পারে না এবং ইউ, পি'র পরিবেশ তার সঙ্গে আমাদের খাপ খাবে না। যেমন আমরা দেখি যে নির্ব্বাচনের সময় হাত তুলে ভোট দেওয়া, সেটা ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে হবে না, সেইজন্য ত্রিপুরার কোন কোন জায়গায় বলা হয় যে নির্ব্বাচন ইনডারেক্টলী হউক, তাই আজকে এই আইন বদলানো প্রয়োজন আছে। যদি রাস্তা ঘাট করার কথা বলা হয়, এবং ইউ, পি, এ্যাক্ট অনুসারে যদি তাদের হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমরা দেখব যে সেটা সেইভাবে সম্ভব হয় না, তাদের যে সেনিটেশন, তাদের যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা সেখানে দেখা যায়, তার

সঙ্গে আমাদের ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। তাই আমাদের প্রথমে প্রয়োজন হবে এই আইনকে পরিবর্ত্তন করা, তারপর যে সমস্ত ক্ষমতা গণতন্ত্রের কাঠামোর প্রথম সোপান যে গাঁও সভা যে সমস্ত ক্ষমতা তারা পাওয়ার যোগ্য, তাদের হাতে সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হউক। সেই আশা নিয়েই আমি এই রিজল্যুশান উত্থাপন করেছি এবং তার পক্ষে আশা করি এই হাউস সমর্থন জানিয়ে গণতান্ত্রিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবেন।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারাবল মেম্বার শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন, আমি প্রস্তাবটি সমর্থন করছি। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে দুঃখের সহিত একটা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে আজকে যে ইউ, পি, থেকে পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে আনা হয়েছিল, এবং এই আইন আজ ত্রিপুরার জনসাধারণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে যে গ্রহণ করা হলনা, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু বলেছেন যে ইউ, পির, ভাষা ইউ, পি,'র সংস্কৃতি এবং যে পরিবেশ সেটার সংগে ত্রিপুরার এক নয়, একথা আমরা জানি এবং এই পঞ্চায়েত এ্যাক্ট যখনই এই হাউসের মধ্যে আলোচনা হয়, তখন আমরা সেকথা উল্লেখ করছি। আমি মাননীয় সদস্যকে একথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যেহেতু তিনি রুলিং পার্টির সদস্য, সেই হিসাবেই উনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে যখন এই ইউ, পি, পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট এই ত্রিপুরাতে চালু করার জন্য আনা হয়েছিল, তখন কি একথা চিন্তা করা হয়নি, এবং কেন করা হয় নি? তখন কি গণতন্ত্রের নামে মানুষকে ভুলাবার জন্য এবং গণতন্ত্রের হাওয়া গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই আইন আনা হয়েছিল? কাজেই আজকে যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চেঁচান, গণতন্ত্র কি শুধু কথার কথা? গণতন্ত্র বলতে উনি কি বুঝেন জানিনা, গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যে গণতন্ত্র হবে সমাজের সকল অংশের মানুষ, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই আসবে, সমান অধিকার সমান ব্যবস্থা, সমান সুযোগ সুবিধা, সেটা যখনই আসবে, আনার জন্য যখনই চেষ্টা করা হবে, মানুষের মধ্যে সেই জিনিষটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা হবে, সেটাই আমরা বুঝি গণতন্ত্র। কিন্তু এই গণতন্ত্র যদি বিশেষ শ্রেণীর গণতন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই উনাদের যে প্রচার এবং কাজ সেটা সত্য হিসাবেই পরিণত হবে এবং কার্যতঃ আমরা তাই দেখি। কাজেই এই যে গণতন্ত্রের নামে, যে পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আনা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রীদের এবং মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যদের মুখের শোভা বর্দ্ধন এবং মানুষের কাছে শ্রুতি মধুর বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যে পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গত দুই বছর আগে একটা সারকুলার দেওয়া হয়েছিল যে যে সমস্ত গাঁও সভাকে বাজেট তৈরী করতে হবে, বাজেটগুলি তৈরী হল এবং গাঁও সভা তার সদস্যদের নিয়ে বাজেট তৈরী করলেন, আশা করলেন যে পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস সরকার যেমন গণতন্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করবেন, আমরাও হয়তো তার একটু স্বাদ পাব, কিন্তু তাদের সেই আশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তাদের কাছে সেই স্বাদ

আর পৌঁছলনা। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের মহিমা। পূর্ব্ব থেকেই নুতন ভাবে পঞ্চায়েত আইনকে ত্রিপুরার পরিবেশ, ত্রিপুরার জনসাধারনের শিক্ষা, চিন্তা, চেতনা সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট তৈরী করা উচিত ছিল, কিন্তু এটা হচ্ছে মানুষকে বুঝিয়ে, ভুলিয়ে রাখার একটা কৌশল, তাই আমি বলব যে এই পঞ্চায়েতকে নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার পেছনেও একটা তাৎপর্য এবং গুরুত্ব রয়ে গেছে। সেটা কি? আজকে যদি সাধারণ মানুষের কাছে অর্থাৎ গাঁও সভার কাছে একটা স্কুল মেরামত বা নুতন স্কুল স্থাপনের অধিকারটুকু দেওয়া হয়, তাহলে গ্রামের গাঁওসভা ঠিক ঠিক মত সেটা করে, যদি একটা ছোট্ট রাস্তা—সেটা যদি তাদের উদ্যোগে হয়, এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা যদি তারা নিজেদের উদ্যোগে করতে পারে, তাহলে পরে দালান বাড়ীতে থেকে তাদের কাছে যেয়ে গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করা তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, বড় ভয় হচ্ছে তাদের সেখানে। আজকে যদি গাঁও সভার মধ্যে স্কুল, রাস্তা, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বসানোর সুযোগ দেয়, তাহলে জনসাধারণের কাছে আমরা গিয়ে গণতন্ত্র মহিমা নিয়ে উপস্থিত হতে পারবনা, তাই আজকে পঞ্চায়েতের কথা খাতা কলমের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। মাননীয় সদস্যদের যদি চিন্তা শক্তি যদি দুর্ব্বল হয়ে থাকে, তাহলে আমার বলার কিছু নেই যাই হউক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব মাননীয় তড়িৎবাবু উপস্থিত করেছেন, এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি, কারণ এই প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে আসবে গ্রামের জনসাধারণের হাতে, তাদের নির্ব্বাচিত গাঁও সভার মাধ্যমে সাধারণ কাজের সুযোগ সুবিধা, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িৎ দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন এবং আমাদের সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আমি সংশোধিত প্রস্তাবটি সমর্থন করছি। কারণ ইউ, পি, পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট যেটা ত্রিপুরায় একসটেণ্ড করা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরার পরিবেশের সংগে মানায় না। ত্রিপুরার এখন যে অবস্থা ডেভলাপ করেছে এই অবস্থায় পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এখন পঞ্চায়েতের হাতে যে ক্ষমতা আছে, সেটা অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা। এখানে একটা কথা আমার বলার প্রয়োজন যে সমালোচনার জন্য একটা প্রস্তাব আনা হচ্ছে একটা জিনিষ, আর পঞ্চায়েতের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনা, সেটা অন্যরকম একটা জিনিষ। যেমন আমি এখানে একটা কথা বলছি উদাহরণ স্বরূপ, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন যে পঞ্চায়েত বাজেট করে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের হাতে একটা পয়সাও দেওয়া হয়নি, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কথাটা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত বাজেট করছে এটা আমিও জানি কিন্তু তাদের কাছে কোন রিসোর্স বাস্তবিক কিছু নেই। আগেই আমি সেটা বলেছিলাম যে টিউব ওয়েল যেগুলি মেরামত হয়, বা নুতন টিউব ওয়েল যেগুলি করা হয়, সেইগুলি পঞ্চায়েতের হাতে কিছু কিছু দেওয়া হয়, তারপর ছোট ছোট রাস্তাগুলি পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়, টেষ্ট রিলিফের কাজ পঞ্চায়েত পরিচালনা করে থাকেন। আর

মাননীয় সদস্য যারা বক্তৃতা করেছেন এবং প্রস্তাব এনেছেন, উনারা পঞ্চায়েতের এ্যাকটিভিটীর সম্পর্কে কতটুকু খবর রাখেন আমি জানিনা। সাড়ে চারশত পঞ্চায়েত প্রধান আছে, তার সংগে কতটুকু যোগাযোগ রাখেন জানিনা, কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে মনে হয়, উনারা কোন যোগাযোগ রাখেন না, সেইজন্যই এখানে পঞ্চায়েত কিছু কাজ করছেনা, সেটা বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন। কাজেই পঞ্চায়েত কিছুই করছেনা, সেটা আমি স্বীকার করিনা। কারণ পঞ্চায়েত কাজ করছেন। ব্লক ডেভলাপমেন্ট কমিটিতে ১০জন করে পঞ্চায়েত প্রধান থাকেন, তারা সেখানে বাজেট দেন, গভর্ণমেন্ট যে কাজগুলি করেন, তার উপর তাদের সাজেশন রাখেন, গ্রামের মানুষের যে দরখাস্ত, সেগুলিও তারা বিবেচনা করে থাকেন। যখন এ্যাগ্রিকালচারেল লোন, মাইনর ইরিগেশন এর ছোট ছোট কাজ, টেস্ট রিলিফের কাজ, দাদন, টিওব ওয়েল রিং ওয়েল বসানো, সমস্ত ব্যাপারে তাদের সাজেশন নেওয়া হয়। মূল কথা হচ্ছে যে গ্রামের সার্বিব উন্নয়নএর জন্য গাঁও সভার হাতে, রাস্তা ঘাট তৈরী করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সেনিটেশনের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সমস্ত কিছু তাদের হাতে তুলে দেওয়া, সেটা হয় নি এটা ঠিক কথা, আমি সেটা স্বীকার করি। তাই সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার অনিচ্ছা আমাদের নেই, সম্পূর্ণ আগ্রহ আমাদের আছে। তার জন্যই আমি বলছি যে পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট যেটা এখানে চালু আছে ইউ, পি, পঞ্চায়েত এ্যাক্ট, সেটাতে ডিফেক্ট আছে, সেগুলি বদলে নুতন করে পঞ্চায়েত এ্যাক্ট যাতে তৈরী করা হয়, ত্রিপুরার পরিবেশ ত্রিপুরার অবস্থা ভেদে এবং তারপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হউক। আশা করি এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাতে ষ্টেটহুড এসে যেতে পারে, যদি এসে যায়, তাহলে মঙ্গলের কাজ, তাহলে পঞ্চায়েত ঠিক ঠিক মত তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। এই বলে আমি এই সংশোধীত প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— স্পীকার, স্যার, প্রস্তাব তো হাউসে এসেছে, এর উপর কথা না বলাই ভাল। এই হাউসে চার বছরের উপর হল আমাদের মাননীয় মনসুর আলী সাহেব, এখন তিনি ডেপুটি মিনিষ্টার, তিনি এই পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট করবার প্রস্তাব এই হাউসে এনেছিলেন এবং সেটা সর্বসম্মতিক্রমে এই হাউসে পাশ হয়েছিল। আজ প্রায় পাঁচ বছর হয়ে যায়, আজ পর্যন্ত এটাকে রূপ দেওয়া হয় নি। আমাদের নরেশবাবু আবার এই প্রস্তাব হাউসে এনেছেন। কিন্তু আমার কথা হল প্রস্তাব আমরা অনেক পাশ করেছি।

আমরা প্রস্তাব পাশ করি সেপারেশন অব জুডিসিয়ারী ফ্রম একজিকিউটিভ, আমরা প্রস্তাব পাশ করেছি তিন স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব। এটা হয়ে গেছে দেড় বছর। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এইসব প্রস্তাব যে পাশ করি কেন তা বুঝি না। কারণ ত্রিপুরার একমাত্র কর্ণধারের যদি মর্জি না হয় তাহলে আনলেও যা না আনলেও তাই। তবে আমাদের এটা করতে হয় কারণ আমরা এম, এল, এ। আমাদের বলতে হয় বাইরে গিয়ে যে আমরা হাউসে প্রস্তাব উঠিয়েছি। সেটা নরেশ বাবুও বলেন, আমরাও বলি, অস্বীকার করব না। আমরা তেত্রিশ জনের মধ্যে বত্রিশ জনেরই কিছু করবার নাই একমাত্র একজন ছাড়া। সমস্ত কিছু প্রস্তাব যা পাশ হয়েছে তা আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নাই। জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য সেগুলি আমরা প্রস্তাবের আকারে রেখে দিয়েছি আমাদের বইগুলিতে এবং পত্রিকায়। কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। আর আমাদের যতীনবাবু যে প্রস্তাবের কথা বলেছেন, তিনি অবশ্য নিজে পঞ্চায়েত প্রধান. তিনি এম, এল, এ, এবং তিনি পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি অবশ্য অনেক খবর রাখেন। তবে আমি পঞ্চায়েত সদস্য নই। আমি খবর রাখি না সত্যি কথা। কারণ যার যেটা দোষ, যার যেটা ড্র ব্যাক সেটা স্বীকার করতে হবে। তবে এটা জানি বি, ডি, ও সাহেব টিউবওয়েল স্যাংশান করে দেন আর সাইট ঠিক করে দেন তিনি। আজকে বি, ডি, ও, বলেন যে যতীন বাবু আপনার এলাকায় চারটা টিউবওয়েল স্যাংশান করে দিয়েছি, আপনি কিন্তু লোক ঠিক করে করিয়ে নেবেন। তিনি কনট্রাকটার ঠিক করে দিতে পারেন। এই ক্ষমতা তার আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি যা বললাম ঘটনাটা তাই। দাদনের যে ঋণ দেওয়া হয় সেটাও এইভাবে হয়। এখানে ৫,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হবে ব্লকের মধ্যে, আপনি কিন্তু ৫০০ টাকা করে ঠিক করে দেবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কথা, বলছি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, কনসেনট্রেট করা নয়। সেই জায়গায় আজকে রিজলিউশানে বুঝলাম আমি আজ দশ বছর পরে নরেশবাবুর মনে পড়েছে যে আরে এট তো সাংঘাতিক খারাপ। হাত তুলে কেন ভোট দেবে। যদি নিজের মন মত লোক না পায়, নিজের মত লোক নাও পেতে পারে। এটা ব্যালট বাক্সেই করা উচিত। কিন্তু আমাদের তড়িৎবাবু যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কি, আমি প্রধান, যতীনবাবু স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক বছর একটা সার্কুলার যায় তার কাছে যে আপনারা বাজেট তৈরী করে পাঠান। কিন্তু তার বাঁ দিকে খালি। কিন্তু আপনাদের তো আয় নাই, আপনাদের কি টাকা দে ; সত্যি কথা। তিনি বাইরে স্বীকার করবেন। এখানে স্বীকার করবেন না। কিন্তু পঞ্চায়েতের কাছে বাজারের ইজারা. খাস জমিতে ফলের বাগান করা, জলাশয়ে মাছের চাষ করা, তারপর ছোট ছোট গ্রাম্য রাস্তা করা, তারপর স্যার, আপনিও জানেন আমরা অনেক দহরম মহরম করে ত্রিপুরাতে এক কোটি টাকা আয় করেছি আর তেত্রিশ কোটি টাকা ভারত সরকার দিচ্ছে। এটা যেমন ইউনিয়ন টেরীটরী, ঠিক পঞ্চায়েতটাও তাই। এটাকে একটা সেলফ গভর্ণমেণ্ট ইউনিট হিসাবে মনে করা দরকার। যে টাকাটা আসছে সেই টাকাটা যদি ছাণ্ড অভার করে দেওয়া হয়, যেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মারফতে, কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্টের

মারফতে বহু টাকা আসছে পঞ্চায়েত অফিসে আমাদের ডিরেক্টর যে শান্তিবাবু তার অফিসে গেলে দেখা যায় পঞ্চায়েত বসছে, মিটিং করছে পঞ্চায়েত প্রধান, এমনসব ছবি আছে। বহু ছবি। থানার মধ্যে যেমন ছবি থাকে আমরা আপনাদের সেবার জন্যই আছি, দুষ্ট লোককে দমন করা, ঘুষ নেওয়া নিষিদ্ধ ইত্যাদি বহু ছবি। কিন্তু এই ছবি দেখতে দেখতেই আজ দশ বছর চলছে। কিন্তু এই প্রস্তাবটার অ্যামেণ্ডমেন্ট হয় নি। এটা নিউ রিজলিউশন হিসাবে আসছে। আর এটা হচ্ছে ফাণ্ড তাদের হাতে হ্যাণ্ড অভার করা। এইগুলি আলাদা রিজলিউশন। তার রিজলিউশনটাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি যদিও এটা এসে গেছে। মাননীয় মনসুর আলী সাহেব এটা এনেছিলেন। কিন্তু তথাপি তার রিজলিউশান-টাকে আমরা সমর্থন করতাম যদি এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট না এসে ইনডিপেনডেনটলী আসত। কারণ এই অ্যামেণ্ডমেন্ট হল মোস্ট ইমপোর্টেন্ট। এটাতে দেখা যাচ্ছে যে টেন ইয়ার্সের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নামে প্রধানের সৃষ্টি হয়েছে। এটা যে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কি কারণ, এবং কেনই বা তাকে আজ পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় নি সেই সম্বন্ধে যতীনবাবু এখানে এক রকম বক্তৃতা করবেন আর বাইরে অন্য রকম বক্তৃতা করবেন। তাই আমি বলি যে এই প্রস্তাবটা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। কারণ বলাটা উচিত নয়, বলতে আমি চাইছিলাম না। কারণ প্রস্তাব নিয়ে পাশ করুন। কাজ কিছু হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— নাউ আই উড কল অন অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীপি, কে, দাস।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ : - মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর যে সংশোধনী এনেছেন নরেশবাবু সেই অ্যামেণ্ডমেন্ট রিজলিউশন আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য মূল যে প্রস্তাব সেটা পার্শিয়ালী কয়েকটা ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আমাদের নরেশবাবু বলেছেন যে এটা পার্শিয়ালী না দিয়ে সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং, সেইভাবে দিতে গেলে, তিনি প্রস্তাব করেছেন যে মূল অ্যাক্ট অ্যামেণ্ডমেন্ট করে ক্ষমতা দেওয়া হোক। কাজেই আজকে যখন পঞ্চায়েত অ্যাক্ট এই রাজ্যে একসটেণ্ড করা হয়, ইউ, পি, পঞ্চায়েত অ্যাক্ট তখনকার অবস্থার সংগে বর্তমান অবস্থার বহু ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পঞ্চায়েত অ্যাক্ট সংশোধন করা উচিত বর্তমান অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে। কিন্তু বক্তৃতা রাখতে গিয়ে আমার মনে হল পঞ্চায়েত ক্ষমতা পাওয়ার জন্য যতটা আগ্রহী তার চাইতে বলার বেশী আগ্রহ যে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের হাত থেকে ক্ষমতা নিজের হাতে বেশী রেখেছেন, আগেও রেখেছেন, আগে যা রেখেছিলেন তার থেকেও মুখ্য-মন্ত্রী নিজের হাতে এখন ক্ষমতা বেশী রেখেছেন। এই কথাটা বলার জন্যই যেন প্রস্তাবের আগমন। কেন না তিনি যতক্ষন সময় পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য বলেছেন তার চাইতে তার অধিকাংশ সময়েই আমি লক্ষ্য করেছি যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে বেশী ক্ষমতা রেখেছেন, মন্ত্রী পরিষদের মেম্বারদের বা অন্যান্যদের খুব কম ক্ষমতা দিয়েছেন এই কথাটা বলার জন্য। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে পঞ্চায়েত এ্যাক্ট, এটাকে সংশোধন করা উচিত

বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও আপশোষ হয় তিনি যখন বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ গত ২০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে একছত্র অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমিও তাঁর ঐ কথার সঙ্গে বলতে চাই যে প্রস্তাবক নিজেই গত ২০ বছর ধরে তাঁর (মুখ্যমন্ত্রীর) পাশে পাশে ছিলেন একেবারে ছায়ার মত এবং তিনি তাঁর কাছাকাছি থেকে নানাভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য সাহায্য করেছেন যার জন্য শচীন্দ্র লাল সিংহ মহোদয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় আনতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা জানি যে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে আজ আমরা এই বিধান সভায় এম, এল, এ-র অধিকার পেয়েছি এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা এখানে আমাদের বক্তব্য রাখতে পারছি। তাই মাননীয় সদস্য মহোদয় গত ২০ বছরের যে রেফারেন্স এখানে দিলেন, সেই ২০ বছরের প্রথম দিকে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আসতে পারি নি, আমাদের আসতে হয়েছে নানাবিধ বাঁধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যেমন আগে আমাদের এখানে কোন চীফ কমিশনারের রাজত্ব ছিল না, তখন ছিল এ্যাড্‌ভাইসরের শাসন, আর এই এ্যাড্‌ভাইসরের শাসনের পরে এল টি, টি, সি, তারপরে এল চীফ কমিশনার, তার পরে এল এ্যাসেম্বলী এবং সর্ব্বশেষে আসল লে: গভর্ণরের শাসন। কাজেই এগুলির জন্য আমাদের ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়েছিল এবং তারজন্য সংগ্রামও করতে হয়েছিল। আর সেটার জন্য অনেক দুঃখ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, আমাদেরই এই মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহোদয়কে, সে কথা অবশ্য তিনি ভুলে যান নি বলে আমি আশা করব। কাজেই শচীন্দ্র লাল সিংহ মহোদয় একেবারে হঠাৎ করে ত্রিপুরা রাজ্যের একছত্র অধিকারী হন নি বা এই গণতান্ত্রিক অধিকার তিনি জোর করে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে আদায় করে নেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে তাকে এই পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তারপরে মাননীয় সদস্য অবশ্য এই দিক ছেড়ে গিয়েছেন সেও বেশী দিনের কথা নয় এবং আমরা দেখেছি যে গত নির্ব্বাচনে বা তার আগেও তিনি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নমিনেশান পাওয়ার জন্য কত দরবার, কত শলা পরামর্শ এবং কোঁসফাস করেছেন, সেটা তো আমরা স্বচোখে দেখেছি। সুতরাং আজকে শচীন বাবুর সম্পর্কে যে সব কথা বল্লেন, এই সব কথা তাঁর মুখে শোভা পায় না। আজকে তিনি যদি সেই দল ছেড়ে দিয়ে বা এম, এল, এ পদ ছেড়ে দিয়ে এই সব কথা বলতেন, তাহলে হয়তো সেটা শোভা পেত। সে যা হউক আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পঞ্চায়েত ক্ষমতা দিতে

ইচ্ছুক, কিন্তু এই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আর একজন সদস্য বলেছেন যে এই বিধান সভায় আমরা কৃষকদের জমির খাজনা মুকুব করার জন্য একটা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছি দেড় বছর হয়ে গেল, কিন্তু সেটার কোন এফেক্ট দেওয়া হচ্ছে না। সে জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারকে দোষারূপ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি জানেন না যে প্রস্তাব পাশ করে দিলেই ত্রিপুরা সরকার সেই প্রস্তাব মত এফেক্ট দিয়ে দিতে পারেন না এবং এই ধরণের কোন ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের নেই। এই ক্ষমতা হচ্ছে ভারত সরকারের, আমরা এই প্রস্তাব পাশ করার পর সরকার থেকে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন ভারত সরকারই ঠিক করবেন কি ভাবে এবং কখন তারা এটার এফেক্ট দিবেন। কেন না ভারত সরকারের অনুমোদন ভিন্ন আমরা এটার কোন এফেক্ট এখানে দিতে পারি না। তবে তাঁর এটা বলার পিছনে একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে তিনি শচীন বাবুর উপর রেগে আছেন এবং কেন তিনি তাঁর উপর রেগে আছেন, সেটা আমার কিছু জানা নেই। তবু তিনি পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন, আমি মনে করি তার সেই সব কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং বে-আইনী, তাঁর এ সব কথা বলার কোন অর্থ নেই। তবে তাঁর এ সব কথা বলার পিছনে অন্য উৎস থাকতে পারে এর সঙ্গে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমি এখানে বলতে চাই যে সরকার পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক এবং সেই অনুসারে ইতিমধ্যে একটা বিলের খসড়াও তৈরী হয়ে গেছে এবং সেই খসড়াকে এই সভাতে এনে পাশ করিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা যাতে পঞ্চায়েতকে নুতনভাবে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করতে পারি, সে দিকে অবশ্যই হাত দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই খসড়া প্রস্তুতি যে ভাবে চলছে তাতে আমরা আশা করছি আর কিছু দিনের মধ্যে আমরা সেটাকে বিলের আকারে পাশ করিয়ে নিতে পারব কয়েকজন বলতে গিয়ে বলেছেন পঞ্চায়েতকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, আমি বলব, তাঁদের এ সব কথা একেবারে ঠিক নয়। তার কারণ হল কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু উল্লেখ করেছেন যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমেও ছোট ছোট কাজ কিছু করানো হচ্ছে, যেমন বি, ডি, সির মাধ্যমে অবশ্য বি, ডি, সি, বলতে যদিও পঞ্চায়েতকে বুঝায় না। বি, ডি, সির মাধ্যমে গ্রামের মধ্যে অনেক ডেভেলাপমেন্ট কাজ করানো হচ্ছে —যেমন ছোট ছোট পুকুর খনন, ছোট ছোট রাস্তাঘাট, ছোটখাটো ঋণ দেওয়া, টিউব-ওয়েল. রিং-ওয়েল, সিঙ্কিং ইত্যাদির কাজ করানো হচ্ছে। এই যে এগুলি করা হচ্ছে বি, ডি, সি গাঁও সভার সঙ্গে আলোচনা করেই করছে। মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু এগুলি জানেন বলেই সত্য কথা হিসাবে বলেছেন। এবং তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতর সঙ্গে ভালভাবে জড়িত আছেন বলেই তার এ সব কথা ভালভাবে জানার কথা। আর সেজন্য মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু স্বীকার করেছেন যে যতিন বাবু গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে অনেক কিছু তার চাইতে ভাল জানেন। তাঁর এই স্বীকারুক্তিতে আমি তাঁর প্রসংশা না করে পারি নি। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বলতে চাই সেটা হল অনেক সময়ে তারা নিজেদের অনেক ক্ষমতাবান বলে

হাহির বয়ে থাকেন, অথচ আজকে তিনি যে ভাবে এই জিনিষটা স্বীকার করলেন, তাতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারি না। তবে আমি তাঁর সুন্দর মেন্টালিটিকে এপ্রিশিয়েট করছি। আর সেই সঙ্গে বলছি যে আমাদের সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল আছে এবং সেই অনুযায়ী সরকার এটার আমূল পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় বিল এনে এবং আগের যে পঞ্চায়েত এ্যাক্ট আছে, সেটার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর তার হাতে যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করছেন। তাই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেটা এই হাউসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারাবল মেম্বার শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, হাউসের সুরটা আমি যা বুঝলাম, তাতে আমার একটা গল্প মনে পড়ল স্যার। আমি তারপর আমার মূল বিষয় বস্তুর উপর বলব স্যার। গল্পটা হইল স্যার, এক গ্রামের কৃষক আছিল, খুব অবস্থাপন্ন কৃষক, তার বাড়ীতে পাশের গ্রামের এক কৃষক আইস্যা কইল দাদা আপনার মইটা দেননা, আমার ক্ষেতটা চাষ করতাম। দাদা তখন কইলেন কেমনে দিমু, সিন্দুকের চাবীত নাই, তোর বৌদিতো বাড়ীতে নাই, সিন্দুকের চাবিটাতো লইয়া গ্যাছে। তখন সেই কৃষক কইল দাদা আপনি সিন্দুকের চাবী দিয়া কি করবেন, মই কি সিন্দুকে থাকে। তখন দাদা কইলেন, দিমুনা কইলে কি ভাল হউত? আজকে ক্ষমতাসীন দলের ও পঞ্চায়তের হাতে ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে হয়েছে তাই। বড় বড় কথা শুনিয়ে দিলেন, এত কম কেমনে দিমু, হগ্‌গলতান অ্যানা তারপর তোমাদের দিমু।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় নরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তিনি যদি আমাদের মূল প্রস্তাবটা ভাল করে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন আমরা কি বলেছি। আমরা বলেছি যে আসল যে টাকাটা, সেই টাকাটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হউক। আমার আরেক বন্ধু বলেছেন যে বাজেট করে দেখা যাচ্ছে যে তাদের নিজস্ব টাকা নেই। আমরা আজকে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ বৎসর যাবত এ্যাসেম্বলী চালিয়েছি, এ্যাসেম্বলী হওয়ার পর, এক পয়সাও আমরা টেক্স করছিনা, কি হয়েছে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে গ্র্যান্ট নিয়ে সেটা চালাচ্ছি। তাদেরও এই বাজেটে টাকা আছে, গ্রান্ট আছে। সে টাকাটা রাস্তা, স্কুল এবং বিল্ডিং বা পানীয় জলের জন্য খরচ হচ্ছে, সেটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হউক, সেটাই হচ্ছে আমার প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। তারপর আমরা দেখছি যে টিউব ওয়েল রিপেয়ার বা নূতন কিছু করতে গেলে পরে মানুষ বলে যে কনট্রাক্টার টাকা খেয়ে নেয়, কিন্তু সেগুলি রিপেয়ার হয় না। কাজে এই টাকাটা যদি গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে কিন্তু আর কিছু পান নাই, এটাকে বাগরা দেওয়ার জন্য এখানে নরেশ বাবু একটা প্রস্তাব এনেছেন, যে প্রস্তাব পাঁচ বছর আগে আমরা পাশ করেছি সেটা এখানে নিয়ে এসেছেন। এটা আজকের নয়, মনসুর আলী সাহেব

এই প্রস্তাব এখানে পাঁচ বছর আগে দিয়েছিলেন এবং সেটা এখানে পাশ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা তোমাদের জন্য এই করব, সেটা দিয়ে তিনি আজকে আবার জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই জিনিষটা যদি মেম্বারদের কাছে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে আমার বিশ্বাস আছে মেম্বাররা আমার প্রস্তাবে রাজী হতেন। কিন্তু আমি আগেই বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একজন লোক আছেন, উনার ইচ্ছা হচ্ছে না, কারণ এই ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে উনার, তাই তিনি ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা এমন এমন কর, হিজ মাষ্টার ভয়েস—তাঁরা সেইভাবে এই রিজল্যুশান এখানে এনেছেন। এমন একটা রিজল্যুশানকে আমি সমর্থন করতে পারি না। উনারা যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে দিয়েছেন, সেটার যে সারমর্ম, আমরা পাঁচ বছর আগে যে রিজল্যুশান পাশ করেছি, তার সঙ্গে এক কাজেই, এটা এখানে আবার নূতন করে আনার অর্থ হচ্ছে মন্ত্রীর উপর সেনসারের মত হয়ে পড়ে, কাজেই এই রিজল্যুশানের মধ্যে আমি সেনসার রাখতে চাই না, কাজেই আমি আমার মূল রিজল্যুশানে সিটক করছি। আমার যে রিজল্যুশান, সেটা যদি মেম্বাররা চোখ খুলে দেখেন, তাহলে এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে দিয়েছেন, সেটার দ্বারা আমার যে রিজল্যুশান সেটাকে নিগেটিভ করা হচ্ছে, কাজেই আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্ট সমর্থন করতে পারিনা, আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Now I am putting the Resolution to vote. First I am putting the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Shri Naresh Roy that—

"The portion from the word 'Gaon Sabhas' appearing in the Ist line to the word 'Naya' appearing in the 4th line of the resolution be deleted and the following words be added at the end of the resolution—'by suitably' amending the U. P. Panchayat Raj Act as extended to Tripura.'

The Amendment was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Amended Resolution to Vote.

The question before the House is that

This Assembly is of opinion that Panchayats should be vested with power for their proper functioning by suitably amending the U. P. Panchayat Raj Act as extended to Tripura.'

The Amended resoputiun was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—I have it in command from the Lt. Governor (Apministrator) that the Assembly do now stand prorogued.'

UNSTARRED QUESTION No. 7

By :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) বকেয়া ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে কোন মহকুমায় কত সংশিত ও নীলাম নোটিশ বাহির করেছেন, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) উপরোক্ত সময় কয়টি ক্ষেত্রে নীলাম কার্য্যকরী করা হইয়াছে এবং—

৩) বকেয়া রাজস্ব মুকুবের দাবী সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কি ?

উত্তর

মহকুমার নাম	সংশিত নোটিশ জারীর সংখ্যা	নীলাম নোটিশ জারীর সংখ্যা
সদর	৭৭৬৮	১৭
খোয়াই	৫৪২	২
সোনামুড়া	২৬১৬	২৫৭
ধর্মনগর	৩১৫	২
কৈলাসহর	২১	—
কমলপুর	৫৭৮	১৭
উদয়পুর	৪৯৭	—
অমরপুর	১০৫	৪১
বিলোনীয়া	৩১৯	—
সাবরুম	১০	৪

২।

মহকুমার নাম	যতটি ক্ষেত্রে নীলাম কার্য্যকরী হইয়াছে
সদর	—
খোয়াই	—
সোনামুড়া	১৩
ধর্মনগর	২
কৈলাসহর	—
কমলপুর	১৭
উদয়পুর	—
অমরপুর	—
বিলোনীয়া	—
সাবরুম	—

৩) ১৩৭২, ১৩৭৩ এবং ১৩৭৪ বাং সালের অনাদায়ী খাজনা ইতি পূর্ব্বেই মকুব করা হইয়াছে। উক্ত সালের আদায়ীকৃত খাজনা মকুবের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Starred Question No. 406
by Shri Bidya Ch. Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটের Tax বৃদ্ধির পর কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দর কতটা বেড়েছে তার তুলনামূলক হিসাব,

২। মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। তুলনামূলক মূল্যের হিসাব এতদ্‌সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। মুল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য সরকার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন।

COMPARATIVE STATEMENT SHOWING THE PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES BEFORE AND AFTER INTRODUCTION OF THE BUDGET

Name of the Commodity.	Price for the week ending on 27. 5.71 i· e. before budget	Price for the week ending on 3. 6. 71 i. e. after budget
1) FOODGRAINS		
Rice (Coarse)	Rs. 1.80 per Kg.	Rs. 1.85 per Kg.
2) POL PRODUCTS		
Superior K. Oil	Rs. 0·55 per lit,	Rs. 0.58 per lit.,
Patrol	Rs. 1.11 per lit.	Rs. 1.34 per lit,
H. S. D. Oil	Rs. 0.83 per lit·	Rs. 0.86 per lit.
3) BABY FOOD		
Glaxo	Rs. 11.65 per tin (Big)	Rs. 12.12 per tin (Big)
4) SUGAR		
De-control	Rs. 2.40 per Kg. to Rs. 2.50 per Kg,	Rs. 2.50 per Kg.
5) TEXTILE		
Dhuti (Fine)	Rs. 30.00 to 36.00 per pair	Rs. 30.00to 36.00 per pair
Shari (Fine)	Rs. 25.00 to 30.00 per pair	Rs. 25.00 to 30.00 per pair

	1	2	3
6.	SHOP		
	Tata 501	Rs. 1.05 per half bar	Rs. 1.15 per half bar
	LUX	Rs. 0.72 each	Rs. 0.75 each.
7)	Match box	Rs. 0.12 per box	Rs. 0.12 per box.
8)	TYRES & TUBES		
	Dunlop-2 Ply Dunlop-4 Ply	Not available	Not available.
	N. R. M. Tubes	Rs. 3.25 each	Rs. 3.25 each.
9)	Electric Lamp	Rs. 1.85 each of 40 W.	Rs. 1.85 each of 40 W.
10)	Soda	Rs. 1.75 per Kg.	Rs. 1.75 per Kg. to 1.85 per kg.
11)	Cement	Rs. 14.77 per bag	Rs. 14.77 per bag.
12)	Mustard Oil	Rs. 530.00 to 549.00 per quintal.	Rs. 530.00 to 547.00 per quintal.
13)	Salt	Rs(32,00 to 34.00 per 75 Kg. bag.	Rs. 35.00 to 36.00 per bag of 75 kg.
14)	Pulses	Rs. 145.00 to 146.00 per quintal.	Rs. 154.00 to 155.00 per quintal.

UNSTARRED QUESTION No. 407

By :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTIONS

১) ১৯৭০-৭১ হ'তে এই পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় কতটি অগ্নিকাণ্ডে কত বাজার পোড়া গিয়াছে ,

২) এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ ?

ANSWER

১)
২) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION No. 6
By :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTIONS

১) ১৯৬৫ সালের পর হইতে Settlement এর ভুল জরীপ ও রেকর্ডিং এর ফলে কোন মহকুমার কতটি জমি সংক্রান্ত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এবং,

২) এই বিরোধ অবসানের জন্য সরকার পুর্ণজরীপে কাজ সুরু করিবেন কি ?

ANSWER

মহকুমার নাম	ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের অভিযোগের সংখ্যা
সদর—	১৩৮৪
খোয়াই—	৬৪২
কমলপুর—	২৬৪
কৈলাসহর—	১৫০
ধর্ম্মনগর—	৩৯৩
সোনামুড়া—	৩১৭
উদয়পুর—	৬৩০
বিলোনীয়া—	৫৭৭
অমরপুর—	৮৫
সাবরুম—	১৪১

২) না, যেহেতু TLR & LR Actএ এর প্রতিকারের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 9
BY—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

১) Tripura Land Revenue Act, 1960 চালু হবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কত ন জোতদারের নিকট হইতে Ceilingএর উপরকার Vested land সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তার পরিমাণ ও ঐ সকল জোতদারের নাম।

২) ঐ উদ্বৃত্ত জমি কত জন ভূমিহীনের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

জোতদারের নাম	Vested landএর পরিমাণ
১) মৌলানা আব্দুল লতিফ	০·৭৯ একর
২) শ্রীমতী স্নেহবালা গুপ্ত	৪৫·৯৭ ,,
৩) শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস	১৯·২০ ,,
৪) শ্রীতরণী কান্ত দাস	১২·৩৭ ,,
	মোট ৭৮·৩৩ একর

২। কোন ভূমি বিলি করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 63
BY—Shri Promode Ranjan Das Gupta

QUESTION

1. Total khas land recorded by the Survey & Settlement Deptt. upto-date.
2. Total khas land has been given settlement to the landless peasents upto-date (showing Scheduled Tribe, Scheduled Castes & General separately).

ANSWER

1. 3,61,685.44 acres.
2.

(i)	Scheduled Tribes	51,326.54 acres
(ii)	Scheduled Castes	6,828.09 acres
(iii)	General	6,271.54 acres
		64,426.17 acres.

UNSTARRED QUESTION NO. 446
BY—Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

১) বর্তমান সময়ে সদর বিভাগের কোন এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে কি না;

২) যদি আরম্ভ হয়ে থাকে স্থানের নাম ও টাকার পরিমাণ কত;

৩) টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য সদর বিভাগে মোট কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কোন ব্লকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩।

ব্লকের নাম	টাকার পরিমাণ
মোহনপুর ব্লক	১০,০০০ টাকা
জিরানীয়া ব্লক	১০,০০০ টাকা
বিশালগড় ব্লক	১০,০০০ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 465

BY—Shri Jatindra Kr. Majumder

QUESTION

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্যজীবি বা Fishery সমবায় সমিতিগুলির নাম ও ঠিকানা কি ?

ANSWER

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্যজীবি বা Fishery সমবায় সমিতিগুলির নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
মহারাজগঞ্জ বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

২। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতি লিঃ।
গ্রাম :—রুদ্রসাগর, পোঃ—মেলাঘর, ত্রিপুরা।

৩। উদয়পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
উদয়পুর, পোঃ—রাধাকিশোরপুর, ত্রিপুরা।

৪। সাধক মহারাণী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
পোঃ—মরাছড়া, কমলপুর, ত্রিপুরা

৫। কৈলাসহর বিভাগীয় জনকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
পোঃ—কুমারঘাট, কৈলাসহর, ত্রিপুরা।

৬। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
পোঃ—বিলোনীয়া, ত্রিপুরা।

৭। নূতনবাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
পোঃ—নূতনবাজার, ডম্বুরনগর, অমরপুর, ত্রিপুরা।

STARRED QUESTION NO. 373
BY—Shri Mono Ranjan Nath.

QUESTIONS

১) ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনপুর থানার এলাকায় ধনীছড়া মৌজায় ২৭৯টি পরিবারের খাসভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য তিন বৎসর পূর্ব্বে Settlement Department কাগজাত প্রস্তুত ক্রমে অনুকূলে report দিয়া Forest Departmentএ পাঠান হয় এবং ঐ Department হইতে বৃক্ষাদির মাশুল ধার্য্য করা হয়, তৎপর D. M. & Collector অবিলম্বে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ধর্ম্মনগরের S D. O.কে ছয় মাস পূর্ব্বে লিখেন ;

২) যদি সত্য হয় তবে এখন পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত না দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। }
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Printed by the Tripura Government Press
Agartala, Tripura.

TGPA—12-8-71—150.